মাসায়েলে

হজ্ব ও উমরাহ্

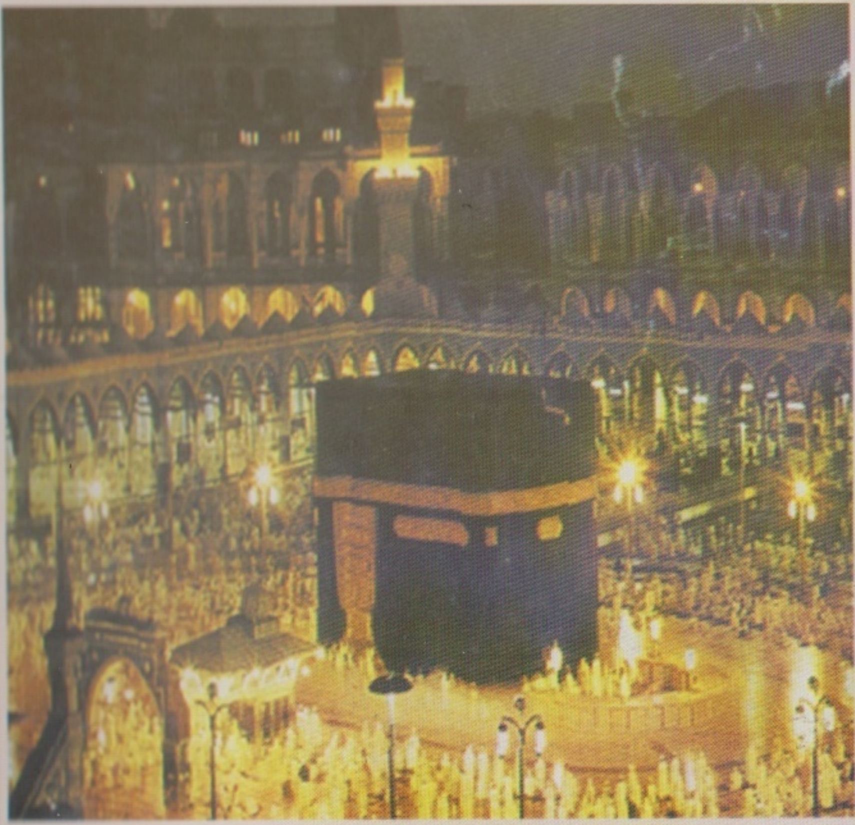

মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী

مسائل الحج والعمرة

মাসায়েলে হজ্ব ও উমরাহ্

সৌজন্যে - ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন

صادق أحمد صديقي

মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী

হারামাইন প্রকাশনী

www.pathagar.com

مسائل الحج والعمرة

صادق أحمد صديقي

মাসায়েলে হজ্ব ও উমরাহ্

মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী
সভাপতি, তাহ্ফিজে হারামাইন পরিষদ বাংলাদেশ ও
খতীব, মালিবাগ বায়তুল আজিম শহীদী জামে মসজিদ, ঢাকা।

প্রকাশনায়
হারামাইন প্রকাশনী
৪৭৪/৫, মালিবাগ বাজার রোড, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৫৬১২১, ০১৮৯-৪০৩৯৭১
০৫০৮৪৪২৭২১ (সউদী আরব)

পরিবেশনায়
আল-ফুরকান পাবলিকেশন
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২, ০১১৯৯-৯৪৯৬৭৬

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ১৯৯৭ ঈসায়ী

তৃতীয় প্রকাশ
জৈষ্ঠ, ১৪১৩ সাল
রবিউস্ সানী, ১৪২৭ হিজরী
জুন, ২০০৬ ঈসায়ী

হাদিয়া ঃ ১৫০.০০ (একশ' পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

কম্পোজ ও মুদ্রণ
নাবিল কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২, ০১৭১-৪০১৫৯৭৭

MASAIL-E-HAZZ & UMRAH, Written by Moulana Sadeque Ahmad Siddiqui in Bengoli, Published by Haramine Prokashoni, 474/5, Malibagh Bazar Road, Dhaka-1217, Bangladesh. Phone: 9356121, 0189-403971, 0508442721 (K.S.A) 3rd Edition: June 2006, Price : 150.00 Taka Only.

www.pathagar.com

আরয

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وبعد .

হজ্ব ইসলামের একটি অন্যতম রুক্ন। সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ্ব আদায় করা ফরয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা অনুযায়ী জান্নাতই হচ্ছে মাবরূর (মাকবূল) হজ্বের একমাত্র প্রতিদান। হজ্বের আবশ্যকীয় মাসআলাগুলো জানা প্রত্যেক হজ্বযাত্রীর জন্য জরুরী। হজ্ব আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে অধিকাংশ হজ্বযাত্রীর পক্ষেই সহীহ্‌ভাবে হজ্ব আদায় করা সম্ভব হয় না। এটা খুবই দুঃখজনক।

হজ্বযাত্রীরা যাতে সহীহ্-শুদ্ধভাবে হজ্ব আদায় করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সাল থেকে হজ্বযাত্রীদের জন্য 'হজ্ব প্রশিক্ষণ কোর্স'-এর ব্যবস্থা করে আসছিলাম। প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ 'হজ্বের মাসায়েল' সম্পর্কে কিতাব লেখার জন্য আমাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করে 'মাসায়েলে হজ্ব ও উমরাহ্' নামে এ সংক্ষিপ্ত বইখানা লেখা শুরু করলাম। বইটির মূল পান্ডুলিপি আমার অনুজ শাহ্ মুনিরুজ্জামান কর্তৃক হজ্ব প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত আমার বক্তব্য থেকে লিখিত। এতে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি কিংবা মুদ্রণ ত্রুটি থাকতে পারে। পাঠকগণ মেহেরবানী করে আমাকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা অধমের এ প্রচেষ্টাকে কবূল করুন। আমীন!

সাদেক আহমদ সিদ্দিকী
৬ রজব, ১৪১৮ হিঃ
৭ নভেম্বর, ১৯৯৭ ইং

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
কা'বা শরীফের ঐতিহাসিক পটভুমি- নির্মাণ ইতিহাস ৯
কা'বা শরীফ সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ ১১
বায়তুল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্ব শান্তির কারণ ১২
হজ্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১৪
হজ্বের মাস সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা ১৮
হজ্ব ও উমরাহ্‌র ফযীলত ১৮
হজ্বে মাবরূর ১৯
কতিপয় পারিভাষিক শব্দ ২৩
হজ্বের সংজ্ঞা ২৯
হজ্বের প্রকারভেদ ২৯
হজ্ব কখন ফরয হয় ৩০
হজ্বে গমনের পূর্বে করণীয় ৩৩
সায়্যিদুল ইস্‌তিগফার ৩৪
বাড়ী হতে রওয়ানা ৩৮
বাড়ী হতে বের হবার সময় পড়ার দোয়া ৪০
হজ্বযাত্রীগণের সাথে যেসব আসবাব-পত্র থাকা জরুরী ৪১
বিমান বন্দরে পড়ার দোয়া ৪২
মক্কা শরীফে প্রবেশের বিবরণ ৪৪
মসজিদে হারামে প্রবেশের আদব ও মাসআলা ৪৭
বায়তুল্লাহ্ শরীফ নজরে আসলে যে দোয়া পড়তে হয় ৪৮
মসজিদে হারামে নামায পড়ার সওয়াব ও মাসআলা ৫০
মসজিদে হারামে নামায পড়ার গুরুত্ব ৫০
হজ্বের ফরয ৫১
ইহ্‌রামের অর্থ ৫২
ইহ্‌রামের প্রকারভেদ ৫২

www.pathagar.com

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ ৫৩
হজ্বের সুন্নতসমূহ ৫৩
হজ্বের সময় সুন্নত গোসল ৫৫
ইহরাম ও হজ্বের মাকরূহ বিষয়াবলী ৫৫
দ্বিতীয় অধ্যায়
হজ্বের ইহ্রামের নিয়্যত ৫৭
ইহ্রামের শর্তসমূহ ৫৮
ইহ্রামের ওয়াজিবসমূহ ৫৮
ইহ্রামের সুন্নত কার্যাবলী ৫৯
ইহ্রামের মুস্তাহাব কার্যাবলী ৫৯
ইহ্রামের পোশাক ৬১
হজ্বের ইহ্রাম বাঁধার শেষ সময় ৬১
হজ্বের ইহ্রাম হতে হালাল হওয়ার সময় ৬২
ইহ্রাম অবস্থায় হজ্বে নিষিদ্ধ কার্যাবলী ৬২
যে কাজ করলে হজ্ব ও উমরাহ্ বাতিল হয়ে যায় ৬৪
উমরাহ্র সাধারণ বর্ণনা ৬৭
উমরাহ্র মীকাত ৩টি ৬৭
উমরাহ্ আদায়ের ফরয ৬৭
উমরাহ্ আদায়ের নিয়ম ৬৭
মহিলাদের হজ্বের নিয়ম ৬৮
তওয়াফের ফযীলত ৭০
তওয়াফ সম্পন্ন করার পদ্ধতি ৭০
হজ্বের বিভিন্ন সময়ের তওয়াফ ৭১
তওয়াফের ফরয কার্যাবলী ৭২
তওয়াফের ওয়াজিব কার্যাবলী ৭২
তওয়াফের সুন্নত কার্যাবলী ৭৩
তওয়াফের মাকরূহ বিষয়াবলী ৭৪

www.pathagar.com

তওয়াফের ক্ষেত্রে হারাম কার্যাবলী ৭৪
তওয়াফের মাসআলাসমূহ ৭৫
মাতাফের নক্শা ৭৬
তওয়াফের প্রয়োজনীয় দোয়াসমূহ ৭৭
যম্যম কূপের ইতিহাস ৮৬
যমযমের পানি পান করার নিয়ম ৮৭
হারাম শরীফে দোয়া কবূলের স্থানসমূহ ৮৭
তৃতীয় অধ্যায়
হজ্বের 'সাঈ' কে কখন করবে ৮৯
সাঈ-এর ফরয ৮৯
সাঈ-এর ওয়াজিব ৮৯
সাঈ-এর সুন্নত ৯০
সাঈ-এর মাকরূহ বিষয়াদি ৯১
সাঈ করার পদ্ধতি ৯১
সাঈর সময় এ দোয়া পড়বেন ৯২
তালবিয়া, তাক্বীরে তাশরীক এবং মাসআলা ৯৯
সাঈ'র পর মক্কায় হজ্বের জন্য অপেক্ষাকারীদের করণীয় ১০১
সর্বাধিক ব্যস্ততার দিনগুলো ১০১
যোহর ও আসরের নামায একত্রীকরণের শর্তাবলী এবং মাসআলা ১০২
আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের বর্ণনা ১০৩
উকূফে আরাফার শর্ত ও মাসআলা ১০৬
উকূফের মুস্তাহাবসমূহ ১০৭
মুয্দালিফায় উকূফের মাসআলা ১০৭
মুয্দালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়ার আহ্কাম ১০৭
মিনায় এসে করণীয় ১০৮
জামরা আকাবায় কঙ্কর মারা ও তালবিয়ার সমাপ্তি ১০৯
কোরবানী (শুকরানা দম) ও মাথা মুন্ডানো ১১০

www.pathagar.com

শুকরানা দম	১১২
কোরবানীর ফযীলত	১১৪
কোরবানী করার নিয়ম ও দোয়া	১১৫
বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুকুম	১১৭
প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পরে করণীয়	১১৭
নাবালেগ ছেলেমেয়েদের হজ্ব	১১৮
যে সকল কারণে হজ্বের কাযা ওয়াজিব হয়	১১৯
চতুর্থ অধ্যায়	
বদলী হজ্বের বয়ান	১২০
অক্ষম হওয়ার কারণসমূহ	১২০
বদলী হজ্বের শর্তসমূহ	১২১
বদলী হজ্বকারীর খরচ	১২৫
মক্কা শরীফে যিয়ারতের স্থানসমূহ	১২৬
কবরস্থান	১২৬
মক্কা শরীফের পবিত্র পাহাড়সমূহ	১২৭
বিদায়ী তওয়াফ	১২৮
দমে জিনায়াত বা ক্ষতিপূরণ	১২৯
সুগন্ধি এবং তেল ব্যবহার করা	১৩১
সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা	১৩৭
মাথা এবং মুখমণ্ডল আবৃত করা	১৪০
চুল বা লোম মুণ্ডন এবং ছাঁটা	১৪১
নখ কর্তন করা	১৪১
সহবাস ইত্যাদি সংঘটিত করা	১৪২
মক্কা শরীফ উত্তম- না মদীনা শরীফ?	১৪৭
পঞ্চম অধ্যায়	
মদীনা শরীফে স্বাগতম	১৪৮
হরমে মদীনা	১৪৮

www.pathagar.com

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত ১৪৯
মক্কা ও মদীনা শরীফের পথে মসজিদসমূহ ১৫০
যিয়ারতের মাসায়েল ও আদব ১৫১
মসজিদে নববীতে নামাযের ফযীলত ১৫২
রওযায়ে জান্নাতে রহ্‌মতের স্তম্ভসমূহ ১৫৩
প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ ১৫৪
মদীনা শরীফের যিয়ারত ১৫৬
হুযূর (সাঃ) -এর রওযা যিয়ারতকালে সালাম ও দোয়া ১৫৯
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর যিয়ারত ১৬১
হযরত উমর (রাঃ)-এর যিয়ারত ১৬২
আহলে বাকী' এর যিয়ারত ১৬২
জান্নাতুল বাকী'-এর চিত্র ১৬৬
মদীনা শরীফের মসজিদ সমূহের যিয়ারত ১৬৭
মদীনা শরীফে অবস্থান কালের আমল ১৬৮
হারামাইন শরীফাইনের সম্প্রসারণ ১৬৮
একটি বিশেষ দোয়া ১৮১
ব্যবহারিক আরবী শব্দমালা ১৮৫
হারামাইন শরীফাইনের কতিপয় ছবি ১৯৩

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

কা'বা শরীফের ঐতিহাসিক পটভুমি

কা'বা শরীফের নির্মাণ ইতিহাস

বিশ্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ তাঁদের নিজ নিজ রচিত গ্রন্থে লিখেছেন যে, কা'বা শরীফ সর্বমোট ১১ বার নির্মিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম এ ঘর নির্মাণ করেন। তূরেসীনা, ইয়ালাম্‌লাম্, কোহেতূরসহ মোট ৫টি পাহাড়ের পাথর দ্বারা তিনি এ পবিত্র গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর ভীত্ সপ্তম জমিনের নীচ থেকে উঠানো হয়েছে।[১]

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা শরীফের নির্মাণ ইতিহাস সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ - (اٰل عمران : ٩٦)

"নিশ্চয়ই মানব জাতির (ইবাদতের) জন্য (দুনিয়াতে) সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা' মক্কায় অবস্থিত (অর্থাৎ কা'বা শরীফ), এ ঘর সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬)

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ও বিবি হাওয়া আলাইহাস্ সালাম পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁদেরকে কা'বাগৃহ নির্মাণের নির্দেশ দেন। এ গৃহ নির্মিত হলে তাঁদেরকে এর তওয়াফ করার আদেশ দিয়ে বলা হয়, "আপনি সর্বপ্রথম মানুষ এবং এ গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ, যা মানব জাতির জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।" (ইবনে কাসীর)

হাদীস শরীফে আরো উল্লেখ আছে যে, হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত এ কা'বা গৃহ হযরত নূহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল।

---

১. কা'বা শরীফের ইতিহাস, মক্কা শরীফের ইতিহাস, আরব জাহানের ইতিহাস, ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, সীরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

মহাপ্লাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) সে প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় এর প্রাচীর ধ্বসে গেলে জুরহাম গোত্রের লোকজন একে পুনঃনির্মাণ করে। এভাবে কয়েকবার কুরাইশরাও এ গৃহ নির্মাণ করে। সবশেষে এর নির্মাণ কাজে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শরীক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজারে আসওয়াদ' নামক পাথরটি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের এ নির্মাণের ফলে ইব্‌রাহিমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমত কা'বা শরীফের একটি অংশ (হাতীম) কা'বা থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর নির্মাণে কা'বা শরীফের দরজা ছিল দু'টি। একটি প্রবেশের জন্যে এবং অপরটি (পশ্চিমমুখী) বের হওয়ার জন্যে। কিন্তু কুরাইশরা শুধু পূর্বদিকে একটি দরজা নির্মাণ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, কা'বা শরীফের বর্তমান অবকাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে ইব্‌রাহিমী নির্মাণের মতো করে দেই। কিন্তু কা'বা শরীফ ভেঙ্গে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞ লোকদের মনে ভুল বুঝাবুঝি দেখা দেয়ার আশংকার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি।" এ কথাবার্তার কিছুদিন পরেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভাগ্নে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে জানতেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কা শরীফে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরোক্ত ইচ্ছাটি কাজে পরিণত করেন এবং কা'বা শরীফকে পুনরায় ইব্‌রাহিমী কাঠামোতে নির্মাণ করেন। অবশ্য মক্কা শরীফে তাঁর কর্তৃত্ব বেশী দিন টিকেনি। অত্যাচারী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কা শরীফে সেনা অভিযান চালিয়ে তাঁকে শহীদ করে দেয় এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের এ কীর্তিটিও মুছে ফেলতে প্রতিজ্ঞা করে বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। এ অজুহাতে সে কা'বা শরীফকে

www.pathagar.com

আবার ভেঙ্গে জাহেলী আমলের কুরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই পুনঃনির্মাণ করে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পর কোন কোন বাদশাহ উল্লেখিত হাদীস দৃষ্টে কা'বা শরীফকে ভেঙ্গে ইব্রাহিমী ভিত্তি অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইমাম হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) ফত্ওয়া দেন যে, এভাবে কা'বা শরীফের ভাঙ্গাগড়া চলতে থাকলে পরবর্তী বাদশাহ্দের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বা শরীফ তাদের হাতের একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে তা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই থাকতে দেয়া উচিত। সমগ্র মুসলিম সমাজ তাঁর এ ফত্ওয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাট কাজ পরবর্তীতেও চলতে থাকে।

এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কা'বা শরীফ বিশ্বের সর্বপ্রথম ইবাদত গৃহ। এটাই জগতের সর্বপ্রথম মসজিদ। এর অপর নাম মসজিদে হারাম। (মাআরিফুল কোরআন)

কা'বা শরীফ সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ

আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা শরীফ তথা বায়তুল্লাহকে এবং আরো কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপায় করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত জগতের সব দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকবে এবং হজ্জ্বব্রত পালন করতে থাকবে (যাদের উপর হজ্জ্ব ফরয), ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকবে। অপরদিকে যদি এক বছরকালও কেউ হজ্জ্বব্রত পালন না করে কিংবা বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে কেউ নামায আদায় না করে, তবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আযাব নেমে আসবে।

এতে বুঝা গেল যে, খানায়ে কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ। যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ্জ্ব পালিত হতে থাকবে, ততদিনই বিশ্ব জাহান প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোন সময় বায়তুল্লাহ্র এ সম্মানকে অবহেলা করা হয়, তবে বিশ্বকেও বিলীন করে দেয়া হবে। বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহর মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে, এর স্বরূপ জানা জরুরী নয়। যেমন চুম্বক ও লোহা এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও খড়কুটোর পারস্পরিক

www.pathagar.com

সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায়, কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না। বায়তুল্লাহ্ ও বিশ্ব-ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্যাতীত। একমাত্র বিশ্ব-স্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা সম্ভব। বায়তুল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বের স্থায়িত্বের কারণ হওয়া একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বাহ্যিক দৃষ্টি তা অনুভব করতে অক্ষম। কিন্তু আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য এটি যে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ তা অনেক অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত। (মাআরিফুল কোরআন)

বায়তুল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্ব শান্তির কারণ

সাধারণত বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে চোর, ডাকাত, হত্যা ও লুণ্ঠনকারীরা দুঃসাহস প্রদর্শন করতে পারে না। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগের আরবে কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিংবা জননিরাপত্তার জন্য কোন নিয়মিত আইন প্রচলিত ছিল না। এক গোত্র অন্য গোত্রের জান, মাল ও মান-সম্মানের উপর যখন ইচ্ছা আক্রমণ করতে পারত। কাজেই গোত্রসমূহের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার কোনই বিধান ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতের বলে মক্কার বায়তুল্লাহ্ শরীফকে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শান্তির উপায় করে দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার মত ধৃষ্টতা যেমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, তেমনি বায়তুল্লাহ্ শরীফের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার সাহসও কেউ করতে পারত না। আল্লাহ্ তা'আলা জাহেলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ্ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে, তারা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতে কুণ্ঠিত হত না।

তৎকালীন আরবদের রণ উন্মাদনা ও গোত্রগত হিংসা সারা বিশ্বে প্রবাদ বাক্যের মত খ্যাত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে বায়তুল্লাহ্ ও তার আনুষঙ্গিক বস্তু সামগ্রীর সম্মান ও মাহাত্ম্য এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, প্রাণের ঘোরতর শত্রু কিংবা কঠোরতর অপরাধীও যদি একবার হরম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়ে যেত। তারা তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধ সত্ত্বেও তাকে

www.pathagar.com

কিছুই বলত না। হরমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে চোখের সামনে দেখেও তারা দৃষ্টি নত করে চলে যেত।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ্ব ও উমরাহ্‌র নিয়তে বাড়ী থেকে বের হত তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোন অতি মন্দ ব্যক্তিও তার ক্ষতি করত না।

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হরম শরীফের সীমানার নিকটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি করেন এবং হযরত উসমান (রাঃ)-কে একজন সাথীসহ এ মর্মে খবর দিয়ে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধের নিয়তে নয়, বরং উমরাহ্ আদায় করার জন্য এসেছেন। কাজেই তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করা ঠিক হবে না। কুরাইশ নেতারা অনেক আলাপ-আলোচনার পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে একজন প্রতিনিধি পাঠায়। এ প্রতিনিধিকে দেখা মাত্রই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটিকে বায়তুল্লাহ্‌র সম্মান-সম্ভ্রমে গভীর বিশ্বাসী বলে মনে হয়। উক্ত ব্যক্তি চিহ্নযুক্ত কোরবানীর জন্তুগুলোকে দেখে নির্দ্বিধায় স্বীকার করল যে, মুসলমানদেরকে বায়তুল্লাহ গমনে বাধা দেয়া উচিত নয়।

মোটকথা, জাহেলিয়াত যুগেও আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের মনে হরম শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ফলে সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল। এ সম্মানের ফলে শুধু হরম শরীফের ভেতরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ কাপড় পরিহিত অবস্থায় হজ্ব ও উমরাহ্‌র জন্য আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বহির্বিশ্বের লোকজন এর দ্বারা কোন উপকার, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত না। তবে আরবে যেভাবে বায়তুল্লাহ্ ও হরম শরীফের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হত, তেমনি হজ্বের মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ সম্মান দেখানো হত। আরবরা এ মাসগুলোকে 'আশহুরে হুরুম' বা 'সম্মানিত মাস' বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হরমের বাইরে যুদ্ধ বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সযত্নে বেঁচে থাকত। (মাআরিফুল কোরআন)

www.pathagar.com

হজ্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

'হজ্ব' ইসলামের প্রধান ৫টি স্তম্ভের একটি। এ স্তম্ভগুলো হচ্ছে ১. কালেমা বা ঈমান, ২. নামায, ৩. রোযা, ৪. যাকাত ও ৫. হজ্ব। (বোখারী ও মুসলিম)

হজ্ব সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুক্ন এবং ইসলামের ফারায়েয বা অবশ্যকরণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কোরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকীদ ও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে হিজরী তৃতীয় বছর (যে বছর উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল) সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াতের মাধ্যমে হজ্ব ফরয করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

হজ্ব সম্পর্কে মহাপবিত্র কোরআনুল হাকীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً-

"একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের (কা'বা শরীফের) হজ্ব ফরয করা হয়েছে মানুষের উপর যাদের সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য আছে।"

হাদীস শরীফে আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا -

হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তিকে কোন অনিবার্য প্রয়োজন কিংবা অত্যাচারী শাসক অথবা কঠিন রোগ হজ্বব্রত পালন থেকে বিরত রাখল না অথচ সে হজ্ব না করে মৃত্যুবরণ করল, এমন ব্যক্তি ইহুদী হয়ে বা খ্রীষ্টান হয়ে মারা যাক তাতে কিছু আসে যায় না।" (দারেমী)

www.pathagar.com

আল্লাহ মাফ করুন! কতই না কঠিন ভর্ৎসনা। যে সকল লোক হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও শরীয়ত সম্মত অপারগতা ব্যতীত পার্থিব স্বার্থ ও অলসতাবশতঃ হজ্ব সমাপন করে না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত মন্দ পরিণতির হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। কেননা, শর্তাবলী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও হজ্ব সমাপন না করা যদি হজ্বকে ফরয বলে অস্বীকার করার কারণে হয়ে থাকে, তবে সে ব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে কাফের। আর যদি ফরয হওয়ার বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কোন শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত শুধু অলসতা অথবা পার্থিব স্বার্থের কারণে হজ্ব করতে না যায়, তাহলে ওই ব্যক্তি ইহুদী বা খ্রীষ্টানদেরই অনুরূপ এবং হজ্ব না করার দিক দিয়ে তাদেরই মত।

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ سُوْءِ الْخَاتِمَةِ وَوَفِّقْنَا لِاَدَاءِ فَرَائِضِكَ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহ্ফাযনা মিন সূইল খাতেমাতে ওয়া ওয়াফ্ফেকনা লেআদায়ে ফারায়েযেকা কামা তুহেব্বু ওয়া তারযা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মন্দ পরিণতি হতে রক্ষা কর এবং তুমি যেভাবে পছন্দ কর ও সন্তুষ্ট থাক, সেভাবে তোমার ফরযসমূহ সম্পাদন করার তওফীক দান কর।"

শরীয়ত সম্মত কারণে যদি কারো হজ্বে যেতে দেরী হয় এবং নিজে হজ্ব করার ব্যাপারে আশা না থাকে, তাহলে বদলী হজ্বের ওসিয়্যত অবশ্যই করতে হবে। আর যে ব্যক্তি অলসতা বা অন্য কোন বাহানা করে দেরী করল এবং মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেল, তাকেও বদলী হজ্বের ওসিয়্যত করে যেতে হবে এবং তওবা করতে হবে। তাতে হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা মা'ফ করতে পারেন।

হজ্ব পারস্পরিক পরিচিতি এবং একতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অতি উত্তম উপায়। কেননা, হজ্ব উপলক্ষে মুসলিম জাতির এক অনন্য মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণসহ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা ও দেশ থেকে লোকজন এখানে তশরীফ আনেন এবং

www.pathagar.com

পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালবাসা আর পরিচিতি অর্জন করেন। এটা এমন একটি মুসলিম মহাসম্মেলন, যার নযীর পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

হজ্ব নতুন কোন বিষয় নয়। প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ হজ্ব পালন করে আসছে। বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে গিয়ে সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) হজ্বব্রত পালন করেন। সে সময় হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বলেছিলেন, আপনার আগমনের ৭ (সাত) হাজার বছর আগে থেকে ফেরেশতাদের জামাআত বায়তুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ করে আসছে। গোটা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই এ অনুপম গৌরব বহন করছে যে, প্রথম হজ্ব ভারত থেকে করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আঃ) তৎকালীন ভারত (বর্তমান শ্রীলংকার দ্বীপ) থেকে পায়ে হেঁটে ৪০ বার হজ্ব কার্য সম্পাদন করেছিলেন। সকল নবী-রাসূলগণও হজ্ব কার্য আদায় করেছিলেন। জাহেলিয়াত যুগেও (আরব জাতিসহ) মানুষ হজ্ব পালন করতো; অবশ্য তারা নিজেদের মনগড়া কল্পনায় বাতিল পন্থায় তা করতো। তারা ভ্রান্ত চিন্তাধারার আলোকে অহংকার ও মূর্খতাজনিত বিষয় হজ্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। শরীয়তে মুহাম্মদিতে এসবের সংস্কার ও সংশোধন করা হয়েছে। এতে প্রকৃত ইবাদতকে অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে, যেন অতি প্রাচীন এ ইবাদতটি স্থায়িত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পেতে থাকে। পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰه ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج وَلَاتَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِه اَذًى مِّنْ
رَأْسِه فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ ج فَاِذَا اَمِنْتُمْ
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ ج فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ

www.pathagar.com

وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ - (البقرة : ١٩٦)

অর্থাৎ ঃ আর তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্ব ও উমরাহ্ পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুন্ডন করবে না, যতক্ষণ না হাদ্‌য়ি (কোরবানী) যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ্ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা রাখবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কোরবানী করবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ্ব ও উমরাহ্ একত্রে একই সাথে পালন করতে চায়, তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কোরবানী করাই তার উপর কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্বের দিনগুলোর মধ্যে রোযা রাখবে তিনটি। আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল হারামের আশপাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র আযাব বড়ই কঠিন।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)

যারা হজ্বের মওসূমে হজ্ব ও উমরাহ্‌কে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ দু'টি ইবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, কোরবানী (দমে শুকরিয়া) করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে তারা বকরী, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয়, তা থেকে কোন একটি পশু কোরবানী করবে। কিন্তু যাদের কোরবানী করার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই, তারা দশটি রোযা রাখবে। যিলহজ্বের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি, আর হজ্ব সমাপনের পর সাতটি রোযা রাখবে। এ সাতটি রোযা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে। হজ্বের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোযা রাখতে না পারে, কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবী (রাঃ) এবং ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) মতে তাদের জন্যে কোরবানী করাই ওয়াজিব। যখন সামর্থ্য হয়, তখন কারো মাধ্যমে হরমের এলাকায় কোরবানী আদায় করবে।

www.pathagar.com

হজ্বের মাস সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ এ আয়াতে 'আশহুরুন' শব্দটি শাহ্‌রুন শব্দের বহু বচন। এর অর্থ, মাস। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা হজ্ব অথবা উমরাহ্ করার নিয়তে ইহ্‌রাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দু'টির মধ্যে উমরাহ্‌র জন্যে কোন সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজ্বের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্যে সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, হজ্বের ব্যাপারটি উমরাহ্‌র মত নয়। এর জন্যে কয়েকটি মাস রয়েছে, সেগুলো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজ্বের মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্বের দশ দিন। আবূ উমামাহ্ ও ইবনে উমর (রাঃ) থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। (মাযহারী)

হজ্বের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজ্বের ইহ্‌রাম বাঁধা জায়েয নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্বের ইহ্‌রাম করলে হজ্ব আদায়ই হবে না। ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) মতে হজ্ব অবশ্য আদায় হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে। (মাযহারী)

হজ্ব ও উমরাহ্‌র ফযীলত ঃ

হজ্বের অনেক ফযীলত ও উপকারিতা রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো ঃ

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ ـ (متفق عليه)

"মকবূল হজ্বের একমাত্র পুরস্কারই হলো বেহেশত।" (বোখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اَلاِيْمَانُ بِاللّٰه وَرَسُوْلِهِ ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه ،

www.pathagar.com

قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ - (متفق عليه)

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরয করা হয়েছিল, কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। আবার আরয করা হলো- এরপর কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। পুনরায় আরয করা হলো- এরপর আর কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম? জবাবে তিনি বললেন, 'হজ্বে মাবরূর' অর্থাৎ মকবূল হজ্ব।" (বোখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ - (متفق عليه)

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একটি উমরাহ্ অপর উমরাহ্ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সমুদয় গুনাহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। আর হজ্বে মাবরূর বা মকবূল হজ্বের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।" (বোখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীসসমূহের দ্বারা হজ্বের ফযীলত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব সম্পাদনকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

হজ্বে মাবরূর

হজ্বে মাবরূর হচ্ছে সেই হজ্ব, যাতে কোন গুনাহ্ সংঘটিত হয়নি। কারো কারো মতে, মকবূল হজ্বকেই হজ্বে মাবরূর বলা হয়। আবার কোন কোন আলেমের মতে, যে হজ্ব লোক দেখানো ও আত্মপ্রচারণা হতে মুক্ত সেটাই মাবরূর হজ্ব। কেউ কেউ বলেন, যে হজ্বের পর কোন গুনাহ্ হয় না, সে হজ্বকেই মাবরূর হজ্ব বলা হয়। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, যে হজ্বের পর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি জন্মে এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সেটাই হজ্বে মাবরূর।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ - (متفق عليه)

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্ব পালন করবে এবং হজ্ব সমাপনকালে স্ত্রী সহবাস কিংবা তৎসম্পর্কিত আলোচনা এবং কোন প্রকার গুনাহ্র কাজে লিপ্ত হবে না, সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে (বাড়ী) ফিরবে। (বোখারী ও মুসলিম)

এ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি কেউ খালেস নিয়তে হজ্ব পালন করে এবং ইহ্রাম বাঁধার সময় হতে হজ্বের যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে চলে, আর কোন প্রকার গুনাহ্র কাজে লিপ্ত না হয়, তাহলে এতে তার সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায়। তবে কবীরা গুনাহ্ মা'ফ হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

হজ্ব একটি ফরয ইবাদত, যা পালন করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এটা আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহ যে, হজ্ব পালনের কল্যাণে শুধু যে আমাদেরকে দায়মুক্তই করে দেয়া হচ্ছে তা নয়; বরং সাথে সাথে আমাদের সকল পাপও ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে এবং চিরস্থায়ী আনন্দ ও সুখ দ্বারা পুরস্কৃত করা হচ্ছে। আর পরম সত্যবাদী মহাপুরুষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যবানীতে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, যে হাজী বাহনের পিঠে আরোহণ করে হজ্ব পালন করে, তার বাহনের প্রতিটি কদমের বিনিময়ে ৭০টি নেকী লেখা হয়। আর যে হাজী পায়ে হেটে হজ্ব সমাপন করে, তার প্রতি কদমের বিনিময়ে হরমের নেকীসমূহ হতে ৭ শত নেকী

www.pathagar.com

লিপিবদ্ধ হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরজ করা হল, হরমের নেকীর পরিমাণ কত? "তিনি বললেন, হরমের এক নেকী সাধারণ এক লক্ষ নেকীর সমান।" আল্লাহ্ তা'আলার কত বিরাট দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি একটি দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে আমাদেরকে এত বিপুল নেকী ও সওয়াব দান করে থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং তাবেঈগণ অজস্র কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও অধিক সংখ্যায় হজ্ব সমাপন করতেন। কেউ কেউ তো প্রত্যেক বছরই হজ্ব পালন করতেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) পঞ্চান্নবার হজ্ব পালন করেছিলেন।

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ "যাকে আমি দৈহিক সুস্থতা আর আর্থিক প্রাচুর্য দান করেছি, অথচ সে প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর আমার দরবারে হাযিরা দেয়নি সে বঞ্চিত।" (জামউল্ ফাওয়াইদ) এতে বুঝা যায় যে, সম্পদশালীদের জন্য অধিক সংখ্যায় নফল হজ্ব করা উচিত। তবে শর্ত এই যে, অন্যান্য ফরয পালনে যেন ক্রটি না ঘটে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "হজ্বের ইরাদা করে ঘর থেকে বের হলে সাওয়ারীর প্রতিটি কদম উঠা-নামায় তোমাদের আমলনামায় এক একটি নেকী লেখা হবে এবং তোমাদের একটি করে গুনাহ্ মা'ফ করা হবে। তওয়াফের পরের দু'রাকআত নামাযে একজন আরবী গোলাম আযাদের সওয়াব পাওয়া যায়। আরাফার ময়দানে মানুষ যখন একত্রিত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম আকাশে এসে ফেরেশ্তাদের সাথে গর্ব করে বলেন- আমার বান্দারা দূর-দূরান্ত থেকে এলোমেলো চুল নিয়ে এসেছে, তারা আমার রহমতের ভিখারী। হে বান্দারা! তোমাদের গুনাহ্ যদি জমিনের ধূলিকণা পরিমাণও হয় অথবা সমুদ্রের ফেনারাশি বরাবরও হয় তবুও তা আমি মা'ফ করে দিলাম। আমার প্রিয় বান্দারা! ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে তোমরা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যাও।" এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-"শয়তানকে পাথর মারার সওয়াব এই যে, প্রত্যেক পাথরের টুকরায় নিজেকে ধ্বংস করার মত এক একটি গুনাহ্ মা'ফ হয়ে যায়। আর কোরবানীর বদলে আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের জন্য পুঁজি জমা হয়। ইহ্রাম খোলার সময় মাথার চুল কাটার মধ্যে প্রত্যেক চুলের বদলে একটি করে নেকী দেয়া হয় এবং একটি করে গুনাহ্ মা'ফ করা হয়। সবশেষে যখন যিয়ারত করা হয়, তখন বান্দার আমলনামায় কোন গুনাহ্ই থাকে না। বরং একজন ফেরেশ্তা তার কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতে থাকে- তুমি এখন থেকে নতুন করে আমল করতে থাক, যেহেতু তোমার পেছনের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে।" (ফাজায়েলে আমল)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "এক উমরাহ্ আরেক উমরাহ্র মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। জান্নাতই হজ্জে মাবরূর-এর প্রতিদান।" (বোখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রী লোকদের জন্য কি জিহাদ আছে ? তিনি উত্তর করলেন- তাদের জন্য জিহাদ আছে, তবে তাতে যুদ্ধ নেই, আর তা হলো 'হজ্ব ও উমরাহ্'। (ইবনে মাজাহ্)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আরাফার দিনের অপেক্ষা আর কোনদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এত বেশী বান্দাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন না।" (মুসলিম শরীফ)

www.pathagar.com

কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

হজ্বের মাসআলায় কোন কোন জিনিসের নাম আরবী ভাষায় রয়েছে এবং বিশেষ পরিভাষা অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী না জানা হাজী সাহেবগণের জন্য অধিকতর সহজ করার উদ্দেশ্যে নিম্নে সে ধরনের শব্দসমূহের অর্থ স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হলো ঃ

* ইহ্‌রাম (احْرَام) ঃ এর অর্থ হারাম করা। হাজী সাহেবগণ যখন ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্ব অথবা উমরাহ্ অথবা উভয়টি পালন করার দৃঢ় নিয়তে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করেন, তখন তাদের উপর কতিপয় হালাল এবং মুবাহ্ বস্তুও ইহ্‌রামের কারণে হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই একে ইহ্‌রাম বলা হয়। রূপক অর্থে সে চাদর দু'টুকেও ইহ্‌রাম বলা হয়, যা হাজী সাহেবগণ ইহ্‌রাম অবস্থায় পরিধান করে থাকেন।

* ইস্তিলাম (اسْتِلَام) ঃ এর অর্থ হাজারে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করা এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করা। অথবা হাজারে আস্‌ওয়াদ ও রুক্‌নে ইয়ামানীকে শুধু হাত দ্বারা স্পর্শ করা।

* ইযতিবা' (اضْطِبَاع) ঃ এর অর্থ ইহ্‌রামের চাদরকে ডান বগলের নীচের দিক হতে পেঁচিয়ে এনে বাম কাঁধের উপরে স্থাপন করা।

* আইয়্যামে তাশরীক্ব (اَيَّامِ تَشْرِيْق) ঃ ৯ যিলহজ্ব হতে ১৩ যিলহজ্ব পর্যন্ত যে কয়দিন প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে "তাকবীরে তাশ্‌রীক্ব" পাঠ করা হয়।

* আইয়্যামে নহ্‌র (اَيَّامِ نَحْر) ঃ ১০ যিলহজ্ব হতে ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত তিন দিন।

* ইফ্‌রাদ (افْرَاد) শুধু হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধা এবং শুধু হজ্বের ক্রিয়াদি সম্পাদন করা।

* বায়তুল্লাহ্ (بَيْتُ اللّٰه) ঃ আল্লাহর ঘর অর্থাৎ কা'বা শরীফ। এটা মক্কা মুকার্‌রমায় মসজিদে হারামের মধ্যখানে অবস্থিত একটি মহাপবিত্র ঘর এবং দুনিয়ার সর্বপ্রথম ইবাদতখানা।

www.pathagar.com

* **তাক্‌বীর (تَكْبِيْر)** ঃ 'আল্লাহু আকবার' বলা।

* **তামাত্তু' (تَمَتُّع)** ঃ হজ্বের মাসসমূহে প্রথমে উমরাহ্ পালন করে হালাল হয়ে যাওয়া এবং অতঃপর সে বছরই হজ্বের জন্য পুনরায় ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্ব সমাপন করা।

* **তালবিয়াহ্ (تَلْبِيَة)** ঃ 'লাব্বাইকা' পুরা পাঠ করা।

* **তাহ্‌লীল (تَهْلِيْل)** ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা।

* **জিমার বা জামারাত (جِمَار اَوْ جَمَرَات)** ঃ মিনায় তিনটি স্থানে উঁচু স্তম্ভ নির্মিত রয়েছে। সেখানে রামি বা কংকর নিক্ষেপ করা হয়। এগুলোর মধ্যে যেটি মসজিদে খায়েফের নিকটে পূর্ব দিকে অবস্থিত তাকে জামরাতুল্-উলা বলা হয়। এর পরে যেটি মক্কার দিকে মধ্যস্থলে অবস্থিত তাকে জামরাতুল্-উস্‌তা এবং তার পরেরটিকে জামরাতুল্ কুবরা বা জামরাতুল্ আকাবা অথবা জামরাতুল্ উখ্‌রা বলা হয়।

* **জান্নাতুল্ মা'লা (جَنَّةُ الْمَعْلاَة)** ঃ মক্কার কবরস্থান। যা বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তরে মসজিদে জিনের কাছে অবস্থিত।

* **জাবালে ছবীর (جَبَل ثَبِيْر)** ঃ মিনার একটি পাহাড়ের নাম।

* **জাবালে রাহ্‌মাত (جَبَل رَحْمَت)**ঃ আরাফাতের একটি পাহাড়ের নাম।

* **জাবালে কুযাহ্ (جَبَل قُزَح)**ঃ মুযদালিফার একটি পাহাড়ের নাম।

* **হজ্ব (حَج)** ঃ নির্দিষ্ট মাসসমূহে ইহ্‌রাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ, উকূফে আরাফা প্রভৃতি কর্মসমূহ সম্পাদন করা।

* **হাজারে আস্‌ওয়াদ (حَجَر اَسْوَد)** ঃ কালো পাথর। এটি বেহেশ্‌তের একটি পাথর। বায়তুল্লাহ্ শরীফের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে এক পুরুষ সমান উচ্চতায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের দেয়ালে এটি স্থাপিত রয়েছে। এর চারপাশে রূপার বৃত্ত লাগানো আছে।

* **হরম (حَرَم)** মক্কা মুকার্‌রমার চারদিকে বেশ দূর পর্যন্ত ভূমিকে 'হরম' বলা হয়। এর সীমানায় চিহ্ন স্থাপিত রয়েছে। 'হরম' সীমার ভেতরে স্থলজপ্রাণী শিকার করা, বৃক্ষ কর্তন করা প্রভৃতি হারাম।

www.pathagar.com

* **হিল্ল** (حِلّ) ঃ 'হরম' সীমার বাইরে অথচ মীকাতের ভেতরে যে ভূমি রয়েছে, এটাকে 'হিল্ল' বলা হয়। কেননা, এখানে সেসব কাজ করা হলাল, যা হরমের ভেতরে করা হারাম।

* **হাতীম** (حَطِيْم) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর দিকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ সংলগ্ন প্রায় এক পুরুষ সমান উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত কিছু জায়গা। এটাকে হাতীম ও হিজ্‌র বলা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের কিছু পূর্বে যখন কুরাইশরা কা'বা গৃহকে নতুন করে নির্মাণের ইচ্ছা করে, তখন সবাই একমত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, এ নির্মাণ কাজে শুধু হালাল উপায়ে অর্জিত টাকাই খরচ করা হবে। কিন্তু তাদের পুঁজি ছিল কম। তাই উত্তর দিকে আসল বায়তুল্লাহ্ হতে কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল। এই ছেড়ে দেয়া অংশকেই হাতীম বলা হয়।

* **দম্** (دَم) ঃ ইহ্‌রামের অবস্থায় কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ করার কারণে ছাগল, দুম্বা প্রভৃতি যবেহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, একে 'দম্' বলা হয়।

* **হলক** (حَلَق) ঃ মাথা মুন্ডন করা।

* **যুল্-হুলাইফা** (ذُو الْحُلَيْفَة) ঃ মদীনা শরীফ হতে মক্কা শরীফের পথে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এটি মদীনাবাসী এবং এ পথে মক্কা শরীফে আগমনকারী লোকজনদের মীকাত। বর্তমানে একে 'বি'রে আলী'ও বলা হয়ে থাকে।

* **রুক্‌নে ইয়ামানী** (رُكْن يَمَانِى) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। যেহেতু এটি ইয়ামানের দিকে অবস্থিত, তাই এটিকে রুকনে ইয়ামানী বলা হয়।

* **রুক্‌নে ইরাকী** (رُكْن عِرَاقِى) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর-পূর্ব কোণ, যা ইরাকের দিকে অবস্থিত।

* **রুক্‌নে শামী** (رُكْن شَامِى) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর-পশ্চিম কোণ, যা শামের দিকে অবস্থিত।

www.pathagar.com

* **রমল** (رَمَل) ঃ তওয়াফের প্রথম তিন প্রদক্ষিণে বীরের ন্যায় বুক ফুলিয়ে, কাঁধ দুলিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে ঈষৎ দ্রুত গতিতে চলা। (মহিলারা রমল করবে না)

* **রামি** (رَمى) ঃ কংকর নিক্ষেপ করা।

* **যম্‌যম্‌** (زَمْزَم) ঃ মসজিদে হারামের ভেতরে বায়তুল্লাহ্‌র কাছে একটি প্রসিদ্ধ ফোয়ারার নাম, যা আজকাল কূপের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটি আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন কুদরতে তাঁর প্রিয় নবী হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁর জননী হযরত হাজেরা (রাঃ)-এর জন্য প্রবাহিত করেছিলেন।

* **সাঈ** (سَعى) ঃ সাফা ও মারওয়াহ্‌ নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার যাওয়া-আসা করা।

* **শাওত** (شَوْط) ঃ বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসা।

* **সাফা** (صَفَا) ঃ বায়তুল্লাহ্‌র কাছে দক্ষিণ দিকে একটি ছোট্ট পাহাড়, যা হতে সাঈ আরম্ভ করা হয়।

* **মারওয়াহ্‌** (مَرْوَة) ঃ বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের পূর্ব-উত্তর কোণের নিকটে ছোট্ট একটি পাহাড়, যেখানে পৌঁছে সাঈ সমাপ্ত হয়।

* **মীলাইনে আখযারাইন** (مِيلَيْن اَخْضَرَيْن) ঃ সাফা ও মারওয়াহ্‌-এর মাঝখানে সাফার কাছাকাছি মসজিদে হারামের দেয়ালে স্থাপিত দু'টি সবুজ বাতি। এ দু' সবুজ বাতির রেখার মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ পালনকারীরা দ্রুত চলবেন। (মহিলারা সাধারণ গতিতে চলবেন)।

* **যাব** (ضَب) ঃ মিনায় অবস্থিত মসজিদে খায়েফ সংলগ্ন একটি পাহাড়।

* **তওয়াফ** (طَوَاف) ঃ বিশেষ পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ্‌র চারদিকে প্রদক্ষিণ করা।

* **উমরাহ্‌** (عُمْرَة) 'হিল' অথবা মীকাত হতে ইহ্‌রাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করা এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা।

www.pathagar.com

* **আরাফা বা আরাফাত** (عَرَفَةٌ اَوْ عَرَفَاتٌ) ঃ মক্কা শরীফ হতে প্রায় ৯ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত একটি ময়দান, যেখানে হাজী সাহেবগণ ৯ যিলহজ্ব তারিখে উকূফ বা অবস্থান করে থাকেন।

* **বাত্‌নে উরানাহ্** (بَطْنِ عُرَنَةَ) ঃ এটা আরাফাতের নিকটবর্তী একটি ময়দান। হজ্বের সময় এখানে অবস্থান দুরস্ত নয়। কেননা, এটা আরাফাতের সীমানার বাইরে অবস্থিত।

* **ক্বিরান** (قِرَانٌ) ঃ হজ্ব এবং উমরাহ্ উভয়ের জন্য এক সাথে ইহ্‌রাম বেঁধে প্রথমে উমরাহ্ এবং পরে হজ্ব সমাপন করা।

* **কারিন** (قَارِنٌ) ঃ যিনি ক্বিরান হজ্ব সমাপন করেন।

* **কসর** (قَصْرٌ) ঃ মাথার চুল ছাঁটা বা ছোট করা।

* **মুহ্‌রিম** (مُحْرِمٌ) ঃ যিনি ইহ্‌রাম বেঁধেছেন এমন ব্যক্তি।

* **মুফ্‌রিদ** (مُفْرِدٌ) ঃ যিনি শুধু হজ্ব সমাপনের নিয়্যতে ইহ্‌রাম বেঁধে থাকেন।

* **মাতাফ্** (مَطَافٌ) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকস্থ তওয়াফ সমাপন করার স্থান, যার উপর মর্মর পাথর বসানো রয়েছে।

* **মাকামে ইব্‌রাহীম** (مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ) ঃ একটি বেহেশ্‌তী পাথরের নাম। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এরই উপর দাঁড়িয়ে কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। এটাকে বায়তুল্লাহর পূর্ব পার্শ্বে একটি জালিবিশিষ্ট কাঁচের পাত্রে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এতে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর পায়ের গভীর দাগ রয়েছে।

* **মুলতাযাম্** (مُلْتَزَمٌ) ঃ হাজারে আসওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার মধ্যবর্তী দেয়াল। এটাকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করা সুন্নত।

* **মিনা** (مِنًى) ঃ মক্কা মুয়ায্‌যমা হতে তিন মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। সেখানে কোরবানী আদায় এবং কংকর নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। এটা হরমের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

* **মসজিদে খাইফ** (مَسْجِدُ خَيْف) ঃ মিনার সবচেয়ে বড় মসজিদ। এটা মিনার উত্তর দিকে যাব পাহাড়ের পার্শ্বদেশে অবস্থিত।

* **মস্‌জিদে নামিরাহ্** (مَسْجِدُ نَمِرَةْ) ঃ আরাফাত ময়দানের কিনারায় অবস্থিত একটি মসজিদ, যেখানে হজ্বের দিন খুতবা দেয়া হয়।

* **মুযদালিফাহ্** (مُزْدَلِفَة) মিনা এবং আরাফাতের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত একটি ময়দান, এটা মিনা হতে প্রায় তিন মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত।

* **মুহাস্‌সার** (مُحَسَّر) ঃ মুযদালিফা সংলগ্ন একটি ময়দান। যার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দৌড়িয়ে অতিক্রম করতে হয়। এখানেই আসহাবে ফীলের উপর আল্লাহ্‌র আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল। আবরাহার যে হস্তী বাহিনী বায়তুল্লাহ্ শরীফের উপর চড়াও হয়েছিল, তাদেরকে আসহাবে ফীল বলা হয়।

* **মক্কী** (مَكِّى) ঃ পবিত্র মক্কার অধিবাসী।

* **মাওক্বেফ** (مَوْقِف) ঃ হজ্বের আহ্‌কাম পালনের সময় উকূফ বা অবস্থান করার জায়গা। এর দ্বারা আরাফাতের ময়দান এবং মুযদালিফার অবস্থানের জায়গাকে বুঝানো হয়।

* **উকূফ** (وُقُوْف) ঃ থামা বা অবস্থান করা। আহ্‌কামে হজ্বের ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে, আরাফাতের ময়দান অথবা মুযদালিফায় বিশেষ সময়ে অবস্থান করা।

* **হাদি** (هَدْى) যে পশু হাজী সাহেবগণ কোরবানী করার উদ্দেশ্যে সঙ্গে নিয়ে যান।

* **ইয়াওমে আরাফাহ্** (يَوْم عَرَفَة) ঃ ৯ যিলহজ্ব- যেদিন হাজী সাহেবগণ আরাফাতের ময়দানে উকূফ করেন।

* **ইয়ালাম্‌লাম্** (يَلَمْلَم) ঃ মক্কা হতে দক্ষিণ দিকে দুই মনজিল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। এটাকে আজকাল সা'দিয়াহ্ও বলা হয়। এটা ইয়ামানবাসী এবং বাংলা, পাক-ভারত উপমহাদেশসহ দূরপ্রাচ্য হতে আগত লোকদের মীকাত।

www.pathagar.com

হজ্বের সংজ্ঞা

'হজ্ব' আরবী শব্দ। 'হজ্ব'-এর আভিধানিক অর্থ- ইচ্ছা, খেয়াল, আশা, আকাঙ্খা, তামান্না, আরজু, নিয়ত, সংকল্প ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় তওয়াফ করা এবং মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় নির্দিষ্ট তারিখে অবস্থান করা প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মকে 'হজ্ব' বলা হয়।

হজ্বের প্রকারভেদ

হজ্ব তিন প্রকার। যথা ঃ ইফরাদ, ক্বিরান ও তামাত্তু'।

১. যে হজ্বে (উমরাহ্ ব্যতীত) কেবল হজ্বের ইহ্রাম করা হয় তাকে 'ইফরাদ হজ্ব' বলা হয়।

২. যে হজ্বে উমরাহ্ ও হজ্ব উভয়ের ইহ্রাম একত্রে করা হয় এবং প্রথমে উমরাহ্ সম্পাদন করার পর হজ্ব সম্পন্ন করতে হয় তাকে 'ক্বিরান হজ্ব' বলে।

৩. যাতে হজ্বের মাসগুলোতে প্রথমে শুধু উমরাহর ইহ্রাম করা হয়। উমরাহ্ সম্পাদনের পর ইহ্রাম থেকে মুক্ত হয়ে গৃহে ফিরে না এসে ওই বছরই যথা সময়ে হজ্বের ইহ্রাম বেঁধে হজ্ব আদায় করতে হয় তাকে 'তামাত্তু হজ্ব' বলে।

হজ্বের এ তিন প্রকারের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম এ নিয়ে মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও হানাফী মাযহাবের মতে, 'হজ্বে ক্বিরান' সর্বোত্তম। তারপর 'তামাত্তু' এবং এরপর 'ইফরাদ'।

এ তিন প্রকার হজ্বের মধ্যে হজ্ব আদায়কারী সুবিধা অনুযায়ী যে কোন এক প্রকারের হজ্ব আদায় করতে পারেন।

উল্লেখ্য, সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য যেমন জীবনে একবার 'হজ্ব' ফরয তেমনি তার জন্য জীবনে একবার 'উমরাহ্' পালন করাও হানাফী মাযহাব মতে 'সুন্নতে মোয়াক্কাদা'।

হাজী সাহেব যদি 'বদলী হজ্ব' আদয়কারী হন, তাহলে তার জন্য 'ইফরাদ হজ্ব' আদায় করা উত্তম হবে। অবশ্য হজ্বের খরচ বহনকারীর অনুমতি সাপেক্ষে তিনি 'ক্বিরান'ও আদায় করতে পারবেন; কিন্তু ক্বিরানের ওয়াজিব 'দম' বা কোরবানী নিজের টাকা থেকে আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

হজ্ব কখন ফরয হয়

কারো উপর হজ্ব তখনই ফরয হয়, যখন হজ্বের মওসূমে তিনি এই পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হন, যে সম্পদ দ্বারা সে বছর হজ্বের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব। তবে শর্ত এই যে, তার অধিকারভুক্ত সে সম্পদ অবশ্যই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও তার ঋণের অতিরিক্ত হতে হবে। এছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও ঋণ ব্যতীত তার নিকট এ পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে, যা দিয়ে হজ্ব থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়। হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য সম্পদ তার নিকট এক বছর যাবত থাকা শর্ত নয়। যে ব্যক্তির নিকট এ পরিমাণ জমি আছে, যার অংশ বিশেষ বিক্রি করে হজ্ব পালনের ব্যয়ভার বহনের পর অবশিষ্ট জমির ফসলাদি দিয়ে তার সারা বছর আহারের সংস্থান হবে, তার উপরও হজ্ব ফরয। তদ্রুপ সারা বছরের খোরাক হয়েও যদি কারো নিকট এ পরিমাণ শস্য অতিরিক্ত থাকে, যা দিয়ে হজ্বের যাবতীয় খরচাদি নির্বাহ হবে, তবে তার উপরও হজ্ব ফরয।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বলতে যা বুঝায় ঃ

১. থাকার ঘর, যদিও ঘরের কিছু অংশ খালি পড়ে থাকে।

২. খাদেম, যদিও সে সার্বক্ষণিক কাজ না করে।

৩. তৈজসপত্র, যদিও সর্বদা ব্যবহার না করা হয়।

৪. পোশাক, যদিও তা শুধু ঈদ বা অন্য কোন উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়।

৫. ওই সকল দ্রব্যাদি যা কেবল সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন উপকরণাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন ও জ্ঞানবান হওয়া শর্ত। এছাড়া হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য শারীরিক সুস্থতা এবং পথের নিরাপত্তা থাকাও আবশ্যক। নফল হজ্বের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া হজ্বে গমন করা সকল অবস্থায় মাকরূহ। আর যদি ফরয হজ্ব হয় এবং অসুস্থতা বা শারীরিক দুর্বলতাজনিত কারণে মাতা-পিতা অথবা দুই জনের কোন একজন সেবা-শুশ্রূষার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন আর

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় এমন কেউ নেই যিনি তার অনুপস্থিতিতে তাঁদের খেদমত করতে পারেন, তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্য হজ্বে যাওয়া মাকরূহ।

মহিলাদের বেলায় হজ্বের সঙ্গী হিসাবে স্বামী বা কোন মাহরাম পুরুষ থাকা প্রয়োজন। কোন মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে কোন মহিলার হজ্বে যাওয়া নিষিদ্ধ। এ শর্ত তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন মহিলার বাড়ী থেকে মক্কা শরীফের দূরত্ব তিন দিন বা এরও অধিক দিনের পথ হবে। এ দূরত্বের পরিমাণ ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৫ কিলোমিটার। যদি এমন হয় যে, কোন মহিলা আজীবন হজ্বের সফরসঙ্গী হিসাবে কোন মাহরাম পুরুষ পান নি, তবে মৃত্যুকালে তার জন্য এরূপ ওসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব হবে যে, "তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে যেন তার পক্ষ থেকে হজ্ব করানো হয়।" যদি সে এরূপ ওসিয়্যত না করে যায়, তাহলে তার উপর হজ্বের ফরয অনাদায়ী থেকে যাবে। আর সে ওসিয়্যত করে গেলে উত্তরাধিকারীদের উপর তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বদলী হজ্ব করানো ওয়াজিব হবে। যদি তারা এ বদলী হজ্ব না করায় তবে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু ওই মহিলা তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

মাহরাম ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক ও ধর্মপরায়ণ হওয়া শর্ত। স্বামীর জন্যও এগুলো শর্ত। যদি মাহরাম ফাসিক হয়, তাহলে তাদের সাথে হজ্বে গমন করা কোন মহিলার পক্ষে জায়েয নয়।

এছাড়া কোন মহিলার ইদ্দতকালীন সময়েও তার উপর হজ্ব ফরয হয় না। সে ইদ্দত তালাকজনিত কারণে হোক বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে হোক।

একজন পুরুষ, যিনি একটি চাকরী করছেন যা থেকে তার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হয়, একজন নারী- যার যাবতীয় খরচ বহন করা তার স্বামীর উপর বাধ্যতামূলক এবং তার স্বামী তার ভরণপোষণের ব্যবস্থাও করছেন, এমতাবস্থায় তাদের পিতা-মাতা বা অন্য কেউ যদি তাদের জন্য এ পরিমাণ সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করেন, যা বিক্রি করলে তাদের হজ্বের খরচ হয়ে যাবে, তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের উপর হজ্ব ফরয। বিশেষ করে এদেশে

www.pathagar.com

নারীদের বেলায় দেখা যায়, তাদের পিতার মৃত্যুতে তারা সম্পত্তি দখল করতে পারেন না বা দখলে নেন না। কিন্তু তিনি দখলে পান বা না পান কিংবা না নেন, পিতার মৃত্যুতে যদি হজ্বের খরচ হতে পারে এই পরিমাণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হকদার তিনি হন, তবে তার উপর হজ্ব ফরয হয়ে যায়। এছাড়া আমাদের দেশে মহিলারা বিবাহের সময় বা পরবর্তীতে কিছু অলংকারের মালিক হন। যেহেতু তার ভরণপোষণের দায়িত্ব সার্বিকভাবে তার স্বামীর ওপর, সুতরাং তার অধিকারে যা কিছু সম্পদ থাকবে তার সমষ্টি যদি হজ্বের পাথেয় হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়, তাহলে তার উপরও হজ্ব ফরয।

অবশ্য মহিলাদের হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য একজন সাথী মাহরাম পুরুষের খরচও তাকে বহন করার উপযুক্ততা থাকতে হয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তার মাহরাম সম্পর্কীয় কোন পুরুষ হজ্বে যাচ্ছেন এবং সে তাকে সাথে নিতে রাজী, এমতাবস্থায় নিজের খরচ বহনের সামর্থ্য থাকলেই তাকে তাৎক্ষণিকভাবে হজ্ব আদায় করতে হবে।

আমাদের দেশে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, কারো অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান থাকলে বা অবিবাহিত মেয়ে থাকলে তার জন্য হজ্ব ফরয হয় না। এরূপ ধারণা চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি সন্তান একদিনের শিশুও হয় অথবা মেয়ের বিবাহের বয়স পূর্ণ হয় এবং এই অবস্থায়ও যদি হজ্বের মওসূমে তার নিকট উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে সম্পদ মওজুদ থাকে, তাহলে বিলম্ব না করে তার জন্য হজ্ব আদায় করা ফরয।

উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে কারো উপর হজ্ব ফরয হওয়ার পরও কেউ যদি তা পালন না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উপর হজ্বের ফরয অনাদায়ী থেকে যাবে এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী তার এ মৃত্যু ইহুদী বা খ্রীষ্টানের মৃত্যুর মত হওয়াও বিচিত্র নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর বিশুদ্ধ মতে হজ্ব তাৎক্ষণিকভাবে ফরয। অর্থাৎ হজ্ব ফরয হওয়ার বছরই তা আদায় করতে হবে। যদি হজ্ব ফরয হওয়ার বছর কেউ হজ্ব আদায় না করে, তবে সে গুনাহ্‌গার হবে।

www.pathagar.com

হজ্ব গমনের পূর্বে করণীয়

যিনি হজ্ব আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার করণীয় কার্যাবলী নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে তওবা করা।

২. নিয়তকে সহীহ্ করা।

৩. হজ্বের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৪. হজ্বের মাসআলা-মাসায়েল তথা নিয়ম-পদ্ধতি শেখার প্রতি মনোযোগ দেয়া।

হজ্ব আদায়ের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মহান আল্লাহ্র সমীপে তওবা করা দরকার। তওবার শর্ত তিনটি। যথা ঃ

এক. নিজের গুনাহ অকপটে স্বীকার করা এবং তার জন্য অনুশোচনা করা।

দুই. তার দ্বারা আর গুনাহ হবে না- এরূপ দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করা, আজীবন যথাসাধ্য গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এবং ঘটনাক্রমে গুনাহ্ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক তওবা করা।

তিন. অন্যের অধিকার, মান-সম্মান নষ্ট করে থাকলে তা যথাসাধ্য আদায় করা এবং তার নিকট (সে কথা উল্লেখ করে) ক্ষমা চাওয়া।

০ তওবার নিয়ম হলো, তওবার নিয়তে দু'রাকআত নামায পড়া। এ নামায এমন অযূ দিয়ে আদায় করা, যে অযূর উদ্দেশ্য শুধুই এ নামায পড়া। সম্ভব হলে নামাযের পূর্বে গোসল করে নেয়া উত্তম। নামাযের পর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা এবং ইসতিগফার করা। এরপর অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে মহান আল্লাহর সমীপে যাবতীয় দোষত্রুটি অকপটে স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া। উপরন্তু পরবর্তীতে সমস্ত গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করা। এরূপ তওবা দ্বারা সেসব গুনাহও মা'ফ হয়ে যায়, যা অন্য কিছু দ্বারা মা'ফ হয় না। হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন বান্দা গুনাহ্ স্বীকার করে এবং ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা কবূল করেন।" (বোখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

অন্য আরেকটি হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "গুনাহ্ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি এমন ব্যক্তির মত হয়ে যায়, যার কোন গুনাহ্ নেই।" (ইবনে মাজাহ)

কাজেই এ কথা নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতে গুনাহ্ করব না এরূপ প্রতিজ্ঞা করে তওবা করে তার উপর দৃঢ়পদ থাকলে এবং সর্বদা অতীত গুনাহের জন্য অনুশোচনা করলে এমন ব্যক্তি অবশ্যই ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন।

এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দোয়াটি খুবই কার্যকরী, একে সায়্যিদুল ইসতিগফার বা গুনাহ্ মাফের সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া বলা হয়।

সায়্যিদুল ইসতিগফার

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা-আন্‌তা খালাক্বতানী ওয়াআনা 'আবদুকা, ওয়াআনা 'আলা আহ্‌দিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাত্বা'তু, আউ'যুবিকা মিন শাররি মা-সানা'তু আবূ-উ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূ-উ বিযাম্‌বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুযযুনূবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমার কৃত খারাপ কাজ থেকে আপনার নিকট পানাহ্ চাই। আমাকে দেওয়া আপনার নেয়ামতের অঙ্গীকার করছি, নিজের কৃত অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, কেননা আপনি ছাড়া ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।

www.pathagar.com

সায়্যিদুল ইসতিগফারের ফযীলত ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ দিনে অথবা রাত্রে এ ইসতিগফারটি একবার পাঠ করবে, সে যদি ওই দিনে অথবা রাত্রে মৃত্যুবরণ করে তাহলে অবশ্যই জান্নাতবাসী হবে।

নিয়তকে সহীহ করার অর্থ হচ্ছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয় বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্ব আদায়ের ইরাদা করা। এ সময়ে মনে বিভিন্ন রকমের ওয়াস্ওয়াসা আসতে পারে। গর্ব, অহংকার ও রিয়ার মত মারাত্মক আত্মিক রোগে আক্রান্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। এ সকল বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে দায়লামী (রহঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানুষের উপর এমন এক সময় উপস্থিত হবে, যখন তাদের ধনশালীরা শুধু দেশ ভ্রমণ ও চিত্তবিনোদনের জন্য, মধ্যবিত্তরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্ররা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং আলেম ও কারী সাহেবরা খ্যাতি অর্জন ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হজ্ব করবে।" (কানযুল উম্মাল)

হজ্বের প্রস্তুতি গ্রহণের অর্থ

১. আল্লাহর কোন হক; যেমন- নামায, রোযা ইত্যাদি অনাদায়ী থেকে থাকলে তা আদায় করা।

২. কথায়, কাজে কিংবা অর্থ-সম্পদে অথবা অন্য কোনভাবে বান্দার কোন হক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে তা আদায় করা।

৩. ঋণ থাকলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা এবং নিজের নিকট কারো কোন আমানত থাকলে, তা ফেরত দেয়া।

৪. তার উপর যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব, হজ্ব থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা।

৫. কোন প্রকার সন্দেহজনক উপার্জন থেকে নয় বরং সন্দেহাতীতভাবে হালাল আয় থেকে হজ্বের খরচ নির্বাহ করা। কারণ, যে ব্যক্তি হালাল মাল অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মাল দ্বারা হজ্ব পালন করে, আরাফার ময়দান থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তার যাবতীয় গুনাহ মা'ফ করে দেয়া হয়। আর যখন কোন ব্যক্তি হারাম মাল দ্বারা হজ্ব করে এবং বলে, لَبَّيْكَ "হে আল্লাহ! আমি আপনার সমীপে উপস্থিত আছি।" তখন আল্লাহ তা'আলা

www.pathagar.com

বলেন-"তোমার কোন উপস্থিতি নেই এবং কল্যাণ নেই।" তারপর তার আমলনামা গুটিয়ে নেয়া হয় এবং তা তার মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়। (হাদীসে কুদসী)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য আরেকটি হাদীসে আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন কোন লোক হালাল মাল নিয়ে হজ্ব করতে বের হয় এবং সওয়ারীতে পা রেখে 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলে, তখন আসমান থেকে জনৈক ফেরেশতা ঘোষণা করেন যে, "হে ভাগ্যবান! তোমার পাথেয় হালাল, তোমার সওয়ারী হালাল। অতএব, তোমার উপর কোন বিপদ নেই।" আর কেউ যখন হারাম মাল নিয়ে হজ্বে বের হয় এবং সওয়ারীর উপর পা রেখে লাব্বাইক বলে, তখন আসমান থেকে ফেরেশতারা বলতে থাকেন, তোমার লাব্বাইক কবূল হয়নি, যেহেতু তোমার পাথেয় হারাম এবং তোমার সওয়ারী হারাম। এ কারণে তোমার হজ্বও কবূল হয়নি।" (তিবরানী শরীফ)

কারো উপর হজ্ব ফরয হওয়ার পর সে যদি হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তবে তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা তার উপর ফরয। কোন আলেমের নিকট থেকে হোক বা কোন নির্ভরযোগ্য বই পড়েই হোক, তাকে হজ্বের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কোন্ বইটি তার জন্য ভাল হবে তা কোন বিশ্বস্ত আলেমের পরামর্শে নির্বাচন করতে পারলে ভাল। আর বই পড়ে যাবতীয় বিষয় আয়ত্ত করা এবং যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে যেখানে জটিলতা দেখা দিবে সেখানে অভিজ্ঞ কোন আলেম বা মুফতী সাহেবের সাহায্য গ্রহণ করবে। এভাবে হজ্বের আবশ্যকীয় মাসআলা আয়ত্ত করা হজ্ব পালনে সংকল্পকারীর জন্য জরুরী।

হজ্বের সফরে এই পরিমাণ অর্থ সঙ্গে নেয়া উচিত, যা দিয়ে হজ্বের যাবতীয় খরচ নির্বাহের পর কিছু দান খয়রাতও করা যায়। সফরসঙ্গী হিসেবে একজন দ্বীনদার আলেম পাওয়া গেলে খুবই উত্তম। কেননা, তাঁর সহযোগিতায় যথাযথভাবে হজ্ব পালন করা সম্ভব হবে।

হজ্বে গমনের নির্ধারিত দিনের আগেই পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের কাছ থেকে বিদায় নিবে। সকলের কাছে দোয়া চাইবে ও সকলের জন্য দোয়া করবে এবং প্রত্যেকের

www.pathagar.com

কাছ থেকে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিবে। পথের শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গরীব-মিসকীনদেরকে কিছু দান করবে।

ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, হজ্বযাত্রীর জন্য তার পরিবার-পরিজনদের উপযোগী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে যাওয়া জরুরী। এছাড়া যাবার সময় নিজের সাথেও প্রয়োজনীয় পাথেয় নেয়া দরকার। উপরন্তু পাসপোর্ট, টিকেট ও হজ্বের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাথে আছে কি-না তা পুনরায় যাচাই করা উচিত। মনে হয় সবই ঠিক আছে, এমন ধারণার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দুই রাকআত নামায পড়া উত্তম; যার প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়বে।

নামায শেষে হাত তুলে পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এ দোয়া করবে- "ইয়া ইলাহী! আপনিই সফরে আমার সাথী। আপনিই আমার ঘর, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের পরিচালক ও রক্ষক। আমাকে ও তাদেরকে আশু বিপদাপদসমূহ থেকে রক্ষা করুন। ইলাহী! এ সফরে আমি আপনার নিকট তাকওয়া ও পরহেযগারী প্রার্থনা করি। আমি যেন এমন কাজ করি, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। এমন কোন কাজ কোনভাবেই যেন আমার দ্বারা না হয়, যে কাজের দরুন আপনি অসন্তুষ্ট হন। ইলাহী! আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি আমার এ সফরের দূরত্ব কমিয়ে দিন। সফরকে আমার জন্য সহজ করে দিন। সফরে আমার শরীর, ধন-সম্পদ ও দ্বীনের নিরাপত্তা দান করুন। আপনার পবিত্র গৃহ ও আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত আমাকে পৌঁছান। ইলাহী! সফরের কষ্ট, ধন-সম্পদের ক্ষতি ও সফর হতে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই এবং ফিরে এসে পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদিকে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখা থেকেও আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। ইলাহী! আমাকে ও তাদেরকে আপনি আপনার হেফাযতে গ্রহণ করুন। আমার ও তাদের উপর থেকে আপনার নেয়ামতসমূহ কখনো উঠিয়ে নিবেন না এবং আমাকে ও তাদেরকে যে উত্তম অবস্থায় রেখেছেন, তা কখনও পরিবর্তন করবেন না, বরং উত্তরোত্তর তা আরো বৃদ্ধি করে দিন। আমীন!

www.pathagar.com

বাড়ী হতে রওয়ানা

সফর যে কোন দিন শুরু করতে পারেন। তবে বৃহস্পতিবার সকালে, অথবা সোমবার সকালে কিংবা শুক্রবার জুম'আর নামাযের পর রওয়ানা করা উত্তম। হাদীস শরীফেও এরূপ বর্ণিত আছে।

নির্দ্ধারিত দিনে রওয়ানা হবার পূর্বে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ করে দোয়া চাইবেন। বুযুর্গানে দ্বীনের মতে হজ্বে যাওয়ার আগে নিজে গিয়ে অন্যদের সাথে দেখা করা উত্তম এবং হজ্ব থেকে ফিরে আসলে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা হাজী সাহেবদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। সম্ভব হলে পথে অভ্যর্থনা করে দোয়া চাইবেন। হাদীস শরীফে আছে, হাজী সাহেবরা হজ্ব থেকে ফিরে এসে নিজ বাড়ী না পৌঁছা পর্যন্ত তাঁদের দোয়া কবূল হয়।

বাড়ী থেকে রওয়ানার আগে দু'রাকআত নফল নামায পড়ে নিজের ও পরিবার-পরিজনসহ সকল আত্মীয় ও হিতাকাঙ্খীর জন্য বিশেষ করে ঘর-বাড়ীর হেফাজতের এবং সফরের কষ্ট থেকে রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করে হাসিমুখে সাধ্যানুযায়ী দান-সদকা করে এবং বাড়ী থেকে দোয়া কালাম পড়তে পড়তে বের হবেন।

দোয়া-দরূদের ব্যাপারে আরবী দোয়াগুলোই পড়তে হবে, অন্য দোয়া পড়া যাবে না এমন কথা নয়। আরবী দোয়া পড়তে পারলে ভাল। কিন্তু আরবী পড়তে না পারলে যা জানা আছে তা-ই পড়বেন।

তবে আগে থেকে জানা থাকলে বা মুখস্থ করে নিতে পারলে সুবিধা এই যে, যারা আরবী বুঝেন, তারা আরবীতেই দোয়া পড়বেন আর যারা আরবী বুঝেন না, তারা অর্থের দিক লক্ষ্য করে সহজেই দোয়া পড়ে নিতে পারেন। হজ্বের এসব দোয়াগুলো সফরে বিভিন্ন স্থান ও সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল এবং আল্লাহওয়ালাদের দ্বারা নির্বাচিত বলে খুবই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু বই দেখে পড়তে গিয়ে যদি মনের আবেগ, একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা নষ্ট হয়, তবে তখনকার জন্যে মুনাসিব দোয়া যাই মনে আসে তাই পড়তে থাকবেন। রওয়ানার আগের দু'রাকআত নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা

www.pathagar.com

কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়লে ভাল। নামায শেষে আয়াতুল কুরসী ও সূরা কুরাইশ পড়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার জন্যে নিম্নের দোয়াটি পড়বেন।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الاَهْلِ وَالْمَالِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَطْوِىَ لَنَا الاَرْضَ وَتُهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَتَرْزُقَنَا فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا السَّلاَمَةَ فِى الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَدَنِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ـ وَتُبَلِّغَنَا حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَزِيَارَةَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالسَّلاَمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! আন্‌তাস্‌সাহিবু ফিস্‌সাফারি ওয়াল্‌খালীফা'তু ফিল আহ্‌লি ওয়াল মালি, আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্‌আলুকা ফী সাফারিনা হা-যা আল্‌ বির্‌রা ওয়াত্তাক্বওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি মা-তুহিব্বু ওয়া তারযা। আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্‌আলুকা আন্‌তাত্‌বিয়া লানাল আরদা ওয়াতুহাউয়্যিনা 'আলাইনাস্‌সাফারা ওয়া তারযুক্বানা ফী সাফারিনা হাযা আস্‌সালামাতা ফিল 'আক্বলি ওয়াদ্দীনি, ওয়াল বাদানি, ওয়াল মালি, ওয়াল ওয়ালাদি। ওয়া তুবাল্লিগানা হাজ্জা বাইতিকাল হারাম, ওয়া যিয়ারাতা নাবিয়্যিকা আলাইহি আফযালুস সালাতি ওয়াস্‌সালাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আপনি সফরেও আমার সঙ্গী, ঘরেও আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের রক্ষাকারী। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট এ সফরে যেন নেকী ও পরহেযগারী অর্জন করতে পারি এবং আপনার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টি অর্জনকারী আমল করতে পারি, তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! আপনার হুযূরে প্রার্থনা করি, আপনি পথের দূরত্ব কমিয়ে দিন তথা গন্তব্যস্থানে দ্রুত পৌঁছে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। সফরকে সহজ

www.pathagar.com

করে দিন এবং এ সফরে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, আমল-আখলাক, স্বাস্থ্য ও সম্পদের নিরাপত্তা দান করুন। আমি আপনার পবিত্র ঘরের হজ্ব ও আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিতি কামনা করি। আমার এ সব দোয়া আপনি কবূল করুন।

বাড়ী হতে বের হবার সময় পড়বেন

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَانَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কাল্‌তু ‘আলাল্লাহি, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারালানা হা-যা ওয়ামা কুন্না-লাহু মুক্বরিনীন, ওয়াইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবূন।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে যাত্রা করছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি। গুনাহ হতে রক্ষা করার এবং নেক কাজের তওফীক দান করার শক্তি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান। পবিত্র তিনি, যিনি এগুলোকে (এসব বাহনকে) আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং এগুলোকে বশীভূত করতে আমরা সক্ষম ছিলাম না, আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাব।

সকলের কাছে দোয়া ও মাফ চেয়ে এবং মুসাফাহা-মুআনাক্বা করে বের হবেন। যারা বিদায় দিবেন, তারা বলবেন ঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَوَجَّهَ اِلَيْكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আসতাওদেউল্লাহা দ্বীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতীমা আমালেকা, যাওয়্যাদাকাল্লাহুত্ তাকওয়া ওয়া ওয়াজ্জাহাকাল খায়রা হাইছুমা কুনতা।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর হাতে তোমার দ্বীন-ঈমান, আমানতদারী ও শুভ পরিণতি সোপর্দ করছি। আল্লাহ তোমাকে পরহেযগারী দান করুন এবং যেখানেই থাক, তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

হজ্বযাত্রীগণের সাথে যেসব আসবাব-পত্র থাকা জরুরী

(১) জামা ২টি, (২) লুঙ্গি ২টি, (৩) পায়জামা ১টি (যদি পরিধান করার অভ্যাস থাকে), (৪) গেঞ্জি ২টি, (৫) গামছা/তোয়ালে ১টি, (৬) বিছানার চাদর ১টি, (৭) গায়ের চাদর ১টি, (৮) মেসওয়াক, (৯) ১ জোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল, (১০) দস্তর খানা, (১১) জুতা রাখার কাপড়ের ব্যাগ ১টি, (১২) প্লেট ১টি, (১৩) গ্লাস ১টি, (১৪) ছোট আয়না ১টি, (১৫) ছোট ব্যাগ ১টি (গলায় ঝুলানো যায় এ রকম ব্যাগ), (১৬) আসবাব-পত্র রাখার বড় ব্যাগ ১টি, (১৭) খিলাল, (১৮) টয়লেট পেপার, (১৯) জুতা ও মোজা, (২০) ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি (প্রত্যেক ছবির পেছনে ইংরেজীতে নাম ও পাসপোর্ট নাম্বার লেখা থাকতে হবে), (২১) ২ কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি, (২২) পাম্পের বালিশ ১টি, (২৩) সাদা কাগজ ও কলম, (২৪) পুরুষদের জন্য ২ সেট ইহরামের কাপড় (আড়াই হাত বহরের আড়াই গজের ২ পিস পরনের জন্য এবং আড়াই হাত বহরের ৩ গজের ২ পিস গায়ের জন্য), (২৫) পাসপোর্ট ও বিমান টিকেটের ফটোকপি রাখা প্রয়োজন। (মূল কপি ছোট ব্যাগে এবং ফটোকপি বড় ব্যাগে রাখা দরকার), (২৬) ১ কেজি চিড়া, (২৭) ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনসহ নিয়মিত সেবনের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র এবং (২৮) মহিলা হজ্বযাত্রীদের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় পোশাক।

একজন হজ্বযাত্রীর আসবাব-পত্রের পরিমাণ এমন হওয়া উচিৎ, যা তিনি নিজে বহন করে প্রয়োজনে ১-২ মাইল হাঁটতে পারবেন।

উল্লেখ্য যে, হজ্বের সফরে সাথে নেয়া প্রতিটি ব্যাগে ইংরেজীতে নাম ও ঠিকানা লেখা থাকতে হবে।

বিমানে উঠে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবেন

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَلَا

www.pathagar.com

حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রাহীম। ওয়ালাহাওলা ওয়ালাকুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আ'যীম।

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়ামা-কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন।

বিমানে থাকা অবস্থায় এ দোয়া পাঠ করবেন

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الاَهْلِ وَالْمَالِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَطْوِىَ لَنَا الاَرْضَ وَتُهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَتَرْزُقَنَا فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا السَّلاَمَةَ فِى الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَدَنِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ - وَتُبَلِّغَنَا حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَزِيَارَةَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالسَّلاَمِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! আন্‌তাস্‌সাহিবু ফিস্‌সাফারি ওয়াল্‌খালীফাতু ফিল আহ্‌লি ওয়াল মালি, আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্‌আলুকা ফী সাফারিনা হা-যা আল্‌ বির্‌রা ওয়াত্তাক্বওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি মা তুহিব্বু ওয়া তারযা, আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্‌আলুকা আন্‌ তাত্‌বিয়া লানাল আরদা ওয়া তুহাউয়্যিন 'আলাইনাস্‌ সাফারা ওয়া তারযুক্বানা ফী সাফারিনা হাযা আস্‌সালামাতা ফিল 'আক্বলি ওয়াদ্দীনি, ওয়াল বাদানি ওয়াল মালি, ওয়াল ওয়ালাদি। ওয়া তুবাল্লিগানা হাজ্জা বাইতিকাল হারাম, ওয়া যিয়ারাতা নাবিয়্যিকা 'আলাইহি আফযালুস সালাতি ওয়াস্‌সালাম।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি সফরেও আমার সঙ্গী, ঘরেও আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের রক্ষাকারী। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ সফরে যেন নেকী ও পরহেযগারী অর্জন করতে পারি এবং আপনার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টি অর্জনকারী আমল করতে পারি, তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আপনার হুযূরে প্রার্থনা করি, আপনি পথের দূরত্ব কমিয়ে দিন তথা গন্তব্যস্থানে দ্রুত পৌঁছে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। সফরকে সহজ করে দিন এবং এ সফরে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, আমল-আখলাক, স্বাস্থ্য ও সম্পদের নিরাপত্তা দান করুন। আমি আপনার পবিত্র ঘরের হজ্ব ও আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিতি কামনা করি। আমার এসব দোয়া আপনি মেহেরবানী করে কবূল করুন।

জেদ্দায় বিমান থেকে নেমে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে ঃ

* ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হওয়া।

* আমীর সাহেব অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এক জায়গায় হজ্বযাত্রীগণকে বসার ব্যবস্থা করে দিবেন এবং সেখানে বসে সবাই এ দোয়া করবেন।

"হে আল্লাহ! মেহেরবানী করে আপনি আমাদের এ অবতরণকে বরকতময় করে দিন এবং আমাদের কাজগুলোকে সহজ করে দিন। হে আল্লাহ্! মেহেরবানী করে আপনি আমাদেরকে কামিয়াবী দান করুন এবং সমস্ত পুণ্যময় স্থানসমূহের ইয্যত ও ইহ্তেরাম রক্ষা করার তওফীক দান করুন।"

* প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে আল্লাহ্র দরবারে এ শুকরিয়া আদায় করা যে, হে আল্লাহ্! আপনিই মেহেরবানী করে আমাদেরকে এ পবিত্র স্থানে অবস্থান করার তওফীক দান করেছেন।

* আমীরের পরামর্শ অনুযায়ী বাসে উঠা এবং ধৈর্যহীন না হয়ে বেশী বেশী দরূদ শরীফ ও তালবিয়াহ্ পাঠ করা উচিৎ। (ইহরামের অবস্থায় থাকলে)

* জেদ্দা থেকে রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ্ শরীফের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে ইব্রাহীম খলীল ষ্ট্রিট হয়ে গাড়ী মোয়াল্লেমের অফিসের সামনে গিয়ে থামতে পারে।

www.pathagar.com

* গাড়ীতে যাওয়ার সময় বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুষ্পার্শ্বের মিনার দেখা যাবে। এ সময়ও দোয়া করা যায়। কিন্তু হাজী সাহেবগণ যখন তওয়াফের জন্য বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকটে পৌঁছবেন তখন নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবেন। মনে রাখতে হবে, বায়তুল্লাহ্ শরীফ দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে দোয়া করা হয় আল্লাহ্ তা'আলা সে দোয়াই কবূল করেন।

দোয়া- اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَعْظِيْمًا وَتَشْرِيْفًا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা যিদ বাইতাকা হাজা তা'জিমান ওয়া তাশরীফান।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আপনার এ গৃহের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করুন।"

* গাড়ী থেকে নামার পূর্বেই মোয়াল্লেমের লোকজনের নিকট পাসপোর্ট হস্তান্তর করার সময়ই মোয়াল্লেমের একটি কার্ড সংগ্রহ করবেন।

* মক্কা শরীফে পৌঁছার পর ধীরে-সুস্থে বিশ্রাম নিয়ে অযূ-ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন থাকলে তা' শেষ করে উমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে বাবুস সালাম দিয়ে মাতাফে প্রবেশ করবেন। অবশ্য অন্য দরজা দিয়েও প্রবেশ করা যায়।

মক্কা শরীফে প্রবেশের বিবরণ

যদি সহজ ও সম্ভব হয়, তাহলে মক্কা শরীফের কবরস্থান অর্থাৎ বাবুল মা'লার পথে মক্কা শরীফে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। আর যদি সহজ না হয় তবে যে দিক দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবেন এবং যে দিক দিয়ে ইচ্ছা বের হবেন। মক্কা শরীফে প্রবেশ করার সময় গোসল করা সুন্নত।

যখন মক্কা শরীফ দেখা যাবে তখন এ দোয়া পাঠ করবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِيْ فِيْهَا رِزْقًا حَلاَلاً۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ'আল্লী বিহা ক্বারারাওঁ ওয়ার যুক্বনী ফীহা রিয্ক্বান হালালান।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! এখানে (মক্কা শরীফে) আমাকে স্থায়িত্ব দান করুন এবং এতে আমাকে হালাল রিযিক দান করুন।

অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে পরিপূর্ণ

www.pathagar.com

আদব ও সম্মান প্রদর্শন করে মক্কা শরীফে প্রবেশ করবেন এবং প্রবেশ করার সময় এ দোয়া পাঠ করবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ وَاَنَا عَبْدُكَ جِئْتُ لِاُؤَدِّیَ فَرْضَكَ وَاَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَاَلْتَمِسُ رِضَاكَ مُتَّبِعًا لِاَمْرِكَ رَاضِيًا بِقَضَائِكَ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّيْنَ اِلَيْكَ ، اَلْمُشْفِقِيْنَ مِنْ عَذَابِكَ ، اَلْخَائِفِيْنَ مِنْ عِقَابِكَ اَنْ تَسْتَقْبِلَنِیْ الْيَوْمَ بِعَفْوِكَ وَتَحْفَظَنِیْ بِرَحْمَتِكَ وَتَجَاوَزَ عَنِّیْ بِمَغْفِرَتِكَ وَتُعِيْنَنِیْ عَلٰى اَدَاءِ فَرْضِكَ - اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاَدْخِلْنِیْ فِيْهَا وَاَعِذْنِیْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! আন্‌তা রাব্বী ওয়া আনা 'আব্‌দুকা জি-তু লিউআদ্দিয়া ফারযাকা ওয়া আত্‌লুবু রাহ্‌মাতাকা ওয়া আল্‌তামিসু রিযাকা মুত্তাবি'আন লিআমরিকা রা-যিয়ান বিক্বাযাইকা, আস্‌আলুকা মাস্‌ আলাতাল মুযতার্‌রীনা ইলাইকা আল মুশফিকীনা মিন আযাবিকা, আলখায়েফীনা মিন 'ইক্বাবিকা আন তাসতাক্ববিলানী আল্‌ইয়াওমা বি 'আফ্‌বিকা ওয়াতাহ্‌ফাযানী বিরাহ্‌মাতিকা ওয়া তাজাওয়াযা 'আন্নী-বিমাগফিরাতিকা ওয়া তুঈনানী 'আলা আদা-ই ফারযিকা। আল্লাহুম্মাফ্‌ তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিকা ওয়া আদ্‌খিলনী ফীহা ওয়া আ'ইযনী মিনাশ শায়তানির রাজীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার গোলাম! আমি আপনার দরবারে এসেছি হজ্ব আদায় করার উদ্দেশ্যে। আমি আপনার রহমতের ভিখারী, আপনার সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী। আপনার আদেশ অনুসরণ করে, আপনার বিধি-বিধানে (তাকদীরে) সন্তুষ্ট হয়ে আমি এসেছি। আমি উপায়হীন লোকদের ন্যায় এবং আপনার শাস্তির ভয়ে ভীত লোকদের ন্যায়

www.pathagar.com

এবং আপনার গযবের ভয়ে প্রকম্পিত লোকদের ন্যায় আপনার দরবারে প্রার্থনা করছি। আজ আমার সকল অন্যায় ও অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আপনার প্রতি তাকওয়া-ভয় ও আপনার সন্তুষ্টি নসীব, আপনার রহমতে বিপদাপদ থেকে আমাকে হিফাযত করুন। আপনার ক্ষমাগুণে আপনার রহমতের দ্বারগুলো আমার জন্যে খুলে দিন ও তার মধ্যে আমাকে দাখিল করুন এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আমাকে আশ্রয় দিন।

দিনে অথবা রাতে যখন ইচ্ছা মক্কা শরীফে প্রবেশ করা জায়েয। তবে দিনের বেলায় প্রবেশ করা উত্তম।

'মাদআ' হচ্ছে মসজিদে হারাম এবং কবরস্থানের মধ্যবর্তী দোয়া চাওয়ার একটি স্থান। পূর্বে এ স্থান হতে বায়তুল্লাহ শরীফ দেখা যেত এবং যাতে বায়তুল্লাহ শরীফ আরো ভালভাবে দেখা যায়, সে জন্য হযরত উমর (রাঃ) এটিকে খুব উঁচু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে দালান-কোঠা নির্মিত হওয়ায় আর সেখান থেকে বায়তুল্লাহ শরীফ দেখা যায় না। আজকাল সাধারণত কেউ সেই পথ দিয়ে প্রবেশও করে না। ট্যাক্সী চালকরা অন্য পথ দিয়েই প্রবেশ করে। যদি কেউ ওই পথে মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন, তাহলে এ দোয়া পাঠ করবেন ঃ

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুন্য়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খায়রে মা সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আউযুবিকা মিন শার্‌রে মাস্‌তাআযাবিকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের মঙ্গল দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট সেসব কল্যাণ চাই যা আপনার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে চেয়েছেন এবং আপনার কাছে অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ চাই যা থেকে আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহ্ চেয়েছেন।

মসজিদে হারামে প্রবেশের আদব ও মাসআলা

বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্পার্শ্বের মসজিদের নাম 'মসজিদে হারাম'। বায়তুল্লাহ্ শরীফ মসজিদে হারামের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

০ মক্কা শরীফে প্রবেশ করার সাথে সাথেই মসজিদে হারামে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মাল-সামানা গুটিয়ে অন্য কিছু করার আগে মসজিদে উপস্থিত হওয়া উচিত।

০ তালবিয়াহ্ পাঠ করতে করতে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার পাক দরবারের গৌরব ও মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন এবং প্রথমে ডান পা ভেতরে রেখে এই দোয়া পাঠ করবেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহি রাব্বিগফিরলী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিক।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পেশ করছি। হে প্রভূ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

www.pathagar.com

বায়তুল্লাহ শরীফ নজরে আসলে যে দোয়া পড়তে হয়

০ মসজিদে হারামে প্রবেশ করার পর যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে নজর পড়বে, তখন তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ পড়বেন এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকিয়ে দু'হাত উঠিয়ে এ দোয়া পড়বেনঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً وَّزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّتَعْظِيْمًا وَّبِرًّا ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! যিদ হা-যাল বাইতা তাশরীফাওঁ ওয়া তা'যীমাওঁ ওয়া তাকরীমাওঁ ওয়া মাহাবাতান ওয়া যিদ মান শার্‌রাফাহু ওয়া কার্‌রামাহু মিম্মান হাজ্জাহু ওয়া'তামারাহু তাশরীফাওঁ ওয়া তা'যীমাওঁ ওয়া বির্‌রান। আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু ফাহায়্যিনা রাব্বানা বিস্‌সালাম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই ঘরের সম্মান, মর্যাদা, শান-শওকত এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে দিন এবং যারা এই পবিত্র ঘরের হজ্ব ও উমরাহ্ করবে, তাদের মান-সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, নেকী দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি শান্তির আধার, আপনিই সকল শান্তির উৎস, আপনার পক্ষ থেকেই সকল শান্তি। সুতরাং হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে শান্তি ও সালামতির সাথে জীবিত রাখুন।

অতঃপর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন এবং যে দোয়া ইচ্ছা হয় তা' করবেন। এ সময়ের দোয়া কবূল হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হল আল্লাহ তা'আলার কাছে বিনা হিসাবে বেহেশত লাভের প্রার্থনা করা এবং ওই সময় এই দোয়াটিও পড়া মুস্তাহাব ঃ

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আঊযু বিরাব্বিল বাইতে, মিনাদ্দায়নে ওয়াল ফাক্বরে, ওয়া মিন যীকিস্ সাদরে ওয়া আযাবিল কাব্‌রে।

অর্থ ঃ আমি কাবা ঘরের প্রভূর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি ঋণ এবং দারিদ্র থেকে এবং বক্ষের সংকীর্ণতা এবং কবরের আযাব থেকে।

○ বায়তুল্লাহ্ শরীফ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সময় দাঁড়িয়ে দোয়া করা মুস্তাহাব। যে সকল দোয়া হুযূর (সাঃ) হতে বর্ণিত আছে সেগুলো যদি মুখস্থ থাকে, তা হলে তা পড়াই উত্তম। কিন্তু যদি মুখস্থ না থাকে, তবে যা মুখস্থ আছে তাই পড়তে পারবেন। কোন স্থানের জন্য কোন বিশেষ দোয়া এমনভাবে নির্দিষ্ট নেই যে, তা সেখানে পড়তেই হবে। যে দোয়ার মধ্যে বিনয় ও একাগ্রতা সৃষ্টি হয়, তা-ই পড়বেন।

○ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' পড়তে নেই। এ মসজিদে তাহিয়্যা হচ্ছে 'তওয়াফ'। সুতরাং দোয়ার পরেই তওয়াফ সম্পন্ন করবেন। অবশ্য যদি তওয়াফের কারণে ফরয নামায ক্বাযা হওয়া অথবা মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলে যাওয়ার কিংবা জামা'আত বাদ পড়ার আশংকা হয়, তবে তওয়াফের পরিবর্তে তাহিয়্যাতুল মস্‌জিদ পড়াই উচিত। তবে শর্ত এই যে, তা যেন মাক্‌রূহ ওয়াক্তে না হয়।

○ জানাযার নামায, সুন্নতে মোয়াক্কাদা ও বিতরের নামায তওয়াফে তাহিয়্যার পূর্বেই আদায় করবেন এবং ইশ্‌রাক, তাহাজ্জুদ, চাশ্‌ত প্রভৃতি নামায তওয়াফের পূর্বে পড়বেন না।

উল্লেখ্য, এ দোয়ার সময় হাত উঠানো সম্পর্কে মতভেদ আছে। কিন্তু মুহাক্কিক উলামাগণের প্রবল মত এই যে, তা মুস্তাহাব এবং হুযূর (সাঃ) হতে প্রমাণিত। (গুনিয়াহ, ৫১ পৃষ্ঠা)

○ মসজিদে হারামে বরং প্রত্যেক মসজিদেই প্রবেশ করার সময় নফল ই'তিকাফের নিয়ত করা মুস্তাহাব এবং নফল ই'তিকাফ অল্প সময়ের জন্যও জায়েয।

○ মসজিদে হারামে নামাযীদের সম্মুখ দিয়ে তওয়াফকারীদের অতিক্রম করা জায়েয। এমনকি তওয়াফ করছে না- এ রকম লোকের জন্যও নামাযীদের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয। তবে শর্ত এই যে, কেউ যেন সিজ্‌দার জায়গা দিয়ে অতিক্রম না করে।

www.pathagar.com

মসজিদে হারামে নামায পড়ার সওয়াব ও মাসআলা

মসজিদে হারাম পৃথিবীর সকল মসজিদ অপেক্ষা উত্তম। এতে নামায পড়ার সওয়াব অত্যন্ত বেশী। এক নামাযের সওয়াব এক লক্ষ নামাযের সমান। কিন্তু সওয়াবের এ আধিক্য শুধু ফরয নামাযের সাথে নির্দিষ্ট। নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম। মহিলাদের জন্য নিজ নিজ ঘরে নামায পড়াই উত্তম।

কা'বা শরীফের বাইরে যেমন কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়তে হয়, তেমনিভাবে কা'বা শরীফের ভেতরে (যদি প্রবেশ করা সম্ভব হয়) নামায পড়াও জায়েয। কা'বা শরীফের ভেতরে নামায পড়া অবস্থায় চারদিকেই কিবলা বিদ্যমান থাকে। তাই যে দিকে ইচ্ছা মুখ করে নামায পড়া যায়। কা'বা শরীফের ভেতরে একাকী অথবা জামা'আতে নামায পড়া জায়েয।

মসজিদে হারামে কা'বা শরীফের চারদিকেই নামায পড়া জায়েয। কিন্তু বায়তুল্লাহ্ শরীফ সামনে থাকা জরুরী। যদি বায়তুল্লাহ্ সামনে না থাকে তবে নামায শুদ্ধ হবে না। বায়তুল্লাহ্ শরীফ হতে দূরে হলে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করাই কিবলা হিসেবে যথেষ্ট হবে।

মসজিদে হারামে নামায পড়ার গুরুত্ব

মসজিদে হারামে নামায পড়ার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিৎ। অযথা ঘুরাফেরা করতে গিয়ে যাতে এ মসজিদের নামায বাদ পড়ে না যায় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। মসজিদে হারামে জামা'আতের সাথে আদায়কৃত মাত্র একদিনের ৫ ওয়াক্ত নামাযের যদি সওয়াব হিসাব করা হয়, তাহলে তা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ নামাযের সমান হয়। ৩৬০ দিনে এক বছর হলে সারা বছরে ১ হাজার ৮শ' এবং ১শ' বছরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার আর ১ হাজার বছরে ১৮ লক্ষ নামায হয়। এ হিসেবে যদি কেউ হযরত নূহ (আঃ)-এর মত বয়সও পান তাহলেও মসজিদে হারামে জামা'আতের সাথে আদায় করা এক দিনের নামায তার গোটা জীবনের নামাযের চেয়েও উত্তম হবে। মসজিদে হারামের সে সব স্থানেও নামায পড়ার চেষ্টা করবেন, যেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছেন। (মুআল্লিমুল হুজ্জাজ)

www.pathagar.com

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদে হারামে ১ রাকআত নামাযের সওয়াব ১ লক্ষ রাকআত নামাযের সমান। কিন্তু প্রত্যেক মসজিদেই জামাআতের সাথে নামায পড়লে ২৭ গুণ সাওয়াব পাওয়া যায়। এভাবে জামাআতের সাথে আদায়কৃত ১ দিনের ৫ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব ১ কোটি ৩৫ লক্ষ গুণ হয়ে থাকে। কাজেই মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে থাকা অবস্থায় ৫ ওয়াক্ত নামাযই হারামাইন শরীফাইনে জামাআতের সাথে আদায় করবেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামের যেসব স্থানে নামায পড়েছেন তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. কা'বা শরীফের ভেতরে।

২. মাকামে ইবরাহীমের পেছনে।

৩. হাজারে আস্ওয়াদের সামনে মাতাফ বা তওয়াফ করার স্থানে।

৪. রুকনে ইরাকীর পার্শ্বে যা হাতীম এবং কা'বা শরীফের দরজার মধ্যখানে অবস্থিত।

৫. রুকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে।

৬. রুকনে ইয়ামানীর দিকে মুসাল্লায়ে হযরত আদম (আঃ)-এর স্থানে।

৭. হাতীমে; বিশেষ করে মীযাবে রহমতের নীচে।

৮. কা'বা শরীফের দরজার কাছে।

৯. কা'বা শরীফের দরজার পাশে-যাকে মাকামে জিবরাঈলও বলা হয়।

১০. রুকনে গার্বীর পাশে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে যে, বাবুল উমরাহ্-এর পেছনে থাকে।

হজ্বের ফরয

হজ্বের ফরয মোট তিনটি। যথা ঃ

১. নির্ধারিত 'মীকাত' (পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে হজ্বের উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের জন্য মক্কার চারদিকে ইহ্রাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান) হতে ইহ্রাম বাঁধা। বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশ থেকে যারা সামুদ্রিক জাহাজে চড়ে হজ্বে আসেন তাদের জন্য ইয়ালামলাম পাহাড় মীকাত হিসাবে চিহ্নিত। জেদ্দা বন্দরে সামুদ্রিক জাহাজ পৌঁছার সাধারণতঃ দু'দিন

www.pathagar.com

পূর্বে এ পাহাড়টি দেখা যায়। (যদিও বাংলাদেশ থেকে সামুদ্রিক জাহাজে হজ্বে যাওয়া বর্তমানে বন্ধ।) বিমানে যারা হজ্বে গমন করবেন তারা বিমানে আরোহণের পূর্বেই ইহ্‌রাম বেঁধে নিবেন।

২. আরাফার উকূফ করা অর্থাৎ ৯ যিলহজ্ব যোহরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তওয়াফে যিয়ারত অর্থাৎ ১০, ১১ ও ১২ যিলহজ্ব তারিখের মধ্যে কা'বা শরীফের তওয়াফ করা।

ইহ্‌রামের অর্থ

ইহ্‌রাম শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ নির্দিষ্ট করা, হজ্ব আদায়ের সংকল্প করা। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো, বিধিবদ্ধ নিয়মে উমরাহ্ বা হজ্ব আদায় করার সংকল্পে শরীয়ত কর্তৃক হারাম বা সম্মানিত বিধায় পবিত্র মক্কা ও তৎসন্নিহিত ভূ-খণ্ডের সীমানায় প্রবেশ করা। অন্যভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমান যে অবস্থায় উমরাহ্ বা হজ্ব পালন করেন, সে অবস্থার নামই ইহ্‌রাম। যিনি ইহ্‌রাম অবস্থা ধারণ করেন তাকে 'মুহ্‌রিম' বলে।

ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশের পূর্বেই ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়। হারাম শরীফের সীমানার দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন দিক থেকে আগতদের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার কতগুলো স্থান নির্ধারিত আছে। যেগুলোকে 'মীকাত' বলা হয়- ইতোপূর্বে এগুলোর আলোচনা হয়েছে।

ইহ্‌রামের প্রকারভেদ

ইহরাম চার প্রকার। যথা ঃ ১. শুধু হজ্বের জন্য ইহ্‌রাম। একে 'ইফরাদ' বলা হয়। ২. হজ্বের মাসসমূহে হজ্বের ইহ্‌রামের পূর্বে উমরাহ্‌র জন্য ইহ্‌রাম। একে 'তামাত্তু' বলা হয়। ৩. হজ্ব এবং উমরাহ্ একত্রে সম্পন্ন করার ইহ্‌রাম, একে 'ক্বিরান' বলা হয় এবং ৪. হজ্বের মাসসমূহের পূর্বে বা পরে শুধু উমরাহ্‌র জন্য ইহ্‌রাম।

www.pathagar.com

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ

হজ্বের ওয়াজিব মোট ৬টি ঃ

১. 'সাঈ' অর্থাৎ সাফা ও মারওয়াহ্ পাহাড়ের মধ্যে ৭ বার যাওয়া-আসা করা।

২. ৯ যিলহজ্ব দিবাগত রাতে আরাফাতের ময়দান হতে এসে 'মুযদালিফা'য় অবস্থান করা।

৩. 'রমি' অর্থাৎ মিনার নির্দিষ্ট কিছু স্থানে যিলহজ্বের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে জামরাসমূহে (শয়তানসমূহকে) ৪৯টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। আর যদি কেউ ১৩ তারিখ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে তবে সেদিন আরো ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

৪. ক্বিরান ও তামাত্তু' হজ্বে দমে শুকরিয়া আদায় করা।

৫. হলক অর্থাৎ মাথা মুন্ডন করা বা কসর অর্থাৎ মাথার চুল সমানভাবে ছোট করা।

৬. 'তওয়াফে বিদা' অর্থাৎ বহিরাগতদের জন্য দেশে ফিরার পূর্বে কা'বা শরীফের তওয়াফ করা। একে 'তওয়াফুস সদর'ও বলা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, এছাড়াও ইহ্রাম, তওয়াফ ও রমি এবং হজ্বের অন্যান্য আমলে আরো কিছু ওয়াজিব রয়েছে যা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইন্শাআল্লাহ্।

হজ্বের সুন্নতসমূহ

হজ্বের সুন্নত ১৫টি।

১. বহিরাগত যারা ইফরাদ ও ক্বিরান হজ্বের নিয়ত করেছেন, তাদের জন্য তওয়াফে কুদূম করা।

২. তওয়াফে কুদূমে 'রমল' করা। আর যদি উক্ত তওয়াফে 'রমল' করা না হয় তাহলে তওয়াফে যিয়ারতে তা করা।

৩. সাঈ-এর সময় দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে পুরুষদের জন্য

www.pathagar.com

একটু দ্রুতবেগে চলা। (এ সময় বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকিয়ে দোয়া করলে সে দোয়া কবূল হয়)।

৪. ইমামের জন্য তিন স্থানে খুতবা দেয়া। এ স্থানগুলো হলো ঃ ৭ যিলহজ্ব মক্কায়, ৯ যিলহজ্ব আরাফায় এবং ১১ যিলহজ্ব মিনায়।

৫. ৮ যিলহজ্ব দিবাগত রাতে মিনায় রাত্রি যাপন করা।

৬. ৯ যিলহজ্ব আরাফার দিন সূর্যোদয়ের পরে মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

৭. আরাফায় উকূফ করার উদ্দেশ্যে যোহরের পূর্বে গোসল করা।

৮. আরাফাহ্ থেকে উকূফের পর মুযদালিফায় ফিরার পথে ইমামের আগে রওয়ানা না হওয়া।

৯. ৯ যিলহজ্ব আরাফায় উকূফ করে সে স্থান থেকে সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হওয়া।

১০. ৯ যিলহজ্ব দিবাগত রাতে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

১১. ১০ যিলহজ্ব মুযদালিফা থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা।

১২. ইফরাদ আদায়কারীদের বেলায় কোরবানী (দমে শোকর আদায়) করা।

১৩. কোন এক রাত্র মিনায় যাপন করা। কারো কারো মতে ১০, ১১, ১২ যিলহজ্ব দিবাগত রাত মিনায় থাকা। এটা হানাফী মাযহাবের মতামত।

১৪. তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপে তারতীব (ধারাবাহিকতা) রক্ষা করা।

১৫. মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'মুহাচ্ছাব' নামক স্থানে অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও যাত্রা বিরতি করা। তবে এ নিয়ে মতভেদ আছে।

এছাড়াও হজ্বে আরো অনেক সুন্নত রয়েছে, যা যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

www.pathagar.com

হজ্বের সময় সুন্নত গোসল

হজ্বের সময় নিম্নোক্ত কয়েক স্থানে ও সময়ে গোসল করা সুন্নত।

১. ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে।

২. মক্কা শরীফে প্রবেশের পূর্বে।

৩. কা'বা শরীফের তওয়াফের পূর্বে।

৪. আরাফাহ্ ও মুযদালিফায় উকূফের পূর্বে।

৫. যিলহজ্বের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে জামরায় কংকর নিক্ষেপের পূর্বে।

ইহরাম ও হজ্বের মাকরূহ বিষয়াবলী

হজ্বে কতিপয় নিষিদ্ধ বিষয় আছে, যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুহ্‌রিমের জন্য ওয়াজিব। (এসব নিষিদ্ধ বিষয়ের বর্ণনা পরবর্তীতে 'ইহরাম অবস্থায় হজ্বে নিষিদ্ধ কার্যাবলী' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে)। শরীয়তের হুকুম মোতাবেক ওই সকল নিষিদ্ধ কাজের যে কোন একটি করা হলে 'দম' বা বিনিময় প্রদান করা ওয়াজিব হয়। এ ছাড়াও কতগুলো বিষয় রয়েছে যা সাধারণ অবস্থায় জায়েয বা মুবাহ কিন্তু ইহ্‌রাম অবস্থায় মাক্‌রূহ। অবশ্য এসব মাকরূহ কাজ করলে কোন কিছু ওয়াজিব হয় না। কিন্তু এগুলো থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। মকবূল হজ্ব করতে চাইলে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয় এবং মাকরূহ্ বিষয় থেকেও বেঁচে থাকতে হয়। এমন কতগুলো মাকরূহ বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. অযূ বা গোসল ছাড়া ইহ্‌রাম বাঁধা।

২. ইহ্‌রামের তালবিয়াহ্ পাঠ না করা।

৩. তালবিয়াহ্ পাঠরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া।

৪. খাদ্যে সুগন্ধি দ্রব্য মিশানোর পর সে খাদ্য রান্না করা না হলে এবং এমতাবস্থায় তাতে সুগন্ধির প্রাধান্য না থাকলেও তা খাওয়া।

৫. পানের সাথে লং, এলাচি, সাদাপাতা ও যে কোন রকমের সুগন্ধিযুক্ত জর্দা খাওয়া।

৬. মাথায় আঠা বা অন্য কোন বস্তু হাল্‌কাভাবে বা অল্প পরিমাণে লাগানো।

৭. চপ্পল থাকা অবস্থায় বিশেষভাবে মোজা কেটে তা পরিধান করা।

www.pathagar.com

৮. তওয়াফে কুদূম না করা।

৯. শরীর থেকে ময়লা দূর করা এবং মাথা বা দাড়ি কিংবা শরীর সাবান ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করা।

১০. মাথা বা দাড়ি চিরুনী দ্বারা আঁচড়ানো।

১১. দাড়ি খিলাল করা।

১২. চাদর গিরা দিয়ে কাঁধের উপর বাঁধা বা চাদর ও লুঙ্গিতে গিরা বা রশি ইত্যাদি দ্বারা বাঁধা।

১৩. চাদর বা লুঙ্গিতে সূঁই, আলপিন বা ক্লিপ ইত্যাদি লাগানো অথবা সুতা বা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

১৪. সুগন্ধি বিক্রেতার দোকানে ঘ্রাণ নেয়ার উদ্দেশ্যে বসা।

১৫. সুগন্ধিযুক্ত ফল কিংবা ঘাসের ঘ্রাণ নেয়া বা তা স্পর্শ করা।

১৬. কা'বা শরীফের গিলাফের নীচে এমনভাবে দাঁড়ানো যাতে তা মুখে বা মাথায় লেগে যায়।

১৭. নাক, থুতনী ও মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে আবৃত করা। তবে হাত দিয়ে ঢাকাতে কোন অসুবিধা নেই।

১৮. বালিশের উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে শয়ন করা।

১৯. নিজের স্ত্রীর লজ্জাস্থান কামভাব নিয়ে দেখা।

২০. জুব্বা, চোগা ইত্যাদি কাঁধের উপর মেলে রাখা।

২১. ধূপ-ধুনা দেয়া কাপড় পরিধান করা।

২২. খুত্‌বা বা ফরয নামাযের জামাআতের সময় তওয়াফ করা।

২৩. তওয়াফের ওয়াজিব নামায, তওয়াফের পরপর আদায় না করে বিলম্ব করা।

২৪. ধূমপান করা কিংবা কারো ধূমপান নাকে আসতে পারে এমন জায়গায় যাওয়া বা বসা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

হজ্বের ইহ্‌রামের নিয়ত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ফাইয়াস্‌সিরহু-লী ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নী।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্‌! আমি হজ্ব পালন করার নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবূল করুন।"

উমরাহ্‌র ইহ্‌রামের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্নী উরীদুল 'উম্‌রাতা ফাইয়াস্‌সিরহা-লী ওয়াতাক্বাব্বালহা মিন্নী।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্‌! আমি উমরাহ্‌ পালনের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবূল করে নিন।"

হজ্ব ও উমরাহ্‌ এক সাথে পালন করার নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ওয়াল উম্‌রাতা ফাইয়াস্‌সির হুমা লী ওয়াতাক্বাব্বাল হুমা মিন্নী।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্‌! আমি হজ্ব ও উমরাহ্‌ এক সাথে পালন করার নিয়ত করছি। আপনি এতদুভয়টিই আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবূল করে নিন।"

যদি আরবী শব্দ মনে না থাকে, তবে শুধু বাংলায় নিয়ত করলেও চলবে। নিয়ত করার পর তিনবার তালবিয়াহ্‌ পাঠ করবেন। তা হল ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ـ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল্ হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়ালমুল্ক, লা শারীকা লাক।

অর্থ ঃ আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, আপনার কোন শরীক নেই। আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত এবং রাজত্ব আপনারই। আপনার কোন শরীক নেই।

অতপর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন এবং যা ইচ্ছা প্রার্থনা করবেন। তাল্‌বিয়াহ্ পড়ার পর এ দোয়াটি পাঠ করা মুস্তাহাব ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْـئَلُكَ رِضَـاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُـوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিযাকা ওয়াল জান্নাতা, ওয়া আ'উযু বিকা মিন গাযাবিকা ওয়ান্নার।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আশা করছি এবং আপনার ক্রোধ ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

যদি এটা জীবনের প্রথম হজ্ব হয়ে থাকে, তবে বিশেষভাবে ফরযের নিয়ত করা এবং তা মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। নিয়ত ও তালবিয়াহ্ পড়ার পর ইহ্রাম বাঁধার কাজ শেষ। এখন সেসব কাজ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবেন যা ইহ্রাম বাঁধার পর নিষিদ্ধ।

ইহ্রামের শর্তসমূহ

১. নিয়ত করা ২. উচ্চস্বরে একবার তালবিয়াহ্ পাঠ করা।

যে যিকির দ্বারা শুধু আল্লাহ তা'আলার সম্মানই উদ্দেশ্য; তা তালবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। যেমন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অথবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ- অথবা اَللّٰهُ اَكْبَرُ ইত্যাদি। তবে তালবিয়াহ্ পাঠ করাই সুন্নত। কারো কারো মতে, অন্তত একবার তালবিয়াহ্ পাঠ করা ওয়াজিব।

ইহ্রামের ওয়াজিবসমূহ

১. মীকাত থেকে ইহ্রাম বাঁধা ২. ইহ্রামের নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকা।

www.pathagar.com

ইহ্‌রামের সুন্নত কার্যাবলী

১. হজ্বের ইহ্‌রাম হজ্বের মাসসমূহে বাঁধা।

২. নিজ দেশের মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা।

৩. ইহ্‌রামের পূর্বে গোসল করা।

৪. ইযার এবং রিদা পরিধান করা।

৫. দু'রাকআত নামায আদায় করা।

৬. তিনবার তালবিয়াহ্‌ পাঠ করা।

৭. তালবিয়াহ্‌ উচ্চস্বরে পাঠ করা। (মহিলাগণ তালবিয়াহ্‌ নিম্নস্বরে পাঠ করবেন)

৮. ইহ্‌রামের নিয়তের পূর্বে শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করা। কিন্তু সুগন্ধির উপস্থিতি ইহ্‌রামের পরে শরীরে থাকলেও কাপড়ে দাগ থাকতে পারবে না।

ইহ্‌রামের মুস্তাহাব কার্যাবলী

১. ইহ্‌রামের পূর্বে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা।

২. হাত ও পায়ের নখ কর্তন করা।

৩. বগল পরিষ্কার করা।

৪. নাভির নীচের পশম পরিষ্কার করা।

৫. নতুন বা ধৌত করা পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা।

৬. চপ্পল পায়ে দেয়া।

৭. ইহ্‌রামের নিয়তে গোসল করা।

৮. মুখে ইহ্‌রামের নিয়ত উচ্চারণ করা।

৯. ইহ্‌রামের নামাযের পরে বসা অবস্থায় নিয়ত করা।

১০. মীকাতের পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধা।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি কাপড় খুললেন এবং ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য গোসল করলেন। (তিরমিযী, দারেমী)

www.pathagar.com

এ হাদীসের ভিত্তিতে ইহ্রামের জন্য শরীর থেকে সেলাইযুক্ত কাপড় খুলে সেলাইবিহীন দু'খণ্ড সাদা কাপড় পরিধান করার হুকুম প্রমাণিত হয়। মাকরূহ সময় না হলে ইহ্রামের জন্য দু'রাকআত নামায পড়বেন। উক্ত নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করা সুন্নত। (ফত্ওয়ায়ে আলমগীরি)

ইহ্রাম শুরু করার স্থানে কোন মসজিদ থাকলে সে মসজিদে নামায আদায় করে ইহ্রাম বাঁধা মুস্তাহাব। নামায আদায়ের পর নিয়ত করবেন। এ সময় তিনবার তালবিয়াহ্ পাঠ করা মুস্তাহাব। তালবিয়াহ্ পাঠ দ্বারা ইহ্রাম সম্পন্ন হয়। (একবার তালবিয়াহ্ পাঠ করা শর্ত।)

হযরত খাল্লাদ ইবনে সায়েব আনসারী (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- জীব্রাঈল (আঃ) আমাকে বলেছেন, আমি যেন আমার সাহাবাদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করতে বলি। (মুয়াত্তা, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন-আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। নীচু স্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করা অপেক্ষা উচ্চস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করা অধিকতর উত্তম। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সহ আমাদের সকল ফিকাহ্-বিদদের মত এটাই। (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ)

তালবিয়াহ্ উচ্চস্বরে পাঠ করা কেবল পুরুষের জন্য সুন্নত। মহিলাগণ তালবিয়াহ্ পাঠের সময় আওয়াজ উঁচু করবেন না। এতে ফিতনার আশংকা আছে।

তালবিয়াহ্ পাঠের পর মুহ্রিম ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে। এ সময় আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করলে তা কবূল হওয়ার আশা করা যায়। এ সময় দোয়া কবূল হওয়ার সনদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বাণী হতেই প্রমাণিত আছে।

www.pathagar.com

ইহ্‌রামের পোশাক

ইহ্‌রাম অবস্থায় পুরুষদেরকে দুই খণ্ড সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরিধান করতে হয়। এর এক খণ্ড দ্বারা নাভি থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢাকতে হয়। যেভাবে সাধারণত আমরা লুঙ্গি পরিধান করে থাকি। একে 'ইযার' বলে। অন্যটি চাদরের ন্যায় গায়ে জড়াতে হয়। একে 'রিদা' বলে। মহিলা হাজীগণ সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে পারবেন। তারা মুখমণ্ডল খোলা রেখে সর্বাঙ্গ আবৃত করবেন। মহিলারা পর্দার জন্য মাথায় এমন টুপি ব্যবহার করবে, যার সামনের অংশ বর্ধিত থাকবে এবং এর উপর বোরকার (মুখের) কাপড় থাকবে। পুরুষকে বাধ্যতামূলকভাবে মাথা ও মুখমণ্ডল খোলা রাখতে হবে।

ইহ্‌রাম অবস্থায় পুরুষ হাজীগণ কোন প্রকার জামা-পায়জামা, পাগড়ী ও টুপি ইত্যাদি যেসব কাপড় শরীরের গঠন অনুযায়ী তৈরী করা বা শরীরের গঠন অনুযায়ী পরিধান করা হয়, সেগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না। এমন জুতা ব্যবহার করতে পারবেন না, যা পায়ের উপরের অংশসহ্‌ গোটা পা ঢেকে ফেলে। পায়ে মোজা ব্যবহার করতে পারবেন না। কিন্তু যদি জুতা না থাকে তাহলে চামড়ার মোজা পায়ের পৃষ্ঠার উঁচু স্থান এবং উভয় দিকের গিটদ্বয়সহ্‌ গোছার নিম্নভাগ উন্মুক্ত থাকে এমনভাবে কেটে তা ব্যবহার করতে পারবেন।

ইহ্‌রামের জন্য কাপড় সাদা হওয়াই উত্তম। সুগন্ধিযুক্ত বা কোন রং দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করা নিষেধ। লাল, গোলাপী, হলুদ কিংবা কালো রঙ্গের কাপড় ব্যবহার করা উচিত নয়। অবশ্য মহিলাগণ কালো বোরকা পরিধান করতে পারবেন। এমনকি কারো কারো মতে তা-ই উত্তম।

হজ্বের ইহ্‌রাম বাঁধার শেষ সময়

৮ যিলহজ্ব স্বাভাবিকভাবে হজ্বের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার শেষ তারিখ। তবে ১০ যিলহজ্বের রাত অর্থাৎ আরাফার দিনগত রাত সুবহে সাদেক পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধা যায়।

www.pathagar.com

হজ্বের ইহ্রাম হতে হালাল হওয়ার সময়

১০ যিলহজ্ব জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে কোরবানী (দমে শোকর) আদায়ের পর মাথা মুণ্ডন করলে বা চুল ছাঁটলে প্রাথমিকভাবে ইহ্রাম থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তবে চূড়ান্তভাবে ইহ্রাম থেকে মুক্ত হতে হলে ফরয তওয়াফ (তওয়াফে যিয়ারত) করতে হয়। মনে রাখবেন, ফরয তওয়াফ করে চূড়ান্তভাবে ইহ্রাম থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস বা এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলী হালাল হবে না।

ইহ্রাম অবস্থায় হজ্বে নিষিদ্ধ কার্যাবলী

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ

فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ - (البقرة : ١٩٧)

"হজ্ব হয় নির্ধারিত মাসে। অতপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্ব করা স্থির করে, তার জন্য হজ্বের সময়ে রাফাস, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৭)

ইহ্রামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতে যে তিনটি শব্দ বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো হলো 'রাফাস' 'ফুসূক' ও 'জিদাল'। ইহ্রাম অবস্থায় এসব বিষয় থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য অর্থাৎ ওয়াজিব।

'রাফাস' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যাতে সহবাস ও তার আনুষঙ্গিক কর্ম, নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত। ইহ্রাম অবস্থায় এর সবকয়টিই হারাম।

'ফুসূক' এর শাব্দিক অর্থ বের হওয়া। পবিত্র কোরআনের ভাষায় হুকুম অমান্য করা বা অন্যায় আচরণ করাকে 'ফুসূক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই 'ফুসূক' বলে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- 'ফুসূক' এর অর্থ হলো পাপ করা। তাই অনেকেই এস্থলে সাধারণ

www.pathagar.com

অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এ স্থলে 'ফুসূক' শব্দের অর্থ করেছেন, 'সেসব কাজ, যা ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ।' এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) তাঁর লিখিত তাফসীর গ্রন্থে বলেন- স্থান অনুসারে এ ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সাধারণ পাপ ইহ্‌রামের অবস্থাতেই শুধু নয়, বরং সর্বদাই নিষিদ্ধ।

ইবনে জরীর (রহঃ) বলেন- এখানে 'ফিস্‌ক' এর ভাবার্থ হচ্ছে, সেসব কাজ; যা ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। যেমন, শিকার করা, মাথা মুণ্ডন করা ও নখ কাটা ইত্যাদি। এ বক্তব্যের আলোকে এবং ইবনে উমর (রাঃ)-এর উক্তি যা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তার উল্লেখ করে ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, 'আমার ধারণা মতে এটাই হলো উত্তম ব্যাখ্যা।' আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

কতগুলো কাজ সাধারণ অবস্থায় না-জায়েয ও নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু ইহ্‌রামের কারণে সেগুলো না-জায়েয ও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এগুলোর সংখ্যা ছয়টি ঃ

১. স্ত্রী সহবাস ও এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় আচরণ, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলোচনা করা।

২. স্থল ভাগের জীবজন্তু শিকার করা বা শিকারীকে দেখিয়ে দেয়া।

৩. নখ্‌ বা চুল কাটা।

৪. সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা।

(এ চারটি বিষয় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই ইহ্‌রাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট দু'টি বিষয় শুধুই পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত)

৫. সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা।

৬. মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। অবশ্য মুখমণ্ডল আবৃত করা মহিলাদের জন্যও জায়েয নয়।

আলোচ্য ছয়টি বিষয়ের মধ্যে সহবাস যদিও 'ফুসূক' শব্দের অন্তর্ভূক্ত, তথাপি পবিত্র কোরআনে একে 'রাফাস' শব্দ দ্বারা আলাদাভাবে ব্যক্ত করা

www.pathagar.com

হয়েছে। এটা এজন্যে যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় এ কাজ থেকে বিরত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'জিদাল' শব্দের অর্থ 'একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা' অর্থাৎ সাধারণভাবে কলহ-বিবাদ করাকে 'জিদাল' বলা হয়। এ শব্দটিও খুবই ব্যাপক। কোন কোন মুফাসসির এ শব্দের এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ 'ফুসূক' ও 'জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 'ফুসূক' ও 'জিদাল' সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ; কিন্তু ইহ্‌রাম অবস্থায় এর পাপ আরো অধিক। বিশেষতঃ পবিত্র দিনগুলোতে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আগমন করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত 'লাব্বাইক' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার সমীপে উপস্থিত' বলা হচ্ছে, উপরন্তু ইহ্‌রামের পোশাক যাদেরকে সর্বদা এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে; 'তোমরা এখন নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতে নিয়োজিত' সেখানে ঝগড়া-বিবাদ করা নিশ্চয়ই গুরুতর অন্যায় ও আল্লাহ্ তা'আলার চরমতম অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ।

তাছাড়া হজ্বের সময় ঝগড়া-বিবাদ করার পূর্বে সকলেরই একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত, বিপুল অর্থ ব্যয় করে এবং প্রচুর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করে তিনি হজ্বে এসেছেন, তার এ হজ্বে আগমনের উদ্দেশ্যও তো তাই হওয়া উচিত, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় হজ্ব সম্পন্ন করল যে, কোন মুসলিম তার মুখের দ্বারা এবং হাতের দ্বারা কষ্ট পেল না, তার আগের যাবতীয় গুনাহ্ মা'ফ হয়ে যায়।

যে কাজ করলে হজ্ব ও উমরাহ্ বাতিল হয়ে যায়

মুহ্‌রিম যদি আরাফায় অবস্থান শেষ হওয়ার আগেই যৌন সহবাস করে; এ সহবাস তার ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক, জেনে বা না জেনে হোক, তবে তার হজ্ব বাতিল হয়ে যাবে। শরীয়তে যার কোন ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় তার কর্তব্য হলো, অন্যান্য হাজীগণ যেভাবে হজ্বের বাকী কাজগুলো আঞ্জাম দেন, তিনিও সেসব কাজ সেভাবে

www.pathagar.com

আঞ্জাম দিবেন। উপরন্তু একটি ছাগল বা দুম্বা যবেহ্ করবেন। অতঃপর পরবর্তী বছর তিনি বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত হজ্বের কাযা করবেন। অবশ্য কেউ যদি আরাফায় অবস্থানের পর সহবাস করে, তবে তার হজ্ব বিনাশ হবে না; কিন্তু তার উপর একটি উট কোরবানী ওয়াজিব হবে। উমরাহর ক্ষেত্রে কা'বাগৃহ তওয়াফের চার প্রদক্ষিণ পূর্ণ হওয়ার পরে কেউ যদি সহবাস করে, তাহলে উমরাহ্ নষ্ট হবে না কিন্তু তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ও মাআরিফুল কোরআন)

ইহ্রাম অবস্থায় যে কাজগুলো থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব তা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. পুরুষের জন্য সেলাই করা কোন পোশাক পরিধান করা এবং মাথা আবৃত করা। কেননা, পুরুষের ইহ্রাম মাথায়। (হিদায়া খ. ১, পৃ. ২৩৯)

পুরুষের সমস্ত পা ঢেকে যায় এমন জুতা ও মোজা পরিধান করা। মহিলাগণ সেলাই করা পোশাক পরিধান করতে পারবেন। কিন্তু মুখমণ্ডল এমন কিছু দিয়ে ঢাকতে পারবেন না যা চামড়ার সাথে লেগে থাকে। কারণ, মহিলাদের ইহ্রাম মুখমণ্ডলে। তবে পর্দা লংঘন করলে গুনাহ্গার হবেন। (হিদায়া খ. ১, পৃ. ২৫৫)

পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই সুগন্ধিযুক্ত কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং লাল কিংবা কালো রংয়ের কাপড় ব্যবহার করা ঠিক নয়। তবে মহিলারা কালো রংয়ের বোরকা পরিধান করতে পারবেন এবং সামনে বর্ধিত ঢাকনাযুক্ত একটি টুপি পরবেন, যেন পর্দা করলেও চেহারার সাথে কাপড় না লাগে।

২. সৌন্দর্য চর্চা করা, যে কোন রকমের সুগন্ধি ও প্রসাধনী ব্যবহার করা, তেল ব্যবহার করা এবং খিযাব লাগানো। এছাড়া সাবান প্রভৃতি দিয়ে দাড়ি ধৌত করা। (আসান ফিকাহ্)

৩. শরীরের যে কোন স্থানের চুল উঠানো, কাটা বা মুণ্ডন করা এবং হাত ও পায়ের নখ কাটা। এ কারণে অযূ ও গোসলের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে মর্দনের কারণে চুল উঠে না যায়।

www.pathagar.com

৪. যে কোন ধরনের যৌন সহবাস কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইহ্রাম অবস্থায় সহবাস হজ্বকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। এছাড়া স্ত্রী-পুরুষের আলিঙ্গন, চুম্বন, যৌন বিষয়ক বাক্যালাপ কিংবা অন্য যে কোন রকমের যৌন আচরণ নিষিদ্ধ।

৫. শিকারের উপযোগী এবং ডাঙ্গায় বিচরণকারী পশু-পক্ষী শিকার করা ও যবেহ্ করা এবং শিকারের উদ্দেশ্যে কাউকে কোন প্রাণী দেখিয়ে দেয়া বা শিকারে কোন প্রকার সহযোগিতা করা। শিকারের সহযোগিতার অর্থ হলো ঃ শিকার কোথায় পাওয়া যাবে তা বলে দেয়া বা শিকার কোন্ দিকে গিয়েছে তা দেখিয়ে দেয়া বা শিকারীকে তীর, তলোয়ার, লাঠি, ছুরি, চাকু, বন্দুক, গুলী ইত্যাদি বা অন্য কোন শিকার করার উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা। এছাড়া শিকারকে তাড়ানো, তার ডিম ভেঙে দেয়া, পালক ও ডানা ছিঁড়ে ফেলা, ডিম অথবা শিকার বেচা-কেনা করা, শিকারের দুধ দোহন করা, শিকারের ডিম অথবা গোশ্ত রান্না করা ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ। অবশ্য মুহ্রিম গৃহপালিত পশু-পাখি যবেহ্ ও রান্না করতে পারবেন। এ ছাড়া মুহ্রিম হিংস্র জীব-জন্তু; যার থেকে আক্রমণের ভয় থাকে তাকে হত্যা করতে পারবেন। তবে যদি আক্রমণের ভয় না থাকে, তাহলে এগুলোকেও হত্যা করা নিষিদ্ধ। এছাড়া মুহ্রিমের জন্য নিজের শরীর বা কাপড় থেকে উকুন মারা নিষিদ্ধ।

৬. মক্কার হরমের এলাকায় কুদরতিভাবে জন্মানো তৃণ-ঘাস, গাছ-পালা ইত্যাদি উপড়ে ফেলা, কর্তন করা ও ছিন্ন করা। এ কাজগুলো যে কোন ধরনের মুহ্রিম এবং মুহ্রিম নয় এমন সকলের জন্যই হারাম।

৭. কোনরূপ অশ্লীল কথা, অন্যায় কাজ এবং কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা নিষেধ। এমনকি সামান্য কথা কাটাকাটি করাও উচিত নয়। শুধু তাই নয়, নিজের মুস্তাহাব আমলের কারণে অপর হাজীগণের সামান্য পরিমাণ কষ্ট হলে বা তার সম্ভাবনা থাকলে, সে মুস্তাহাব আমলও ছেড়ে দেয়া উত্তম।

www.pathagar.com

উমরাহ্‌র সাধারণ বর্ণনা

যে ব্যক্তি হজ্বের আগে অথবা পরে উমরাহ্‌ করতে চান, তিনি যদি ইতোমধ্যে ইহ্‌রাম না বেঁধে থাকেন এবং মক্কায় অবস্থানকারী হন, তাহলে তার উচিত গোসল করে মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা। তবে যারা বহিরাগত তারা ইহ্‌রাম বেঁধেই হরমের এলাকায় প্রবেশ করেছেন বিধায় তাদের জন্য নতুন করে ইহ্‌রাম বাঁধার প্রয়োজন নেই, যদি না ইতোমধ্যে তিনি ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন।

উমরাহ্‌র মীকাত ৩টি

১. জিইর্‌রানা বা জু'রানা– যেখান থেকে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তৃতীয় উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

২. তানঈম– যেখান থেকে হযরত আয়েশা (রাঃ) উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন।

৩. হুদায়বিয়া।

এর যে কোন একটি হতে উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধা যায়। সাধারণতঃ উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম তানঈম থেকে বাঁধা হয়। তবে হিল্ল এলাকায় গমন করে তার যে কোন স্থান থেকেই উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধা যায়।

উমরাহ্‌ আদায়ের ফরয

উমরাহ্‌র ফরয ২টি। যথাঃ (১) ইহ্‌রাম এবং (২) তওয়াফ।

উমরাহ্‌র ওয়াজিব ২টি যথাঃ (১) সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করা এবং (২) মাথা মুণ্ডন করা বা মাথার চুল ছাঁটা।

উমরাহ্‌ আদায়ের নিয়ম

উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধার পর তালবিয়াহ্‌ অর্থাৎ 'লাব্বাইকা' বলতে বলতে মক্কায় প্রবেশ করবেন। মসজিদে হারামের ভেতরে প্রবেশ করে তওয়াফ শুরু করার পূর্বে তালবিয়াহ্‌ বলা বন্ধ করবেন।

বায়তুল্লাহ্‌ শরীফে পৌঁছেই উমরাহ্‌ পালনকারী ব্যক্তি যথারীতি তওয়াফ করবেন; যা সর্বসম্মতিক্রমে উমরাহ্‌র রুকন বা ফরয। এ তওয়াফে

www.pathagar.com

ইজ্‌তিবা ও রমল করবেন এবং তওয়াফের পর সাঈ করবেন। সাঈ শেষ হলে মাথা মুণ্ডন করবেন বা চুল ছাঁটবেন।

উমরাহ্ পালনকারী যদি 'তামাত্তু' হজ্ব আদায়কারী হন, তবে তার জন্য উমরাহ্‌র এই নিয়ম। কিন্তু তিনি যদি একই সাথে উমরাহ্ ও হজ্বের নিয়ত করেন অর্থাৎ তার হজ্ব যদি 'ক্বিরান' হয়, তাহলে তিনি আরাফায় হজ্ব সমাপনের পর ১০ যিলহজ্ব তারিখে কংকর নিক্ষেপ ও কোরবানীর (দমে শোকর আদায়ের) আগে মাথা মুণ্ডন করতে পারবেন না।

মাসাআলা ঃ হানাফী মাযহাব মতে, যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত উমরাহ্ পালন করা মাকরূহে তাহ্‌রিমী। তবুও কোন লোক যদি ওই দিনগুলোতে উমরাহ্‌র নিয়ত করে ইহ্‌রাম বেঁধে ফেলে, তাহলে তা পূর্ণ করা তার উপর বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তবে এমতাবস্থায় উত্তম পন্থা হলো, ইহ্‌রাম ভঙ্গ করে একটি কোরবানী করা এবং পরবর্তী সময়ে এর কাযা আদায় করা। (আল জাযীরী ও ইলমুল ফিকাহ্)

মহিলাদের হজ্বের নিয়ম

মহিলাদের হজ্ব এবং উমরাহ্‌র পদ্ধতি পুরুষদের মতই, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো ঃ

১. ইহ্‌রাম অবস্থায় মহিলাগণ মাথা ঢেকে রাখবেন এবং মুখমণ্ডল খোলা রাখবেন। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় এমনভাবে মুখমণ্ডল কাপড়ে আবৃত রাখতে হবে যাতে পর্দার হুকুম লংঘিত না হয়।

২. তাদের জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় এবং সোনা ও অলংকার পরিধান করা নিষিদ্ধ নয়।

৩. তারা নিম্নস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন।

৪. তওয়াফের সময় 'ইজ্‌তিবা' ও 'রমল' করবেন না।

৫. সাফা ও মারওয়ার মাঝে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলবেন, পুরুষের ন্যায় দু'সবুজ চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত চলবেন না।

৬. মাথা মুণ্ডন করবেন না বরং শুধু চুলের অগ্রভাগ এক আঙ্গুলের এক করের চাইতে একটু বেশী পরিমাণ কর্তন করবেন।

www.pathagar.com

৭. ভিড়ের সময় হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবেন না।

৯. হায়েয অথবা নিফাস অবস্থায় তওয়াফ ও সাঈ ব্যতীত হজ্বের অন্যান্য হুকুম-আহ্কাম ঠিক মত আদায় করবেন এবং পবিত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তওয়াফ ও সাঈ' করবেন।

উল্লেখ্য যে, কোন মহিলার যদি উমরাহ্র ইহ্রামের পর ঋতুকাল শুরু হয় বা তিনি সন্তান প্রসব করেন, তবে এমতাবস্থায় পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ এবং সাফা-মারওয়াহ্ সাঈ করতে পারবেন না। আর যদি ৮ যিলহজ্বের মধ্যে পবিত্র হন এবং উমরাহ্ করার সময় হাতে থাকে, তাহলে উমরাহ্ করবেন নতুবা এ অবস্থায়ই চুলের অগ্রভাগ কেটে উমরাহ্র ইহ্রাম থেকে মুক্ত হবেন এবং যেখানে অবস্থান করছেন, সেখান থেকেই হজ্বের ইহ্রাম বেঁধে অন্যান্য হাজীদের ন্যায় মিনায় চলে যাবেন। এরপর হাজীগণ যেসব আমল করবেন তিনিও তা করবেন অর্থাৎ হজ্বের অনুষ্ঠানসমূহ যেমনঃ আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফা ও মিনায় রাত্রি যাপন, ১০ তারিখে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী ও চুল ছোট করা ইত্যাদি করবেন। তারপর যখন পবিত্র হবেন, তখন আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করবেন।

যদি কোন মহিলার হায়েয বা নিফাসকাল চলতে থাকে এবং সে জন্য ১২ যিলহজ্ব সন্ধ্যা পর্যন্ত পবিত্র না হওয়ায় তিনি তওয়াফে যিয়ারত না করতে পারেন, তবে তাতে তার গুনাহ্ হবে না এবং 'দম'ও দিতে হবে না। এমতাবস্থায় 'কসর' অর্থাৎ চুল ছোট করলে স্বামীর সাথে সহবাস ব্যতীত অন্য সকল কাজ তার জন্য হালাল হয়ে যাবে, যা ইহ্রামের কারণে ইতোপূর্বে হারাম হয়েছিল। তবে পবিত্র হওয়া মাত্রই তওয়াফে যিয়ারত আদায় না করলে তার উপর তওয়াফের ফরয থেকে যাবে। এ তওয়াফ না করা পর্যন্ত তিনি কিছুতেই স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবেন না। যদি ফরয তওয়াফ না করে দেশে ফেরৎ আসেন, তাহলে তার জন্য স্বামীর সাথে সহবাস হালাল হবে না। যদি এভাবে ১০ বছরও কেটে যায়।

কেউ যদি তওয়াফের মান্নত করে থাকেন, তবে সে তওয়াফ পূর্ণ করা তার জন্য ওয়াজিব। এছাড়া মক্কা শরীফে অবস্থানকারী ব্যক্তি যে কোন

www.pathagar.com

সময় কা'বাগৃহ্ তওয়াফ করতে পারেন। এমন সকল তওয়াফই নফল। মক্কা শরীফে অবস্থানকালে যত বেশী সম্ভব তওয়াফ করা উত্তম। কারণ, অন্য সকল ইবাদত অন্য সময়ে বা অন্যস্থানেও করা যায়। কিন্তু তওয়াফ অন্য কোন স্থানে করা সম্ভব নয়। এছাড়া তওয়াফ এমন একটি ইবাদত যার বহু ফযীলত রয়েছে।

তওয়াফের ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্ শরীফের উপর প্রত্যহ্ ১২০টি রহ্মত নাযিল করেন। তন্মধ্যে ৬০টি রহ্মত তওয়াফকারীদের জন্য, ৪০টি নামায আদায়কারীদের জন্য এবং ২০টি বায়তুল্লাহ্র দর্শনকারীদের জন্য।" (বায়হাকী, ফাজায়েলে হজ্ব)

নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচল করা শরীয়ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কিন্তু মসজিদে হারামে নামাযীদের সম্মুখ দিয়ে তওয়াফকারীদের অতিক্রম করা জায়েয। এমনকি তওয়াফ সমাপন করছেন না, এমন লোকের জন্যও বিশেষ প্রয়োজনে নামাযীদের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয। তবে শর্ত হলো, কেউ যেন কারো সিজদার জায়গা দিয়ে অতিক্রম না করেন।

তওয়াফ সম্পন্ন করার পদ্ধতি

তওয়াফকারী ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের সামনে যেদিকে হাজারে আসওয়াদ সেদিকে মুখ করে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন ডান কাঁধ হাজারে আসওয়াদের সামনে থাকে এবং সম্পূর্ণ হাজারে আসওয়াদ ডানদিকে থাকে। এরপর তওয়াফের নিয়ত করে ডান দিকে এ পরিমাণ অগ্রসর হবেন যেন হাজারে আসওয়াদ একেবারে সম্মুখে থাকে এবং হাজারে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নামাযের তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দু'হাত উঠিয়ে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ্' বলবেন। অতপর হাত ছেড়ে দিয়ে হাজারে আসওয়াদের নিকটে আসবেন এবং উভয় হাত এর উপর রেখে দু'হাতের মাঝখানে মুখ রেখে হাজারে আসওয়াদকে চুমো দেবেন। (আস্তে চুমো দেবেন যেন শব্দ না হয়)। আর ভিড়ের কারণে

www.pathagar.com

হাজারে আসওয়াদের নিকট যেতে না পারলে দূর থেকেই উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে উভয় হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের দিকে এমনিভাবে সম্প্রসারিত করবেন যেন হাতের পিঠ নিজের চেহারার দিকে থাকে এবং মনে মনে নিয়ত করবেন যে, আমি হাজারে আসওয়াদের উপর হাত রাখলাম এবং এরপর তাকবীর ও তাহ্লীল পাঠ করে হাতের তালুতে চুমো দেবেন। এখানে মনে রাখা দরকার, হাজারে আসওয়াদকে চুমো দেয়া সুন্নত আর কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম। কাজেই ভিড়ের কারণে দূর থেকে ইস্তিলাম করাই উত্তম। এরপর নিজের ডানদিক অর্থাৎ কাবা ঘরের দরজা বামে রেখে তওয়াফ শুরু করবেন।

হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করে রুকনে ইরাকী হয়ে হাতীমে কা'বার বাইর দিয়ে রুকনে শামী হয়ে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত পৌঁছে সম্ভব হলে এর ইস্তিলাম করবেন। অতপর যখন হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত আসবেন তখন ইস্তিলাম করবেন, যেমন প্রথমবার করেছিলেন। হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করে পুনরায় হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত আসাকে শাওত বা এক চক্কর বলা হয়। এমনিভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন এবং সপ্তম চক্করের পর অষ্টমবার পুনরায় হাজারে আসওয়াদের ইস্তিলামের মাধ্যমে তওয়াফ শেষ করবেন। এবার এক তওয়াফ পূর্ণ হয়ে গেল। অতপর মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দু'রাকআত 'ওয়াজিবুত তওয়াফ' নামায পড়বেন। (মাকামে ইব্রাহীম অথবা মসজিদে হারামের যে কোন অংশে এ নামায পড়া যায়)। এ নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করা উত্তম।

হজ্বের বিভিন্ন সময়ের তওয়াফ

১. তওয়াফে কুদূম ঃ হজ্বে অংশগ্রহণকারীকে প্রথমে মক্কা শরীফে পৌঁছে যে তওয়াফ করতে হয়, তাকে 'তওয়াফে কুদূম' বা আগমনী তওয়াফ বলা হয়। তওয়াফে কুদূম বহিরাগতদের জন্য সুন্নত। মক্কা ও হারাম শরীফের অধিবাসী এবং মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য এটা সুন্নত নয়।

২. তওয়াফে যিয়ারত ঃ হজ্ব আদায়কারীর দ্বিতীয় তওয়াফ। ১০ যিলহজ্ব জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী ও মাথা মুণ্ডানোর

www.pathagar.com

পর যে তওয়াফ করা হয়, একে তওয়াফে যিয়ারত বলে। এ তওয়াফকে 'তওয়াফে ইফাযা'ও বলা হয়। ১০ যিলহজ্বে তা আদায় করতে না পারলে ১১ বা ১২ তারিখেও করা যায়। এ তওয়াফ ফরয। ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগে তা আদায় করলে 'দম' দেয়া লাগবে না। (১১ তারিখ ইশার নামাযের পর এ তওয়াফ করলে ভিড় কম হয়ে থাকে)।

৩. তওয়াফে বিদা ঃ হজ্ব সম্পাদনের শেষ পর্যায়ে মক্কা শরীফ থেকে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে ফিরার প্রাক্কালে হজ্ব আদায়কারীকে তৃতীয়বার যে তওয়াফ করতে হয় তাকে 'তওয়াফে সদর' বা 'তওয়াফে বিদা' বলা হয়। এটাই বিদায়ী তওয়াফ। মক্কা শরীফের বাইরের লোকদের জন্য এ তওয়াফ ওয়াজিব।

তওয়াফের ফরয কার্যাবলী

তওয়াফের ফরযসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। যথাঃ রুক্ন ও শর্ত। তওয়াফের রুক্নগুলো হলোঃ ১. তওয়াফের অধিকাংশ চক্কর (প্রদক্ষিণ) পূর্ণ করা। ২. তওয়াফ বায়তুল্লাহ্ শরীফের বাইর দিয়ে করা। ৩. নিজের তওয়াফ নিজে করা।

এছাড়া বিশেষভাবে হজ্বের ফরয তওয়াফে অতিরিক্ত কয়েকটি শর্ত রয়েছে, এগুলো হলোঃ ১. নির্দিষ্ট সময় হওয়া, ২. তওয়াফের পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা এবং ৩. আরাফায় উকূফ করা।

তওয়াফের ওয়াজিব কার্যাবলী

১. পবিত্রতা। অর্থাৎ নামাযের জন্য যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করা হয় তওয়াফের জন্যও ঠিক সেভাবে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. শরীয়তের বিধি মোতাবেক শরীর আবৃত করা।

৩. কোন ওযর না থাকলে পায়ে হেঁটে তওয়াফ করা।

(ওযর থাকলে সাওয়ারীতে আরোহণ করে তওয়াফ করা জায়েয।)

৪. দাঁড়িয়ে তওয়াফ করা।

৫. নিজের ডান দিক থেকে তওয়াফ শুরু করা অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ থেকে বায়তুল্লাহর দরজার দিকে অগ্রসর হওয়া। (তওয়াফের সময় বায়তুল্লাহ শরীফ বাম দিকে থাকবে)।

www.pathagar.com

৬. হাতীমের বাইর দিয়ে তওয়াফ করা।

৭. তওয়াফের চক্কর (প্রদক্ষিণ) অধিকাংশেরও বেশী করা অর্থাৎ তওয়াফের চারটি ফরয চক্কর রয়েছে, এগুলো সম্পাদন করার পর আরো তিনটি চক্কর পুরা করে মোট সাতটি চক্কর পূর্ণ করা।

৮. তওয়াফের পর দু'রাক'আত নামায আদায় করা।

এ ওয়াজিব কাজগুলোর কোন একটি ছুটে গেলে অথবা ইচ্ছে করে ছেড়ে দিলে দ্বিতীয়বার অবশ্যই তওয়াফ আদায় করতে হবে। না করলে দম ওয়াজিব হবে। নামাযের কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে যেমন ভুলজনিত সাহু সিজদা আদায় করা ওয়াজিব, তেমনি তওয়াফের কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে যদি তা পুনরায় আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে দম দেয়া ওয়াজিব।

তওয়াফের সুন্নত কার্যাবলী

১. হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা। (ভিড় থাকলে দূর থেকে ইস্তিলাম করা)

২. ইজ্‌তিবা করা। (পুরুষদের জন্য)

৩. যে তওয়াফের পর সাঈ করার ইচ্ছা আছে সে তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা। (পুরুষদের জন্য)

৪. তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে (প্রদক্ষিণে) 'রমল' করার পর বাকী চার চক্করে 'রমল' না করা।

৫. তওয়াফ এবং সাঈ-এর মাঝে ইস্তিলাম করা।

৬. তওয়াফ শুরু করার আগে হাজারে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার সময় উভয় হাত তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার ন্যায় উপরে উঠানো।

৭. হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করা।

৮. তওয়াফ শুরু করার সময় হাজারে আস্‌ওয়াদের দিকে মুখ করা।

৯. সকল চক্কর ক্রমাগত ও বিরতিহীনভাবে সম্পন্ন করা।

১০. শরীর ও কাপড় নাজাসাতে হাকীকী থেকে পবিত্র থাকা।

www.pathagar.com

তওয়াফের মাকরূহ বিষয়াবলী

১. শরীর অথবা কাপড়ে পাতলা কিংবা গাঢ় নাপাকী লেগে থাকা।

২. দোয়া ও যিকির ছাড়া নিষ্প্রয়োজনীয় কথা বলা।

৩. তওয়াফের মাঝে কোন কিছু খাওয়া। কেউ কেউ পান করাকেও মাকরূহ বলেছেন।

৪. বেচা-কেনা করা কিংবা এ বিষয়ে আলোচনা করা।

৫. দু'বার প্রদক্ষিণের মাঝে কিছু সময় বিরতি দেয়া।

৬. এক তওয়াফ করার পর মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে বা হারাম শরীফে ওয়াজিব নামায না পড়ে দ্বিতীয় তওয়াফ আরম্ভ করা।

৭. ইজতিবা ও রমল না করা।

৮. হাজারে আসওয়াদের ইস্তিলাম না করা।

৯. তওয়াফের নিয়ত করার সময় তাকবীর না বলে উভয় হাত উপরে উঠানো।

১০. খুতবা অথবা ফরয নামাযের জামাআত শুরু হওয়ার সময় তওয়াফ করা।

১১. প্রস্রাব-পায়খানার বেগ নিয়ে তওয়াফ করা।

১২. ক্ষুধা বা রাগের সময় তওয়াফ করা।

১৩. তওয়াফ করার সময় নামাযের মত হাত বাঁধা বা কাঁধের উপর হাত তুলে রাখা।

১৪. জোরে আওয়াজ করে যিকির বা দোয়া করা।

তওয়াফের ক্ষেত্রে হারাম কার্যাবলী

১. নাপাকী অথবা হায়েয-নেফাস অবস্থায় তওয়াফ করা।

২. বিনা ওযরে কারো উপর চড়ে বা সাওয়ার হয়ে তওয়াফ করা।

৩. বিনা অযূতে তওয়াফ করা।

৪. বিনা ওযরে হাঁটুর উপর হামাগুড়ি দিয়ে অথবা উপুড় হয়ে তওয়াফ করা।

৫. তওয়াফ করার সময় হাতীমের ভেতর দিয়ে বের হওয়া।

৬. তওয়াফের কোন চক্কর অথবা তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়া।

৭. হাজারে আসওয়াদ ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে তওয়াফ শুরু করা।

www.pathagar.com

৮. তওয়াফের সময় বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করা। তবে তওয়াফের শুরুতে হাজারে আস্‌ওয়াদকে সামনে রেখে দাঁড়ানোর সময় বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করা জায়েয।

৯. তওয়াফের মধ্যে যে সকল জিনিস ওয়াজিব তা থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়া।

তওয়াফের মাসআলা সমূহ

* অসুস্থ ও অপারগ ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তওয়াফ করানোর জন্য বহন করা জায়েয।

* যদি বহনকারী ব্যক্তি তওয়াফের নিয়ত না করে এবং অপারগ ব্যক্তি বেহুঁশ না থাকে আর তিনি নিজেই তওয়াফের নিয়ত করেন, তবে তওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি যদি বেহুঁশ থাকেন, তবে তওয়াফ হবে না।

* যদি কোন মহিলা পুরুষের সাথে তওয়াফে শামিল হন, তবে মহিলা অথবা পুরুষ কারও তওয়াফ ফাসেদ হবে না।

* যে অপারগ ব্যক্তির অযূ ঠিক থাকে না অথবা কোন যখম হতে রক্তক্ষরণ হতে থাকে, যেহেতু তার অযূ শুধু নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্তই অটুট থাকে এবং নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর তাকে পুনরায় নতুন করে অযূ করতে হয়, এ জন্য যদি তার চার চক্করের পর ওয়াক্ত চলে যায়, তাহলে তাকে পুনরায় অযূ করে অবশিষ্ট তওয়াফ পূর্ণ করতে হবে। আর যদি চার চক্কর হতে কম করে থাকেন, তাহলেও পুনরায় অযূ করে অবশিষ্ট তওয়াফ পূর্ণ করতে পারবেন। কিন্তু চার চক্কর হতে কমের ক্ষেত্রে নতুন করে তওয়াফ পূর্ণ করাই উত্তম।

* তওয়াফের নির্ধারিত জায়গা হচ্ছে মসজিদে হারামের ভেতর থেকে বায়তুল্লাহ্‌র চারদিকে তওয়াফ করা। বায়তুল্লাহ্‌র কাছ দিয়ে তওয়াফ করা হোক অথবা দূর দিয়ে, উভয় অবস্থায়ই তওয়াফ আদায় হয়ে যাবে।

* যদি কেউ মসজিদে হারামের ছাদে আরোহণ করে তওয়াফ করেন, যদিও তা বায়তুল্লাহ হতে উঁচুতে হয়, তবুও তওয়াফ শুদ্ধ হবে।

* যদি কেউ মসজিদে হারাম হতে বের হয়ে তওয়াফ করেন তবে তা শুদ্ধ হবে না।

* যদি কেউ হাতীমের দেয়ালে চড়ে তওয়াফ করেন, তাহলে তওয়াফ হয়ে যাবে; কিন্তু মাক্‌রূহ হবে।

www.pathagar.com

* তওয়াফের সময় কোন কিছু না পড়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকাও জায়েয।

* তওয়াফের সময় (হাত না উঠিয়ে) দোয়া করা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার চেয়ে উত্তম।

* তওয়াফের সময় না-জায়েয কাজ হতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিরত থাকতে হবে। মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং অহেতুক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যদি কেউ কোন মাসআলা সম্পর্কে অবগত না থাকেন, তাহলে তাকে অত্যন্ত ভদ্রভাবে মাসআলা বলে দিবেন। (তওয়াফের সময় মাসআলা বলে দেয়া উত্তম কাজ)।

উল্লেখ্য যে, ২য় তলায় ভিড় কম থাকে। তাই প্রয়োজনে মহিলারা ২য় তলায় তওয়াফ করতে পারেন।

মাতাফের নকশা

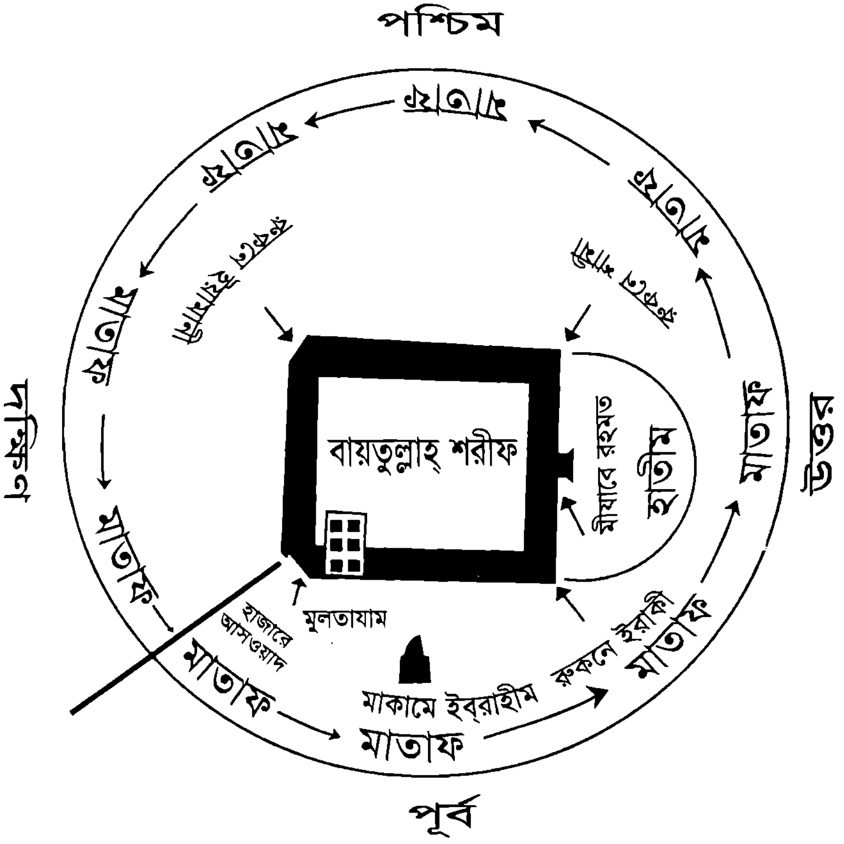

তওয়াফের প্রয়োজনীয় দোয়াসমূহ

প্রথমে মনে মনে তওয়াফের নিয়ত করবেন এবং পরে মুখে এদোয়া পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তওয়াফা বাইতিকাল হারামি ফাইয়াস্‌সিরহু লী ওয়াতা ক্বাব্বালহু মিন্নী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্র ঘরের তওয়াফ করতে চাই, সুতরাং তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবূল করুন।

যখন মুলতাযামের সামনে আসবেন, তখন এই দোয়া পড়বেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ ছুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

অর্থ ঃ আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি মহান আল্লাহ তা'আলার এবং সকল প্রশংসার অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং আল্লাহ তা'আলাই সর্বমহান এবং পাপ থেকে বাঁচা আর পুণ্য করা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ব্যতীত কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

অতপর এ দোয়া পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়াতাসদীক্বান বিকিতাবিকা ওয়া

www.pathagar.com

ওয়াফাআম বিআ'হ্দিকা, ওয়া ইত্তিবাআল লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার প্রতি ঈমান এনে, আপনার কিতাবকে সত্য জেনে এবং আপনার অঙ্গীকারকে পূরণ করে আর আপনার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করে এ আমল করছি।

অতপর যখন মাকামে ইবরাহীমের বরাবর আসবেন, তখন এ দোয়া পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالاَمْنَ اَمْنُكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَاَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্না হাযাল বাইতা বাইতুকা ওয়াল হারামা হারামুকা, ওয়াল আমনা আমনুকা ওয়াহাযা মাকামুল আ'ইযি বিকা মিনান্নারি ফাআজিরনী মিনান্নার।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় এই ঘর, আপনারই ঘর এবং এই হরম শরীফ আপনারই হরম শরীফ এবং এই নিরাপত্তা আপনারই দেয়া নিরাপত্তা। এ স্থান হলো আপনার নিকট জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয়প্রার্থীর স্থান, সুতরাং আপনি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করুন।

তারপর যখন রুকনে ইরাকীর (উত্তর-পূর্ব কোণ) বরাবর পৌঁছবেন, তখন এ দোয়া পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাস্ শাক্কি ওয়াশ্শিরকি ওয়াশ্

www.pathagar.com

শিক্বাক্বি ওয়ান্ নিফাক্বি ওয়াসূইল আখলাক্বি ওয়া সূইল মুন্ক্বালাবি ফিল আহ্লি, ওয়াল মালি ওয়াল ওয়ালাদি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সন্দেহ, শিরক, অবাধ্যতা ও মুনাফেকী হতে এবং খারাপ চরিত্র হতে এবং প্রত্যাবর্তন করে পরিবার পরিজন, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে খারাপ পরিণতি দেখা হতে।

আর যখন মীযাবে রহমত বরাবর পৌঁছবেন তখন নিম্নলিখিত দোয়া পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلٍّ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَظِلَّ الاَّ ظِلُّكَ وَلاَ بَاقِىَ الاَّ وَجْهُكَ وَاسْقِنِىْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لاَ اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبْدًا.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! আযিল্লিনী তাহ্তা যিল্লি 'আরশিকা ইয়াওমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুকা ওয়ালা বাকিয়া ইল্লা ওয়াজ্হুকা-ওয়াস্কিনী মিন হাউযি নাবিয়্যিকা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শারবাতান হানিআতান লা আয্মাউ বা'দাহা আবাদান।

অর্থাৎ - হে আল্লাহ! আমাকে আপনার আরশের ছায়ায় ছায়া দান করুন যেদিন আপনার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না এবং আপনার চেহারা মোবারক ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আপনার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযে কাউসার থেকে পানি পান করাবেন এমন সন্তুষ্টচিত্তে যেন এরপরে আর কখনো পিপাসার্ত না হই।

রুকনে ইয়ামানী পার হয়ে এ দোয়া পড়বেন ঃ

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌য়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা 'আযাবান্নার।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে নিস্কৃতি দিন।

তওয়াফের মধ্যে এ দোয়াটিও পাঠ করার কথা বর্ণিত রয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ক্বান্নি'নী বিমা রাযাক্বতানী ওয়া বারিক্‌লী ফীহি ওয়াখ্‌লুফ 'আলা কুল্লি গা-ইবাতিন লী মিনকা বিখাইরিন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুআ 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে পরিতুষ্ট করুন আপনার দেয়া রিজিকে এবং তাতে বরকত দান করুন আর আমার প্রতিটি অনুপস্থিত বিষয়ে আপনি কল্যাণ দান করুন। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

এ সকল দোয়া সলফে সালেহীন বা অতীতের বুযুর্গগণ হতে বর্ণিত রয়েছে। তওয়াফরত অবস্থায় তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করবেন না। কোন দোয়া স্মরণ থাকলে তাই পাঠ করবেন এবং যে কোন যিক্‌রই করতে পারেন। রুকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে رَبَّنَا اٰتِنَا আয়াতটি পড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত রয়েছে।

তওয়াফের মধ্যে নিম্নোক্ত দোয়াটিও হুযূর (সাঃ) হতে প্রমাণিত আছে ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্আলুকার রাহাতা ইন্দাল মাউতি ওয়াল আ'ফওয়া ইন্দাল হিসাবি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট মৃত্যুকালীন সময়ে শান্তি প্রার্থনা করছি এবং বিচারের সময় ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

রুকনে ইয়ামানীর কাছে পৌঁছে এ দোয়াটিও পাঠ করা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَمَوَاقِفِ الْخِزْىِ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্নী 'আউযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়ান্নিফাকি ওয়া মাওয়াক্বিফিল খিয্য়ী ফিদ্দুনয়া ওয়াল আখিরাতি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী, মুনাফেকী এবং এ দুনিয়া ও পরকালের অপমানকর পরিস্থিতি থেকে।

মুলতাযামে দাঁড়িয়ে মন ভরে দোয়া করবেন। কেননা এ জায়গায় দোয়া কবূল হয়। এখানে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ وَاَعِذْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَنَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى نَعْمَائِكَ وَاَفْضَلَ صَلَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ اَنْبِيَائِكَ وَجَمِيْعِ رُسُلِكَ وَاَصْفِيَائِكَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَاَوْلِيَائِكَ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজাল বাইতিল আতীক্বে আ'তিক্ব রেকাবানা মিনান্নারে ওয়া আয়েযনা মিনাশ্ শায়তানির রাজীম। ওয়াবারেক লানা ফীমা আ'তাইতানা, আল্লাহুম্মাজআলনা মিন আকরামে অফদেকা আলাইকা আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আলা নুআমা'য়েকা ওয়াআফযালে সালাতেকা আলা সাইয়্যেদে আম্বিয়ায়েকা ওয়াজামিয়ে রুসুলেকা ওয়া আসফিয়ায়েকা ওয়া আলা আলেহি ওয়া সাহবেহি ওয়া আওলিয়ায়েকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই পবিত্র ঘরের মালিক, আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তি দান করুন এবং আমাদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখুন। আপনি যা আমাদেরকে দান করেছেন তাতে বরকত দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার সম্মানিত প্রতিনিধি দলের মর্যাদা দান করুন। হে প্রভূ! আপনার দেয়া নিয়ামতের জন্যই আপনার সমীপে সমস্ত প্রশংসা এবং আপনার নবীকুলের সরদারের উপর সর্বোত্তম সালাম ও দরূদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবী এবং আপনার ওলীদের উপরও দরূদ-সালাম বর্ষিত হোক।

হাজারে আসওয়াদের রুকন অতিক্রমের সময় পড়ার দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদু।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহ মহান এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

রুকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে পড়ার দোয়াঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্য়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা 'আযাবান্নারি ওয়াআদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরারি ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া রাব্বাল আলামীন।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন। আমাদেরকে নেককারদের সাথে জান্নাতে দাখিল করুন। হে পরাক্রমশালী, হে মহাক্ষমাকারী, হে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক।

মীযাবে রহমতে পৌঁছে পড়ার দোয়া

ইয়া আল্লাহ! আমাকে আপনার আরশের নীচে ছায়া দান করুন সেদিন, যেদিন আপনার জাত (মহান সত্তা) ছাড়া আর কেউ বেঁচে থাকবে না এবং আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে হাউযে কাউছারের পানি পান করাবেন। এমন পানি, যা পান করার পর আর কোনদিন পিপাসিত হবো না।

রুকনে শামীতে পৌঁছে পড়ার দোয়া

হে আল্লাহ! আমার হজ্ব এবং তওয়াফকে হজ্বে মাবরূর ও মাকবূল করুন এবং এ চেষ্টা ও সাধনাকে প্রশংসনীয় এবং পুরস্কারযোগ্য শ্রম হিসেবে কবূল করুন। আমার অপরাধকে ক্ষমা করুন। আমার দ্বীন, দুনিয়ার ব্যবসাকে লোকসানমুক্ত রাখুন। হে অন্তর্যামী! আমাকে সকল অন্যায় থেকে হেদায়েতের প্রতি বের করে নিয়ে আসুন।

তওয়াফ করা অবস্থায় উল্লেখিত দোয়া পাঠের সময় স্থির না থেকে চলমান থাকবেন। কেননা, তওয়াফের চক্করগুলো একটানা করতে হয়। এর মাঝে কোথাও স্থির থাকা বা বিলম্ব করা ঠিক নয়। তবে যদি নামাযের জামাআত আরম্ভ হয়ে যায়, তাহলে নামায আদায় করে পুনরায় বাকী তওয়াফ সমাপ্ত করবেন।

অতপর মাকামে ইবরাহীমে এসে তওয়াফের দু'রাকআত ওয়াজিব নামায পড়বেন। আর তথায় ভিড়ের কারণে নামায পড়তে না পারলে হরমের যে কোন স্থানে পড়লেও চলবে। নিয়ত করতে হবে ওয়াজিবের। কিন্তু কেউ যদি সুন্নতের নিয়ত করে ফেলে, তবুও হয়ে যাবে। ওই নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়া মুস্তাহাব। নামাযের সময় স্কন্ধ ঢেকে নামায পড়বেন। ইজতেবার সাথে নামায পড়া মাকরূহ। নামায শেষে দোয়া করা মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

হযরত আদম (আঃ) তওয়াফকালে যে দোয়া করেছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَتَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِىْ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্নাকা তা'লামু সিররী ওয়া আলানিয়্যাতী ফাক্ববাল মা'যিরাতী ওয়া তা'লামু হাজাতী ফা'তিনী সু'লী, ওয়া তা'লামু মা ফি নাফ্‌সী ফাগ্‌ফিরলী যুনূবী। আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্‌আলুকা ঈমানাঈঁ ইউবাশিরু ক্বালবী, ওয়া ইয়াক্বীনান সাদিক্বান হাত্তা আ'লামা আন্নাহু লা ইউসীবুনী ইল্লা মা কাতাবতালী, ওয়ারিযান বিমা ক্বাসাম্‌তা লী ইয়া আরহামার রাহীমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমার প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত আছেন। অতএব, আপনি আমার ওযরকে কবূল করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রয়োজন, অভাব-অভিযোগ সবই জানেন, অতএব আমার চাহিদাগুলোকে পূরণ করে দিন এবং আপনি আমার স্বীয় নফসের সকল কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে অবশ্যই অবগত আছেন। অতএব, আমার সকল অপরাধকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন ঈমানের প্রার্থনা জানাই, যা আমার অন্তরে সর্বদা বিরাজ করবে এবং এমন খালেস এক্বীন নসীব করুন যাতে আমি মনে করি যে, আমার জীবনে যা ঘটবে তা একমাত্র আপনার তকদীরের লেখা থেকেই ঘটবে এবং আমার জন্য যা বন্টন করেছেন তাতে সন্তুষ্টি দান করুন। হে দয়াময় প্রভু! আমার দোয়া মঞ্জুর করুন।

অতপর মুলতাযামের দিকে অগ্রসর হবেন; ওই স্থানে বা কা'বা শরীফের গিলাফে বা দেয়ালে সীনা ও শরীর লাগিয়ে প্রথমে ডান চেহারা এবং পরে

www.pathagar.com

বাম চেহারা, এরপর পূর্ণ চেহারা বরকতের জন্য লাগিয়ে হাত উঁচু করে মাথা নিচু করে সম্ভব হলে ডান হাত দরজার দিকে বাম হাত হাজারে আসওয়াদের দিকে মেলে দিয়ে দোয়া করবেন। মনকে নরম করে কান্নাকাটি সহকারে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বেন।

يَاوَاجِدُ يَا مَاجِدُ لاَ تَزَلْ عَنِّىْ نِعْمَةً اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া ওয়াজিদু, ইয়া মাজিদু লা তাযাল 'আন্নী নি'মাতান আন্'আমতা বিহা আলাইয়্যা।

অর্থ ঃ হে মহা গনী! হে মহা পরাক্রমশালী! আমার প্রতি যে সকল নিয়ামত অবতীর্ণ করেছেন তা সর্বদা জারী রাখুন।

অতপর এ দোয়া পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ وَقَفْتُ بِبَابِكَ وَالْتَزَمْتُ بِاَعْتَابِكَ اَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَاَخْشَى عِقَابَكَ - اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِىْ وَجَسَدِىْ عَلَى النَّارِ - اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَامِنَ النَّارِ - يَا كَرِيْمُ يَا غَفَّارُ يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّارُ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী ওয়াকাফতু বিবাবিকা, ওয়ালতাযামতু বিআ'তাবিকা, আরজু রাহমাতাকা ওয়াআখশা ইকাবাকা। আল্লাহুম্মা হার্‌রিম শা'রী ওয়াজাসাদী 'আলান্নার। আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বাল বাইতিল আতীক্বে আ'তিক্ব রিকাবানা ওয়া রিকাবা আ-বায়েনা ওয়া উম্মাহাতিনা মিনান্নার। ইয়া কারীমু ইয়াগাফ্‌ফারু ইয়া আযীযু ইয়া জাব্বারু! রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস্ সামীউল আলীমু, ওয়াতুব আলাইনা

www.pathagar.com

ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়্যাবুর রাহীম।

অর্থ ঃ হে আমার মা'বূদ! আমি আপনার দরবারে দণ্ডায়মান, আপনার মোবারক স্থানকে আঁকড়ে ধরেছি রহমতের আশায় এবং আপনার শাস্তির ভয়ে। হে আল্লাহ্! আমার পশম ও দেহকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিন। হে আল্লাহ! হে পবিত্র ঘরের রব (মালিক)! আপনি আমাদের গর্দান ও আমাদের পূর্ব পুরুষদের গর্দান এবং জননীকুলের গর্দান জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিন। হে দয়াবান! হে ক্ষমাশীল! হে প্রভাবশালী! হে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্! হে আমাদের মহান পালনকর্তা! দয়াময় প্রভু! আমাদের সকল প্রার্থনা কবূল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি মহা শ্রবণশীল ও মহাপ্রজ্ঞাময় এবং আমাদের তওবা কবূল করুন। যেহেতু আপনিই একমাত্র তওবা কবূলকারী ও অতিশয় দয়াবান।

অতপর সম্ভব হলে যমযম কূপের পানি পেট ভরে পান করবেন। পানি গায়ে, মাথায় ও চেহারায় ঢালবেন। আর এ পানি যে কোন নিয়তে পান করবেন ইনশাআল্লাহ তাতে উপকার পাবেন। যমযমের পানি তিন শ্বাসে পান করা সুন্নত।

তারপর যদি সাঈ বাকী থাকে, তাহলে সাঈ করার জন্য সাফার দিকে যাবেন।

যম্যম্ কূপের ইতিহাস

ইসলামের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঔরসে এবং হযরত হাজেরা (রাঃ)-এর কোলে সিরিয়ায় হযরত ইসমাঈল (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শিশু ইসমাঈল ও স্ত্রী হযরত হাজেরা (রাঃ)-কে মক্কা শরীফে নির্বাসনে রেখে যান। সেখানে হযরত ইস্মাঈল (আঃ) ও তাঁর আম্মাজান হযরত হাজেরার (রাঃ) জন্য আল্লাহর কুদরতে যম্যম কূপের সৃষ্টি হয়। যম্যম্ কূপ হলেও এর সরবরাহ ধারা একটি বহমান নদীর মত। মুসলমান হাজীগণ দূর-দূরান্ত থেকে এসে এ পবিত্র পানি সারা দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন সর্বদা। এক রিপোর্টে জানা গেছে, শুধু হজ্ব মওসূমেই প্রতিদিন প্রায় ১৯ লাখ লিটার পানি উত্তোলন করা হয়।

www.pathagar.com

যমযমের পানি পান করার নিয়ম

মাকামে ইব্‌রাহীমের দোয়া শেষ করে কেবলামুখী হয়ে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়ে তিনবার তৃপ্তিসহ পবিত্র যম্‌যম্‌ কূপের পানি পান করবেন এবং দোয়া করবেন, বিশেষ করে ইল্‌ম ও জ্ঞান অর্জনের দোয়া করবেন।

যম্‌যম কূপের পানি দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে তিন ঢোকে পান করবেন। যম্‌যমের পানি বেশী পরিমাণে পান করা উচিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যম্‌যমের পানি পান করার সময় নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান্‌ নাফিআওঁ ওয়ারিয্‌কান ওয়াসি'আওঁ ওয়াশিফায়াম্‌ মিন্‌ কুল্লি দা-ইন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার কাছে উপকারী ইল্‌ম, প্রশস্ত রিযিক এবং যাবতীয় রোগ থেকে আরোগ্য কামনা করি। (হিসনে হাসীন)

হুযূর আকরাম (সাঃ) বলেছেন-"যম্‌যম্‌ কূপের পানি কোন লোক যে উদ্দেশ্য নিয়ে পান করবে তার সেই উদ্দেশ্য সফল হবে। আর যদি রোগ মুক্তির জন্য পান করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে মুক্তি দেবেন। (মুসনাদে আহ্‌মাদ, বায়হাকী, ইবনে মাজা, তারগীব ও তারহীব)

হারাম শরীফে দোয়া কবূলের স্থানসমূহ

মক্কা শরীফের প্রত্যেক স্থানেই দোয়া কবূল হয়। তবে বিশেষ বিশেষ কিছু জায়গায় খাসভাবে দোয়া কবূল হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। যথাঃ

১। মাতাফ অর্থাৎ তওয়াফ করার স্থান।

২। মীযাবে রহমত অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্‌র ছাদের পানি পড়ার নালা বরাবর নীচের স্থান।

www.pathagar.com

৩। মুল্‌তাযাম অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্‌র দরজা ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে যে দেয়াল আছে।

৪। বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের ভিতরে।

৫। যমযম কূপের নিকট।

৬। মাকামে ইবরাহীমের পিছনে।

৭। সাফা পাহাড়ের উপর।

৮। মারওয়াহ্‌ পাহাড়ের উপর।

৯। মাসআ' অর্থাৎ সাঈ' করার স্থান বিশেষত "মীলাইনে আখযারাইনের" মধ্যবর্তী স্থানে।

১০। আরাফার ময়দানে।

১১। মুয্‌দালিফায়, বিশেষ করে "মাশ্‌'আরে হারামে" যা মুয্‌দালিফার এলাকায় অবস্থিত।

১২। মিনায়।

১৩। জামরাতের নিকট অর্থাৎ কংকর মারার স্থানসমূহে।

১৪। বায়তুল্লাহ্‌র উপর দৃষ্টি পড়ার সময়।

১৫। হাতীমের ভিতর।

১৬। হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে।

কোন কোন উলামায়ে কেরাম 'দ্বারে আরকাম' অর্থাৎ হযরত আরকাম (রাঃ)-এর ঘর, নবী করীম (সাঃ)-এর জন্মস্থান অর্থাৎ মা আমিনার ঘর, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ঘর, গারে ছাওর, গারে হেরা ইত্যাদি স্থানকেও দোয়া কবূলের বিশেষ স্থানসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

হজ্বের 'সাঈ' কে কখন করবে

কিরান হজ্ব পালনকারীদের জন্য হজ্বের সাঈ তওয়াফে কুদূমের সাথে সাথে করা উত্তম। ইফরাদ পালনকারীদের জন্য সাঈ তওয়াফে কুদূমের পরে না করে তওয়াফে যিয়ারতের পরে করা উত্তম। হজ্বে তামাত্তু' পালনকারীদের জন্য তওয়াফে কুদূম নেই বলে তাদেরকে হজ্বের সাঈ তওয়াফে যিয়ারতের পরেই করতে হয়। যদি কেউ ইফরাদ ও তামাত্তু' হজ্বে তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে কোন তওয়াফ করেন এবং সেই তওয়াফের সাথে হজ্বের সাঈ করেন, তাহলে তওয়াফে যিয়ারতের পরে তাকে আর সাঈ করতে হবে না।

সাঈ-এর ফরয

সাঈ-এর রুকন একটি, আর তা হলো সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা। সাঈ-এর শর্ত ৬টি।

১. অক্ষম না হলে নিজের সাঈ নিজে করা।

২. পূর্ণ তওয়াফ বা অধিকাংশ তওয়াফ শেষ করার পর সাঈ করা।

৩. সাঈ-এর আগে হজ্ব বা উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধা।

৪. সাঈ সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় শেষ করা।

৫. সাঈ-এর অধিকাংশ অর্থাৎ চার চক্কর সম্পন্ন করা।

৬. হজ্বের জন্য নির্ধারিত সময়ে সাঈ সম্পন্ন করা। কিন্তু উমরাহ্‌র সাঈ-এর জন্য নির্ধারিত সময় শর্ত নয়।

সাঈ-এর ওয়াজিব

সাঈ-এর ওয়াজিব ৬টি।

১. এমন তওয়াফের পর সাঈ করা যা পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে।

২. 'সাঈ' সাফা থেকে শুরু করা এবং মারওয়াতে সমাপ্ত করা।

৩. যদি কোন ওযর না থাকে, তাহলে পায়ে হেঁটে সাঈ করা। কেউ

www.pathagar.com

বিনা ওযরে কোন কিছুর উপর সওয়ার হয়ে সাঈ করলে তার উপর 'দম' ওয়াজিব হবে।

৪. সাঈ-এর সাত চক্কর পূর্ণ করা অর্থাৎ ফরয চার চক্করের পর আরো তিন চক্কর পূর্ণ করা। তিন চক্কর ছেড়ে দিলেও সাঈ শুদ্ধ হবে, কিন্তু প্রতি অনাদায়ী চক্করের বদলে পৌনে দুই সের গম অথবা তার মূল্য সদকা করা ওয়াজিব হবে।

৫. সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী পূর্ণ পথ অতিক্রম করা।

৬. উমরাহ্‌র সাঈ-এর ক্ষেত্রে, সাঈ সমাপ্ত করা পর্যন্ত উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বহাল রাখা।

সাঈ-এর সুন্নত

সাঈ-এর সুন্নত ১০টি।

১. হাজারে আসওয়াদের ইস্তিলামের পর সাঈ-এর উদ্দেশ্যে সাফার দিকে গমন করা।

২. তওয়াফের পর পরই 'সাঈ' করা।

৩. সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করা।

৪. সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করে কেবলামুখী হওয়া।

৫. সাঈ-এর চক্করসমূহ পরপর সম্পন্ন করা।

৬. জানাবত (অপবিত্রতা), হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

৭. এমন তওয়াফের পর সাঈ করা, যে তওয়াফ পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সে তওয়াফে কাপড়, শরীর ও তওয়াফের জায়গা নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া।

৮. অযূ অবস্থায় সাঈ করা।

৯. সবুজ চিহ্নদ্বয়ের মাঝখানে দ্রুত গতিতে চলা। (মহিলারা সাধারণ গতিতে চলবেন)

১০. শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী শরীর আবৃত রাখা।

www.pathagar.com

সাঈ-এর মাকরূহ বিষয়াদি

১. এমন ধরনের বেচা-কেনা করা বা কথাবার্তা বলা, যাতে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় এবং দোয়া পাঠ করতে অসুবিধা হয়, অথবা সাঈ-এর চক্করসমূহ পরপর সম্পাদন করা অসম্ভব হয়।

২. সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ না করা।

৩. সাফা ব্যতীত মারওয়াহ্ থেকে সাঈ শুরু করা।

৪. বিনা ওযরে সাঈকে তওয়াফ থেকে অথবা কোরবানীর দিনগুলো থেকে পিছিয়ে দেয়া।

৫. সতর আবৃত না করা।

৬. পুরুষ হাজীগণ সবুজ চিহ্নদ্বয়ের মাঝখানে দ্রুতগতিতে না চলা।

৭. সবুজ চিহ্নদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান ছাড়া অন্য স্থানে দ্রুত গতিতে চলা।

৮. সাতবার পুরোপুরি না ঘুরা।

৯. চক্কর সমূহের মাঝে অতিরিক্ত দেরী করা।

সাঈ করার পদ্ধতি

তওয়াফের পর সাফা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে সাঈ-এর নিয়ত করবেন। এ নিয়ত করা মুস্তাহাব। সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হয়ে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণে এ আয়াত পাঠ করবেন ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ্র নিদর্শনগুলোর অন্যতম।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৮)

এরপর সাফা'র উপরের দিকে উঠে কা'বা গৃহকে সামনে রেখে দু'হাত সীনা পর্যন্ত উঠিয়ে তাক্‌বীর, তাহলীল, দরূদ ইত্যাদি পাঠ করবেন। অতপর সাফা ত্যাগ করে মারওয়ার দিকে রওয়ানা হবেন। সাফা হতে মারওয়ায় পৌছলে এক চক্কর হবে। বর্তমানে সাফা-মারওয়ায় চলার পথের উপর ছাদসহ ভবন তৈরী হয়েছে। এখান থেকে নিয়ম ও তারতীব

www.pathagar.com

অনুযায়ী সামনে চলবেন এবং সাঈ সাফা থেকে মারওয়াহ্ ও মারওয়াহ্ থেকে পুনরায় সাফা পর্যন্ত ৭ বার করতে হবে। সাঈ সাফা থেকে মারওয়াহ্ পর্যন্ত করলে এক চক্কর পূর্ণ হবে। অনেকে সাফা থেকে মারওয়াহ্ হয়ে আবার সাফা পর্যন্ত পৌঁছে মনে করে যে, এবার এক চক্কর হলো, এটা ভুল। এভাবে ভুল করে অনেকে সাফা-মারওয়াহ্ সাঈ করে ১৪ বার। অথচ সাফা-মারওয়াহ্ সাঈ করতে হয় ৭ বার। মনে রাখা দরকার, সাফাতেও দোয়া কবূল হয়ে থাকে।

সাঈর সময় এ দোয়া পড়বেন

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَوْلِينَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ اَنْ هَدَانَا اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ اَللّٰهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلاَمِ اَسْئَلُكَ اَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّىْ حَتّٰى تَوَفَّنِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهِ

www.pathagar.com

وَصَحْبِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَشَايِخِىْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ, আল-হামদু লিল্লাহি আলা মা-হাদানা, আলহামদু লিল্লাহি আলা মা আওলানা, আল-হামদু লিল্লাহি আলা মা আলহামানা, আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযি হাদানা লেহাযা ওয়ামা কুন্না লিনাহতাদিয়া লাওলা আন-হাদানাল্লাহ্। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্ঈ ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া হাইয়ুন লা-ইয়ামুতু বেইয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া আলা-কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু সদাকা ওয়া'দাহু ওয়ানাসারা আব্দাহু ওয়াআ'আয্যা জুনদাহু ওয়াহাযামাল আহ্যাবা ওয়াহ্দাহু। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা-না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীনা ওয়ালাও কারেহাল কাফেরূন। আল্লাহুম্মা কামা হাদায়তানী লিলইসলামে আসআলুকা আনলা-তানযেআহু মিন্নী হাত্তা তাওয়াফ্ফানী ওয়াআনা মুসলিম। সুবহানাল্লাহে ওয়ালহামদুলিল্লাহে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিইয়্যিল আযীম। আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিঁও ওয়াআলা আলিহি ওয়াসাহবিহি ওয়াআতবাইহি ইলাইয়াওমিদ্দীন। আল্লাহুম্মাগফেরলী ওয়ালিওয়ালেদাইয়া ওয়ালেমাশায়েখী ওয়ালিল মুসলেমীনা আজমাঈন। ওয়াসালামুন আলাল মুরসালীনা ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অর্থ : "আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আমাদেরকে হেদায়েত করেছেন। আল্লাহর জন্যই সমস্ত গুনকীর্তন যে, তিনি আমাদেরকে এপথের দিশা দিয়েছেন। তিনি এর দিশা না দিলে আমরা এর সন্ধান পেতাম না। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই, তাঁর জন্যই সমস্ত রাজত্ব এবং সমস্ত প্রশংসা। তিনিই

www.pathagar.com

জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই রয়েছে সকল কল্যাণ এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। তিনি একক। তিনি তাঁর ওয়াদাকে সত্য বলে পরিগণিত করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সৈন্যকে ইজ্জত দান করেছেন। আর তিনি একাই শত্রুদলকে পরাস্ত করেছেন। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য দ্বীনের উপর আমল করি, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। হে আল্লাহ্ আপনি যেমন আমাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন, আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যেন তা মৃত্যু অবধি আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে না নেন, যেন আমি একজন মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারি। আল্লাহর জন্যই সমস্ত গুনগান এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, আল্লাহ্ মহান। মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত কারো পক্ষে ভাল কাজ করার এবং মন্দ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের প্রতি রহম করুন। হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন, আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন ও আমার উস্তাদগণকে এবং সমস্ত মুসলমানকে ক্ষমা করুন। নবী-রাসূলগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্য।

এরপর এ দোয়া পাঠ করবেন

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ
الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ الْكَرِيْمِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً وَمِنَ اللَّيْلِ
فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ
اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لاَشَيْءَ
قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لاَ يَمُوْتُ

www.pathagar.com

بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ
تَعْلَمُ مَالاَ نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ ـ رَبِّ نَجِّنَا مِنَ
النَّارِ سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ فَرِحِيْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ مَعَ
عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ
اُولٰئِكَ رَفِيْقًا ، ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ
عَلِيْمًا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ حَقًّا حَقًّا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تَعَبُّدًا وَرِقًّا
لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ
كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবারু কাবীরান ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসীরা। ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়াবিহামদিহিল কারীমি বুকরাতান ওয়া আসিলা ওয়া মিনাল লাইলি ফাসজুদ লাহু ওয়াসাব্বিহ্হু লাইলান ত্বাবীলা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু আন্জাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহ্যাবা ওয়াহ্দাহু লা-শাইয়া কাবলাহু ওয়ালা বাদাহু যুহ্য়ী ওয়াযুমীতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুন দায়েমুন লাইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়া ইলাইহিল মাসীর, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়াতাকাররাম ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা-না'লামু ইন্নাকা আন্তাল আআযযুল আকরাম। রাব্বি নাজ্জিনা মিনান্নারি সালিমিনা গানিমিনা, ফারিহিনা, মুসতাবশিরীনা মাআ ইবাদিকাস্ সালিহিনা,মা'আল্লাযিনা আ'নআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্নাবিয়্যীনা ওয়াস সিদ্দিক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদা-ই ওয়াস্ সালিহীন। ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফিক্বা। যালিকাল-ফাদ্লু মিনাল্লাহি ওয়াকাফা বিল্লাহি

www.pathagar.com

আলিমা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু হাক্কক্কান হাক্কক্কা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তা'আব্বুদাও ওয়া রিক্কক্কা,লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখলিছিনা লাহুদ্দীন ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন ।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ অতি মহান আর অগণিত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বয়ান করছি, দয়ালু আল্লাহ্‌র প্রশংসা সন্ধ্যা ও সকালে। (হে মানুষ) রাতের কোন সময়ে উঠে তারঁ দরবারে সিজ্‌দা কর। আর দীর্ঘ রাত ভরে পবিত্রতা বয়ান কর। আল্লাহ ছাড়া উপাস্য আর কউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। (অতীতে) তিনি ওয়াদা পালন করেছেন, তাঁর বান্দা (মুহাম্মদ সাঃ)-কে একাই তিনি সাহায্য করেছেন আর পরাজিত করেছেন কাফেরদের দলগুলোকে। তিনি অনাদি, অনন্ত, তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, অক্ষয়, অমর, তিনি কল্যাণময়, ফিরে যেতে হবে তাঁর নিকট সকলকে আর সব কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত। প্রভু ক্ষমা কর, দয়া কর, গুনাহ্ মাফ কর, অনুগ্রহ কর, আর তুমি যা জান, তা মার্জনা কর। হে আল্লাহ্ তুমি সবই জান, যা আমরা জানি না তাও জান, তোমার শক্তি আর অনুগ্রহের তুলনা নেই। প্রভু! দোযখ হতে আমাদেরকে বাঁচাও। নিরাপদ, সফলকাম, আনন্দময় রাখ, তোমার নেক বান্দাগণের সাথে এবং তোমার নিয়ামত প্রাপ্তগণ অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদান আর অন্যান্য নেক বান্দাগণের সাথে, তাঁরাই হচ্ছেন উত্তম বন্ধু; এ কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন। সত্য মনে বলছি উপাস্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। নেই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ছাড়া বন্দেগীর যোগ্য। (স্বীকার করছি) উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই। ইবাদত করি শুধু তাঁরই,সত্যিকার আনুগত্য শুধু তাঁরই জন্য, যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না।

অতপর এ দোয়া পড়বেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ

www.pathagar.com

قُلْتَ فِىْ كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ، دَعَوْنَاكَ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَّنَا اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ۔ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَاوَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلاَتُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

উচ্চারণ ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল-ওয়াহিদুল আহাদুল ফারদুস্ সামাদুল্লাযী লাম ইয়াত্তাখিয্ সাহেবাতান ওয়া-লা ওলাদান ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু শারীকুন ফিল্ মুলকি ওয়া-লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালিউম মিনায্যুল্লি ওয়া কাব্বিরহু তাকবীরা। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা কুলতা ফী কিতাবিকাল মুনায্যালি উদউনী আস্তাজিব্ লাকুম। দা আওনাকা রাব্বানা, ফাগফির লানা কামা ওয়া আদ্তানা, ইন্নাকা লা-তুখ্লিফুল মী'আদ। রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিআঁই য়ূনাদী লিল ঈমানি আন আমিনূ বিরাব্বিকুম ফা-আ-মান্না। রাব্বানা ফাগ্ফির লানা যূনুবানা ওয়াকাফ্ফির আন্না সায়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মা'আল আবরার। রব্বানা ওয়া আ-তিনা মা ওয়া'আদতানা আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখ্যিনা ইয়াওমাল কিয়ামাহ্, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ। রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা, ওয়া ইলাইকাল মাসীর। রাব্বানাগ্ফির লানা ওয়ালি ইখ্ওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকূনা বিলঈমানি ওয়ালা তাজ্আল ফী কূলূবিনা

www.pathagar.com

গিল্লাল্লিল্লাযীনা আমানূ রাব্বানা ইন্নাকা রাঊফুর রাহীম।

অর্থ ঃ উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্ যিনি এক ও অদ্বিতীয় ,একক ও স্বয়ং--সম্পূর্ণ, যিনি (কাউকে) পত্নীও বানান নাই, পুত্রও বানান নাই। বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর কোন অংশীদার নেই, আর কোন দুর্বলতাও নেই যে, তার জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে । (হে মানুষ) তুমিও তার মহত্ত্ব ভালভাবে বর্ণনা কর। হে আল্লাহ্! তোমার প্রেরিত কিতাবে তুমি বলেছ, "আমাকে ডাক, তোমার ডাকে আমি সাড়া দিব।"

আমরা তোমাকে ডাকছি, সুতরাং আমাদের গুনাহ্ মাফ করো, আর তুমিতো ওয়াদা খেলাফ করো না। হে পরওয়ারদিগার! আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে বলতে শুনেছি,"তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন", তাই আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ্ মাফ কর, আমাদের সব অন্যায়-অনাচার মোচন করে দাও,আর আমাদের মৃত্যু দাও সৎ লোকদের সংগে। আর তা-ই আমাদেরকে দান কর- যার ওয়াদা তুমি তোমার নবী-রাসূলগণের সাথে করেছ। আর লজ্জিত করো না আমাদেরকে কিয়ামতের দিনে; নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না । হে আমাদের প্রতিপালক! ভরসা করছি শুধু তোমারই উপর, আর এসেছি তোমারই কাছে এবং তোমার নিকটই ফিরে যেতে হবে। সুতরাং হে প্রভু! ক্ষমা কর আমাদেরকে আর আমাদের সেই ভাইদেরকে যারা ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অগ্রবর্তী; বিদ্বেষ দিও না আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি- যারা ঈমান এনেছে। প্রভু! তুমি সত্যই বড় দয়ালু।

www.pathagar.com

তালবিয়াহ্‌, তাকবীরে তাশরীক্ব এবং মাসআলা

তালবিয়াহ্‌ ঃ উমরাহ্‌ এবং হজ্ব পালনকারীদের জন্য তালবিয়াহ্‌ একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া। এ জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার সময় এবং পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থান পর্যন্ত এ দোয়া পড়তে হয়। নিম্নের দোয়াটিকেই তালবিয়াহ্‌ বলা হয়।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ـ

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান্‌নিয়'মাতা লাকা ওয়ালমুলক, লা-শারীকা লাক।

অর্থ ঃ "আমি হাজির! আমি হাজির হে প্রভু, আপনার কোন শরীক নেই। আমি হাজির। যাবতীয় প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব আপনারই। আপনার কোন শরীক নেই।"

উমরাহ্‌ এবং হজ্বের একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থান পর্যন্ত তালবিয়াহ্‌ পাঠ করতে হয়। এরপর তালবিয়াহ্‌ পাঠ করা নিষেধ ।

উমরার ক্ষেত্রে তওয়াফ আরম্ভকালে যখন হাজারে আসওয়াদে প্রথম চুম্বন দেয়া হয় তার পরপরই তালবিয়াহ্‌ পাঠ বন্ধ করতে হয়। এরপর উমরায় আর তালবিয়াহ্‌ নেই।

হজ্বের ক্ষেত্রে ১০ যিলহজ্ব; যখন জামরায়ে আকাবায় প্রথম কংকর নিক্ষেপ শুরু করা হয়, তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তালবিয়াহ্‌ পাঠ করা যায়। এরপর তালবিয়াহ্‌ পাঠ করবেন না।

তালবিয়াহ্‌ পাঠ করা ইহ্‌রাম শুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত। তালবিয়াহ্‌ একটু উচ্চ আওয়াজে পাঠ করতে হয়। (মহিলারা অনুচ্চ আওয়াজে তালবিয়াহ্‌ পড়বেন)।

এছাড়া উমরাহ ও হজ্বে তালবিয়াহ্‌ পাঠ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটা পড়তে থাকা মুস্তাহাব। তাছাড়া অবস্থার পরিবর্তনের সময়, যেমনঃ

www.pathagar.com

সকাল-সন্ধ্যায়, উঠা-বসা, বাইরে যেতে, ভিতরে ঢুকতে, লোকজনের সাথে দেখা করার সময়, বিদায় হওয়ার সময়, ঘুম থেকে উঠার সময়, সওয়ারী বা বাহনে আরোহণের সময় এবং অবতরণের সময়, কোন উঁচু স্থানে উঠার সময় ও নীচের দিকে নামার সময় তালবিয়াহ্ পাঠ করা মুস্তাহাব।

বিশেষভাবে উকূফে আরাফার সময় বেশী পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করার তাকীদ রয়েছে। অনেকের মতে ওই সময় তালবিয়াহ্ পাঠ করা সুন্নতে মুআক্কাদা।

মনে রাখার বিষয় ঃ তালবিয়াহ্ পাঠরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরূহ। তবে তালবিয়াহ্ পাঠরত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে তালবিয়াহ্ পাঠ বন্ধ রেখে সালামের জওয়াব দেয়া যায়। অবশ্য সালাম প্রদানকারী চলে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তালবিয়াহ্ শেষ করেই সালামের জওয়াব দেয়া উত্তম।

তাক্বীরে তাশ্রীক্ব ঃ যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার তাক্বীরে তাশ্রীক্ব পাঠ করা সকল নামাযী মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য ওয়াজিব। মুহ্রিম ব্যক্তি এ সময়ে ফরয নামাযের সালাম ফিরিয়ে প্রথমেই তাক্বীরে তাশ্রীক্ব এবং পরে তিনবার তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন। তাক্বীরে তাশ্রীক্ব একবার পাঠ করা ওয়াজিব। অবশ্য ১০ যিলহজ্বের পর বাকী দিনগুলোতে ফরয নামাযের শেষে শুধু তাক্বীরে তাশরীক্ব পাঠ করতে হয়। তাকবীরে তাশ্রীক্ব নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ।

অর্থাৎ- আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান এবং তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

www.pathagar.com

সাঈ'র পর মক্কায় হজ্বের জন্য অপেক্ষাকারীদের করণীয়

মুফরিদ এবং ক্বিরান হাজীগণ যখন তওয়াফে কুদূম ও সাঈ থেকে ফারেগ হবেন, তখন তারা ইহ্‌রাম অবস্থায় মক্কা শরীফে অবস্থান করবেন এবং ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে বেঁচে থাকবেন।

আর তামাত্তু' হজ্ব পালনকারী যখন উমরাহ্‌র তওয়াফের সাঈ থেকে ফারেগ হয়ে হলক্ব বা কসরের মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবেন, তখন থেকে যে সকল কাজ ইহ্‌রাম অবস্থায় হারাম ছিল, সব হালাল হয়ে যাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার ইহ্‌রাম না বাঁধবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সকল কাজ হালাল থাকবে। ৮ যিলহজ্ব হজ্বের জন্য পুনরায় ইহ্‌রাম বাঁধবেন।

সর্বাধিক ব্যস্ততার দিনগুলো

৮ যিলহজ্ব ঃ ইফরাদ ও ক্বিরান হজ্ব পালনকারীগণের ইহ্‌রাম আগে থেকেই বাঁধা আছে বিধায় কেবল হজ্বে তামাত্তু' পালনকারীগণ এ দিনে হজ্বের নিয়ত করে ইহ্‌রাম বাঁধবেন এবং মিনা, আরাফার জন্য প্রয়োজনীয় সামান নিয়ে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। মিনাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায তথা ৮ তারিখের যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এবং ৯ তারিখের ফজর পড়বেন।

৯ যিলহজ্ব ঃ এ দিন বাদ ফজর সূর্য উঠা পর্যন্ত তওবা-ইস্তিগফার করবেন। সূর্যোদয়ের পর তালবিয়াহ্ পড়তে পড়তে 'উকূফে আরাফা'র উদ্দেশ্যে মিনা ত্যাগ করবেন। দুপুরের পূর্বে অবশ্যই আরাফার ময়দানে পৌঁছে যে কোন স্থানে অবস্থান নিবেন। (জাবালে রহমতের পাশে অবস্থান করা উত্তম) এবং মসজিদে নামেরায় উপস্থিত হতে পারলে যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করবেন। মসজিদে নামেরার জামাআত ছাড়া তাবুতে যোহর ও আসর যথাসময়ে দুই আযান ও দুই ইক্বামতে পড়বেন। আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'হাত তুলে চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া ও মুনাজাত করা উকূফে আরাফার একান্ত কাজ। এদিন দুপুর বেলা সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হয়। একে 'উকূফে আরাফাহ্' বলে।

প্রকাশ থাকে যে, আরাফার দিন উকূফে আরাফা'র আগে গোসল করা সুন্নত।

www.pathagar.com

হাজীগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে, মসজিদে নামেরার সামনের অংশ 'ওয়াদিয়ে উরানাহ' নামক স্থানে অবস্থান করা নাজায়েয। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায না পড়ে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে সকল হাজীগণ আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করবেন। মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার নামাযের সময় হওয়ার পর এক আযানে এবং এক ইক্বামতে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করবেন। মাগরিবের সুন্নত পড়তে চাইলে ইশার নামাযের পর পড়ে নেবেন। তারপর প্রয়োজনীয় আহার ও জরুরত সেরে কিছুক্ষণ আরাম করবেন।

সুবহে সাদেকের পূর্বেই উঠে অযূ-ইস্তিঞ্জা ইত্যাদি জরুরত থেকে ফারেগ হয়ে মুযদালিফা থেকে ছোট ছোট ৭০টি পাথর (চনা বুট কিংবা মটর ডালের মত ছোট কঙ্কর) সংগ্রহ করবেন। অতপর আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত তাসবীহ্-তাহলীল, তওবা-ইস্তিগফার ইত্যাদি করতে থাকবেন।

যোহর ও আসরের নামায একত্রীকরণের শর্তাবলী এবং মাসআলা

* যোহর ও আসরের নামাযকে একত্রিত করে যোহরের ওয়াক্তে পড়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যথা ঃ

(১) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

(২) যিলহজ্বের ৯ তারিখ হওয়া।

(৩) সরকার প্রধান বা হুকুমতের পক্ষ থেকে নিয়োজিত ইমামতকারীর উপস্থিত হওয়া।

(৪) উভয় নামাযে হজ্বের ইহ্রাম হওয়া।

(৫) যোহরের নামায আসরের পূর্বে পড়া।

(৬) জামাআত হওয়া। উভয় নামাযের এক এক রাকআত প্রাপ্ত হওয়া কিংবা উভয় নামাযের অংশবিশেষ প্রাপ্ত হওয়া।

যদি উপরোক্ত শর্তসমূহ হতে কোন একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকে, তাহলে উভয় নামায একত্রিত করা জায়েয হবে না; বরং প্রতিটি নামাযকে তার নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করা ওয়াজিব হবে। (মুআল্লিমুল হুজ্জাজ)

www.pathagar.com

আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের বর্ণনা

* আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার জন্য নিয়ত শর্ত নয়। তাই নিয়ত না করলেও অবস্থান শুদ্ধ হয়ে যাবে।

* জাবালে রহমতের নিকট সামান্য উপরের দিকে যে জায়গায় বড় বড় কালো পাথর বিছানো রয়েছে, সেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেছিলেন। যদি সহজভাবে সম্ভব হয়, তাহলে সেখানে দাঁড়ানো উত্তম।

* আরাফাতে অবস্থানের সময় দাঁড়িয়ে থাকা মুস্তাহাব মাত্র, শর্ত অথবা ওয়াজিব নয়। বসে, শুয়ে, জেগে, ঘুমিয়ে যেভাবে ইচ্ছা অবস্থান করা জায়েয। তবে বিনা প্রয়োজনে শোয়া উচিত নয়।

* এখানে উকূফের তথা অবস্থানের সময় হাত তুলে হামদ ও সানা, দোয়া-দরূদ, যিক্র, তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করতে থাকা মুস্তাহাব। খুব কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করবেন। নিজের জন্য, নিজের আত্মীয়-স্বজন, (এ কিতাবের লেখকের পক্ষ থেকেও দোয়ার দরখাস্ত রইল) পরিবার পরিজন এবং সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য দোয়া করবেন। দোয়া কবূল হওয়ার পূর্ণ আশা পোষণ করবেন। দোয়া-দরূদ, তাকবীর-তাহ্‌লীল ইত্যাদি তিন তিন বার করে পাঠ করবেন। দোয়া করার শুরুতে এবং শেষে তাসবীহ, তাহ্‌মীদ, তাহ্‌লীল, তাকবীর ও দরূদ শরীফ পাঠ করবেন।

* যোহরের নামাযের সময় হওয়ার পর হতে উকূফ শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া প্রভৃতিতে মশগুল থাকবেন এবং দোয়ার মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ পরপর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করবেন।

* যদি ইমামের সাথে দাঁড়ালে ভিড় ও হট্টগোলের কারণে একাগ্রতা বজায় না থাকে এবং একাকী থাকলে একাগ্রতা হাসিল হয়, তাহলে একাকী দাঁড়িয়ে থাকাই উত্তম।

* মহিলাদের জন্য পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা এবং তাদের মধ্যে মিশে যাওয়া নিষেধ।

www.pathagar.com

* উকূফে আরাফার সময় যতবেশী যিক্‌র ও দোয়া পাঠ করা যায়, ততই উত্তম। এ দুর্লভ মুহূর্ত জীবনে বার বার নসীব হওয়া মুশকিল। এ সময়ের জন্য কোন বিশেষ দোয়া নির্দিষ্ট নেই। তবে নিম্নোক্ত দোয়াটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ تَقُوْلُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ ، اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ وَاِلَيْكَ مَآبِىْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الاَمْرِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاتَجِىْءُ بِهِ الرِّيْحُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاتَجِىْءُ بِهِ الرِّيْحِ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا - اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسٍ فِى الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দু কাল্লাযী তাকূলু ওয়া খাইরাম্‌মিম্মা নাকূলু। আল্লাহুম্মা লাকা সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামাতী ওয়া ইলাইকা মাআ-বী ওয়ালাকা রাব্বি তুরাসী আল্লাহুম্মা ইন্নী-'আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাব্‌রি ওয়া ওয়াসওয়াসাতিস সাদরি ওয়া শাতাতিল আমরি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন খাইরি মা তাজিউ বিহির্‌রীহু ওয়া আ'উযু বিকা মিন শার্‌রি মা তাজিউ বিহির রীহু, আল্লাহুম্মাজ'আল ফী ক্বালবী নূরাওঁ ওয়াফী সাম্‌'ঈ নূরাওঁ

www.pathagar.com

ওয়াফী বাসারী নূরাওঁ। আল্লাহুম্মাশ্ রাহলী সাদরী ওয়া ইয়াস্সিরলী আমরী, ওয়া 'আউযুবিকা মিন ওয়াসাবিসিন ফিস্ সাদ্রি ওয়া শাতাতিল আম্রি ওয়া 'আযাবিল ক্বাব্রি।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই বাদশাহী, তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিপতি। হে আল্লাহ! আপনার জন্য ওই ধরনের প্রশংসা, যে ধরনের প্রশংসা আপনি নিজে বলেছেন এবং তা থেকে উত্তম যা আমরা করছি। হে আল্লাহ! আপনার জন্যই আমার নামায, আমার হজ্ব-কোরবানী এবং আমার জীবন-মরণ। আপনার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন এবং আমার ধন-সম্পদ সবই আপনার জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের শাস্তি থেকে এবং অন্তরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কাজের বিক্ষিপ্ততা থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ওই সকল মঙ্গল কামনা করি, যা বাতাস বয়ে নিয়ে আসে এবং ওই সকল অমঙ্গল থেকে পানাহ্ চাই, যা বাতাস বয়ে নিয়ে আসে। হে আল্লাহ! আমার অন্তর, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিতে নূর ঢেলে দিন, অর্থাৎ নূরানী করে দিন। আমার অন্তরাত্মাকে বিকশিত করে দিন। আমার কাজগুলোকে সহজ করে দিন। আমি আরো পানাহ্ চাই, অন্তরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং কাজ-কর্মগুলোর বিচ্ছিন্নতা থেকে আর কবর আযাব থেকে।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যখন একজন মুসলমান আরাফাতের দিনে সূর্য হেলে পড়ার পর অবস্থান করার নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করে এবং কেবলামুখী হয়ে ১০০ বার ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

এ দোয়াটি পাঠ করে এবং তারপর ১০০ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (পুরা সূরা) পাঠ করে, অতপর ১০০ বার ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ -

পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে আমার ফেরেশ্তাগণ! আমার এ বান্দার কি প্রতিদান হতে পারে? যে আমার তাসবীহ, তাহ্লীল ও তামজীদ বর্ণনা করেছে, আমার হামদ ও ছানা পাঠ করেছে এবং আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠিয়েছে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তার নিজের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবূল করলাম। আর আমার এ বান্দা যদি সমগ্র আরাফায় উকূফকারীদের জন্যও সুপারিশ করে, তাহলেও আমি তা কবূল করে নেব।"

এ দোয়া ছাড়া আরো যে দোয়া ইচ্ছা পাঠ করতে পারেন। আরাফাতের ময়দানে এ কিতাবের লেখক, প্রকাশক এবং তাদের সন্তানাদির জন্যও মাগফেরাতের দোয়া করতে অনুরোধ করছি।

উকূফে আরাফার শর্ত ও মাসআলা

(১) মুসলমান হওয়া, (২) সঠিক হজ্বের ইহ্রাম হওয়া অর্থাৎ উমরাহ্র ইহরাম বা ফাসেদ (ভঙ্গ) হজ্বের ইহরামে উকূফ করলে হজ্ব হবে না। অনুরূপভাবে ইহ্রাম ছাড়া উকূফ করলেও হজ্ব হবে না। (৩) আরাফার ময়দানে হওয়া। যদি আরাফার বাইরে অবস্থান করে, চাই ইচ্ছায় করুক বা অনিচ্ছায় করুক, হজ্ব হবে না। (৪) উকূফের সময় হওয়া। অর্থাৎ যিলহজ্বের ৯ম তারিখ দ্বিপ্রহরের পর থেকে ওই রাত্রি অর্থাৎ ১০ম রাত্রির সুবহে সাদেক পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে এক মুহূর্ত অবস্থান করলেও হজ্ব হয়ে যাবে।

যে কোনভাবে আরাফাতে অবস্থান করলেই হজ্ব হয়ে যাবে। হুঁশ বা বেহুঁশ, ঘুমন্ত বা জাগ্রত, আরাফার কথা জানা থাকুক বা না থাকুক, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, পবিত্র অবস্থায় হোক বা অপবিত্র অবস্থায় হোক, যেকোন ভাবে অবস্থান করলেই হজ্ব হয়ে যাবে।

৯ যিলহজ্ব তারিখে দ্বিপ্রহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা ভিন্ন

www.pathagar.com

একটি ওয়াজিব। কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। তবে সুর্যাস্তের পূর্বে যদি আবার আরাফাতে ফিরে আসে, তাহলে দম লাগবে না। উকূফের জন্য হায়েয, নেফাস ও জানাবত (নাপাকী) থেকে পাক হওয়া শর্ত নয়।

উকূফের মুস্তাহাবসমূহ

উকূফকালে বেশী বেশী তালবিয়াহ, তাকবীর, তাহলীল, দোয়া, ইস্তিগফার, কোরআন তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করা। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁড়ানোর জায়গাতে দাঁড়ানো, খুশূ-খুযূর সাথে অর্থাৎ একাগ্রতার সাথে উকূফ করা। ইমামের পিছনে নিকটে দাঁড়ানো। কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো। দ্বিপ্রহরের পূর্ব থেকেই উকূফের প্রস্তুতি নেয়া। উকূফের নিয়ত করা। দোয়া করার সময় হাত উঠানো। দোয়া কমপক্ষে তিনবার করা। দোয়ার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং দোয়ার শেষেও দরূদ পাঠ করা। পাক-পবিত্র অবস্থায় উকূফ করা। রোদ্রে দাঁড়ানো, তবে ওযর হলে বা মারাত্মক অসুবিধা হলে ছায়ায় থাকবেন। নেক কাজ করা। ছদকা-খয়রাত করা।

মুয্দালিফায় উকূফের মাসআলা

৯ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের পর আরাফায় মাগরিবের নামায আদায় না করে মুযদালিফায় রওয়ানা হবেন। মুয্দালিফায় আসার পথে তালবিয়াহ, তাকবীর, দোয়া-দরূদ ইত্যাদি খুব বেশী বেশী পাঠ করবেন। পবিত্রতার সাথে মুযদালিফাতে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। প্রবেশ করেই ইশার ওয়াক্তের মধ্যে মাগরিব ও ইশা পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুসারে পড়ে নিবেন। তবে যদি কেউ ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই মুযদালিফায় পৌছে যায়, তাহলে ইশার ওয়াক্ত হওয়া ছাড়া মাগরিব, ইশা কোনটাই পড়তে পারবে না।

মুয্দালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়ার আহ্কাম

মুয্দালিফায় মাগরিব ও ইশা জমা করার জন্য জামাআত শর্ত নয়। জামাআতে পড়ুক বা একাকী পড়ুক, উভয় নামায একত্রেই পড়তে হবে। তবে জামাআতে পড়া উত্তম।

www.pathagar.com

মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করার শর্তসমূহ : (১) হজ্বের ইহরাম হতে হবে। যে ব্যক্তি হজ্বের ইহরাম বাঁধবে না তার জন্য এ জমা জায়েয নেই। (২) এর পূর্বে উকূফে আরাফা হওয়া। কেউ যদি মুয্দালিফাতে অবস্থান করে মাগরিব, ইশা আদায় করে নিয়ে পরে আরাফায় উকূফ করে তার এ জমা জায়েয হবে না। (৪) যিলহজ্বের দশম রাত্রি হওয়া। দশম রাত্রির সুবহে সাদেক পর্যন্ত জমা করা যাবে। (৫) ইশার ওয়াক্ত হওয়া। (৬) উভয় নামাযকে তারতীবের সাথে পড়া, অর্থাৎ প্রথমে মাগরিব তারপর ইশা। যদি কেউ প্রথমে ইশা পড়ে পরে মাগরিব পড়ে তাহলে ইশা পুনরায় পড়তে হবে।

১০ যিলহজ্ব : এ দিন সূর্যোদয়ের একটু পূর্বে বা সূর্যোদয়ের পরপর তালবিয়াহ্ পড়তে পড়তে মিনার উদ্দেশ্যে মুয্দালিফা ত্যাগ করবেন। পথে আব্রাহা বাদশাহর ধ্বংস স্থল "ওয়াদিউল মুহাস্সার" নামক স্থানটি তাড়াতাড়ি অতিক্রম করবেন। কেননা, সেখানে অবস্থান করা নিষেধ।

মিনায় এসে করণীয়

মিনায় ফিরে এসে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সকল রকমের কল্যাণ ও অনুগ্রহ লাভের জন্য দোয়া করবেন। সেই সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করবেন। রাতে অবস্থানকালে মুযদালিফার ময়দান হতে রমির (শয়তানকে মারার) জন্য কঙ্কর উঠিয়ে নিবেন। ১০ তারিখে জামরাতুল আকাবা বা বড় শয়তানকে মারার জন্য মুযদালিফা থেকে ৭টি কঙ্কর নেয়া মুস্তাহাব। আর পরবর্তী ১১ ও ১২ তারিখে তিন শয়তানের প্রত্যেককে ৭টি করে মারার জন্য মোট ৪২টিসহ সর্বমোট ৭০টি কঙ্করও এখান থেকে নেয়া উত্তম। মিনা হতে নিলেও চলে, কিন্তু যেখানে কঙ্কর মারা হয় সেখান থেকে কঙ্কর উঠানো মাকরূহ। কঙ্করগুলো মটর দানা বা ছোলা হতে খানিক বড় হলেই চলবে। খুব ছোট বা খুব বড় হওয়া উচিত নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনার এলাকা ত্যাগ না করে সেখানে রাত্রি যাপন করলে ১৩ তারিখেও ২১টি কংকর মারতে হবে। মনে রাখতে হবে, কমপক্ষে ৪টি কংকর জামরার পিলারের গোড়ায় নিক্ষেপ করলেই ওয়াজিব

www.pathagar.com

আদায় হয়ে যাবে। পিলারের ৫ হাত দূরে দাঁড়িয়ে ৭টি কংকর (১টি করে) শয়তানকে তুচ্ছ করার নিয়তে মারবেন।

হাদীস শরীফে আছে ঃ যাদের হজ্ব কবূল হয়, ফেরেশতারা তাদের কঙ্করসমূহ্ উঠিয়ে নিয়ে যান। আর যাদের হজ্ব কবূল হয় না, শুধু তাদের কঙ্করগুলো পড়ে থাকে।

জামরা আকাবায় কঙ্কর মারা ও তালবিয়ার সমাপ্তি

মিনায় পৌঁছে খিমাতে (তাঁবুতে) আসবাবপত্র রেখে সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে, তালবিয়াহ্ ও তাকবীর পড়তে পড়তে মিনার পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে মসজিদে খায়েফের সবচেয়ে দূরবর্তী জামরা অর্থাৎ জামরাতুল আকাবার (বড় শয়তানের) নিকট যাওয়া এবং সেখানে পৌঁছে প্রথম কঙ্কর মারার সময় তালবিয়াহ্ পাঠের সমাপ্তি করে জামরাতুল আকাবাকে একটি করে ৭ বারে ৭টি কংকর মারা। জামরার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জামরাকে সামনে নিয়ে কিবলা বামে রেখে মিনা ময়দান ডানে রেখে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা ও শাহাদত আঙ্গুল দু'টি দিয়ে রমি (কঙ্কর নিক্ষেপ) করবেন। দোতলায় গিয়েও কঙ্কর মারা যায়। ভিড়ের কারণে এ মুস্তাহাব আদায় করা সম্ভব না হলে, যে কোন দিক দিয়ে কঙ্কর মারবেন। প্রত্যেক রমিতে নিম্নের দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ -

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, রাগমাল্ লিশ্শায়তান ওয়া রিযান লির্রাহমান, আল্লাহুম্মাজআলহু হাজ্জান মাবরূরান ওয়া জাম্বাম মাগফুরান ওয়াসাইআন মাশকুরান ওয়াতিজারাতান লান তাবূর।

অর্থ ঃ আমি কঙ্কর মারছি আল্লাহর নামে, আল্লাহর মহত্ত্ব প্রকাশের জন্যে, দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং শয়তানকে চিরতরে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে। হে আল্লাহ! আমার হজ্ব কবূল করুন, গুনাহ্ মা'ফ করুন, প্রচেষ্টাসমূহ ফলপ্রসূ করুন এবং ব্যবসা লাভবান করুন।

www.pathagar.com

১০ তারিখ সুবহে সাদেক থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত রমি বা কঙ্কর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। সূর্যাস্ত পর্যন্ত করলেও গুনাহ্ হবে না, কিন্তু রাতে করলে মাকরূহ্ হবে। আর ১১ তারিখে সুবহে সাদেক হয়ে যাবার পর রমি করলে "দম" দিতে হবে। ১০ তারিখ সুবহে সাদেকের পূর্বে 'রমি' করা জায়েয নেই। ভিড়ের কারণে বৃদ্ধ ও মহিলারা যদি ১০ তারিখ সূর্যাস্তের পরে কঙ্কর মারেন তাহলে তাদের জন্য মাকরূহ্ হবে না। তবে সহজ সময় হলো ঃ ১০ তারিখ দুপুর ১১-১২ টার মধ্যে বড় শয়তানকে কংকর মারতে যাওয়া। অনুরূপভাবে ১১ তারিখ বাদ আসর এবং ১২ তারিখ ৩টার পর কংকর মারার জন্য সহজ সময়। মনে রাখবেন, কংকর মারার জায়গায় সামান-পত্র নিয়ে যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

কোরবানী (শোকরানা দম) ও মাথা মুণ্ডানো

১০ তারিখে 'রমি' সেরেই কোরবানীর ব্যবস্থা করা উচিত। তবে ১০ তারিখে কোরবানীর মাঠে প্রচণ্ড ভিড় হয়। সেজন্যে ১১ তারিখ সকালে মিনা বাজার অর্থাৎ মিনার অনতিদূরে পশুর বাজারে যাবেন। তাছাড়া হরমের যে কোন এলাকায় কোরবানী করা যায়। সেসব স্থানে নিজে খরিদ করে কোরবানী করার ব্যবস্থা আছে। অনেকে ব্যাংকে কোরবানীর টাকা জমা দিয়ে থাকেন। তবে ব্যাংকের মাধ্যমে কোরবানী করলে ইহ্রাম খোলা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। কারণ, আমাদের মাযহাবে ক্বিরান ও তামাত্তু' আদায়কারীর জন্যে কোরবানী (দমে শোকর) আদায় করে ইহ্রাম খুলতে হয়। কোরবানী না করে মাথা মুণ্ডিয়ে ইহ্রাম খুললে দম দিতে হয়। এদিকে ব্যাংকওয়ালা কোন্দিন কখন কোরবানী করে তা চূড়ান্তভাবে জানা কঠিন ব্যাপার। সুতরাং নিজ জিম্মায় কোরবানী করা সব দিক থেকে নিরাপদ।

কোরবানী করার পর কিবলার দিকে ফিরে মাথা মুন্ডিয়ে ইহ্রাম খুলবেন ও সাধারণ পোশাক পরবেন। মহিলা হাজীগণ চুলের অগ্রভাগ এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটবেন। কোরবানীর পূর্বে চুল কাটলে তামাত্তু' ও ক্বিরানকারীর দম দিতে হবে। সম্ভব হলে নিজ কোরবানী হতে কিছু গোশ্ত খাওয়া মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

সুন্নত তরীকায় কোরবানী করবেন এবং জন্তুটিকে সামনে শুইয়ে কিবলামুখী হয়ে নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি পাঠ করবেন-

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ـ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ـ لَاشَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ـ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهَا مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِیْلِكَ اِبْرَاهِیْمَ وَحَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَعَظِّمْ عَلَیْهَا اَجْرِیْ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নী অজ্‌জাহতু অজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়ামামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা-শারীকা লাহু, ওয়াবিযালিকা উমিরতু ওয়াআনা আউয়্যালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা তাকাব্বালহা মিন্নী কামা তাকাব্বালতা মিন খালীলিকা ইবরাহীমা ওয়া হাবীবিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়াআয্যেম আলাইহা আজরী।

অর্থাৎ- "আমি আমার মুখমণ্ডলকে একনিষ্ঠভাবে সেই সত্ত্বার পানে রুজু করেছি যিনি আকাশসমূহ এবং জমীনকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায, কোরবানী এবং জীবন ও মৃত্যু একমাত্র বিশ্বপ্রতিপালকের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি একাজের জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আত্মসমর্পনকারী। হে প্রভূ! আপনি এটিকে আমার পক্ষ থেকে কবূল করুন, যেমনিভাবে আপনি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত ইবরাহীমের (আঃ) পক্ষ থেকে এবং আপনার প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কবূল করেছিলেন। আর এতে আপনি আমার সাওয়াব বৃদ্ধি করে দিন।"

www.pathagar.com

তারপর 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করবেন। অনেকে মিলে শরীকানা কোরবানী দিলে সকলের নাম বলবেন এবং যবেহকারী مِنِّىْ এর স্থলে مِنْ বলে নাম এভাবে বলবেন (যেমন মিন ইসমাঈল, মিন মুহাম্মদ হুসাইন....)।

১০ তারিখে কোরবানী করা মুস্তাহাব। তবে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত কোরবানী করা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে ক্বিরান ও তামাত্তু'কারীদের ইহরাম বিলম্ব করে অর্থাৎ কোরবানীর (দমে শোকর আদায়ের) পর খুলতে হবে। কোরবানীর আগে ইহরাম খুললে দম দিতে হবে। তবে সর্বাবস্থায় 'রমি' কোরবানীর পূর্বে হতে হবে। কোরবানীর পর ইহরামধারীরা একে অপরের মাথা মুণ্ডাতে পারেন। কিবলামুখ করে বসে ডান দিক থেকে বিসমিল্লাহ বলে চুল কাটবেন এবং হিদায়াত ও অনুগ্রহ লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবেন। গুনাহ্ মা'ফের জন্য দোয়া করতে থাকবেন। মাথা মুণ্ডানোসহ পূর্ণ হাজামত বানিয়ে গোসল করে সাধারণ পোশাক পরবেন।

শুকরানা দম

হজ্বে কিরান এবং তামাত্তু' পালনকারীগণ যেহেতু একই সফরে হজ্ব ও উমরাহর মত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন, সেহেতু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের উপর একটি পশু কোরবানী করা ওয়াজিব। এ শুকরানা কোরবানীর পশুটিকে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের ভাষায় 'হাদ্য়ি' বলা হয়। অন্যভাবে একে দমে শোকর বা দমে তামাত্তু'-ক্বিরানও বলা হয়। ১০ যিলহজ্ব বড় শয়তানকে কংকর মারার পর এ কোরবানীটি করে তারপর ইহ্রাম খুলে হালাল হতে হয়। যে ব্যক্তি ওযরবশতঃ এ কোরবানী করতে অক্ষম, তাকে এর পরিবর্তে ১০টি রোযা রাখতে হবে। এ মর্মে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

«فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ»-

"যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি হজ্বের প্রাক্কালে উমরাহ দ্বারা লাভবান হতে চায়, (অর্থাৎ ক্বিরান হজ্ব বা তামাত্তু'

www.pathagar.com

হজ্ব পালনকারী) সে সহজলভ্য কোরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তাহলে তাকে হজ্বের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন, এ পূর্ণ দশ দিন রোযা রাখতে হবে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)

এ ক্ষেত্রে সাধারণ হাজী সাহেবগণ ব্যাপক ভাবে একটি ভুলের শিকার হয়ে থাকেন। তাহলো এই যে, বই-পত্রে এ হাদ্য়িকে কোরবানী বলে তরজমা করার কারণে তারা মনে করেন- এটা বুঝি ওই কোরবানী, যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নত হিসাবে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের উপর (যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে এর উপযুক্ত) ওয়াজিব। এর পেছনে কারণও রয়েছে। যেহেতু উভয় কোরবানীর তারিখ (১০, ১১ ও ১২ যিলহজ্ব) এবং স্থান একই (মিনা), সেহেতু এমন ভুলের শিকার হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেউ যদি এ শুকরানা কোরবানী না করে ইহ্রাম খুলে ফেলে, তাহলে তার উপর দমে জিনায়েত ওয়াজিব হবে।

বস্তুতঃ অধিকাংশ হাজীগণের উপরই সুন্নতে ইব্রাহীমির কোরবানী ওয়াজিব হয় না। কারণ, প্রায় হাজীই তখন মুসাফিরের হুকুমে থাকেন। অবশ্য কেউ যদি ৮ যিলহজ্ব পর্যন্ত মক্কা শরীফে ১৫দিন অবস্থান করার সুযোগ পেয়ে থাকেন, তাহলে তার উপর সুন্নতে ইব্রাহীমির কোরবানীও পৃথকভাবে ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তাঁকে দু'টি পশু কোরবানী করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, যারা ইতোপূর্বে হজ্বে ক্বিরান বা তামাত্তু' করেছেন এবং দমে শোকরানা বা দমে ক্বিরান-এর নিয়তে পশু যবেহ না করে সুন্নতে ইব্রাহীমির নিয়তে কোরবানী করেছেন, তাদের উপর আজীবন উক্ত দমে শোকর ওয়াজিব হয়ে থাকবে। এর সাথে অতিরিক্ত আরো ২টি পশু যবেহ করতে হবে। ১টি দেরী করার কারণে আর অপরটি দমে শোকর আদায় না করে ইহ্রাম খোলার কারণে। সুতরাং ইতোপূর্বে কৃত হজ্ব শুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই ৩টি পশু হরমের সীমানার মধ্যে কোরবানী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বি. দ্র. ১১ তারিখ ইশার নামাযের পর তওয়াফে যিয়ারত বা ফরয তওয়াফ করা সহজ। যদি কেউ এ ফরয তওয়াফ না করে স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তাকে প্রত্যেক সহবাসের কারণে একটি করে জরিমানার 'দম' দিতে হবে।

www.pathagar.com

মিনায় এসে নির্ধারিত জামরায়ে আকাবায় ৭টি পাথর নিক্ষেপ করার পর তালবিয়াহ্ পড়া বন্ধ করতে হবে। শরীয়ত সম্মত ওযর ছাড়া প্রতিনিধি দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করলে কঙ্কর মারার ওয়াজিব আদায় হবে না। (তবে অক্ষমদের পক্ষ থেকে অন্য কেউ কঙ্কর মারলে আদায় হয়ে যাবে)। ওযর বশতঃ প্রতিনিধি নিয়োগ করার পর তিনি (প্রতিনিধি) প্রথমে নিজের পাথর নিক্ষেপ করবেন। তারপর অন্যের পক্ষ থেকে পাথর নিক্ষেপ করবেন। মনে রাখতে হবে, নিক্ষিপ্ত পাথর জামরার স্তম্ভে না লেগে দেয়াল ঘেরা স্থানে পড়লেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

ক্বিরান ও তামাত্তু' হজ্ব আদায়কারীদের জন্য কোরবানী অর্থাৎ দমে শোকর আদায় করা ওয়াজিব। আর ইফরাদ হজ্ব আদায়কারীদের জন্য কোরবানী করা মুস্তাহাব।

কোরবানীর ফযীলত

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোরবানী কি? তিনি বললেনঃ "তোমাদের ধর্মীয় (আধ্যাত্মিক) পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তরীকা।" আবার আরয করা হলো, এতে আমরা কি পাবো? তিনি উত্তর করলেনঃ "প্রত্যেকটি চুল বা পশমের পরিবর্তে একটি নেকী।" (হাকেম)

ফায়দাঃ ঈদুল আয্হার দিনে যে ব্যক্তি কোরবানী করে, তার জন্য ঈদের নামাযের আগে কিছু না খাওয়া এবং নামাযের পর কোরবানীর গোশ্ত থেকে দিনের প্রথম খানা খাওয়া সুন্নত।

কোরবানীর ইচ্ছাকারী ব্যক্তি যিলহজ্বের প্রথম তারিখ থেকে কোরবানী না করা পর্যন্ত গোঁফ ও নখ না কাটা মুস্তাহাব। (বেহেশ্তী গাওহার)

কোরবানী করতে অক্ষম বা যাদের নামে কোরবানী দেয়া হয় না এমন ব্যক্তি কোরবানীর পশু দেখলেও সওয়াব হবে। প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির সাধ্য অনুযায়ী কোরবানী দেয়ার জন্য ভাল ও দামী পশু ক্রয় করা সুন্নত।

www.pathagar.com

কোরবানী করার নিয়ম ও দোয়া

কোরবানী করার সময় অন্য কোরবানীর পশু থেকে আড়ালে নিয়ে কোরবানীর পশুকে যবেহ্ করবেন এবং আগেই ছুরির 'ধার' পরীক্ষা করে নিবেন। পশুটিকে কেবলামুখী করে শোয়াবেন। এরপর নিজ হাতে যবেহ্ করবেন। নিজে না পারলে অন্য দ্বীনদার লোকের দ্বারা যবেহ্ করাবেন; কিন্তু কোরবানীর পশুর পাশে নিজে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং যবেহ্কারী যবেহ্-এর দোয়া পড়বেন। মনে রাখতে হবে, কোরবানীর পশুর রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথে কোরবানীদাতার গুনাহ্সমূহ মা'ফ করা হয়। শর্ত হলো, আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে কোরবানী করতে হবে। কোরবানীদাতা দমে ক্বিরান এবং তামাত্তু'র কোরবানী থেকে খেতে পারবেন এবং তা থেকে কিছু খাওয়া তার জন্য মুস্তাহাব।

কোরবানীর সময় নিয়ত শর্ত এবং যবেহ্ করার সময় নির্দিষ্ট করতে হবে যে, এটা ক্বিরানের না তামাত্তু'র 'হাদ্য়ি'। যদি ঠিক করতে না পারেন তবে যবেহ্ করা যথেষ্ট হবে না এবং যবেহ্ করার পর নিয়ত করলে তাও যথেষ্ট হবে না। অবশ্য যদি কেউ ক্রয় করার সময়ই নিয়ত করে ক্রয় করেন এবং যবেহ্ করার সময় নিয়ত না করেন তবে আগের নিয়তই যথেষ্ট হবে।

কিরান ও তামাত্তু' হজ্ব আদায়কারী যদি কোরবানী (দমে শোকর আদায়) করতে না পারেন, তবে এর বিনিময়ে ১০টি রোযা রাখবেন। এতে তিনটি রোযা ১০ যিলহজ্বের আগে এবং বাকী ৭টি রোযা আইয়্যামে তাশ্রীক্বের পর মক্কা শরীফে বা অন্য কোথাও রাখতে পারবেন। (তবে এই বাকী ৭টি রোযা স্বদেশে এসে রাখাই উত্তম)। প্রথম রোযাটি এমনভাবে রাখবেন, যাতে তৃতীয় রোযাটি হয় ৯ যিলহজ্ব অর্থাৎ আরাফার দিনে। কিন্তু রোযা রাখলে যদি দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাতে করে উকূফে আরাফায় ত্রুটি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে ৯ যিলহজ্বের আগেই রোযা তিনটি রাখা উত্তম। কারো কারো মতে, এধরনের দুর্বল লোকের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মাকরূহ। এসব রোযার নিয়ত রাত থেকে করতে

www.pathagar.com

হয়। প্রথম তিনটি রোযার অন্যতম শর্ত হলো ঃ ১০ যিলহজ্বের আগে রোযা রেখে শেষ করা। অন্যথায় ৯ যিলহজ্ব অতিবাহিত হয়ে গেলে আর রোযা রাখা যাবে না; বরং কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। সে সময় কোরবানী দেয়ার কোন সামর্থ না থাকলে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছেঁটে হালাল হতে হবে এবং পরে কোরবানীর দিনগুলোর মধ্যে দু'টি কোরবানী করতে হবে। এর একটি ক্বিরান হজ্বের এবং অপরটি কোরবানীর (দমে শোকর আদায়ের) পূর্বে মাথা মুণ্ডন করার জন্য। এছাড়া যদি কেউ আইয়্যামে নহরের পরে যবেহ্ করেন, তাহলে আইয়্যামে নহর থেকে দেরী করার কারণে তার উপর তৃতীয় আরেকটি 'দম' বা কোরবানী ওয়াজিব হবে। (মুআল্লিমুল হুজ্জাজ)

ক্বিরান ও তামাত্তু' আদায়কারী হাজীগণ কোরবানী (দমে শোকর আদায়) করার পর 'হলক্ব' বা ক্বসর করবেন। কেননা, ইহ্‌রাম খোলার জন্য এটা করা ওয়াজিব। এরপর গোসল করে সাধারণ পোশাক পরবেন। হজ্বের 'হলক্ব' মিনায় করা সুন্নত। আর হরমের সীমানার বাইরে 'হলক্ব' করলে 'দম' ওয়াজিব হবে।

ইফরাদ হজ্ব আদায়কারীগণ কোরবানী না করেও ইহ্‌রাম খোলার জন্য 'হলক্ব' বা 'ক্বসর' করতে পারবেন।

এ দিনে (১০ যিলহজ্ব) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তওয়াফে যিয়ারত। একে তওয়াফে হজ্বও বলে। হজ্বের শেষে মিনায় উপরোক্ত কাজগুলো শেষ করার পর হাজীগণকে পবিত্র কা'বা ঘরে গিয়ে এ তওয়াফে যিয়ারত করতে হয়।

মনে রাখতে হবে যে, তওয়াফে যিয়ারত ১০ তারিখে সম্ভব না হলে ১১ বা ১২ তারিখের মধ্যে অবশ্যই করতে হবে। মহিলারা হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তওয়াফে যিয়ারত করা তাদের জন্য নাজায়েয। মহিলারা যদি আইয়্যামে 'নহর' অর্থাৎ ১২ তারিখ পর্যন্ত ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র না হয় তাহলে তারা তওয়াফে যিয়ারত অবশ্যই দেরীতে করবে এবং এ দেরীর জন্য তাদের উপর কোন প্রকার 'দম' ওয়াজিব হবে না। তেমনি মহিলারা হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্রতার পর তওয়াফে যিয়ারত না করে দেশে ফিরে আসতে পারবে না। কেননা, এটা

www.pathagar.com

না করে ফিরে আসলে আজীবন ফরয তওয়াফ বাকী থাকবে। পরে পুনরায় মক্কা শরীফে এসে তওয়াফে যিয়ারত অবশ্যই করতে হবে। আর কোরবানী এবং হলক বা কসর ১২ তারিখ পর্যন্ত করা জায়েয আছে। উল্লেখ্য, ১১ তারিখ ইশার পর তওয়াফে ভিড় কম হয়।

১৩ যিল্‌হজ্ব

মিনায় ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করলে এ দিন দুপুরের পর পর্যায়ক্রমে ছোট জামরায়, মধ্যবর্তী জামরায় ও পরে জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বেই মোয়াল্লেমের গাড়ীতে মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানার ব্যবস্থা করা হয়।

বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুকুম

হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধার পর কেউ যদি কোন শত্রু কর্তৃক কিংবা রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনা জনিত কারণে হজ্ব আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সে হরমের এলাকায় কোরবানী করার জন্য কোন হাদ্‌য়ি বা তার মূল্য পাঠিয়ে দিবে এবং যথা সময়ে পশু কোরবানী হয়ে যাওয়ার পর ইহ্‌রাম খুলে হালাল হবে। যদি হাদ্‌য়ি না পাঠিয়ে তার মূল্য পাঠিয়ে থাকে, তাহলে বাহক মক্কায় পৌঁছে নিজে পশু খরিদ করে উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তা কোরবানী করবে। পশু যবেহ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইহ্‌রাম খুলতে পারবে না। তাই হাদ্‌য়ি প্রেরণের সময় কোরবানী করবে বলে বাহকের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে। যেন উক্ত নির্ধারিত দিনে কোরবানী হয়ে যাওয়ার পর ইহ্‌রাম খোলা যায়।

প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পরে করণীয়

মুহ্‌সার (বাধাপ্রাপ্ত) ব্যক্তির হজ্ব পালনের পথে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পরে করণীয় হলো- হজ্বের সময় বাকী থাকলে এ বছরই (যে বছর বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে) হজ্ব সম্পন্ন করা। অন্যথায় পরবর্তী বছর তার কাযা করা।

যদি এ ব্যক্তি শুধু উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে, তাহলে কেবল উমরাহ্‌রই কাযা করবে। আর যদি শুধু হজ্বের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে, তাহলে

www.pathagar.com

হজ্ব ও উমরাহ্ উভয়ের কাযা করবে। অপর দিকে ক্বিরান তথা হজ্ব ও উমরাহ্ উভয়ের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকলে, এক হজ্ব ও দুই উমরাহ্ কাযা করবে।

কেউ যদি হজ্ব অথবা উমরাহ্ কোন কিছুর নিয়ত ব্যতীত ইহ্‌রাম বাঁধার পর বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং হাদ্‌য়ি প্রেরণ পূর্বক হালাল হওয়ার পর প্রতিবন্ধকতা দূর হয়, তাহলে এ বছর হজ্বের সময় না থাকলে পরবর্তী বছর সে ইস্তিহসান হিসাবে একটি উমরাহ্ আদায় করবে। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, ইহ্‌রামের সময় নির্দিষ্টভাবে কোন কিছুর নিয়ত করেছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণে ভুলে গেছে এটা কি উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম ছিল, না হজ্বের? তাহলে শুধু একটি হাদ্‌য়ি প্রেরণ করে হালাল হবে এবং পরে এক হজ্ব ও এক উমরাহ্‌র কাযা করতে হবে।

মুহ্‌সার ব্যক্তি যদি অবরুদ্ধ হওয়ার বছরই হজ্ব পালনে সক্ষম হয়, তাহলে তার কাযার নিয়তও করতে হবে না এবং কাযা স্বরূপ পৃথক উমরাহ্ও পালন করতে হবে না। অবশ্য অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি নফল হজ্বের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে, তাহলে পরবর্তী বছর শুধু তার জন্যই কাযার নিয়ত করা ওয়াজিব। ফরয হজ্বের জন্য নয়।

নাবালেগ ছেলেমেয়েদের হজ্ব

ছোট বা নাবালেগ বালক-বালিকার হজ্ব শুদ্ধ হবে। তবে তাদের হজ্ব ইসলামের ফরয হজ্ব হিসাবে গণ্য হবে না। সহীহ্ মুসলিম শরীফে আছে ঃ "নাবালেগ সন্তানের হজ্বের সওয়াব তাদের পিতা-মাতা পাবে।"

মনে রাখতে হবে, বালক-বালিকা যদি ভাল-মন্দ ও পাক-নাপাক না বুঝে, তবে তার অভিভাবক তার পক্ষে নিয়ত করে নিবে। তাদেরকেও সেলাই বিহীন কাপড় পরাবে এবং তাদের পক্ষ থেকে তালবিয়াহ্ পড়বে। এভাবেই তারা মুহরিম বলে গণ্য হবে। কাজেই বালেগ মুহরিমের জন্য যা নিষিদ্ধ তার জন্যও তা নিষিদ্ধ।

আর বালক-বালিকা যদি বোধশক্তি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ পাক-নাপাকির জ্ঞান রাখে, তবে তারা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং

www.pathagar.com

ইহরামের সময় ওই নিয়মগুলো পালন করবে যা বয়স্করা করে থাকে। হজ্ব সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় কাজগুলোর তত্ত্বাবধান করবে তাদের অভিভাবকগণ। চাই তারা পিতা হোক, মাতা হোক বা অন্য কেউ হোক। কংকর নিক্ষেপ প্রভৃতি যেসব কাজ করতে তারা অক্ষম, অভিভাবকগণ তাদের পক্ষ থেকে তা আদায় করবেন। এগুলো ছাড়া অন্যান্য কাজগুলো নিজেই করবে। যেমন- আরাফায় অবস্থান, মুয্‌দালিফা ও মিনায় রাত্রিযাপন, তওয়াফ এবং সাঈ করা। আর যদি নাবালেগ সন্তানরা তওয়াফ, সাঈ প্রভৃতি করতে অপারগ হয় সে অবস্থায় তাদেরকে বহন করে তওয়াফ এবং সাঈ করাবে।

এ ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হলো উভয়ের তওয়াফ ও সাঈ একত্রে সম্পাদন না করা। বরং বালক-বালিকার জন্য আলাদা তওয়াফ ও সাঈ-এর নিয়ত করবে এবং নিজের জন্য আলাদা তওয়াফ ও সাঈ করবে। ইবাদতের মধ্যে এটাই সাবধানতামূলক নীতি। তবে নাবালেগ বালক-বালিকার দ্বারা ইহরাম বিরোধী কাজ সংঘটিত হলে দম ওয়াজিব হবে না।

যে সকল কারণে হজ্বের কাযা ওয়াজিব হয়

হজ্বকার্য পালনের সময় নিম্ন বর্ণিত কারণসমূহ পাওয়া গেলে হজ্বের কাযা ওয়াজিব হয়। যথা-

(১) উকূফে আরাফা ছুটে যাওয়া।

(২) ইহ্‌সার তথা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে উকূফে আরাফা করতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

(৩) স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে হজ্ব ভঙ্গ করা।

(৪) হজ্বের ইহ্‌রাম বাঁধার পর ছেড়ে দেয়া।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

বদলী হজ্বের বয়ান

যিনি অন্যকে দিয়ে হজ্ব করাবেন তাকে মুনিব বা আমের, আর যাকে দিয়ে হজ্ব করানো হবে তাকে নায়েব বা মামূর বলা হয়। নায়েব বা মামূরকে দিয়ে শুধু এমন ব্যক্তিই হজ্ব করাতে পারে, যার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে অথচ সে হজ্ব আদায় করতে সক্ষম নয়। যদি নিজে সক্ষম হয়, তাহলে অন্যকে দিয়ে হজ্ব করালে হজ্ব আদায় হবে না।

নফল হজ্ব এবং উমরাহ্ অন্যের দ্বারা যে কোন অবস্থাতেই করানো জায়েয, চাই হজ্ব করানেওয়ালা নিজে সক্ষম হোক আর না হোক। শুধু মুসলমান আর সজ্ঞান ব্যক্তি হলেই অন্যকে দিয়ে তা করাতে পারবে।

যে ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয হল এবং আদায় করার সময়ও পেল, কিন্তু আদায় করল না এবং পরবর্তীতে আদায় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল, এমতাবস্থায় তাঁর উপর অন্যকে দিয়ে হজ্ব করানো ফরয। যদি জীবদ্দশায় হজ্ব করাতে না পারে তাহলে মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব।

আর যদি হজ্ব ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু আদায় করার সময় পেল না অথবা হজ্ব করতে যাওয়ার সময় পথে মৃত্যুবরণ করল, তখন তার থেকে হজ্ব মওকূফ হয়ে যাবে এবং তার উপর হজ্ব করানোর ওসিয়্যত করাও ওয়াজিব নয়। (মুআল্লিমুল হুজ্জাজ)

অক্ষম হওয়ার কারণসমূহ

যাবজ্জীবন বন্দী হওয়া, মৃত্যুবরণ করা, এমন রোগাক্রান্ত হওয়া যা জীবনে সুস্থ হওয়ার নয়, যেমন-অর্ধাংগ, অন্ধ ও লেংড়া হওয়া, কিংবা সওয়ারী বা গাড়ী-ঘোড়ায় ও উঁচু নিচু স্থানে উঠতে-নামতে অক্ষম হওয়া। মহিলার জন্য স্বামী বা উপযুক্ত বালেগ নির্ভরযোগ্য মাহরাম না থাকা। রাস্তা নিরাপদ না হওয়া। এ সকল অপারগতা মৃত্যু পর্যন্ত বাকী থাকা অক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত।

www.pathagar.com

বদলী হজ্বের শর্তসমূহ

নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া ব্যতিরেকে যদি অন্যকে দিয়ে হজ্ব করানো হয়, তাহলে হজ্ব আদায় হবে না।

১। যিনি স্বীয় হজ্ব করাবেন, প্রথমতঃ তার উপর হজ্ব ফরয হতে হবে। যদি কারো উপর হজ্ব ফরয না হতেই তিনি বদলী হজ্ব করান এবং পরে মালদার হন, তখন তার উপর পুনরায় হজ্ব করানো ওয়াজিব হবে। প্রথম হজ্ব নফল হবে- ফরয নয়।

২। হজ্ব ফরয হওয়ার পর অক্ষমতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই যদি কেউ অন্যকে দিয়ে হজ্ব করান, তার হজ্ব আদায় হবে না। এই হজ্ব করানোর পর যদি অক্ষমতা দেখা দেয় তখন দ্বিতীয়বার হজ্ব করাতে হবে। কেননা এখন বদলী হজ্বের হুকুম এসেছে। কারণ, আগে যেটা করানো হয়েছিল সেটা বদলী হজ্বের হুকুমভুক্ত সময়ে করানো হয়নি।

৩। মৃত্যু পর্যন্ত ওযর বাকী থাকা। মৃত্যুর পূর্বে যদি ওযর দূর হয়ে যায় এবং নিজেই হজ্ব পালনে সক্ষম হয়, তখন স্বশরীরে হজ্ব করা ওয়াজিব হবে। যদি অন্যকে দিয়ে হজ্ব করিয়ে থাকে, তবুও নিজের হজ্ব পুনরায় আদায় করতে হবে। তবে যদি দূরারোগ্য ব্যাধি হঠাৎ ভাল হয়ে যায়; যেমন- অন্ধত্ব দূর হয়ে গেল, প্যারালাইসিস রোগ ভাল হয়ে গেল, তাহলে আবার হজ্ব করা ওয়াজিব নয়।

৪। জীবিত ব্যক্তির অন্যকে নিজের হজ্ব করার নির্দেশ দেয়া। যদি কেউ মৃত্যুকালে হজ্ব করানোর ওসিয়্যত করে গিয়ে থাকে, তাহলে ওসিয়্যতকারী বা ওয়ারিসদের হুকুম করা (নির্দেশ দেয়া) শর্ত।

অবশ্য কোন ওয়ারিস যদি তার মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অথবা সন্তান স্বীয় মাতা-পিতার পক্ষ থেকে তাদের মৃত্যুর পর বিনা অনুমতিতেই হজ্ব করে থাকে, তাহলে তা জায়েয হবে। আর যদি মাইয়্যেত ওসিয়্যত না করে থাকে, এমতাবস্থায় ওয়ারিস বা অন্য কোন ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করলে, আশা করা যায় তার ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।

৫। হজ্বের সফরের খরচ নির্দেশদাতাকেই বহন করতে হবে। যদি কেউ এই সমঝোতা করে কাউকে পাঠান যে, আমিও কিছু দিব তুমিও কিছু দিয়ে

www.pathagar.com

হজ্ব করে আস, তখন যার অর্থ বেশী হবে তারই হজ্ব হবে।

৬। ইহ্‌রামের সময় নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে, যদি ইহ্‌রাম বাঁধার সময় শুধু হজ্বের নিয়ত করে এবং হজ্বের কার্য শুরু করার পূর্বে নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে নেয়, তাও দুরুস্ত হবে। আর যদি হজ্বের কার্য শুরু করার পর নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে, তাহলে নির্দেশদাতার হজ্ব হবে না এবং ওই হজ্বের কাজে ব্যয় করা অর্থ নির্দেশদাতাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

নিয়ত অন্তরে অন্তরে থাকলেই যথেষ্ট হবে । তবে মুখে এভাবে বলাও ভাল যে, আমি অমুকের পক্ষ থেকে হজ্ব করার ইহ্‌রাম বাঁধলাম। নির্দেশদাতার নাম ভুলে গেলে শুধু তার কথা স্মরণ করে নিয়ত করলেও হয়ে যাবে। নিদের্শদাতার যদি হজ্ব ফরয হয়ে থাকে, অথচ নায়েবকে তা বলা হয়নি, নায়েবও কোন নিয়ত করেনি এ অবস্থায় হজ্ব করে আসলে নির্দেশদাতার ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। আর যদি নায়েব নফল হজ্বের নিয়ত করে থাকে, তাহলে ফরয হজ্ব আদায় হবে না।

৭। শুধু এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করা। যদি দুই ব্যক্তির পক্ষ থেকে নিয়ত করে, তাহলে কারো হজ্ব হবে না। তখন হজ্ব আদায়কারীর পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় হবে এবং নির্দেশদাতাদ্বয়ের টাকা ফেরৎ দিতে হবে। হজ্ব করার পর একজনের জন্য তা নির্ধারিত করে দেয়াও গ্রহণযোগ্য হবে না।

আর যদি কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে কোন দুই ব্যক্তির পক্ষ থেকে অথবা মাতা-পিতা উভয়ের জন্য একই ইহ্‌রামে হজ্ব করার নিয়ত করে হজ্বের কার্য শুরু করার আগে বা পরে কারো জন্য খাস করে নেয় বা উভয়ের জন্যই নিয়ত রাখে, তা দুরুস্ত হবে। কেননা এ হজ্বের মালিক সে নিজেই। কাজেই সে যাকে বা যতজনকে এ হজ্বের সওয়াব দান করুক-না কেন, তা সে করতে পারে। তবে এতে মাতা-পিতার ফরয হজ্ব আদায় হবে না।

৮। শুধু এক হজ্বের ইহ্‌রাম বাঁধা। যদি প্রথম কারো পক্ষ থেকে ইহ্‌রাম বাঁধে এবং তারপর নিজের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে নির্দেশদাতার হজ্ব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বিতীয় ইহ্‌রাম বাতিল করে।

www.pathagar.com

৯। মামূর স্বয়ং আমেরের হজ্ব করা । আমের যদি কাউকে নির্দিষ্ট করে দেয়, অতঃপর সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি যদি কোন কারণবশতঃ অপর কোন ব্যক্তি দ্বারা হজ্ব করিয়ে দেয়, তবে এ হজ্ব হবে না। সে অবস্থায় উভয়েই জামিন হবে। অর্থাৎ মামূর ও দ্বিতীয় মামূর উভয়ে মিলে ব্যয়কৃত টাকা ফেরৎ দিতে হবে। আর যদি নির্দেশদাতা প্রথম থেকেই অনুমতি দিয়ে থাকেন যে, তুমি নিজে কর বা অন্যকে দিয়ে করাও আমার কোন আপত্তি নেই, তখন এরূপ করলে হজ্ব হয়ে যাবে। নির্দেশদাতার উচিত এ ধরনের এখতিয়ার দিয়ে রাখা, তাহলে কোন ওযর দেখা দিলে অন্তত অন্যকে দিয়েও হজ্ব করিয়ে নিতে পারবে।

১০। নির্দিষ্ট মামূর নির্ধারিত হওয়া। যদি নির্দেশদাতা এভাবে নির্ধারিত করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার হজ্ব করবে অন্য কেউ নয়, সে অবস্থায় যদি উক্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে অন্য কেউ হজ্ব করলে জায়েয হবে না। আর যদি এভাবে বলে যে, অমুক ব্যক্তি হজ্ব করবে, কিন্তু অন্য ব্যক্তি হজ্ব করতে পারবে না- এ কথা না বলে থাকে এবং সে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি মারা যায়, সে অবস্থায় অন্য কাউকে দিয়ে হজ্ব করিয়ে দিলে তা জায়েয হবে।

যদি কেউ ওসিয়্যত করে যায় যে, অমুক ব্যক্তি যেন আমার হজ্ব করে। এ অবস্থায় যদি উক্ত ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে ওয়ারিসগণ অন্য কাউকে দিয়ে হজ্ব করালেও তা জায়েয হবে। এমনকি মামূরের অস্বীকৃতি ছাড়াও যদি অন্যকে দিয়ে হজ্ব করানো হয়, তবুও জায়েয হবে।

১১। ওসিয়্যতকারীর বাসস্থান হতে হজ্ব করানো। যদি তার এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা সম্ভব হয় অথবা ওসিয়্যতকারীর নিজ মীকাত থেকে কাউকে দিয়ে ওই এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা হজ্ব করানো সম্ভব হয়।

১২। যানবাহনে চলাচল করে হজ্ব করা। যদি এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা সম্ভব হয়। আর যদি কেউ পায়ে হেঁটে হজ্ব করে তাহলে নির্দেশদাতার হজ্ব হবে না। তখন মামূরের জন্য আমেরকে টাকা ফেরৎ দেয়া ওয়াজিব হবে। তবে যদি পায়ে হাঁটার দরুন খরচ কিছু কম হয়ে থাকে তাহলে জায়েয হবে।

www.pathagar.com

খরচ এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে অধিকাংশকে মূল্যায়ন করা হবে, যদি অধিকাংশ খরচ আমেরের পক্ষ থেকে করে থাকে অথবা অধিকাংশ পথ যানবাহনে চলে থাকে, তাহলে হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় আদায় হবে না।

১৩। হজ্ব অথবা উমরাহ্ যেটা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয় সেটাই করা। তার বেশী কিছু করলে হজ্ব হবে না। যেমন, কাউকে হজ্ব করার হুকুম করা হল, সে প্রথমে উমরাহ্ করার পর মীকাতে ফিরে এসে পুনরায় হজ্বের ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্ব করল, (সে বছরই বা তার পরবর্তী বছর) তখন নির্দেশদাতার হজ্ব হবে না।

১৪। আমেরের বিরোধিতা না করা। আমের যদি ইফরাদের অর্থাৎ শুধু হজ্বের হুকুম করে থাকে, আর মামূর তামাত্তু' করে, তাহলে বিরোধিতা হবে এবং জরিমানা দিতে হবে। আর তখন হজ্ব মামূরের পক্ষ থেকে আদায় হবে। এভাবে যদি ক্বিরান হজ্ব করে তবুও বিরোধিতা হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে যদি আমেরের নির্দেশে করা হয় তাহলে জায়েয হবে। কিন্তু ক্বিরানের 'দম' মামূরকে নিজ পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। আমেরের টাকা থেকে দম দেয়া জায়েয হবে না এবং তামাত্তু' করা অনুমতিক্রমেও জায়েয হবে না। যদি অনুমতিক্রমে তামাত্তু' করে তাহলে মামূরের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। অপরদিকে আমেরের হজ্বও হবে না।

১৫। মামূর কর্তৃক হজ্বকে বিনষ্ট না করা। যদি উকূফে আরাফার পূর্বে সহবাসের মাধ্যমে হজ্ব বিনষ্ট করে দেয়, তাহলে আমেরের হজ্ব আদায় হবে না। ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে এবং হজ্ব বিনষ্টের কাযা মামূরের নিজ মাল দ্বারা আদায় করা ওয়াজিব হবে এবং কাযাও মামূরের পক্ষ থেকে গণ্য হবে। ওই কাযা দ্বারা আমেরের হজ্ব আদায় হবে না। আমেরের জন্য যদি হজ্ব করতে চায় তাহলে অন্য হজ্ব করতে হবে।

১৬। হজ্ব ছুটে না যাওয়া। যদি হজ্ব ছুটে যায়, তাহলে আমেরের হজ্ব হবে না। যদি মামূরের অলসতার কারণে বা তার কাজের দরুন হজ্ব ছুটে

www.pathagar.com

যায়, তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ছুটে থাকে তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

১৭। আমের-মামূর উভয়েই মুসলমান হওয়া।

১৮। আমের-মামূর উভয়েই আকেল (বিবেকসম্পন্ন) হওয়া।

১৯। মামূরের এতটুকু জ্ঞান থাকা যে, হজ্বের সমস্ত কাজ বুঝে-শুনে করতে পারে।

বিনিময়ের ভিত্তিতে হজ্ব করা বা করানো জায়েয নেই। এ জন্যে এমন শব্দ দ্বারা যেন নির্দেশ দেয়া না হয়, যাতে বিনিময় বুঝা যায়। কিন্তু যদি কেউ বিনিময়ের উপর হজ্ব করে, তাহলে হজ্ব আমেরেরই হবে এবং মামূর থেকে বিনিময় ফিরিয়ে নেয়া যাবে। মামূরকে শুধু খরচ পরিমাণ টাকা দিয়ে দিতে হবে।

যে ব্যক্তি নিজের হজ্ব করেনি, সে যদি অন্য কারো পক্ষ থেকে হজ্ব করে, তাহলে হজ্ব হয়ে যাবে; কিন্তু মাকরূহ হবে। এমন ব্যক্তি দ্বারা হজ্ব করানো উচিত, যিনি আলেম এবং মাসায়েল সম্পর্কেও খুব ওয়াকেফহাল, আর নিজ ফরয হজ্বও আদায় করেছেন।

বদলী হজ্ব শেষে মামূর ব্যক্তির আমেরের দেশে প্রত্যাবর্তন করা উত্তম, যদি কোন মামূর মক্কা মুকাররমায় (বৈধভাবে) থেকে যায়, তাতেও কোন দোষ নেই।

বদলী হজ্বকারীর খরচ

বদলী হজ্বকারীকে এ পরিমাণ পথ খরচ দিতে হবে, যেন সে আমেরের দেশ থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত মধ্যমভাবে যাওয়া-আসা করতে পারে। খরচ একেবারে কমও করবে না আবার অতিরিক্তও করবে না। সফর শেষে যদি টাকা বেঁচে যায় তা আমেরকে ফেরৎ দিতে হবে, আর যদি কিছু অতিরিক্ত লাগে আমেরের তাও মামূরকে দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি আমের তা ফেরৎ না নেন, তাহলে সে টাকা মামূরের জন্য হালাল হবে।

www.pathagar.com

মক্কা শরীফে যিয়ারতের স্থানসমূহ

১। হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর যে গৃহে হযরত ফাতেমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন এবং হিজরতের সময় পর্যন্ত হুযূর (সাঃ) যেখানে বসবাসরত ছিলেন। কোন কোন উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, এ স্থানটি মক্কা মুকার্‌রমার মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থান থেকে উত্তম। একসময় সেখানে মসজিদে আবূ বকর সিদ্দীক ছিল। বর্তমানে এর কোন চিহ্ন নেই।

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মস্থান; যা বায়তুল্লাহ শরীফের পূর্ব দিকে 'শিআবে আলীতে' অবস্থিত।

৩। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর গৃহ; যেখানে দু'খানা পাথর ছিল। এর একটি হুযূর (সাঃ)-কে সালাম করেছিল, অপরটিতে হুযূর (সাঃ) নিজে হেলান দিয়ে বসতেন।

৪। হযরত আলী (রাঃ)-এর জন্মস্থান; যা শিআবে বনী হাশেমে অবস্থিত।

৫। দ্বারে আরকাম। যেখানে হযরত উমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত স্থানকে বর্তমানে সাফার মধ্যে শামিল করে নেয়া হয়েছে।

কবরস্থান

জান্নাতুল মা'লা ঃ জান্নাতুল মা'লা হল মক্কা মুকাররমার কবরস্থান। এটি জান্নাতুল বাকী' অর্থাৎ, মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান ব্যতীত সকল কবরস্থান হতে উত্তম। এর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। জান্নাতুল মা'লায় উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদিজা (রাঃ) সহ সাহাবা, তাবেয়ীন এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের যিয়ারতের নিয়তে গমন করবেন এবং সেখানে সুন্নতের খেলাফ কোন কাজ করবেন না।

কবর যিয়ারতের দোয়া ঃ

যখন কোন কবরের নিকট গমন করবেন, তখন এ দোয়াসহ সালাম পাঠ করবেন ঃ

www.pathagar.com

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَنَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম দারা কাউমিম মুমেনীন ওয়া ইন্না ইন্‌শাআল্লাহু বেকুম লাহেকূন। ওয়া নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াতা।

অর্থ ঃ আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে ঈমানদার ঘরবাসী! আমরা আল্লাহ্ চাহেন তো অচিরেই আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহ্র দরগাহে আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

মক্কা শরীফের পবিত্র পাহাড়সমূহ

গারে ছওর (ছওর পাহাড়) ঃ মক্কা শরীফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এ পাহাড়ে তিন রাত্র অবস্থান করেছিলেন। এর চূড়ায় প্রায় এক মাইল উঁচুতে একটি গুহা আছে।

গারে হেরা ঃ মক্কা শরীফ থেকে মিনায় যেতে বাম দিকে পড়ে। এ গুহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের পূর্বে ইবাদত করতেন। এ স্থানে সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছিল।

জাবালে আবূ কুবায়েস (আবূ কুবায়েস পাহাড়) ঃ বায়তুল্লাহ্র সম্মুখে সাফা পাহাড় হয়ে উপরের দিকে উঠে যাওয়া অনুচ্চ পাহাড়টি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, উক্ত স্থানে শাক্কুল কামার (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত) হয়েছিল। কিন্তু বোখারী শরীফের বর্ণনায় বুঝা যায়, শাক্কুল কামার মিনাতে হয়েছিল। জাহেলিয়াতের যুগে ওই পাহাড়ের নাম ছিল 'আমীন'। কেননা, নূহ (আঃ)-এর প্রলয়ের সময় থেকে হাজারে আসওয়াদ উক্ত পাহাড়েই রাখা ছিল। আবূ কুবায়েস নামক এক ব্যক্তি যখন ওই পাহাড়ের উপর বাড়ী করে বসবাস করতে লাগল, তখন মানুষ উক্ত পাহাড়কে জাবালে আবি কুবায়েস বলে অভিহিত করতে থাকে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সকল পাহাড়ের আগে এই পাহাড়কে সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

বিদায়ী তওয়াফ

বহির্বিশ্ব ও মীকাতের সীমানার বাইরে থেকে আগত হাজীদের জন্য দেশে ফেরৎ আসার পূর্বে বিদায়ী তওয়াফ করা জরুরী। ইফরাদ, ক্বিরান বা তামাত্তু' যে প্রকারের হজ্বই আদায় করুক না কেন, এসব হাজীগণ বিদায়ী তওয়াফ না করলে জরিমানার দম দিতে হবে। কেননা, বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব। হজ্ব শেষ করে যখন মক্কা শরীফ থেকে সফর করার ইরাদা করবেন, তখনই বিদায়ী তওয়াফ করবেন। অন্যান্য তওয়াফের ন্যায় বিদায়ী তওয়াফ করে দু'রাকআত নামায আদায় করবেন। সম্ভব হলে বায়তুল্লাহ শরীফের দরজায় এবং মুলতাযামে গিয়ে দোয়া ও কান্নাকাটি করবেন। বিশেষ করে ঈমান, নেক আমল, নিজের ও পরিবারবর্গের জীবনে বার বার হজ্ব নসীব হওয়ার এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য দোয়া করবেন। এরপর বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মায়া ভরা দৃষ্টি রেখে পড়বেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى الْعَوْدَ بَعْدَ الْعَوْدِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ اِلٰى بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمَقْبُوْلِيْنَ عِنْدَكَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ اِنْ جَعَلْتَهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ فَعَوِّضْنِىْ عَنْهُ الْجَنَّةَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান মুবারাকান ফীহে, আল্লাহুম্মারযুকনীল আ'ওদা বা'দাল আ'ওদি আলমাররাতা বা'দাল মাররাতি ইলা বাইতিকাল হারামে অজআলনী মিনাল মাকবুলীনা ইনদাকা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরামে। আল্লাহুম্মা লা-তাজআলহু আখেরাল আ'হদে

www.pathagar.com

মিন বাইতিকাল হারাম, ইন জাআ'লতাহু আখেরাল আ'হদে ফাআও'য়েয্নি আনহুল জান্নাতা ইয়া আরহামার রাহেমীন। ওয়াসাল্লাল্লাহু আ'লা খাইরে খালকিহি মুহাম্মাদিওঁ ওয়াআলিহি ওয়াসাহবিহি আজমাঈন।

অর্থ ঃ "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, অসংখ্য বরকতময় ও উচ্চ পর্যায়ের প্রশংসা। আয় আল্লাহ! আমাকে আপনার পবিত্র ঘরে বারবার আসার তওফীক দিন। হে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ! আমাকে আপনার প্রিয়পাত্র বানিয়ে নিন। আয় আল্লাহ! আপনার পবিত্র ঘরে এ যেন আমার শেষ সাক্ষাৎ না হয়। একান্ত যদি তাই হয়, হে দয়াময় প্রভূ! তবে তার বদলে আমাকে বেহেশত দান করুন।"

তওয়াফের পর স্বাভাবিক অবস্থায় হারাম শরীফ থেকে বের হয়ে আসবেন। অনেকে বিদায়ী তওয়াফ করে বের হয়ে আসার সময় বায়তুল্লাহ শরীফকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে উল্টো চলতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হয়, এমন করা ঠিক নয়।

কোন কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ বিদায়ী তওয়াফের পর আর হারাম শরীফে যান না। অথচ সুযোগ থাকলে বিদায়ী তওয়াফের পরও নামায ও তওয়াফের জন্য হারাম শরীফে যাওয়া উচিত। ইচ্ছা করলে মক্কা শরীফ ত্যাগ করার পূর্বে শেষবারের মত নফল তওয়াফ করে আসতে পারেন।

দমে জিনায়াত বা ক্ষতিপূরণ

'জিনায়াত' শব্দটি 'জিনায়াতুন'-এর বহুবচন। জিনায়াত-এর আভিধানিক অর্থ অপরাধ এবং ভুল-ত্রুটি। হজ্বের ক্ষেত্রে এমন প্রত্যেকটি কাজকে জিনায়াত বলা হয়, যেসব কাজ করা ইহ্রামের অবস্থায় অথবা হরমের জন্য নিষিদ্ধ। ইহ্রামের নিষিদ্ধ কাজ ৮টি ঃ

১। সুগন্ধি ব্যবহার করা, ২। সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা, ৩। মাথা ও মুখ আবৃত করা, ৪। চুল বা পশম পরিস্কার করা, (এমনিভাবে নিজের শরীর থেকে উকুন মারা বা অপসারিত করা,) ৫। নখ কাটা, ৬। সহবাস করা, ৭। হজ্বের ওয়াজিবসমূহ হতে কোন কিছু ছেড়ে দেয়া, ৮। স্থলজ প্রাণী শিকার করা।

হরমের নিষিদ্ধ কাজ ২টি- ১। হরমের কোন প্রাণী শিকার করা অথবা তাকে কষ্ট দেয়া, ২। হরমের বৃক্ষ অথবা ঘাস কর্তন করা।

www.pathagar.com

সাধারণ নীতিমালা

প্রথমেই কিছু মূলনীতি জেনে রাখা উচিত। এতে জিনায়াতের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জিত হবে। বরং এসব বিষয় কণ্ঠস্থ করে ফেলা উচিত।

নিয়ম-১ ঃ যদি কোন নিষিদ্ধ কর্ম বিনা ওযরে সংঘটিত হয় এবং সেই কাজটি পরিপূর্ণরূপেই সম্পাদন করা হয়, তাহলে দম অবশ্যই ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যদি বিনা ওযরে অসম্পূর্ণরূপে করা হয়, তাহলে শুধু সদকাই ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি ওযরবশত অসম্পূর্ণভাবে করা হয়, তবে রোযা অথবা সদকা ওয়াজিব হবে এবং যেটি ইচ্ছা আদায় করলেই চলবে।

নিয়ম-২ ঃ হরমের নিষিদ্ধ কাজ এবং স্থলজ প্রাণী শিকারের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে এখ্তিয়ার রয়েছে। তার সমমূল্যের প্রাণী ক্রয় করে যবেহ করবে যদি ওই টাকায় প্রাণী ক্রয় করা যায়। অথবা তার মূল্য সদকা করে দিতে হবে অথবা তার পরিবর্তে রোযা রাখতে হবে।

নিয়ম-৩ ঃ ইহ্রামের নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হলে 'ক্বিরান' পালনকারীর উপর উমরাহ্ আদায় করার পূর্বে দু'টি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। কেননা, তার দু'টি ইহ্রাম থাকে। আর মুফ্রিদের উপরে একটি মাত্র ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। অবশ্য ক্বারিন যদি বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করেন, তবে শুধু একটি দমই ওয়াজিব হবে।

নিয়ম-৪ ঃ যে জায়গায় ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গে 'দমে মুতলক' বলা হয়, সেখানে তা দ্বারা একটি বকরী অথবা একটি ভেড়া অথবা একটি মেষকে বুঝানো হয়ে থাকে। গরু অথবা উটের সপ্তম অংশও এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। 'দম'-এর মধ্যে কোরবানীর যাবতীয় শর্তই বিবেচ্য।

আস্ত উট অথবা গরু মাত্র দু' ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়। (এক) জানাবত কিংবা হায়েয অথবা নেফাস অবস্থায় তওয়াফ করলে। (দুই) উকূফে আরাফার পরে মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে।

নিয়ম-৫ ঃ যে জায়গায় সাধারণভাবে 'সদকা' বলা হয়, সেখানে এর দ্বারা পৌনে দু'সের গম অথবা সাড়ে তিন সের যব বুঝানো হয়। আর যে জায়গায় সদকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, সে ক্ষেত্রে সেই বিশেষ পরিমাণই উদ্দেশ্য করা হয়। সদকার পরিমাণ আশি তোলার সেরের হিসেবে সাড়ে তিন সের হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

নিয়ম-৬ ঃ হজ্বের ওয়াজিবসমূহ্ যদি বিনা ওযরে ছুটে যায়, তবে ক্ষতিপুরণ ওয়াজিব হয়। আর যদি ওযরবশত বাদ পড়ে, তবে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না।

ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার জন্য মুসলমান, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। কাফের, পাগল ও না-বালেগের উপর কিংবা তাদের পক্ষ হতে তাদের অভিভাবকদের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। অবশ্য কেউ যদি ইহ্রামের পরে পাগল হয়ে যায় এবং তারপর কয়েক বছর পরে হলেও সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে ইহ্রামের নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের ক্ষতিপূরণ এবং কাফ্ফারা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু শেষ জীবনে যখন মৃত্যুর প্রবল আশঙ্কা বিরাজ করে, তখন আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি বিলম্ব করা হয়, তাহলে গুনাহ্ হবে এবং ওসিয়্যত করা ওয়াজিব হবে। যদি উত্তরাধিকারীরা ওসিয়্যত ছাড়াই ক্ষতিপূরণ আদায় করে, তবে আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য উত্তরাধিকারীর জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে রোযা রাখা জায়েয নয়। কাফফারাসমূহ যথাশীঘ্র আদায় করাই উত্তম।

মাসআলা ঃ নিষিদ্ধ কর্ম কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে করুক অথবা ভুলক্রমে, মাসআলা জানুক অথবা না জানুক, স্বেচ্ছায় করুক অথবা কারও চাপের মুখে বলপূর্বক করুক, ঘুমন্ত অবস্থায় করুক কিংবা জাগ্রত অবস্থায়, ধনী হোক অথবা দরিদ্র, নিজে করুক অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় করুক, সক্ষম হোক বা অক্ষম, সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করা বিরাট গুনাহ। এর ক্ষতিপূরণ আদায় করলেও গুনাহ মাফ হয় না। গুনাহ্ মাফ হওয়ার জন্য খালেস তওবা করা জরুরী। নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করলে হজ্ব মাবরূর হয় না। অর্থাৎ মকবূল হজ্বের সওয়াব পাওয়া যায় না।

সুগন্ধি এবং তেল ব্যবহার করা

প্রত্যেক এমন বস্তুকে সুগন্ধি বলা হয়, যার মধ্যে উত্তম ঘ্রাণ পাওয়া যায় এবং একে সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং তা দ্বারা সুগন্ধি তৈরী করা হয়; আর জ্ঞানী-গুণীরা একে সুগন্ধ বা খুশবু হিসাবে গণ্য করেন যেমন-মৃগনাভি, কর্পূর, আম্বর, চন্দন, গোলাপ, যাফ্রান, কুসুম, মেহেদী,

www.pathagar.com

গুল বনফ্‌শা, চামেলী, বেলী, নার্গিস, তিলের তেল, যয়তুনের তেল, খত্‌মী, আগর এবং আরো অন্যান্য আতর ও সুগন্ধি বস্তু।

খুসবু লাগানোর অর্থ শরীর অথবা কাপড়ে এমনভাবে সুগন্ধি লেগে যাওয়া, যাতে শরীর অথবা কাপড় হতে সুগন্ধি আসতে থাকে। যদিও খুশবুর কোন অংশ লেগে না থাকে।

মাসআলা ঃ ফুল এবং সুগন্ধিযুক্ত ফল শুঁকার কারণে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু শুঁকা মাক্‌রূহ।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে খুশবু লাগানো হোক অথবা ভুলক্রমে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, জবরদস্তিক্রমে অথবা স্বেচ্ছায়–প্রত্যেক অবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ শরীর, লুঙ্গি, চাদর, বিছানা এবং কাপড়-চোপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ। এমনিভাবে সুগন্ধিযুক্ত খেযাব, ওষুধ অথবা তেল লাগানো অথবা কোন সুগন্ধিযুক্ত বস্তু দ্বারা শরীর অথবা চুল ধৌত করা অথবা খাওয়া ও পান করা সবই নিষিদ্ধ।

মাসআলা ঃ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই ইহ্‌রামের অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা নাজায়েয।

মাসআলা ঃ যদি কোন সুস্থমস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক মুহরিম কোন পূর্ণাঙ্গ অঙ্গে যেমন ঃ মাথা, গোড়ালী, মুখমণ্ডল, দাড়ি. উরু, হাত, হাতের তালু প্রভৃতির উপরে সুগন্ধি ব্যবহার করেন অথবা এক অঙ্গের চেয়ে বেশী অংশে ব্যবহার করেন, তবে দম ওয়াজিব হবে। যদিও ব্যবহারের সাথে সাথে দূর করে ফেলেন অথবা ধৌত করেন। আর যদি পূর্ণ অঙ্গের উপরে না লাগিয়ে অল্প অথবা অধিকাংশের উপরে সুগন্ধি ব্যবহার করেন অথবা কোন ছোট্ট অঙ্গ যেমন ঃ নাক, কান, চক্ষু, আঙ্গুল, কব্জি, প্রভৃতির উপরে লাগান, তাহলে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ অঙ্গ ছোট-বড় হওয়ার বিবেচনা তখন করতে হবে, যখন সুগন্ধি অল্প হবে। যদি বেশী হয়, তাহলে যদি কেউ বড় অংগের অল্প অংশে অথবা ছোট অঙ্গেও লাগায়, তবুও দম ওয়াজিব হবে। 'অল্প' এবং বেশী' এটি সর্ব সাধারণের প্রচলন অনুযায়ী সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ, যা সাধারণের প্রচলনে 'বেশী' তা বেশী বলে বিবেচিত হবে এবং যা সাধারণের প্রচলনে 'অল্প' তা অল্প বলে সাব্যস্ত হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ ইহ্‌রামের নিয়ত করার পূর্বে খুশবু লাগান এবং

www.pathagar.com

তারপর তা অন্য অঙ্গে লেগে যায়, তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না এবং তা শুঁকাও মাকরূহ্ হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে আতর লাগান এবং ইহ্‌রামের পর তার সুগন্ধি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই, তা যত দীর্ঘকালই স্থায়ী থাকুক না কেন।

মাসআলা ঃ যদি কেউ এক জায়গায় বসে সারা দেহে সুগন্ধি লাগান, তবে শুধু একটি দমই ওয়াজিব হবে। আর যদি বিভিন্ন স্থানে লাগান, তবে প্রত্যেক স্থানের জন্য স্বতন্ত্র দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ দেহের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সুগন্ধি লাগান এবং সব জায়গাকে একত্রিত করলে একটি বড় অঙ্গের সমান হয়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। নতুবা ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা হাতের তালুতে মেহেদী লাগান, তাহলে দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ আতরের দোকানে বসাতে কোন দোষ নাই। অবশ্য শুঁকার নিয়তে বসা মাকরূহ।

মাসআলা ঃ যদি এক মুহ্‌রিম অন্য মুহরিমকে সুগন্ধি লাগিয়ে দেন তাহলে যিনি সুগন্ধি লাগিয়ে দিবেন তার উপরে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। যিনি অন্যকে দিয়ে নিজ দেহে সুগন্ধি লাগাবেন, তার উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যও লাগানো হারাম।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কাপড়ে সুগন্ধি লাগান অথবা সুগন্ধি লাগানো কাপড় পরিধান করেন, আর তা আধা বর্গহাত পরিমিত স্থান অথবা ততোধিক স্থানে লাগানো হয়ে থাকে এবং তা পূর্ণ একদিন অথবা পূর্ণ এক রাত পরিধান করে থাকেন, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি আধা হাত অপেক্ষা কম জায়গায় লাগানো হয় অথবা পূর্ণ এক দিন অথবা একরাত পরিধান করা না হয়, তবে শুধু সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি সুগন্ধি লাগানো কাপড় এমনভাবে সেলাই করা হয়, যা মুহ্‌রিমের জন্য পরিধান করা নিষিদ্ধ; তা পরিধান করলে দু'টি নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হবে।

(এক) সুগন্ধি লাগানো এবং (দুই) সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান। এ কারণে তার উপরে দু'টি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ যদি কেউ চাদর অথবা লুঙ্গির প্রান্তে কর্পূর, আম্বর, মৃগনাভি প্রভৃতি কোন সুগন্ধি বেঁধে নেন এবং এর সুগন্ধি বেশী হয় তবে পূর্ণ একদিন ও একরাত বাঁধা থাকলে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি সুগন্ধি অল্প হয় অথবা পূর্ণ একদিন ও একরাত বাঁধা না থাকে, তাহলে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ যাফ্রান অথবা কুসুম দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পূর্ণ একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তবে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি তদপেক্ষা কম সময় পরিধান করেন, তবে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কাপড়ে ধুপ-ধুনা দেন এবং এতে কাপড়ে খুব বেশী সুগন্ধি লেগে যায়, আর তা একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তবে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি অল্প লেগে থাকে অথবা পূর্ণ একদিন অথবা একরাত পরিধান না করেন, তবে সদকা দিতে হবে। আর যদি মোটেও সুগন্ধি না লাগে, তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ এমন কোন গৃহে প্রবেশ করেন যেখানে ধুপ-ধুনা দেয়া হয়েছিল এবং তাতে যদি কাপড়ে সুগন্ধি অনুভূত হতে থাকে, কিন্তু সুগন্ধি কাপড়ে মোটেও না লাগে, তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ মুহ্‌রিমের জন্য যাফ্রান বা কুমুস রঞ্জিত তাকিয়া বা বালিশে ঠেস দেয়া মাক্রূহ।

মাসআলা ঃ সুগন্ধির কারণে যখন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে, তখন শরীর এবং কাপড় হতে সুগন্ধি দূরীভূত করা ওয়াজিব। যদি কাফ্ফারা আদায় করার পরও তা শরীর হতে অপসারিত করা না হয়, তবে দ্বিতীয় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। যদি কোন গায়ের মুহ্‌রিম ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, তাহলে তাকে দিয়ে সেই সুগন্ধি ধৌত করাবেন, নিজে ধৌত করবেন না। অথবা নিজে পানি ঢালবেন, কিন্তু হাত লাগাবেন না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ প্রচুর পরিমাণ সুগন্ধি খেয়ে ফেলে অর্থাৎ এতবেশী খেল যে, মুখের অধিকাংশ স্থানেই তা লেগে যায়, তবে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু তা তখনই হবে, যখন সরাসরি সুগন্ধি ভক্ষণ করবে। আর যদি কেউ খাদ্যের সঙ্গে সুগন্ধি মিশিয়ে রান্না করে, তবে সুগন্ধির প্রাধান্য থাকলেও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি খাদ্যবস্তু রান্না করা না হয় তবে তার ব্যাখ্যা এই যে, যদি তাতে সুগন্ধি বস্তুর প্রাধান্য থাকে, তবে এতে সুগন্ধি না থাকলেও দম ওয়াজিব হবে। আর যদি

www.pathagar.com

সুগন্ধির প্রাধান্য না থাকে, তাহলে সুগন্ধি পাওয়া গেলেও দম অথবা সদকা কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু মাক্‌রূহ হবে।

মাসআলা ঃ এলাচি-দারচিনি প্রভৃতি গরম মসলার সমন্বয়ে খাদ্য-দ্রব্য রান্না করা এবং তা ভক্ষণ করা জায়েয।

মাসআলা ঃ যদি কেউ পানীয় দ্রব্য যেমন ঃ চা, কফি প্রভৃতিতে সুগন্ধি মিশান, তবে যদি খুশবু প্রাধান্য পায়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি প্রাধান্য না পায়, তবে সদকা দিতে হবে। কিন্তু যদি এমন পানীয় একাধিকবার পান করে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। পানীয় দ্রব্যে খুশবু মিশিয়ে পাক করলে হুকুমের কোন পার্থক্য হয় না অর্থাৎ পানীয় দ্রব্যে খুশবু মিশিয়ে পান করলে তা রান্না করা হোক অথবা না হোক সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ লেমন, সোডা অথবা অন্য কোন পানির বোতল অথবা শরবত– যাতে খুশবু মিশানো হয়নি, তা ইহ্‌রামের অবস্থায় পান করা জায়েয। আর যে বোতলে খুশবু মিশানো হয় এবং যদিও তা নামেমাত্র হয়, তবে তা পান করলে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি উশ্‌নান (এক প্রকার ঘাস) হতে এত ঘ্রাণ বের হয় যে, দর্শক একে উশ্‌নান অথবা সাবান বলে মনে করে, তাহলে সদকা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি কেউ কয়েকবার ব্যবহার করে, অথবা দর্শক একে খুশবু বলে মন্তব্য করে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। খাঁটি সাবান দ্বারা ধৌত করলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ পানের সহিত লং, এলাচি প্রভৃতি খাওয়া মাক্‌রূহ। তবে এ জন্য কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ সুগন্ধি বস্তু ওষুধ হিসাবে লাগায় অথবা যদি এমন ওষুধ লাগায় যাতে সুগন্ধির প্রাধান্য থাকে এবং তা রান্না করা না হয়, এমতাবস্থায় যদি তা একটি বড় অঙ্গের সমান অথবা তদপেক্ষা বেশী না হয়, তবে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন যখমের উপর কয়েকবার সুগন্ধিযুক্ত ওষুধ লাগায় অথবা ওই স্থানে অন্য আরেকটি যখম হয়ে যায় এবং এর উপরেও ওষুধ লাগায় অথবা অন্য আরো কোন স্থান যখম হয়ে যায় এবং প্রথম যখম ভাল না হয় এবং উভয় যখমের উপরেই ওষুধ লাগায়, তাহলে উভয়ের জন্য একই ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হবে। আর যদি প্রথম যখম ভাল হওয়ার পর

www.pathagar.com

দ্বিতীয় যখম হয় এবং তার উপরে সুগন্ধি লাগায়, তাহলে এর জন্য দ্বিতীয় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ যয়তুন অথবা তিলের খাঁটি তেল শরীরের কোন বড় অঙ্গে অথবা এর চেয়ে বেশী অংশে সুগন্ধিস্বরূপ লাগায়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি একে খেয়ে ফেলে অথবা ওষুধস্বরূপ লাগায়, তাহলে ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ যয়তুন অথবা তিলের তেল যখমের উপরে অথবা হাত-পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে লাগায় অথবা নাক-কানে প্রবেশ করায়, তাহলে দম অথবা সদকা কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি তিল অথবা যয়তুনের তেলে সুগন্ধি থাকে, যেমন ঃ গোলাপ অথবা চামেলী প্রভৃতি ফুল মিশানো হয় এবং একে গোলাপ অথবা চামেলীর তেল বলে অভিহিত করা হয়, অথবা অন্য কোন প্রকার সুগন্ধিযুক্ত তেল কোন পূর্ণ অঙ্গে লাগানো হয়, তবে দম ওয়াজিব হবে এবং তদপেক্ষা কম পরিমিত স্থানে লাগালে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ সুগন্ধিহীন সুরমা লাগানো জায়েয। সুগন্ধিযুক্ত হলে সদকা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কেউ যদি দু'বারের বেশী লাগান, তবে দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ সারা মাথা অথবা মাথার এক চতুর্থাংশ মেহেদী দ্বারা খেযাব করেন এবং হাল্‌কা করে মেহেদী লাগায়, তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি খুব গাঢ় করে লাগায় এবং সারা দিন অথবা সারা রাত তা লেগে থাকে, তাহলে দু'টি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এক দিন অথবা এক রাতের কম সময় লাগানো থাকে তাহলে একটি দম এবং একটি সদকা ওয়াজিব হবে। একটি দম খুশবু লাগানোর কারণে এবং অপরটি মস্তক আবৃত করার কারণে। এটি পুরুষদের জন্য হুকুম। মহিলাদের বেলায় শুধু একটি দমই ওয়াজিব হবে। কারণ, তাদের জন্য মস্তক আবৃত করা নিষিদ্ধ নয়।

মাসআলা ঃ সমস্ত দাড়ি অথবা সম্পূর্ণ হাতের তালুতে মেহেদী লাগালে দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ নীলের খেযাব যদি এত গাঢ় হয় যে, মাথা আবৃত হয়ে যায় এবং একদিন অথবা একরাত লাগানো থাকে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। আর তদপেক্ষা কম সময়ের জন্য সদকা ওয়াজিব হবে। তবে যদি হাল্‌কা

www.pathagar.com

করে লাগায় তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।। তবুও সদকা আদায় করা উত্তম।

মাসআলা ঃ কেউ মাথা ব্যথার জন্য খেযাব লাগালেও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ কেউ যদি ইহ্‌রামরে পূর্বে মাথায় আঠা অথবা অন্য কোন বস্তু এত গাঢ় করে লাগায় যে, মাথা আবৃত হয়ে যায়, তবে ইহ্‌রামের অবস্থায় তা বহাল রাখা জায়েয হবে না। অবশ্য অল্প-স্বল্প কোন বস্তু- যা দ্বারা আবৃত হয় না, ইহ্‌রাম আরম্ভ করার সময় হাল্‌কাভাবে লাগানো জায়েয, কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধার পরে এই অল্প পরিমাণ লাগানোও মাক্‌রূহ।

সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা

পুরুষের জন্য ইহ্‌রামের অবস্থায় যে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ তা দ্বারা এমন সব কাপড় বুঝানো হয়, যা পূর্ণ দেহের অথবা কোন অঙ্গের মাপ অনুসারে তৈরী করা হয় এবং তা পুরা দেহ অথবা অঙ্গকে আবৃত করে ফেলে। এ অবস্থা সেলাই-এর মাধ্যমেই হোক কিংবা অন্য কোন উপায়ে হোক এবং এই কাপড় রীতি-অভ্যাস মোতাবেক ব্যবহার করা হয়।

মাসআলা ঃ যদি কোন পুরুষ ইহ্‌রামের অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করেন এবং যেভাবে সাধারণত পরিধান করা হয় তেমনিভাবেই পূর্ণ একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তবে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এ থেকে কম অর্থাৎ এক ঘন্টা পরিমিত সময় পরিধান করেন, তবে পৌণে দুই সের গম সদকা করবেন। আর যদি এক ঘন্টা হতে কম সময় পরিধান করেন, তাহলে এক মুষ্টি গম সদকা করবেন। আর একদিনের বেশী যতদিনই পরিধান করেন, একটি দমই ওয়াজিব হবে। যদি কেউ রাতে তা এ নিয়তে খুলে রাখেন যে, সকালে পরবেন এবং প্রত্যহ এভাবে রাত্রে খুলে রেখে পরবর্তী ভোর থেকে পুনরায় পরেন তবুও একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই নিয়তে না খুলবেন যে, এখন হতে আর পরব না। যদি কেউ এ নিয়তে খুলে থাকেন যে, আর পরবেন না এবং তারপরও পরেন, তাহলে দ্বিতীয় কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে, চাই প্রথম কাফ্‌ফারা আদায় করে থাকুক বা না থাকুক।

মাসআলা ঃ একদিন অথবা একরাত বলতে একদিন অথবা একরাত পরিমিত সময় বুঝতে হবে, চাই পূর্ণ দিন অথবা পূর্ণ রাত হোক আর না

www.pathagar.com

হোক। যেমন, কেউ দিনের মাঝামাঝি থেকে রাতের মাঝামাঝি পর্যন্ত অথবা মধ্যরাত হতে মধ্যদিন পর্যন্ত যদি পরিধান করেন, তবুও দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ সারাদিন কাপড় পরার জন্য দম আদায় করেন এবং কাপড় না খোলেন বরং তা পরিধান করেই থাকেন, তাহলে দ্বিতীয় দম ওয়াজিব হবে। আর যদি দম আদায় না করেন এবং কয়েক দিন পরার পর খোলেন, তাহলে একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কয়েকটি সেলাইকৃত কাপড় যেমন ঃ কোর্তা, পায়জামা, পাগড়ী প্রভৃতি একই প্রয়োজনে অথবা সব কয়টি বিনা প্রয়োজনে একই মজলিসে অথবা কয়েক মজলিসে একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তাহলে একই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর যদি একটি প্রয়োজনবশতঃ এবং অন্য কাপড় বিনা প্রয়োজনে পরিধান করেন, তাহলে ২টি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কারো একটি জামা পরিধান করার প্রয়োজন হয় এবং তদস্থলে দুটি জামা পরিধান করেন অথবা টুপির প্রয়োজন ছিল কিন্তু পাগড়ীও বাঁধেন, তবে একটি মাত্র কাফ্ফারাই দিতে হবে। অথবা কারো যদি একই মজলিসে পাগড়ী ও জামা পরার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তিনি একই সময়ে উভয়টিই পরেন, তাহলে একটি কাফ্ফারাই দিতে হবে। আর যদি শুধু জামার প্রয়োজন ছিল, পাগড়ীর প্রয়োজন ছিল না, তবুও তিনি পাগড়ীও পরেন, তবে ২টি কাফ্ফারা দিতে হবে। একটি প্রয়োজনের জন্য এবং অন্যটি বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য।

মাসআলা ঃ যদি কেউ সেলাইযুক্ত কাপড় পরে ইহ্রাম বাঁধেন এবং একদিন অথবা একরাত পরিমিত সময় তা পরে থাকেন, তাহলে দম ওয়াজিব হবে এবং তার চেয়ে কম সময়ের জন্য সদকা প্রদান করতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ জ্বরের কারণে সেলাই করা কাপড় পরেন, কিন্তু জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরও সে কাপড় না খোলেন এবং তারপর আবার জ্বর দেখা দেয় অথবা অন্য কোন অসুখ দেখা দেয়, তাহলে দু'টি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। সারকথা এই যে, প্রত্যেক অসুখকে স্বতন্ত্র কারণ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং প্রত্যেকটিরই জন্য সেলাইকৃত কাপড় ব্যবহার করায় স্বতন্ত্র কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ যদি কেউ প্রয়োজনের দরুন সেলাইযুক্ত কাপড় পরেন এবং পরে প্রয়োজন না থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হন, কিন্তু তবু তা পরে থাকেন, তাহ্‌লে যদি একদিন অথবা একরাত পরিমাণ সময় পরে থাকেন, তবে দম ওয়াজিব হবে। অন্যথায় সদ্‌কা দিতে হবে। আর যদি নিশ্চিত না হন; বরং সন্দেহ্ থাকে, তাহলে শুধু একটি কাফ্‌ফারাই দিতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে প্রবল জ্বর আসে অথবা কোন শত্রুর মোকাবেলা থাকে এবং তার জন্য প্রত্যহ্ কাপড় পরিধান করতে ও খুলতে হয়, তবে তাকে একটি মাত্র কারণ বলে গণ্য করা হবে এবং একটি মাত্র কাফ্‌ফারাই ওয়াজিব হবে। আর যদি দ্বিতীয় শত্রু উপস্থিত হয়, তবে সেটি দ্বিতীয় কারণ বলে গণ্য হবে এবং সে জন্য দ্বিতীয় কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কোর্তাকে চাদরের ন্যায় জড়িয়ে নেন অথবা লুঙ্গির ন্যায় বাঁধেন, অথবা পায়জামাকে গায়ে জড়িয়ে নেন, তাহ্‌লে কিছুই ওয়াজিব হবে না। এর অর্থ এই যে, সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করার নিয়ম রয়েছে। কেউ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করে পরলে ক্ষতিপুরণ ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ চাদরকে রশি দ্বারা বাঁধলে কিছুই ওয়াজিব হবে না, কিন্তু তা মাক্‌রূহ্।

মাসআলা ঃ যদি শুধু পায়জামা সঙ্গে থাকে এবং অন্য কোন কাপড় না থাকে; আর এ কারণে সেটি না ছিড়ে যথারীতি পরেন, তাহ্‌লে ওই পায়জামা যদি এত বড় হয় যে, সেটি ছিঁড়ে লুঙ্গি বানানো যেতে পারে, তবে দম ওয়াজিব হবে। নতুবা ফিদ্‌ইয়া অর্থাৎ সাধারণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য ইহ্‌রামের অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা জায়েয আছে। এজন্য তাদের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি এক মুহ্‌রিম অপর মুহ্‌রিমকে কাপড় পরিয়ে দেন, তাহ্‌লে যিনি পরিয়ে দিবেন তার উপরে কোন ক্ষতিপূরণ নেই, কিন্তু গুনাহ্ হবে এবং পরিধানকারীর উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ ইহ্‌রামের অবস্থায় মোজা অথবা বুট জুতা পরিধান করা নিষিদ্ধ। যদি জুতা না থাকে, তাহলে একে টাখনুর উপরের অংশসহ পায়ের

www.pathagar.com

মধ্যবর্তী উত্থিত হাড়ের নীচ হতে কেটে পরিধান করা জায়েয। এভাবে কেটে পরলে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর যদি এমন জুতা বা মোজা– যা পায়ের মাঝখানের উত্থিত হাড় আবৃত করে ফেলে, তা না কেটে একদিন অথবা একরাত পর্যন্ত পরেন, তাহলে দম ওয়াজিব হবে এবং এর চেয়ে কম সময়ের জন্য সদ্‌কা প্রদান করতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি মোজা কেটে পরার পর চপ্পল অথবা এমন কোন জুতা পেয়ে যান, যা পায়ের মাঝখানের হাড়কে আবৃত করে না, তাহলে সেই কাটা মোজা খুলে ফেলা জরুরী নয়। যদি সেটিই পরে থাকেন, তবে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু চপ্পল থাকাবস্থায় তা পরিধান করা মাকরূহ।

মাসআলা ঃ লৌহ-নির্মিত বর্ম এবং বৃষ্টি নিরোধক টুপিবিশিষ্ট ওভারকোট পরিধান করাও নাজায়েয।

মাথা এবং মুখমণ্ডল আবৃত করা

মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা এবং মুখমণ্ডল আবৃত করা নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্য শুধু মুখমণ্ডল আবৃত করা নিষিদ্ধ। যদি কোন পুরুষ ইহ্‌রাম অবস্থায় সমগ্র মাথা অথবা মুখমণ্ডল কিংবা মুখমণ্ডলের এক চতুর্থাংশ এমন কোন বস্তু দ্বারা আবৃত করেন, সাধারণতঃ যেসব বস্তু দ্বারা আবৃত করা হয়ে থাকে যেমনঃ পাগড়ী, টুপি অথবা অন্য কোন কাপড়, তা সেলাইযুক্ত হোক অথবা সেলাইবিহীন, নিদ্রিতাবস্থায় হোক অথবা জাগ্রতাবস্থায়, ইচ্ছাকৃত হোক অথবা ভুলক্রমে, স্বেচ্ছায় হোক অথবা বলপূর্বক, নিজে আবৃত করুক অথবা অন্য কারো দ্বারা আবৃত করা হয়ে থাকুক, ওযরবশতঃ হোক অথবা বিনা ওযরে– সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ পূর্ণ একদিন অথবা একরাত বা তদপেক্ষা বেশী সময় মাথা অথবা মুখমণ্ডল অথবা এর চতুর্থাংশ কোন কাপড় দ্বারা আবৃত করে অথবা কোন মহিলা শুধু মুখণ্ডলকে আবৃত করেন, তবে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি চতুর্থাংশ হতে কম আবৃত করে, অথবা একদিন অথবা একরাত হতে কম সময় আবৃত করে, তাহলে শুধু সদ্‌কা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ এমন বস্তুর দ্বারা মাথা আবৃত করে যা দ্বারা সাধারণতঃ আবৃত করা হয় না (যেমন ঃ বড় থালা, পেয়ালা, টুকরী, পাথর,

www.pathagar.com

লোহা, তামা ইত্যাদি)– তাহলে কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ মাথায় কাদার প্রলেপ দেন, তবে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ নিদ্রিতাবস্থায় কোন মুহ্‌রিমের মাথা আবৃত করে দেন, তাহলে তা যদি বিনা ওযরে করে থাকেন, তবে অবশ্যই দম ওয়াজিব হবে। আর যদি ওযরবশতঃ করে থাকেন তাহলে দম অথবা 'জায়া'-এর মধ্যে এখ্‌তিয়ার থাকবে এবং এ দম মুহ্‌রিমের উপরই ওয়াজিব হবে।

চুল বা লোম মুণ্ডন এবং ছাঁটা

মাসআলা ঃ চুল বা লোম মুণ্ডন করা, ছাঁটানো, উপড়ানো, চুন অথবা লোমনাশক দ্বারা দূরীভূত করা, জ্বালানো ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের একই হুকুম। ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই।

মাসআলা ঃ নিজে নিজে লোম মুণ্ডাক অথবা অন্যের সাহায্যে, জবরদস্তিমূলক অথবা সন্তুষ্টচিত্তে, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলক্রমে সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ মাথা অথবা দাড়ির এক চতুর্থাংশ অথবা এর চেয়ে বেশী পরিমাণ চুল ইহ্‌রাম খোলার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দূরীভূত করেন অথবা করান, তবে দম ওয়াজিব হবে এবং এর চেয়ে কমের ক্ষেত্রে সদ্‌কা প্রদান করতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা হালাল হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এক আঙ্গুল সমান মাথার চতুর্থাংশ অথবা এর চেয়ে বেশী অংশের চুল ছেঁটে ফেলেন তাহলে দম ওয়াজিব হবে এবং চতুর্থাংশ থেকে কমের ক্ষেত্রে সদ্‌কা প্রদান করতে হবে।

মাসআলা ঃ পুরা ঘাড় অথবা পুরা বগল অথবা নাভির নিম্ন দেশের পশম দূর করলে দম ওয়াজিব হবে; আর এর চেয়ে কমের ক্ষেত্রে সদ্‌কা করতে হবে।

মাসআলা ঃ কেউ যদি সারা বুক, উরু অথবা পায়ের গোছার লোম কামিয়ে ফেলেন অথবা উভয় গোঁফ ছেঁটে ফেলেন তাহলে সদ্‌কা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন টেকোর মাথায় চতুর্থাংশ পরিমাণ চুল থাকে আর তা কামিয়ে ফেলেন, তাহলে দম ওয়াজিব হবে এবং কমের ক্ষেত্রে সদ্‌কা করতে হবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম একই মজলিসে মাথা, দাড়ি, উভয় বগল এবং সারা দেহের পশম কামিয়ে ফেলেন, তবে একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হবে। আর যদি বিভিন্ন মজলিসে কামান, তাহ্‌লে প্রত্যেক মজলিসের জন্য পৃথক পৃথক হুকুম হবে এবং প্রত্যেক মজলিসের ক্ষতিপূরণের জন্য স্বতন্ত্র হিসাব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম ইহ্‌রামের অবস্থায় মাথা কামান এবং এর দমও আদায় করেন; আর তারপর খোদা না করুন দাড়ি কামিয়ে ফেলেন, তাহ্‌লে দ্বিতীয় দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম চার মজলিসে এক চতুর্থাংশ করে মাথা মুণ্ডন করেন এবং মাঝখানে কোন কাফ্‌ফারা প্রদান না করেন, তাহ্‌লে একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম বিভিন্ন জায়গা হতে অল্প অল্প করে মাথা মুণ্ডন করে এবং তার সমষ্টি মাথার এক চতুর্থাংশের সমান হয়, তবে দম ওয়াজিব হবে। নতুবা সদ্‌কা দিতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি রুটি ভাজতে গিয়ে কোন ব্যক্তির অল্প কিছু চুল পুড়ে যায়, তবে সদ্‌কা প্রদান করতে হবে। আর যদি অসুখ-বিসুখের কারণে কিছু চুল পড়ে যায় অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়ে যায়, তাহ্‌লে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি ওযূ করতে গিয়ে অথবা অন্য কোন ভাবে কারো মাথা অথবা দাড়ি হতে তিনটি চুল পড়ে যায়, তাহ্‌লে এক মুষ্টি গম সদ্‌কা করতে হবে। আর যদি নিজে উঠিয়ে ফেলেন, তাহ্‌লে প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে এক মুষ্টি করে গম দান করতে হবে। যদি কেউ তিন-এর অধিক চুল উঠিয়ে ফেলে, তাহ্‌লে পৌণে দুই সের গম সদ্‌কা করতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহরিম অপর মুহ্‌রিমের মাথার এক চতুর্থাংশ মুণ্ডন করে দেন, তবে যিনি মুণ্ডন করে দিবেন তার উপর সদ্‌কা এবং যার মাথা মুণ্ডানো হবে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন হালাল ব্যক্তির মাথা মুণ্ডিয়ে দেন, তাহ্‌লে হালাল ব্যক্তির উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। মুহ্‌রিমকে সামান্য কিছু সদ্‌কা প্রদান করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন হালাল ব্যক্তি কোন মুহ্‌রিমের মাথা মুণ্ডন করেন, তাহ্‌লে মুহ্‌রিমের উপর দম এবং হালাল ব্যক্তির উপর পূর্ণ সদ্‌কা অর্থাৎ পৌণে দুই সের গম ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ চোখের মধ্যে পতিত চুল দূরীভূত করা জায়েয এবং এর জন্য কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন মুহ্‌রিম অথবা হালাল ব্যক্তির গোঁফ মুণ্ডন করে দেন কিংবা কেটে দেন অথবা নখ কাটেন, তবে সে জন্য ইচ্ছা মত একটা কিছু সদ্‌কা করে দিলেই চলবে।

নখ কর্তন করা

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম একই মজলিসে এক হাত অথবা এক পা অথবা উভয় হাত অথবা উভয় পা অথবা উভয় হাত-পায়ের নখ কর্তন করেন তাহলে একটি মাত্র দম ওয়াজিব হবে। আর যদি চার অঙ্গের নখ চার মজলিসে কর্তন করেন, তাহলে চারটি দম ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যদি এক মজলিসে এক হাতের নখ কাটেন এবং অন্য মজলিসে অন্য হাতের কাটেন, তাহলে ২টি দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ ভাঙ্গা নখ তুলে ফেলার দরুন কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ নখ ও আঙ্গুলসহ নিজের হাত কেটে ফেলেন, তাহলে দম বা সদ্‌কা কিছুই দিতে হবে না।

হুঁশিয়ারি ঃ

১। যদি কেউ ওযরবশতঃ কোন নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করে ফেলেন এবং দম ওয়াজিব হয়ে যায়, তাহলে তা আদায়ের ব্যাপারে তার অধিকার থাকবে। তিনি দমও দিতে পারবেন কিংবা ছয় জন মিসকীনকে সাড়ে দশ সের গম দিয়ে দিবেন অথবা তিনটি রোযা রাখবেন। চাই তিনি গরীবই হন বা ধনী। আর যদি তার উপর সদ্‌কা ওয়াজিব হয়ে থাকে, তবে রোযা এবং সদ্‌কার মধ্যে এখতিয়ার থাকবে। যেটি ইচ্ছা আদায় করলেই চলবে। বিনা ওযরে নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করার জন্য যে ক্ষেত্রে দম অথবা সদ্‌কা ওয়াজিব হয়, তা সুনির্দিষ্টভাবেই ওয়াজিব হয়। এতে রোযা রাখার কোন অধিকার নেই।

২। যে ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে দম ওয়াজিব হয়, সেখানে দম-এর পরিবর্তে খাদ্য প্রদান অথবা রোযা জায়েয হবে না।

৩। শরীয়তসম্মত ওযর হলো ঃ

(ক) সব ধরনের জ্বর। (খ) অত্যধিক ঠান্ডা (গ) অত্যধিক গরম (ঘ) যখম–ফোস্কা উঠার কারণে হোক অথবা অস্ত্রের কারণে। (ঙ) পুরা

www.pathagar.com

মাথা জুড়ে অথবা অর্ধেক মাধায় ব্যথা। (চ) মাথায় খুব বেশী উকুন হওয়া। (ছ) শিঙ্গা লাগানো। (জ) অসুখ অথবা ঠাণ্ডার দরুন মৃত্যুর প্রবল আশংকা সৃষ্টি হওয়া। (ঝ) যুদ্ধের জন্য অস্ত্র সজ্জিত হওয়া।

৪। নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই দম যবেহ করলে যথেষ্ট হবে না। বরং পরে যবেহ করা শর্ত।

৫। গম অথবা আটা দ্বারা সদ্‌কা ইংরেজী সেরের হিসাবে ১ সের সাড়ে বার ছটাক এবং যব ও যবের আটা, খেজুর, কিশ্‌মিশ দ্বারা তিন সের ৯ ছটাক প্রদান করতে হবে। তার মূল্য সদ্‌কা করাও জায়েয; বরং মূল্য সদ্‌কা করাই উত্তম।

সহবাস ইত্যাদি সংঘটিত করা

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম কামনার সাথে কোন মহিলা অথবা বালককে চুম্বন করে অথবা জড়িয়ে ধরে অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করে অথবা সামনের এবং পিছনের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সঙ্গম করে অথবা লজ্জাস্থানের সাথে লজ্জাস্থান মিলায় তাহলে দম ওয়াজিব হবে, তাতে বীর্যপাত হোক বা না হোক। কিন্তু হজ্জ ফাসেদ হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম কোন মহিলার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকান অথবা অন্তরে তার কামনা করার ফলে বীর্যপাত হয়ে যায় বা স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু গোসল ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম হাত দ্বারা বীর্যপাত ঘটায় অথবা পশুর সাথে সঙ্গম করে অথবা মৃত মহিলা অথবা কামনার উপযুক্ত নয় এরূপ ছোট্ট বালিকার সাথে সহবাস করে, তাহলে যদি বীর্যপাত হয়, তবে দম ওয়াজিব হবে। নতুবা কিছুই ওয়াজিব হবে না এবং হজ্জও ফাসেদ হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন মহিলার সাথে সামনের অথবা পিছনের রাস্তায় যৌন সঙ্গম করে এবং লিঙ্গের অগ্রভাগ ভিতরে ঢুকে পড়ে, চাই নিদ্রিতাবস্থায় হোক অথবা জাগ্রতাবস্থায়, স্বেচ্ছায় হোক অথবা জোর জবরদস্তিক্রমে, ওযরবশতঃ হোক অথবা বিনা ওযরে, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক অথবা ভুলক্রমে, বীর্যপাত হোক অথবা না হোক। যদি উকূফে আরাফার পূর্বে এহেন কর্ম সংঘটিত হয়, তাহলে হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে এবং দমও ওয়াজিব হবে। যদি পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে মুহ্‌রিম হন, তাহলে উভয়ের

www.pathagar.com

উপরেই একটি করে দম ওয়াজিব হবে। দমের জন্য ছাগল বা দুম্বাই যথেষ্ট হবে। অবশ্য তাকে হজ্বের অবশিষ্ট কার্যাবলী বিশুদ্ধ হজ্বের ন্যায় সমাপন করতে হবে আর ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্মসমুহ হতেও বিরত থাকতে হবে। যদি কোন নিষিদ্ধ কর্ম সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে এর কাফ্‌ফারা প্রদান করা ওয়াজিব হবে এবং পরবর্তী বছর হজ্বের ক্বাযা ওয়াজিব হবে-যদি সেটি নফল হজ্বও হয়ে থাকে। হজ্বের এ ক্রিয়া সম্পূর্ণ না করে ইহ্‌রাম হতে বের হতে পারবে না। পরবর্তী বছর ক্বাযা সমাপন করার সময় স্ত্রী হতে পৃথক থাকা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকে, তাহলে ইহ্‌রামের সময় হতে পৃথক থাকা মুস্তাহাব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ উকূফে আরাফার পরে মাথা মুণ্ডন করে এবং তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে হজ্ব ফাসেদ হবে না, কিন্তু তার উপরে একটি গরু অথবা উট কোরবানী করা ওয়াজিব হবে, ছাগল বা দুম্বা যথেষ্ট হবে না।

মাসআলা ঃ তওয়াফ এবং মাথা মুণ্ডানোর পর স্ত্রী সহবাস করলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ মাথা মুণ্ডানো এবং তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে একবার স্ত্রী সহবাস করে এবং এরপর পুনরায় আবার সহবাসে মিলিত হয়; আর দ্বিতীয় সহবাস দ্বারা ইহ্‌রাম হতে হালাল হওয়ার নিয়্যত না করে, তাহলে যদি এক মজলিসে দ্বিতীয় সহবাস করে থাকে, তবে একটি গরু অথবা উট ওয়াজিব হবে। আর যদি দুই মজলিসে করে থাকে, তাহলে প্রথম সহবাসের জন্য একটি গরু অথবা উট এবং দ্বিতীয় সহবাসের জন্য একটি বকরী ওয়াজিব হবে। আর যদি দ্বিতীয় সহবাস ইহ্‌রাম হতে বাহির হওয়ার জন্য করে থাকে, তবে শুধু একটি গরু অথবা উট ওয়াজিব হবে, যদিও তা বিভিন্ন মজলিসেও করে থাকে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ক্বিরান সমাপনকারী ব্যক্তি উমরার তওয়াফ এবং উকূফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে হজ্ব এবং উমরাহ উভয়ই ফাসেদ হয়ে যাবে এবং দমে ক্বিরান রহিত হবে। তাকে হজ্জ ও উমরাহ উভয়টিরই ক্বাযা করতে হবে এবং হজ্ব ও উমরাহ ফাসেদ হওয়ার জন্য দুটি দম আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। হজ্ব ও উমরাহ ফাসেদ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার জন্য অবশিষ্ট কর্মসমূহ সম্পূর্ণ করা ওয়াজিব থাকবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ যদি কোন ক্বিরান সমাপনকারী ব্যক্তি উমরাহ্‌র তওয়াফ এবং উকূফে আরাফার পরে মাথা মুণ্ডানো এবং তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে হজ্ব এবং উমরাহ ফাসেদ হবে না। কিন্তু একটি গরু অথবা উট এবং একটি বকরী ওয়াজিব হবে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথকভাবে দমে ক্বিরানও প্রদান করতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ক্বিরান সমাপনকারী উকূফে আরাফার পূর্বে এবং উমরাহ্‌র তওয়াফ সম্পন্ন করার পর অথবা অধিকাংশ তওয়াফ পূর্ণ করার পর স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে শুধু হজ্বই ফাসেদ হবে, উমরাহ্ ফাসেদ হবে না। এতে তার উপরে হজ্বের ক্বাযা এবং দুটি বকরী ওয়াজিব হবে। একটি হজ্ব ফাসেদ হওয়ার জন্য এবং আরেকটি উমরার ইহ্‌রামের মধ্যে সহবাস করার জন্য। অবশ্য দমে ক্বিরান রহিত হয়ে যাবে। আর যদি মাথা মুণ্ডানোর পর তওয়াফে যিয়ারত সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ আদায় করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে দুটি বকরী ওয়াজিব হবে। কারো কারো মতে হজ্বের জন্য একটি গরু অথবা একটি উট এবং উমরার জন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। শাইখ ইবনে হুমাম এই মতকেই সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। আর যদি মাথা মুণ্ডন না করে তওয়াফে যিয়ারতের চার চক্কর পূর্ণ করে এবং এ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে দুটি বকরী ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন পাগল অথবা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী বালক সহবাস করে ফেলে, তাহলে হজ্ব এবং উমরাহ্ ফাসেদ হয়ে যাবে। কিন্তু তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ও ক্বাযা ওয়াজিব হবে না এবং হজ্বের কার্যাবলী সম্পূর্ণ করাও জরুরী হবে না। তবে ওদের দ্বারা হজ্বের অবশিষ্ট কার্যাবলী সম্পন্ন করানো মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় সহবাসের ব্যাপারে পুরুষ-মহিলা এবং আযাদ-গোলাম সকলের হুকুম একই রকম।

মাসআলা ঃ যদি কেউ সহবাসের অবস্থায় ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে ইহ্‌রাম শুদ্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু হজ্ব ফাসেদ হবে এবং হজ্বের যাবতীয় কাজ পূর্ণ করা জরুরী হবে।

মাসআলা ঃ যদি মুফ্‌রিদের হজ্ব ফাসেদ হয়ে যায় তাহলে তার উপর শুধু হজ্বের ক্বাযা করতে হবে, উমরাহ্‌র ক্বাযা ওয়াজিব হবে না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুনাওয়ারার জাবালে 'ঈর এবং জাবালে সওরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু হরম। জাবালে 'ঈর মদীনা মুনাওয়ারার প্রসিদ্ধ পাহাড়। জাবালে সওর উহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে একটি ছোট্ট পাহাড়ের নাম। এ ব্যাপারে সাধারণভাবে লোকজন অবহিত নয়। কিন্তু 'কামূস' গ্রন্থকার এবং অন্যান্য আলেমগণের মতে এটা বাস্তবভাবে প্রমাণিত আছে যে, সওর মদীনা মুনাওয়ারার উহুদ পাহাড়ের পেছনে একটি ছোট্ট গোলাকার পাহাড়। কিন্তু অন্য রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে হানাফীদের নিকট হরমে মদীনার হুকুম হরমে মক্কার মতো নয়। বরং এর দ্বারা মদীনা মুনাওয়ারার সম্মানই উদ্দেশ্য। এর অর্থ এই যে, মদীনা মুনাওয়ারার সীমানার ভেতরে প্রাণী ধরা এবং এর গাছ-বৃক্ষ কর্তন করা যদিও হারাম নয়, কিন্তু আদবের খেলাফ।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত

খাতিমুল মুরসালীন, সারওয়ারে কায়েনাত, ফখ্‌রে মওজুদাত, তাজ্‌দারে মদীনা, সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত সর্বসম্মতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ নৈকট্য ও সর্বোত্তম সওয়াবের কাজ এবং সম্মান, মর্যাদা ও উন্নতির জন্য সকল মাধ্যমের চেয়ে সর্বোত্তম মাধ্যম। কোন কোন আলেম সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের জন্য এ কাজ ওয়াজিব বলে গণ্য করেছেন।

স্বয়ং ফখ্‌রে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যিয়ারতের প্রতি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যিয়ারত না করবে তাকে অবিবেচক এবং জালেম বলে অভিহিত করেছেন। সে ব্যক্তি বড়ই ভাগ্যবান, যাকে এই দৌলত দ্বারা পুরস্কৃত করা হয় এবং অত্যন্ত দুর্ভাগা সে লোক যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এ সর্বোত্তম নিয়ামত হতে বঞ্চিত থাকে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِيْ كَانَ فِيْ جِوَارِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (مشكوة)

"হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার আশপাশে (প্রতিবেশীর মত) থাকবে।" (মিশকাত)

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ

www.pathagar.com

حَيَاتِيْ - (مشكوة)

"যে ব্যক্তি হজ্ব সম্পন্ন করলো এবং আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করলো, সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার যিয়ারত করলো।" (মিশকাত)

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ - (شرح لباب)

"যে ব্যক্তি হজ্ব পালন করলো, অথচ আমার কবর যিয়ারত করলো না, সে আমার উপর জুল্ম করলো।" (শরহে লুবাব)

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ - (فتح القدير)

"যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, আমার উপর তার জন্য শাফাআত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।" (ফাতহুল কাদীর)

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যিয়ারতের প্রতি উম্মতকে খুবই উৎসাহ দিয়েছেন। এজন্য প্রত্যক মুসলমানের (যাকে আল্লাহ্ স্বচ্ছলতা দান করেছেন) এ পরম সৌভাগ্য অর্জন করা উচিৎ।

মক্কা ও মদীনা শরীফের পথে মসজিদসমূহ

১. মসজিদে বি'রে আলী ঃ একে মসজিদে যুল-হুলায়ফাও বলা হয়। এটা মদীনাবাসীদের মীকাত।

২. মসজিদে মুআররাস ঃ এ স্থানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শেষ রাতে আরাম করেছিলেন। মদীনা শরীফ থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

৩. মসজিদে ইরকুজ যবিয়্যাহ্ ঃ এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছিলেন।

৪. মসজিদুল গাযালাহ্ ঃ এখানেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছিলেন।

৫. মসজিদুছ ছফরা ঃ হযরত আবূ ওবায়দা ইব্নুল হারিছ (রাঃ)-এর কবর এ স্থানে রয়েছে। তিনি বদরের যুদ্ধে যখম হওয়ার পর এ স্থানে ইন্তেকাল করেছেন।

www.pathagar.com

৬. মসজিদে সারেফ ঃ এ স্থানে হযরত উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনা (রাঃ)-এর সঙ্গে হুযূর (সাঃ)-এর নেকাহ্ হয়েছিল।

৭. মসজিদে তানঈম বা মসজিদে আয়েশা ঃ যেখান থেকে সাধারণত উমরার ইহরাম বাঁধা হয়ে থাকে। মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরত্বে উত্তর দিকে অবস্থিত।

যখন মদীনার নিকটবর্তী হবেন, খুব মন নরম করে দোয়া-দরূদ পড়তে থাকবেন। সালাত ও সালাম বেশী বেশী পাঠ করবেন। আর যখন মদীনা শরীফের উপর দৃষ্টি পড়বে, মদীনার গাছ-পালা দেখতে পাবেন তখন বেশী বেশী দোয়া করবেন এবং সালাম পাঠ করবেন।

যিয়ারতের মাসায়েল ও আদব

যার উপর হজ্ব ফরয, তার জন্য হজ্ব আদায়ের পূর্বেও হুযূর (সাঃ)-এর রওযা শরীফের যিয়ারত করা জায়েয। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন হজ্ব ছুটে যাওয়ার আশংকা দেখা না দেয়। এ জন্য আগে হজ্ব সমাপন করা উত্তম। হজ্বযাত্রীরা ইচ্ছা করলে আগে হজ্ব এবং পরে যিয়ারত কিংবা আগে যিয়ারত ও পরে হজ্ব সম্পন্ন করতে পারেন। অবশ্য যে তামাত্তু'কারী ব্যক্তি উমরাহ্ সম্পন্ন করে নিয়েছেন, তার জন্য হজ্ব সম্পন্ন করার পূর্বে মক্কা মুকার্‌রামার বাইরে গমন না করাই উত্তম।

যখন মদীনা মুনাওয়ারা সফর শুরু করবেন, তখন যিয়ারতের নিয়তের সাথে সাথে মসজিদে নববীর যিয়ারতের নিয়তও করবেন। কিন্তু শায়খ ইবনে হুমাম (রহঃ)-এর মতে, শুধু পবিত্র রওযা মোবারকের নিয়ত করাই উত্তম। মসজিদে নববীর যিয়ারতও তার সাথে হাসিল হয়ে যাবে।

যিয়ারতকারীগণ যখন মদীনা মুনাওয়ারা গমন করবেন, তখন রাস্তায় অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন। বরং ফরয এবং প্রয়োজনীয় কাজের পর যে সময়টুকু বাঁচবে, তা সম্পূর্ণভাবে এ কাজেই ব্যয় করবেন। আর অন্তরে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করবেন এবং ভালবাসা প্রকাশে কোন প্রকার ত্রুটি করবেন না। যদি নিজ হতে এ অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তাহলে অন্ততঃ এর ভান করবেন এবং নিজের মধ্যে প্রেমিকদের ন্যায় অবস্থার সৃষ্টি করবেন।

পথে যেসব পবিত্র স্থান পড়বে, সম্ভব হলে সেগুলোর যিয়ারত করবেন এবং যে সকল বিশেষ মসজিদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরামদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত আছে, তাতে নামায আদায় করবেন। শুধু বিলাস ভ্রমণ এবং চিত্তবিনোদনের জন্য মসজিদসমূহে গমন করবেন না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "এটা কিয়ামতের একটি আলামত যে, মানুষ মসজিদসমূহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ অতিক্রম করবে, অথচ তাতে নামায পড়বে না।" (জামেউল ফাওয়াইদিল কবীর) সুতরাং যখনই কোন মসজিদের যিয়ারত করবেন, তখন দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা উচিত। তবে শর্ত হলো, তা যেন মাকরূহ ওয়াক্তে না হয়।

মসজিদে নববীতে নামাযের ফযীলত

মসজিদে নববীতে ই'তেকাফের নিয়তে অধিক পরিমাণ সময় অতিবাহিত করবেন। মদীনা শরীফে থাকা অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে মসজিদে নববীতেই আদায় করবেন। তাকবীরে উলা এবং প্রথম কাতারে শামিল হতে চেষ্টা করবেন। মসজিদে নববীতে এক নামাযের সওয়াব অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার নামায অপেক্ষাও বেশী। নিম্নোক্ত হাদীসে একথা প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ -

"হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "আমার এ মসজিদে আদায়কৃত এক ওয়াক্ত নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অপরাপর মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।" (বোখারী, মুসলিম)

ইব্‌নে মাজা শরীফের এক রেওয়ায়েতে মসজিদে নববীতে আদায়কৃত এক ওয়াক্ত নামাযকে ৫০ হাজার নামাযের সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা

www.pathagar.com

করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ধারাবাহিকভাবে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং এক ওয়াক্ত নামাযও বাদ দিবে না, তার জন্য দোযখ হতে মুক্তির ছাড়পত্র লিখে দেয়া হবে; আর আযাব ও নিফাক (মুনাফেকী) হতেও মুক্তি লিখে দেয়া হবে।

এ জন্য মসজিদে নববীতে জামাআতের সাথে নামায পড়ার বিশেষ চেষ্টা রাখতে হবে। যদি সম্ভব হয় মসজিদে নববীতে স্বতন্ত্রভাবে ই'তেকাফ করবেন এবং কোরআন শরীফ খতম করবেন। মদীনা শরীফে থাকা অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী সদকা-খয়রাত করবেন। মদীনা শরীফের প্রতিবেশী এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন। তাদের সাথে আচার-ব্যবহারে ভালবাসা ও হৃদ্যতা বজায় রাখবেন। যদি তাদের পক্ষ হতে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তবুও ধৈর্যধারণ করবেন এবং ভদ্র ব্যবহার করবেন। ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ও তাদের সাহায্যের নিয়ত করবেন, এতে সওয়াব পাওয়া যাবে।

রওযায়ে জান্নাতে রহ্মতের স্তম্ভসমূহ

রওযায়ে জান্নাতে প্রাচীন মস্জিদে নববীর অভ্যন্তরে সাতটি স্তম্ভ রয়েছে। সেগুলোকে রহমতের খুঁটি বলা হয়। এগুলোর উপরে মর্মর পাথর বসানো রয়েছে এবং বিশেষ কারুকার্য বিদ্যমান। প্রথম কাতারে চারটি স্তম্ভ ভিন্ন রংয়ের পাথরের এবং পার্থক্য করার সুবিধার জন্য এগুলোর গায়ে নাম অঙ্কিত রয়েছে।

১। **হান্নানার স্তম্ভ ঃ** এই স্তম্ভটি সেই খেজুর গাছের গোড়ালির স্থানে তৈরী করা হয়েছে যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর স্থানান্তর হওয়ার সময় উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন করেছিল।

২। **হারাস বা পাহারার স্তম্ভ ঃ** যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হুজরা শরীফে তশরীফ নিতেন, তখন কোন না কোন সাহাবা পাহারা দেয়ার জন্য এখানে এসে বসতেন।

৩। **উফুদ বা প্রতিনিধিবর্গের স্তম্ভ ঃ** বাইর থেকে যে সকল প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য আগমন করতেন, তারা এখানে বসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করতেন।

৪। **আবূ লুবাবার স্তম্ভ ঃ** সাহাবী আবূ লুবাবা (রাঃ) হতে মানবিক

www.pathagar.com

দুর্বলতা স্বরূপ একটি বিশেষ যুদ্ধের সময় একটি ভুল সংঘটিত হয়েছিল। যার বিস্তারিত বর্ণনা পবিত্র কোরআনের ১১ পারায় বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য হযরত আবূ লুবাবা (রাঃ) নিজেকে একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে নেন এবং বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং না খুলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সাথে বাঁধা থাকব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলে দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে আদেশ না দেয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খুলব না। সুতরাং ৫০ দিনের দীর্ঘ অবকাশের পর আল্লাহ্ পাক আবূ লুবাবা (রাঃ)-এর তওবা কবূল করলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র হাত দ্বারা তার বাঁধন খুলে দিলেন।

৫। সারীর বা খাটের স্তম্ভ ঃ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তেকাফ করতেন এবং রাতে আরাম করার জন্য তাঁর বিছানা মোবারক এখানেই স্থাপন করা হতো।

৬। জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর স্তম্ভ ঃ হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) যখনই হযরত দেহ্ইয়া কালবী (রাঃ)-এর আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানেই উপবিষ্ট দেখা যেত।

৭। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্তম্ভ ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার মসজিদের ভেতরে এমন একটি জায়গা রয়েছে, যদি লোকজন সেখানে নামায পড়ার ফযীলত সম্পর্কে অবগত থাকত, তাহলে সেখানে জায়গা পাবার জন্য লটারীর প্রয়োজন দেখা দিত। ওই সময় হতে সাহাবীগণ সেই জায়গাটি চিহ্নিত করার জন্য তালাশ অব্যাহত রাখেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর ভাগ্নে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যুবায়ের (রাঃ)-কে সেই জায়গাটি চিনিয়ে দেন। সেখানেই বর্তমানে এই স্তম্ভটি রয়েছে। উপরোক্ত স্তম্ভসমূহের নিকটে গিয়ে দোয়া করবেন।

প্রয়োজনীয় মাসআলা সমূহ

০ যখনই সুযোগ হয় রওযা মোবারকে উপস্থিত হয়ে সালাম পাঠ করা জায়েয।

০ যিয়ারতের সময় রওযা মোবারকের দেয়ালসমূহ স্পর্শ অথবা চুম্বন করা কিংবা জড়িয়ে ধরা বে-আদবী ও গুনাহের কাজ।

www.pathagar.com

০ রওযা মোবারকের তওয়াফ করা হারাম। এর সম্মুখে মাথানত করা এবং সিজ্‌দা করাও হারাম।

০ যখনই রওযা মোবারকের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবেন, তখন মসজিদের বাইরে হলেও সুযোগ অনুযায়ী অল্প-বেশী থেমে সালাম পাঠ করবেন।

০ মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে দরূদ, সালাম, সদকা, মসজিদের বিশেষ বিশেষ স্তম্ভসমূহের নিকটে দোয়া, তেলাওয়াত ও নামায আদায় অধিক পরিমাণে করতে থাকবেন। বিশেষভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানার যেসব মসজিদ আছে সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবেন। যদিও সওয়াব সকল মসজিদেই সমান।

০ রওযা মোবারকের দিকে তাকানোও সওয়াবের কাজ। মসজিদের বাইরে থেকে রওযা শরীফের উপরের সবুজ গম্বুজের প্রতি তাকালেও সওয়াব হবে।

যিয়ারতের সময় নামাযের ন্যায় হাত বাঁধা সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আল্লামা কিরমানী আল-হানাফী, মোল্লা আলী ক্বারী, আল্লামা সিন্ধী (রহঃ) প্রমুখ মাশায়েখ একে জায়েয বলেছেন। ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) তাঁর কিতাবে এতদসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং উলামায়ে কেরামের মতামত লিপিবদ্ধ করার পর জায়েয হওয়ার দিককে প্রাধান্য দিয়ে লিখেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের সময় এভাবে হাত বাঁধাই উত্তম। কিন্তু অন্যান্য লোকদের যিয়ারতের সময় বিশেষভাবে সাধারণ লোকদের কবরে এমন করা উচিত নয়।

সমকালীন বেশীর ভাগ মুফতী সাহেবের মতে যিয়ারতে নববীর সময় যদিও হাত বাঁধা সেসব বুযুর্গগণের ভাষ্য অনুযায়ী জায়েয, কিন্তু তবুও হাত না বাঁধাই উত্তম। তবে যত বেশী বিনয় ও নম্রতা এবং আদব রক্ষা করা সম্ভব তা অবশ্যই করবেন। হাত বাঁধার ব্যাপারে প্রথমতঃ উলামাদের মতভেদ আছে, দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকদের ফাসেদ আকীদার ভয়ও আছে।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পরই রওযা শরীফের যিয়ারতে প্রচণ্ড ভিড় হয়ে থাকে। তাই সকাল ৭-১০টা এবং রাত্র ৯-১০টার মধ্যে যিয়ারত করাই সবচেয়ে সহজ।

www.pathagar.com

মদীনা শরীফের যিয়ারত

মদীনা মুনাওয়ারাহ্ মক্কা মুকাররামাহ্ থেকে বরাবর উত্তরে অবস্থিত। মদীনা শরীফকেও সম্মানের দিক থেকে হারাম বলা হয়। এ শহরের মর্যাদাও মক্কা শরীফ থেকে কম নয়।

এমনকি কিয়ামতের পূর্বে যখন সমগ্র দুনিয়া থেকে ইসলাম বিদায় গ্রহণ করবে তখনও সে শহরে দ্বীন-ঈমান বাকী থাকবে। দাজ্জাল সে শহরে প্রবেশ করতে পারবে না।

দুনিয়াতে তিনটি মসজিদে ইবাদতের জন্য সফর করার হুকুম আছে এবং এর ফযীলতও অনেক বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ মক্কার মসজিদে হারাম, দ্বিতীয়তঃ মদীনার মসজিদে নববী ও তৃতীয়তঃ বাইতুল মাক্বদাস।

কোরআনে কারীমে মদীনা শরীফের কথা বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ শহরের বহু নাম আছে। যেমন তাইয়্যেবাহ, আল আ'সিমাহ, বাইতু রাসূলিল্লাহ, আল-মুসলিমাতুল মুহিব্বাহ্, দারুল ফাত্হি, হারামু রাসূলিল্লাহ, যাতুন নাখ্ল, সায়্যিদাতুল বুল্দান, আল বা'ররাহ, কুব্বাতুল ইসলাম, ক্বলবুল ঈমান, আল মুখতারাহ, দারুল আবরার, আল মু'মিনাহ, দারুস্সুন্নাহ, দারুল আখইয়ার, যাতুল হারারাহ্, যাতুল মুবারাকাহ্ ইত্যাদি প্রায় পঁচানব্বইটি নাম আছে।

মোটকথা, এটা মাদফানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফের শহর, যে শহর থেকে তিনি সমগ্র দুনিয়াতে দ্বীন প্রচার করেছিলেন, রিসালতের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং জীবনের সর্বস্ব দিয়ে আল্লাহর আমানত আদায় করে চির বিদায় নিয়ে এ স্থানে আরাম করছেন।

মদীনা শরীফের সীমানায় প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! হাযা হারামু নাবিয়্যিকা ফাজ'আলহুলী বিক্বায়াতান মিনান্নারি ওয়া আমানাম মিনাল 'আযাবি ওয়া সূইল হিসাবি।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! এই নগরী আপনার নবীর পবিত্র নগরী। একে

www.pathagar.com

আমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং জাহান্নামের শাস্তি ও কঠিন হিসাব থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার উছিলা করুন।”

মদীনা শরীফে প্রবেশের পূর্বে বা পরে গোসল করে নিবেন। গোসল সম্ভব না হলে অন্তত অযূর সঙ্গে প্রবেশ করবেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বা নতুন কাপড় পরিধান করে খুশবু লাগিয়ে প্রবেশ করবেন।

মদীনা শরীফের শহরে প্রবেশকালে এ দোয়া পড়বেন

بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ لاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ ، رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَارْزُقْنِىْ مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ مَارَزَقْتَ اَوْلِيَاءَكَ وَاَهْلَ طَاعَتِكَ وَاَنْقِذْنِىْ مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ يَا خَيْرَ مَسْئُوْلٍ ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِيْهَا قَرَارًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি মা-শা আল্লাহু লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, রাব্বি আদখিলনী মুদখালা সিদক্বিওঁ ওয়াআখ্‌রিজনী মুখরাজা সিদ্‌ক্বিওঁ ওয়ারযুক্বনী মিন্ যিয়ারাতি রাসূলিকা মা-রাযাক্বতা আউলিয়াআকা ওয়া আহ্‌লা ত্বা'আতিকা ওয়াআনক্বিযনী মিনান্নারি ওয়াগফিরলী ওয়ারহামনী ইয়া খাইরা মাস্‌উলিন্, আল্লাহুম্মাজ'আল লানা-ফীহা ক্বারারাওঁ ওয়া রিযকান হাসানা।

অর্থ ঃ “আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, আল্লাহ তা'আলার হুকুম ব্যতীত কিছুই হয় না। হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে ঈমানের সালামতির সাথে দাখিল করুন এবং বের করুন। আর আমার জন্য আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত নসীব করুন। যেভাবে আপনি আপনার খাস বান্দাদেরকে নসীব করেছেন এবং আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার প্রতি দয়া করুন। হে উত্তম ফরিয়াদ গ্রহণকারী! হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ পবিত্র নগরীতে অবস্থানের ব্যবস্থা এবং উত্তম রিযিক মঞ্জুর করুন।”

মদীনা শরীফে পৌঁছে প্রথমেই মসজিদে নববীতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবেন, আর যদি আসবাবপত্র রাখতে হয় এবং প্রয়োজন সারতে হয়,

www.pathagar.com

তাহলে তা দ্রুত সেরে নিয়ে মসজিদে গমন করবেন।

মসজিদে নববীতে প্রবেশকালে খুব বিনয়ের সাথে খুশূ-খুযূর মাধ্যমে পুরোপুরি আদবের সাথে প্রবেশ করবেন। পা আস্তে ফেলবেন। প্রথমে ডান পা রাখবেন এবং এ দোয়া পাঠ করবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াসাহ্‌বিহি ওয়া সাল্লিম। আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী যুনূবী, ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিকা।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করুন, আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করুন।"

মসজিদে নববীতে যে কোন বাব (দরজা) দিয়ে প্রবেশ করা যায়। তবে উত্তম হলো, বাবে জিব্‌রাঈল দিয়ে প্রবেশ করা। প্রথম সফরে এই বাব নির্ণয় করা অনেকের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ে।

অতপর মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে মিম্বর এবং রওযা মোবারকের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে (সম্ভব হলে) দু' রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বেন। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরায়ে কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরায়ে ইখলাস পড়বেন। এ স্থানটিকে রিয়াযুল জান্নাহ বলা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَابَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ـ

"আমার ঘর (বর্তমানে রওযা শরীফ) এবং আমার মিম্বরের মাঝখানে একটি বাগান আছে, যা জান্নাতের বাগানসমূহ থেকে একটি।"

নামাযের সালাম ফিরিয়ে আল্লাহর খুব হাম্‌দ, সানা এবং শুকর আদায় করে যিয়ারত কবূল হওয়ার জন্য দোয়া করে অত্যন্ত আদব ও মহব্বতের

www.pathagar.com

সাথে হুযূরের মারকাদে আত্হারে (কবর মুবারকের) সামনে এসে দাঁড়াবেন। দৃষ্টি নীচু করে স্থির হয়ে এ ধ্যান করবেন যে, হুযূরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আরাম ফরমাচ্ছেন। জোরে শব্দ করে কান্নাকাটি কিংবা জোরে দোয়া ও সালাম বলার চেষ্টা করবেন না। হুঁশের সাথে নিম্নরূপ সালাম পাঠ করবেন এবং দোয়া করবেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফ যিয়ারতকালে সালাম ও দোয়া:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ وُلْدِ اٰدَمَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ـ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ فَجَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّاخَيْرًا ، جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ مَاجَزَى بِهٖ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ ـ اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ اِنَّكَ سُبْحَانَكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ্‌, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খাল্‌ক্বিল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদা ওলদে আদম, আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্‌ নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাহ্‌মাতাললিল 'আলামীন, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল মুরসালীন, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খাতামান্‌ নাবিয়্যীন।

ইয়া রাসূলাল্লাহি ইন্নী আশ্‌হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু, ওয়াআশ্‌হাদু আন্নাকা 'আবদুহু, ওয়া রাসূলুহু-ওয়া আশ্‌হাদু আন্নাকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ক্বাদ বাল্লাগ্‌তার্‌ রিসালাতা ওয়া আদ্দাইতাল আমানাতা, ওয়ানাসাহ্‌তাল উম্মাতা ওয়া কাশাফ্‌তাল গুম্মাতা, ফাজাযাকাল্লাহু 'আন্না খাইরান, জাযাকাল্লাহু 'আন্না আফ্‌যালা ওয়াআকমালা মা জাযা বিহি নাবিয়্যান 'আন উম্মাতিহি। আল্লাহুম্মা! আতিহিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযিলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আতা ওয়াব'আছহু মাক্বামাম্‌ মাহ্‌মূদানিল্লাযী ওয়া'আত্তাহু ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী'আদ। ওয়া আন্‌যিল হুল মান্‌যিলাল মুকাররাবা ইনদাকা ইন্নাকা সুবহানাকা যুলফাযলিল 'আযীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি সালাম (শান্তি বর্ষিত হোক), হে আল্লাহর হাবীব! আপনার প্রতি সালাম, হে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সর্বোত্তম! আপনার প্রতি সালাম। হে বনী আদমের সর্দার! আপনার প্রতি সালাম। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত, বরকত এবং সালাম। হে নবীকুলের সর্দার! আপনার প্রতি সালাম। হে জগতবাসীর রহমতের অগ্রদূত, শান্তির বাহক! আপনার প্রতি সালাম। হে সকল নবীগণের সর্বশেষ নবী! আপনার প্রতি সালাম।

হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আপনি রিসালত পরিপূর্ণভাবে পৌঁছিয়েছেন এবং আমানত সঠিকভাবে আদায় করেছেন। উম্মতকে উপদেশ দান করেছেন এবং চিন্তামুক্ত করেছেন। আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। দান করুন

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট বিনিময়। যা নবীকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে দান করা যায় তা থেকেও উত্তম। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে ওসিলা করুন, মর্যাদার বুলন্দ আসন দান করুন এবং তাঁকে ওই মাকামে মাহমূদ দান করুন, যার ওয়াদা আপনি নিজেই করেছেন। কেননা, আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনি তাঁকে (পেয়ারে হাবীবকে) আপনার অধিক নিকটতম মাকাম দান করুন। নিঃসন্দেহে আপনি পূত-পবিত্র ও মহান দাতা।

উক্ত দোয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা'আত লাভের এবং ওসিলার জন্য দোয়া করবেন।

এছাড়াও যথা সম্ভব সালাত এবং দরূদ ইত্যাদি পাঠের ভেতর দিয়ে দোয়া করতে থাকবেন। কিন্তু রওযা শরীফে কপাল লাগাবেন না, চুম্বন ও স্পর্শ করবেন না। অতপর অন্যান্য ব্যক্তিদের সালামও পৌছাবেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর যিয়ারত

হুযূর (সাঃ)-এর রওযা থেকে একটু পূর্ব দিকেই হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কবর। এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে পাঠ করবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَثَانِيَهُ فِى الْغَارِ وَرَفِيْقَهُ فِى الاَسْفَارِ وَاَمِيْنَهُ عَلَى الاَسْرَارِ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْجَزَاءِ -

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু 'আলাইকা ইয়া খালিফাতা রাসূলিল্লাহি ওয়া সানিয়াহু ফিলগারি ওয়া রাফিকাহু ফিল আস্‌ফারি ওয়া আমিনাহু 'আলাল আসরারি আবা বাকরিনিস্‌ সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু, জাযাকাল্লাহু আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরাল জাযা।

"হে রাসূলের খলীফা! হে গারে ছওরের দ্বিতীয় সাথী! হে নবীর সফরসঙ্গী! হে গোপনীয়তার আমানতদার! আপনার প্রতি সালাম। হে আবূ বকর (রাঃ)! আল্লাহ আপনাকে উম্মতে মুহাম্মাদির পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।"

www.pathagar.com

হযরত উমর (রাঃ)-এর যিয়ারত

হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কবরের একটু পূর্ব দিকে হযরত উমর (রাঃ)-এর কবর। এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে পাঠ করবেন ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْق الَّذِىْ اَعَزَّ اللّٰهُ بِهِ الاِسْلاَمَ اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ مَرْضِيًّا حَيًّا وَمَيِّتًا ، جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু 'আলাইকা ইয়া আমিরাল মু'মিনীনা উমারাল ফারুক আল্লাযি আআয্যাল্লাহু বিহিল ইসলামা ইমামাল মুসলিমীনা মারযিয়ান হাইয়্যান ওয়ামাইয়্যেতান। জাযাকাল্লাহু আন উম্মাতে মুহাম্মাদিন খাইরান, ওয়াসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অর্থ ঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন ওমর ফারুক (রাঃ)! যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে বিজয়ী করেছেন, যিনি মুসলমানদের ইমাম। জীবিত-মৃত সর্বাবস্থায় সন্তুষ্টিতে থাকুন। আল্লাহ আপনাকে উম্মতে মুহাম্মাদির পক্ষ থেকে উত্তম জাযা দান করুন। পরিশেষে নবীয়ে দোজাহানের প্রতি সালাত ও সালাম।"

মদীনা শরীফে অনেক যিয়ারতের স্থান আছে। জান্নাতুল বাকী মদীনার পবিত্র কবরস্থান। যেখানে হাজার হাজার সাহাবী ও উম্মাহাতুল মু'মিনীন এবং আল্লাহর অসংখ্য নেক বান্দা শায়িত আছেন। সেখানেও যিয়ারত করবেন। উক্ত জান্নাতুল বাকী মসজিদে নববীর সাথেই একটু পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। এছাড়া ওহুদ পাহাড়ের কাছে হযরত সাইয়্যেদুনা হামযা (রাঃ) সহ শুহাদায়ে ওহুদ-এর কবর যিয়ারত করবেন এবং ওহুদের প্রান্তর ও পাহাড়সমূহ যিয়ারত করে তথায় দোয়া করবেন।

আহলে বাকী -এর যিয়ারত

বাকী' হল মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান। এটি মসজিদে নববীর সন্নিকটে অবস্থিত। এ কবরস্থানে অসংখ্য সাহাবী এবং আওলিয়ার সমাধি

www.pathagar.com

রয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর যিয়ারতের পর আহ্‌লে বাকী' -এর যিয়ারতও প্রতিদিন বিশেষ করে শুক্রবারে মুস্তাহাব। আমীরুল মুমেনীন হযরত উসমান গনী (রাঃ) বাকী'-এর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সমাহিত। আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত (হযরত খাদিজা ও মায়মূনা [রাঃ] ব্যতীত), হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত ইবরাহীম ইব্‌নে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ), উসমান ইব্‌নে মাযঊন (রাঃ), রুকাইয়্যাহ বিন্‌তে রাসূলুল্লাহ্‌, ফাতেমা বিনতে আসাদ (হযরত আলী [রাঃ]-এর জননী), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), সা'দ ইব্‌নে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ), আসাদ ইব্‌নে যারারাহ (রাঃ) প্রমুখ এই গোরস্তানেই সমাহিত রয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাসও (রাঃ) এখানে সমাহিত। মহানবী (সাঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এখানে সমাহিত আছেন। সকলের উপরেই সালাম পাঠ করবেন। ইমাম মালেক (রহঃ) এবং অন্যান্য তাবেয়ীগণও এখানে সমাহিত রয়েছেন।

বাকী'তে সর্বাগ্রে কার কবর যিয়ারত করতে হবে সে সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রথমে আমীরুল মুমেনীন হযরত উসমান (রাঃ)-এর যিয়ারত করতে হবে। কেননা, এখানে যত লোক সমাহিত রয়েছেন তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম। কেউ কেউ বলেন, নবী তনয় হযরত ইবরাহীম (রাঃ) দ্বারা শুরু করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, প্রথমে হযরত আব্বাস (রাঃ) -এর যিয়ারত করতে হবে। কেননা, তাঁর মাযারই শুরুতে রয়েছে। তাঁর নিকট দিয়ে বিনা সালামে অতিক্রম করা ঠিক নয়। কেননা, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত পিতৃব্য।

এরপর যার যার মাযার প্রথমে পড়বে তার উপর সালাম পাঠ করবেন এবং সাফিয়্যাহ্‌ (রাঃ)-এর মাযারে সমাপ্ত করবেন। এতে

www.pathagar.com

যিয়ারতকারীগণের সুবিধে রয়েছে। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, সম্মানের দিক দিয়েও এ ব্যবস্থাই সঠিক। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পিতা হযরত মালেক ইবনে সিনান (রাঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় শহরের ভেতরে সমাহিত রয়েছেন। সম্ভব হলে তাঁরও যিয়ারত করবেন।

বাকী'তে প্রবেশ করে পড়বেন

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম দারা কাউমিম মুমেনীন ওয়াইন্না ইনশাআল্লাহু বেকুম লাহেকূন। আল্লাহুম্মাগফির লেআহলিল বাকীইল গারকাদে, আল্লাহুম্মাগফির লানা ওয়ালাহুম।

অর্থ ঃ আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে ঈমানদার ঘরবাসী! আমরা আল্লাহ্ চাহেন তো অচিরেই আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো। হে আল্লাহ! আপনি বাকী'তে সমাহিত সকলকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে ও তাদের সকলকে মাফ করে দিন। আল্লাহর দরগাহে আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

অতপর যাঁদের কবরের চিহ্ন জানা আছে তাদের যিয়ারত করবেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর উপরে এভাবে সালাম পাঠ করবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ذَا النُّوْرَيْنِ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُجَهِّزَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ بِالنَّقْدِ وَالْعَيْنِ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْهِجْرَتَيْنِ ،

www.pathagar.com

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَامِعَ الْقُرْاٰنِ بَيْنَ الدُّفَّتَيْنِ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَبُوْرًا عَلَى الْاَكْدَارِ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيْدَ الدَّارِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ -

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া ইমামাল মুসলেমীনা, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া ছালেছাল খুলাফায়ির রাশেদীনা, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া জান্‌নূরাইনে, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া মুজাহ্‌হিযাল জাইশিল উসরাতে বিন্‌নাকদি ওয়ালআইনে, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সাহেবাল হিজরাতাইনে, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া জামেয়াল কোরআনে বাইনাদ দুফ্‌ফাতাইনে, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সাবূরান আলাল আকদারে, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া শাহীদাদ্‌দারে, আস্‌সালামু আলাইকা ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

অর্থ ঃ হে মুসলমানদের ইমাম! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে ইসলামের তৃতীয় খলিফা! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে দুই নূরের অধিকারী! (রাসূলের দুই মেয়ের স্বামী হবার সৌভাগ্যবান ব্যক্তি) আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে কঠিন মুহূর্তের (তাবুক যুদ্ধের) সেনাদলকে টাকা-পয়সা ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে প্রস্তুতকারী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে দুই হিজরতের ভাগ্যবান পুরুষ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে কোরআনের সংকলনকারী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে বিপর্যয়ের সময়ে ধৈর্য ধারনকারী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আপনগৃহে শাহাদাত লাভকারী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার উপর শান্তি, রহমত এবং বরকত বর্ষিত হোক।

www.pathagar.com

জান্নাতুল বাকী'-এর চিত্র

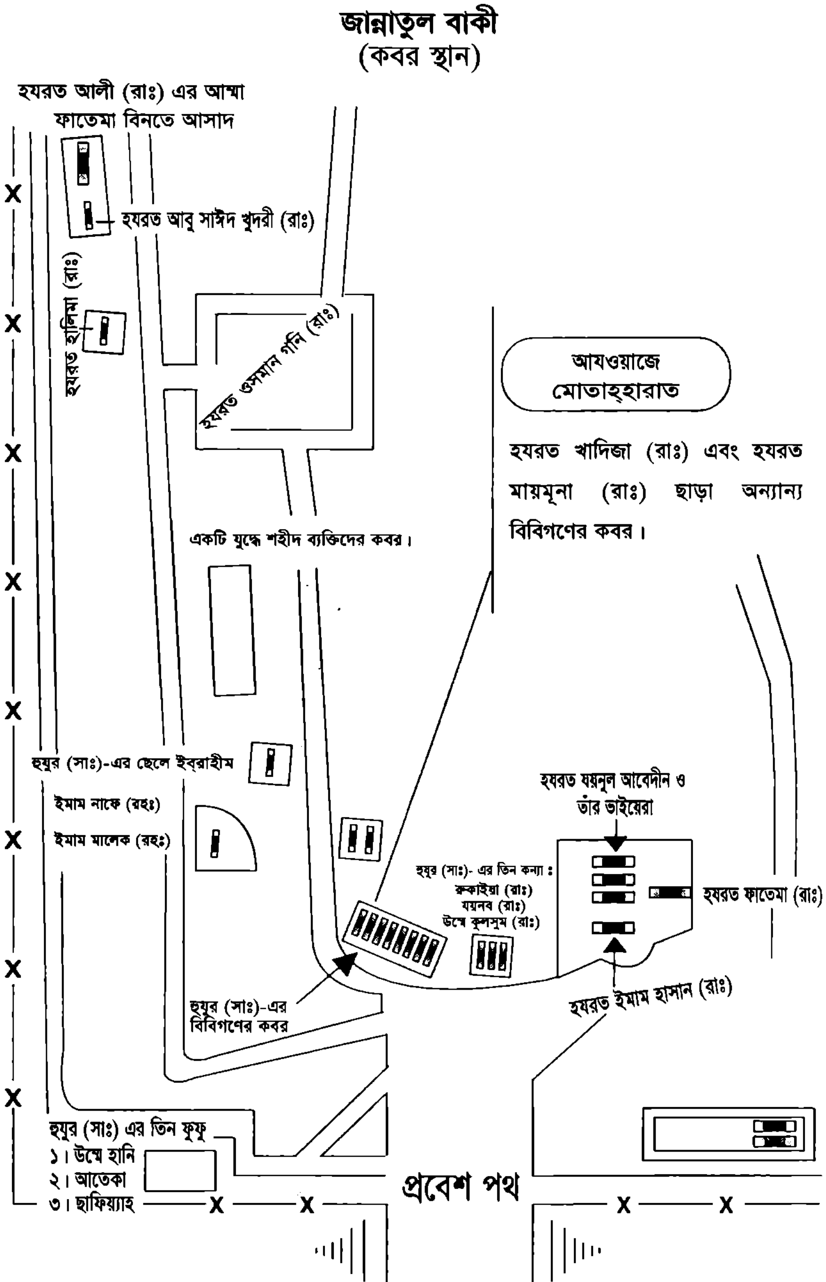

www.pathagar.com

মদীনা শরীফের মসজিদ সমূহের যিয়ারত

১। **মসজিদে কোবা ঃ** মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিমে মসজিদে নববী থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এটি মুসলমানদের প্রথম মসজিদ। এ মসজিদের গুরুত্বের কথা কোরআন কারীমেও উল্লেখ আছে। হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদে কোবায় দুই রাকআত নামাযের সওয়াব এক উমরার সওয়াবের সমতুল্য।

২। **মসজিদে মুসাল্লা বা মসজিদে গামামাহ্ ঃ** এ স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের নামায আদায় করতেন।

৩। **মসজিদে জুমুআ ঃ** এ স্থানে বনু সালেম গোত্র বাস করত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় সর্বপ্রথম এখানে জুমার নামায আদায় করেছিলেন।

৪। **মসজিদে সুক্ইয়া ঃ** হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে গমনকালে এ স্থানে নামায আদায় করেছিলেন। সেখানে সুক্ইয়া নামক একটি কূপ আছে।

৫। **মসজিদে আহযাব বা মসজিদে ফাত্হ্ ঃ** আহ্যাব যুদ্ধের সময় যখন সমস্ত কাফিররা একত্র হয়ে মদীনা মুনাওয়ারাতে হামলা চালাতে আসল এবং তাদেরকে রুখার জন্য খন্দক (পরীখা) খনন করা হল, সে অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত স্থানে তিন দিন (সোম, মঙ্গল ও বুধবার) অবস্থান করে দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দোয়া কবূল করেছেন।

৬। **মসজিদে ক্বিবলাতাইন ঃ** এ মসজিদে একই নামাযে সাহাবায়ে কেরাম বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন করে নামায আদায় করেছিলেন।

৭। **মসজিদে বনী ক্বোরাইযা ঃ** এ স্থানে বনু কোরাইযাকে (ইহুদী গোষ্ঠী) যখন আটক করা হয়েছিল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে অবস্থান করেছিলেন।

www.pathagar.com

মদীনা শরীফে অবস্থান কালের আমল

মদীনা শরীফে থাকাকালে মসজিদে নববীর জামাআত যেন না ছুটে। এ মসজিদের নামায সম্পর্কে কোন কোন রেওয়ায়েত মোতাবেক এক রাকআতে এক হাজার, আবার কোন কোন রেওয়ায়েত মোতাবেক এক রাকআতে ৫০ হাজার রাকআতের সমান সওয়াব পাওয়ার কথা বর্ণিত আছে।

এছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার মসজিদে যে কেউ ৪০ ওয়াক্ত নামায এমনিভাবে আদায় করবে যেন মাঝখানে কোন নামায না ছুটে, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লেখা হবে এবং নেফাক (মোনাফেকী) থেকে নিষ্কৃতি লেখা হবে। তাই মসজিদে নববীর জামাআত কোনভাবেই ছাড়বেন না এবং তথায় ই'তিকাফ করবেন। কোরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, দোয়া-মোনাজাত, সালাত ও সালাম এবং যিয়ারতের মধ্য দিয়ে সময় কাটাবেন। কোন বেয়াদবীমূলক আচরণ করবেন না। সবার সাথে ভালো আচরণ করবেন, মদীনাবাসীদেরকে মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সদকা-খয়রাত বেশী বেশী করবেন।

(আল্লাহ্ তা'আলা এ অধমকেও যিয়ারতকারীদের দলভুক্ত করুন এবং পেয়ারে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফাআত নসীব করুন; আমীন!)

হারামাইন শরীফাইনের সম্প্রসারণ

মহান আল্লাহ্ কোরআন মজীদে ইরশাদ করেন ঃ

«إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ»۔ (آل عمران : ٩٦)

"নিশ্চয় পৃথিবীতে মানুষের জন্য প্রথম (ইবাদতের) ঘর তৈরী করা হয়েছে মক্কা শরীফে। এটি বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬)

মহান আল্লাহ বায়তুল্লাহ শরীফকে মসজিদে হারাম বা সম্মানিত মসজিদ

www.pathagar.com

নামে বহুবার উল্লেখ করেছেন। এ থেকেই বুঝা যায় যে, এ ঘরের মর্যাদা ও সম্মান কত বেশী এবং এটি কত মর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহ পাকের নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) এই ঘর নির্মাণ করে একে আবাদ করার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহবান জানান।

সে সময় লোকজন এ ঘরের সম্মানার্থে এর থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের টিলায়, উপত্যকায় ঘরবাড়ী বানিয়ে বসবাস করতে থাকে। কুসাই ইবনে কিলাবের সময়ে এর নিকটে ঘর-বাড়ী তৈরীর অনুমতি দেয়া হয়, এর ফলে লোকজন এর চতুর্দিকে এমনভাবে বাড়ী-ঘর তৈরী করে যে, এর পাশে সামান্য একটু জায়গা বাকী থাকে যা 'মাতাফ' নামে খ্যাত। লোকজন এদিকে লক্ষ্য রাখে যেন তাদের ঘর-বাড়ী কা'বা ঘরের মত চতুস্কোন হয়ে কা'বার সাদৃশ্য গ্রহণ না করে এবং তাদের ঘর-বাড়ীও যেন কা'বা ঘরের চেয়ে উঁচু না হয়। এছাড়াও প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ীর পাশে এতখানি করে ফাঁকা রাখে যেন সহজেই মাতাফ পর্যন্ত যাওয়া যায়। ইসলামের পূর্ব পর্যন্ত কাবাঘর এ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। কেননা, সে সময় পর্যন্ত সেখানে তওয়াফ ছাড়া অন্য কিছু করা হতো না এবং তওয়াফকারীরাও জাযিরাতুল আরবের ছিল। এজন্য এর চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ বা একে সম্প্রসারিত করার কোন প্রয়োজন পড়ে নি।

নবুওয়্যতের যুগে এবং হযরত আবূ বকরের (রাঃ) যুগেও কা'বাঘর এ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রাঃ) সময়ে যখন অনেক সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানাও বৃদ্ধি পায় তখন একে সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই তিনি কা'বাঘর সংলগ্ন সব বাড়ীঘর খরিদ করে নেন এবং তা ভেঙ্গে হারামের অর্ন্তভুক্ত করে নেন। এছাড়াও তিনি চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করেন, প্রাচীরে বিভিন্ন দরজা স্থাপন করেন এবং রাতের বেলায় দেয়ালের ওপর বাতি জ্বালানোর নির্দেশ দেন। তিনিই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কাবাঘরের চারপাশে দরজা লাগান এবং তাতে বাতি জ্বেলে আলোকিত করেন। তাঁর পরে অনেক খলীফা, আমীর ও বাদশাহরা এতে সংযোজন

www.pathagar.com

করেন। এর কিছু অংশকে সংস্কার করেন আর কিছু অংশকে নতুন ভাবে তৈরী করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১। ৭ম হিজরীতে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) কা'বা শরীফ সম্প্রসারণ করেন।

২। ২৬ হিজরীতে হযরত উসমান (রাঃ) সম্প্রসারণ করেন। তিনি প্রথমবারের মত এর ওপর ছাদ স্থাপন করেন।

৩। ৬৬ হিজরী সনে হযরত আবদল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। এর পুর্বে তিনি ৬৪ হিজরীতে কাবাঘরকে নতুনভাবে নির্মাণ করেন।

৪। ৯১ হিজরীতে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালেক সম্প্রসারণ করেন। তিনি একে নতুনভাবে তৈরী করেন এবং শালকাঠ দিয়ে এর ছাদ তৈরী করেন। সিরিয়া ও মিসর থেকে শ্বেত মর্মর পাথর নিয়ে আসেন এবং এর দ্বারা খাম্বা তৈরী করেন। তিনিই প্রথম খলিফা যিনি মসজিদে খাম্বা স্থাপন করেন।

৫। ১৩৯ হিজরীতে আবূ জাফর আল-মনসূর মসজিদের সম্প্রসারণ করেন এবং মসজিদে নকশা ও কারুকার্য করে একে চাকচিক্যময় করে তুলেন।

৬। ১৬০ হিজরীতে আব্বাসীয় খলিফা মাহদী যখন হজ্ব করতে আসেন তখন দেখেন যে, মসজিদে নামাজীদের জন্য স্থান সংকুলান হচ্ছে না। তখন তিনি উত্তর ও পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করার নির্দেশ দেন। এ সময় কা'বা ঘর দক্ষিণ দিক থেকে সংকুচিত হচ্ছিল। এরপর ১৯৬৪ সালে যখন তিনি আবার হজ্ব করতে আসেন তখন দক্ষিণ দিক থেকেও কা'বা ঘরকে সম্প্রসারণ করার নির্দেশ দেন যেন কা'বা ঘরটি মসজিদের মধ্যখানে হয়ে যায়। মূসা আল-হাদী তাঁর পিতা মাহদীর ইন্তিকালের পর এ কাজ সম্পন্ন করেন, যা ১৬৭ হিজরী সালে সম্পন্ন হয়।

৭। ২৮৪ হিজরীতে আব্বাসীয় খলিফা মু'তাযিদ বিল্লাহ কিছু সংস্কারমূলক কাজসহ নতুন করে কা'বা ঘর তৈরী করেন এবং কা'বা ঘরে একটি নতুন দরজাও যুক্ত করেন যা 'বাবুয্ যিয়ারাহ' নামে খ্যাত।

৮। ৩০৬ হিজরীতে আব্বাসীয় খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ অনেক

www.pathagar.com

সম্প্রসারণ করেন। এই সম্প্রসারণ 'বাবে ইবরাহীম' নামে খ্যাত।

এরপর সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তী খলিফা ও বাদশাহরা কা'বা ঘরের কাজকে সৌন্দর্য ও সংস্কারমূলক কাজের ওপর সীমাবদ্ধ রাখেন। ৬০৪ হিজরীতে মসজিদে আগুন লেগে যায়। এতে মসজিদের একাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর মিসরের শাসনকর্তা সুলতান ফারাজ বিন বারকুফ ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশকে উত্তমভাবে নির্মাণ করার নির্দেশ দেন।

৯। ৯৭৯ হিজরীতে সুলতান সুলাইম উসমানীর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, মসজিদের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তখন তিনি পুরা মসজিদকে দ্বিতীয়বার তৈরী করার নির্দেশ দেন। একে গম্বুজের মত করে (যা উসমানী স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য) এবং পুরা মসজিদকে খুব সুন্দর করে তৈরী করা হয়। সুলতান সুলাইমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান মুরাদ একাজ সম্পন্ন করেন যা ৯৮৪ হিজরীতে সম্পন্ন হয়।

মুকতাদির বিল্লাহর সম্প্রসারণের পর সংস্কার ও মেরামত ছাড়া কোন সম্প্রসারণমূলক কাজ করা হয়নি এবং ১০৬৯ হিজরী পর্যন্ত কোন সম্প্রসারণ ছাড়াই রয়ে যায়। এর ফলে মসজিদের ব্যবহার করা স্থান ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করার স্থান প্রায় একত্র হয়ে পড়ে এবং এর মাঝে শুধু ছোট্ট একটা রাস্তা রয়ে যায় যার পাশে কিছু দোকান-পাট এবং ঘর থেকে যায়।

সউদী সম্প্রসারণসমূহ

হারামাইন শরীফাইন এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহের খেদমত ও গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং আল্লাহ্র মেহমানদের আরাম ও শান্তির জন্য সউদী সরকারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযীয আলে সঊদ (রহ.) সব ধরনের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যখন তিনি দেখেন যে, হারামাইন শরীফাইন মুসল্লীদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং এতে সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। তখন তিনি ১৩৬৮ হিজরীতে মুসলিম বিশ্বকে শুভ সংবাদ দেন যে, তিনি হারামাইন শরীফাইনকে সম্প্রসারণ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছেন, যার শুরু হবে মসজিদে নববী থেকে।

www.pathagar.com

মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কাজ সম্পূর্ণ করার পর ১৩৭৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ৪ রবিউস সানী তারিখে মক্কায় মসজিদে হারামের সর্বপ্রথম সউদী সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা হয়। এ সময় ছিল বাদশাহ্ সঊদ বিন আবদুল আযীযের শাসনকাল। ভিত্তি স্থাপনসহ্ প্রাথমিক পর্যায়ের সকল কাজ একই সাথে শুরু করা হয় যেন হজ্বের মওসূম আসার পূর্বেই সাফা ও মারওয়ার নতুন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। সে সময় পূর্ব প্রান্তের সাফা পাহাড়ের দিকে এবং দক্ষিণে সাফা পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্ত থেকে শুরু করে বাবে উম্মে হানী পর্যন্ত কাজ শুরু করা হয়।

২৩ শাবান ১৩৭৫ হিজরীতে প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করা হয়। এরপর বিল্ডিং এর কাজ শুরু করা হয়। এ বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সাফা ও মারওয়ার পার্শ্বের সমস্ত দোকান-পাটকে উঠিয়ে দেওয়া এবং একে নতুন করে তৈরী করা। এভাবেই প্রায় এক হাজার বছর পর প্রথম বারের মত হাজীসাহেবানরা দোকান-পাট ও রাস্তায় চলাচল কারীদের থেকে মুক্ত হয়ে সাফা-মারওয়াহ্ সাঈ করতে পারলেন।

সাঈ করার জায়গা

হাজীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথম সউদী সম্প্রসারণের সময় সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানকে দু'তলা করা হয়।

সাফা ও মারওয়ার মর্ধবর্তী স্থানের দুরত্ব হলো ৩৯৪.৫ মিটার এবং চওড়া ২০ মিটার। প্রথম তলার উচ্চতা ১২ মিটার এবং দ্বিতীয় তলার উচ্চতা ৯ মিটার। এই দু' তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং এর উপকারিতা শুধু এ নয় যে, শুধুমাত্র এতে সাঈ করতে সহজ হলো বরং দ্বিতীয় উপকারিতা হলো এই যে, এক বিরাট সংখ্যক মুসল্লী এতে নামাজ আদায় করতে পারেন। সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানকে দু'তলা করার জন্য প্রাথমিকভাবেই আলেম-উলামাদের নিকট শরীয়তের ফত্ওয়া চাওয়া হয় , এরপর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়।

সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানকে এক পাতলা ও সংক্ষিপ্ত দেয়াল দ্বারা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক দিক দিয়ে লোকজন সাফা থেকে

www.pathagar.com

মারওয়ার দিকে যায় এবং আরেক দিক দিয়ে মারওয়াহ্ থেকে সাফার দিকে আসে। এই সংক্ষিপ্ত দেয়ালের পাশ দিয়ে আবার পঙ্গু ও মাজুর লোকদের সাঈ করার জন্য দুইপাশে পথ রাখা হয়েছে। এভাবেই সাফা ও মারওয়ার দুই প্রান্তে উপর থেকে নীচে এবং নীচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সিড়ির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একটি আসার জন্য আর অন্যটি যাওয়ার জন্য।

মসজিদের পূর্ব প্রান্তে সাফা এবং মারওয়াহ্ থেকে বের হবার জন্য ১৬টি দরজা তৈরী করা হয়েছে। দ্বিতীয় তলায় সাফা-মারওয়াহ্ থেকে হারাম শরীফে আসার জন্য দুটি দরজা লাগান হয়েছে। একটি সাফার দিকে আর অন্যটি মারওয়ার দিকে। এই দুই দরজা ভূমি থেকে এতদূর উঁচুতে রয়েছে যেন উঁচুতে এর মাঝে নামাজ পড়া যেতে পারে। মসজিদের মধ্যভাগ থেকে সাফা-মারওয়ার দ্বিতীয় তলায় যাওয়ার জন্যও দুটি সিড়ি রয়েছে। একটি বাবে সাফা এর নিকটে এবং অন্যটি বাবুস্ সালাম এর পাশে।

বৃষ্টি-বাদল ও বন্যার পানির সয়লাব থেকে মসজিদকে রক্ষা করার জন্য এক বিশেষ ড্রেন (ছোট ক্যানেল) তৈরী করা হয়েছে যা কুশাশিয়া দিয়ে সাফা হয়ে নতুন সড়ক (শারে' জাদীদ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই ড্রেনের প্রস্থ ৫ মিটার এবং গভীরতা চার থেকে ছয় মিটারের মধ্যে। এভাবেই বৃষ্টি-বন্যার পানি যা কোন কোন সময় সাফা এবং মারওয়ার মাঝে এবং মসজিদে এসে পড়তো এ ড্রেনের মাধ্যমে তা অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মসজিদের দেয়ালের গায়ে লাগানো পাথর

প্রথম সউদী সম্প্রসারণে মসজিদের সমস্ত দেয়াল এবং মেঝেতে উৎকৃষ্ট ধরনের শ্বেত মর্মর পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়। খাম্বা ও ছাদ নকশাযুক্ত পাথর এবং উন্নত ইসলামিক আর্ট দিয়ে তৈরী করা হয়। এই প্রকল্পে যত পাথর ব্যবহার করা হয় তা মক্কার কতিপয় পাহাড় থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো কাটছাট করা এবং এর ওপর নকশা করার জন্য একটি

www.pathagar.com

বিশেষ কারখানাও স্থাপন করা হয়। সেখানে পাথর কেটে তা কাটছাট করে এবং তাতে নকশাযুক্ত করে তা কাজে লাগাবার উপযুক্ত করা হয়। এই কারখানা জিদ্দায় অবস্থিত। সেখান থেকে প্রস্তুতকৃত পাথর গাড়ীতে করে মক্কায় আনা হয়।

কাবাঘরের সংস্কার

মসজিদ সম্প্রসারণের প্রথম পর্যায়ের কাজ করার সময় দেখা গেল যে, ছাদ এবং দেয়ালের স্থানে স্থানে ফাটল ধরেছে। এর কারণ, রোদ ও বৃষ্টিতে এবং দীর্ঘদিনের সময় পার হওয়ায় ছাদের নীচে যে কাঠ রয়েছে তা দুর্বল হয়ে গেছে। কেননা, এর পূর্বে যে সংস্কার কাজ হয়েছিল তা প্রায় ছয়শ' বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

যখন একথা মহামান্য বাদশাহ সঊদ বিন আবদুল আযীযকে জানানো হলো তখন তিনি দ্রুত কা'বা ঘরের সংস্কার ও নতুন করে তৈরী করার নির্দেশ দেন।

১৩৭৭ হিজরীর ১৮ রজব, মোতাবেক ১৯৫৭ সালে এ কাজের জন্য সউদী আরবসহ বিশ্বের বড় বড় আলেম-উলামাদের নিয়ে এক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। কা'বা ঘরের এই উন্নয়ন, সংস্কার ও নবায়ন মাত্র দু'মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়। কাজ সম্পন্ন হবার পর ১১ শাবান ১৩৭৭ হিজরীতে সমাপনী অনুষ্ঠান করা হয়। কা'বা ঘরের সর্বপ্রথম তৈরী থেকে নিয়ে এ যুগ পর্যন্ত ১৩ বার সংস্কার ও নতুনভাবে তৈরী করা হয়।

কা'বা ঘরের দরজা

১৩৯৭ হিজরীর জমাদিউল উলা মোতবেক ১৯৭৭ সালে বাদশা খালেদ বিন আবদুল আযীয (রহ.) কা'বা ঘরের মধ্যে নামায আদায় করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, এর দরজা যথেষ্ট পরিমাণে পুরাতন হয়ে গেছে। কেননা, সেটি মহামান্য বাদশাহ্ আবদুল আযীয আলে সঊদ এর সময়ে ১৩৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৩ সালে তৈরী করা হয়। বাদশাহ্ খালেদ বিন আবদুল আযীয নির্দেশ দেন যেন এর স্থলে নতুন একটি দরজা লাগনো হয় যা যথেষ্ট মজবুত এবং উন্নতমানের হবে। প্রকৃতপক্ষে এই একটি দরজা দুটি দরজার সমষ্টি। একটি দরজা হল বাইরের দরজা এবং অপরটি

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ দরজা। ইসলামী আর্টে পারদর্শী একজন ইঞ্জিনিয়ারকে এই প্রকল্পের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মক্কা শরীফে এক বিশেষ ওয়ার্কশপ খোলা হয় যার তদারকী করার জন্য মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ একজন স্বর্ণকারকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তাকে সহায়তা করার জন্যে এবিষয়ে অভিজ্ঞ বেশ কয়েক জনকে তার সহকারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এই কাজের ব্যাপারে এ নির্দেশনা ছিল যে, কাবা ঘরের দরজা এমন হবে যা তার গেলাফের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কাজ শুরু করা হয়। এজন্য সওদী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ২৮০ কিলোগ্রাম .৯৯৯ পার্সেন্ট ক্যারেটের খাঁটি স্বর্ণ এবং ১,৩৪,২০,০০০ (এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার) রিয়াল সরবরাহ করা হয়। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইনের বাদশাহ্ ফাহাদ (রহ.) সে সময় যুবরাজ ছিলেন। তিনি স্বয়ং কয়েকবার ওয়ার্কশপে গিয়ে কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন, যেন কাজের গতি তরান্বিত থাকে এবং গুণগত মানে কোন তারতম্য না হয়।

কা'বাঘরের অভ্যন্তরীণ দরজা যা 'বাবুত্ তওবা' নামে পরিচিত। সেটিও বহিঃদরজার মত নকশা ও কারুকার্য মন্ডিত এবং খুবই সুন্দর।

সে দরজার সাথে যে তালা ছিল তাও প্রায় সত্তর বছরের পুরাতন। এজন্য এর সাথে একটি নতুন ভাল তালাও লাগানো হয়।

মসজিদে হারামে চরন্ত সিড়ি

মসজিদে প্রবেশ করার জন্য এবং মসজিদ থেকে বের হবার জন্য যে রাস্তা রয়েছে তাকে খুব সুন্দর করে তৈরী করা হয়। প্রত্যেকটি পথের ওপর একসাথে চারটি চলন্ত সিড়িও লাগানো হয়েছে এবং তা গুম্বুজ আকারে তৈরী করা হয়েছে।

মসজিদে হারামের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

মসজিদে হারামের সংরক্ষণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পারদর্শী ও পরিক্ষিত সউদী কোম্পানীর সাথে তিন বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

www.pathagar.com

১. সাধারণ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা চুক্তি ২১,০০০,০০০ (একুশ মিলিয়ন) রিয়াল।

২. মসজিদ এবং কার্পেটের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পানি ব্যবস্থাপনা চুক্তি ৫৪,০০০,০০০ (চুয়ান্ন মিলিয়ান) রিয়াল।

৩. বিদ্যুৎ পরিচালন ও তার রক্ষণাবেক্ষন চুক্তি ১৩,৩৫৯,০৬০ (তের মিলিয়ন তিনশ উনষাট হাজার ষাট) রিয়াল।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পূর্ণ হয়েছে ঃ

নতুন প্রোগ্রামের আওতায় ৮০০০ (আট হাজার) বিদ্যুতচালিত পাখা, ইলোকট্রনিক ঘড়ি, কার্পেটের ওপর নতুন গালিচা এবং তওয়াফের জায়গায় যাওয়ার সিড়িগুলোকে ঠান্ডা শ্বেত মর্মর পাথরে পরিবর্তন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তওয়াফের জায়গা মসজিদে হারাম থেকে কিছুটা ঢালুতে অবস্থিত।

* মসজিদের ৫৪টি দরজায় ১১৯৬০ রিয়ালের নতুন লক লাগান, সাফা ও মারওয়ার ওপর ছয়টি সেতু স্থাপন করা হয়েছে, যার সম্পূর্ণ খরচ ১৩,০৯৩,২৫০ রিয়াল। মসজিদের ভেতরের পুরো অংশেই আগুন নিভানো সিষ্টেম চালু করা হয়।

* হারাম শরীফের সমস্ত বিদ্যুৎ চালিত বাতির সংখ্যা ৫৫,০০০ (পঞ্চান্ন হাজার)।

* হারাম শরীফের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ৮ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন এবং হারাম শরীফের ব্যবহৃত বিদ্যুতের তারের দৈর্ঘ ৩৫,০০০ মিটার।

* এই সম্প্রসারণে দুটি ৮৯ মিটার উঁচু মিনারা আগের সাতটি মিনারার আদলে তৈরী করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং এর প্রতিটির শক্তি এক মেগাওয়াট সম্পন্ন। এই পাওয়ার ষ্টেশন মসজিদে ব্যবহৃত বিদ্যুতের সমান শক্তি সম্পন্ন।

www.pathagar.com

সবধরনের ওয়্যারিং লাইন ও ইন্টিলেশন সিস্টেম মাটির নীচ দিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং একে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ সিষ্টেমের সাথে সমন্বিত করা হয়েছে।

সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে সাউন্ড সিস্টেমও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যেন মসজিদের সর্বত্র শব্দ শুনা-বুঝার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয়। মসজিদকে ঠান্ডা রাখা এবং বাতাস বের করার জন্য নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেন কা'বা ঠান্ডা থাকে এজন্য এমন ফ্যান ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ফিল্টার সংযুক্ত রয়েছে। এই ফিল্টার বাতাসকে ধুলা বালি থেকে মুক্ত রাখার সাথে সাথে হারামের সামনের ছাদের বহিঃদরজা দিয়ে খারাপ বাতাসকে বের করে দেয়। প্রথম তলা ও দ্বিতীয় তলায়ও এ সিস্টেম রাখা হয়েছে। যথাসম্ভব উষ্ণতা হ্রাস করার জন্য খাম্বার উপর ফ্যান লাগানো হয়েছে।

যমযম হাউজ

সব রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিভিন্ন পানি পরীক্ষা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যমযম পানি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, সব ধরনের জীবানু থেকে মুক্ত এবং বিশ্ব মানের বিশুদ্ধ পানি। ১৩৭৭ হিজরী সনে মোতাবেক ১৯৫৭ সালে যখন মাতাফের সামনের সঊদী উন্নয়ন কর্ম শুরু করা হয় তখন যমযম হাউজের জন্য নতুন ভবন তৈরী করা হয় এবং এতে হাজী সাহেবান ও মক্কায় আগত মেহমান ও মুসল্লীদের আরামের বিষয়টিকে খেয়ালে রাখা হয়।

মাতাফের মেঝের ওপর যমযম কূয়ার স্থানে স্পষ্ট কালো শ্বেত মর্মরের একটি গোলাকার বৃত্ত দেয়া হয়েছে যার ওপর 'যমযম' লেখা রয়েছে। এটি যমযমের স্থান। এই বৃত্তটি মূলত যমযম কূয়ার ঢাকনাও বটে, প্রয়োজনের সময় তা খুলে দেয়া হয়।

যমযম পানির বন্টন

আসল কূয়া 'যমযমুল উম্ম' (মূল কূয়া) নামে খ্যাত। কিন্তু পানি পান করার জন্য মূল কূয়ার সাথে সম্পৃক্ত শ্বেত মর্মমের দেয়াল রয়েছে যাতে অসংখ্য পানির ট্যাপ লাগান রয়েছে। এতে সর্বদা পানি ঠান্ডা করার পর সরবরাহ করা হয়ে থাকে। মসজিদের প্রতিটি অংশে পানি বন্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। নীচ তলা থেকে শুরু করে উপরের সব তলাতেই পানির ব্যবস্থা রয়েছে। এসব জায়গাতে পানি ঠান্ডা করার ব্যবস্থা রয়েছে। যে কারণে হারাম শরীফে আগন্তুক সকলেই ঠান্ডা পানি পেতে পারেন। এছাড়া

www.pathagar.com

অনেকগুলো পানির ডিব্বার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার সংখ্যা তিন হাজার এবং হজ্বের দিনগুলোতে বাড়িয়ে পাঁচ হাজার করা হয়ে থাকে।

পানি উত্তোলন ও ঠান্ডা করার কাজ কম্পিউটারের সাহায্যে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। তেমনিভাবে তা এক বিশেষ যন্ত্রের দ্বারাও সর্বদা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এই কাজ শুধুমাত্র অতিরিক্ত সতর্কতামূলকভাবে জীবানু মুক্ত রাখার জন্য করা হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ জিনিস পানির স্বাদ, রং বা উপাদানের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটায় না বরং পানকারী পর্যন্ত যমযম পানি কোন ধরনের সংযুক্তি ছাড়াই মূল অবস্থায় পৌঁছে থাকে। ১৪০৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয (রহ.) খাস করে হাজীদের জন্য এবং সাধারণভাবে সর্বস্তরের ভিজিটরদের জন্য নতুন একটি পরিকল্পনা যুক্ত করেন। পবিত্র ভূমি যিয়ারতকারীদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সব ধরনের সহজলভ্যতার ক্রম ধারাবাহিকতায় এটি বিশেষ গুরুত্বেরই স্বাক্ষর বহন করে। তাহলো পানি ঠান্ডা করার কারখানা স্থাপন। এই কারখানা বাদশাহ্ ফাহাদের নিজস্ব খরচ থেকে তৈরী করা হয়েছে।

ফ্যাক্টরীতে ঠান্ডা করা পানিকে প্লাস্টিকের থলেতে করে প্যাকেট করে দেওয়া হয়। এতে এক লিটার পানি থাকে। পানির এই প্যাকেট হাজী সাহেবান এবং ভিজিটরদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এর চাহিদা বেড়ে যায় যার ফলে বাৎসরিক উৎপাদন ৫০,০০০,০০০ (পাঁচ কোটি) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ কারখানার দ্বারা রমজান মাসে এবং হজ্বের মওসূমে খিদমত আঞ্জাম দেয়া হয়। এটি এখন বেশ মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

পানি সরবরাহ্ বিভাগ পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত এই কারখানার সমস্ত কার্যক্রম, প্যাকেট বন্টন এবং পরিচ্ছন্নতার সাথে জীবানু মুক্তকরণসহ অন্যান্য কর্মকান্ডও পরিচালনা করে থাকে।

এই কারখানার পানি টানার জন্য চারটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পাম্প মেশিন রয়েছে যা জীবানু মুক্তকরণ সিস্টেমের ভেতর দিয়ে যায় এরপর তা ঠান্ডা করে প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে বন্টনের জন্য জমা করা হয়।

একথা উল্লেখ করা জরুরী যে, হাজী সাহেবানদের নিকট এই ঠান্ডা মিষ্টি পানির গ্রহণযোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে পানির সরবরাহ্ কার্যক্রম জিদ্দায়

www.pathagar.com

বাদশাহ্ আব্দুল আজীজ পোর্ট, মক্কা, মিনা, জিদ্দা বন্দর, মদীনা শরীফ এবং সমস্ত পবিত্র স্থানসমূহ এবং হাজী সাহেবানদের আগমন ও প্রস্থানের স্থানসমূহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়।

এই কারখানার সাথে দুশ' কোল্ডগাড়ী রয়েছে যা নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে হাজী সাহেবানরা একত্রিত হয়ে থাকেন সেখানে দাঁড় করানো থাকে এবং সেখান থেকে বিনামূল্যে পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

আরাফায় মসজিদে নামেরা

এই মসজিদটি হজ্বে ইমামতকারী আলেম-উলামাদের অবস্থানস্থল যা আরাফার মাঠে অবস্থিত। হজ্ব ও আওকাফ মন্ত্রণালয় এর সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার ভিত্তির পরিধি ১২৪,০০০ বর্গ মিটার। মসজিদের ভেতর একত্রে ৩০০,০০০ (তিন লক্ষ) মুসল্লী নামাজ পড়তে পারেন। এই মসজিদে এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই মসজিদ মেরামত এবং সম্প্রসারণে ৩৩৭,০০০ রিয়াল খরচ হয়েছে।

মিনায় মসজিদে খাইফ

এটি পবিত্র মাশায়ের এলাকায় এক গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ যার ভিত্তির পরিধি ২৫,০০০ বর্গ মিটার। এভাবেই বাদশাহ্ আবদুল আযীয (রহ.) এর খরচে মসজিদের সাথে সংযুক্ত একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয়, যেখান থেকে দরিদ্র হাজী সাহেবানদের বিনামূল্যে খাবার পরিবেশন করা হয়।

মুজদালিফায় মাশআরুল হারাম মসজিদ

মাশআরুল হারামের মসজিদটি খুবই সুন্দর করে তৈরী করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ-প্রস্ত ৫৪০০ বর্গ মিটার । হজ্ব মন্ত্রণালয়ের তত্তাবধানে এটি তৈরী করা হয়েছে।

মদিনা শরীফের নির্মাণ, উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য করণ

হাজী সাহেবান আপনারা মক্কা মুকাররমায় অসংখ্য বিল্ডিং, নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড দেখেছেন, সে ধরনেরই উন্নয়ন কর্মকান্ড আপনারা মদীনায়ও দেখতে পাবেন। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীযের (রহ.) সময়োচিত পদক্ষেপ ও সউদী জনগণের ইচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে পবিত্র মক্কা ও মদীনা শহর বিশ্বের এক সৌন্দর্য্যময় শহরে পরিণত হয়েছে। এতে উন্নয়ন ও স্থাপত্য শিল্পের এক

www.pathagar.com

নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে।

দুই শহরকে ভূ-উপগ্রহ থেকে গৃহীত ছবির সাথে সামাঞ্জস্য রেখে নকশা তৈরী করা হয়েছে। উপগ্রহের সাহায্যে ছবি গ্রহণ ও সমন্বয় সাধনে এক বিরাট অংকের টাকা খরচ হয়েছে। সঊদী আরবের এক পারদর্শী কোম্পানী এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। এসব উন্নয়ন মূলক কাজে খাদেমুল হারামাইন শারীফাইন বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীযের (রহ.) ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল প্রবল, এজন্য তিনি নিজেকে সভাপতি করে একটি মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেন এবং এর সহ-সভাপতি হিসেবে মদীনা শরীফের গভর্ণর আমীর আবদুল মজীদ বিন আবদুল আযীয আলে সঊদকে নিয়োগ দান করেন, যেন কাজে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় এবং এ কাজ যেন ত্বরিৎ গতিতে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরী তা হলো, সমস্ত কার্যক্রম যা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল তা একই সাথে খুবই সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়।

উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা উল্লেখ করার দাবী রাখে তা হলো, বাদশাহ ফাহাদের (রহ.) মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কাজ। এই কাজ আজ পর্যন্ত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সম্প্রসারণমূলক কাজ হিসেবে উল্লেখ পাওয়ার মর্যাদা রাখে।

মসজিদে নববী শরীফ

হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে এই মসজিদ হলো সেই তিন মসজিদের একটি যেদিকে সওয়াবের নিয়তে সফর করা জায়েয। অন্যান্য মসজিদগুলো হলোঃ মক্কা শরীফে মসজিদুল হারাম এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে মসজিদুল আকসা। মসজিদে নববী ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ। এই মসজিদ নির্মাণের কাজে স্বয়ং রাসূলে কারীম (সাঃ) অংশগ্রহণ করেন। ছোট ছোট ইট এবং পাথর বহন করে সাহাবাদের সাথে তিনি এ নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সময়ের সাথে সাথে এর সম্প্রসারণ হতে থাকে। এই মসজিদ মদীনা শহরের মধ্যখানে অবস্থিত ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষর রেখেছে। এই মসজিদে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের সাথে একত্রিত হতেন। ওহীর বিধান তাদের নিকট পৌঁছাতেন এবং ইসলামের মূলনীতি তাদেরকে বুঝিয়ে

www.pathagar.com

দিতেন। ইবাদত, মুয়ামালাত, বিবাদের ফয়সালা, প্রশ্নের জবাব এবং ইসলামী শরীয়তের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেখানেই বর্ণনা করে দিতেন। এটি খোলাফায়ে রাশেদীন বিশেষত হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর আমলে যখন ইসলাম উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল তখন রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এই মসজিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও পার্লামেন্টের ভূমিকা পালন করতো। এতে সব ধরনের কাজ ও বিষয় আঞ্জাম দেয়া হতো। পরে যখন ইসলামী খেলাফতের রাজধানী কুফা, দামেশক এবং অন্যান্য শহরে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, এই পবিত্র শহরের সেই মর্যাদা তখন আর থাকে না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং তিন খলীফার যুগে এটি মুসলমাদের খিলাফতের রাজধানী ছিল, তখন এর মর্যাদা ও সম্মান ঠিকই থাকে এবং এই শহর জ্ঞানের এক বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে এর মহব্বত ও সম্মান বজায় থাকে। কেননা, এতে মসজিদে নববী এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রওযা মুবারক অবস্থিত। হাদীস শরীফের ভাষ্য মোতাবেক মানুষজন নিয়ত করে এর যিয়ারতে এসে থাকে। তারা আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) রওযায় দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে। এই মসজিদে নামাজ আদায় করে এবং মদীনা শরীফের যিয়ারত করে ধন্য হয়। হজ্বে আগত সমস্ত হাজী সাহেবান হজ্বের পূর্বে অথবা পরে এই পবিত্র ঘরের যিয়ারতের জন্য অবশ্যই মদীনায় তশরীফ এনে থাকেন।

একটি বিশেষ দোয়া

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হযরত আনাস (রাঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে দেখা করলে সে তাঁকে (হযরত আনাসকে) তার আস্তাবল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে। পরিদর্শনে গিয়ে হযরত আনাস (রাঃ) ৪শ' মোটা তাজা ঘোড়া দেখতে পান। ফিরে আসার পর হাজ্জাজ বলল, কেমন লাগল আমার আস্তাবলের ঘোড়াগুলো? উত্তরে তিনি বললেন, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মানুষ তিন কারণে ঘোড়া প্রতিপালন করে থাকে- ১. জরুরতের কারণে, তা জায়েয। ২. জিহাদের উদ্দেশ্যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তা ফরয এবং ৩. লোক দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের জন্য, আর এটা জাহান্নামে প্রবেশের একটি কারণ। আমার ধারণা, আপনার এ ঘোড়া প্রতিপালনের

www.pathagar.com

কারণ তৃতীয়টি। এ কথা শুনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ক্রোধান্বিত হয়ে হযরত আনাস (রাঃ)-কে বলল, আপনি রাসূলের সাহাবী। তাছাড়া খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান আপনার প্রতি সম্মান করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তা নাহলে এ মুহূর্তে আমি আপনার শিরশ্ছেদ করতাম। এ কথা শুনে হযরত আনাস (রাঃ) ধমক দিয়ে বল্লেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন একটি দোয়া শিখে রেখেছি, যা আমাকে তোমার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। এ দোয়া পাঠ করলে তুমি আমার একটি পশমও হেলাতে পারবে না। এ ধমকে অত্যাচারী হাজ্জাজ বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সম্বিত ফিরার পর সে বিনয়ের সাথে বলল, এ দোয়াটি আমাকেও শিখিয়ে দিন। হযরত আনাস (রাঃ) বললেন, তোমার মত বে-আদবকে এমন মর্যাদাবান দোয়া শিখানো যাবে না।

হযরত আনাস (রাঃ) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তার খাস খাদেম হযরত আবান (রহঃ) সেখানে প্রবেশ করলেন। অতপর বললেন, হে আবূ হামযা! আপনার কাছে আমি কিছু চাই। তিনি বললেন, "বল যা চাও।" তখন তিনি বললেন, সেই বাক্যগুলো জানতে চাই যা আপনার নিকট হাজ্জাজ শিখতে চেয়েছিল। অতপর তিনি বললেন, "ঠিক আছে। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে এর উপযুক্ত মনে করছি। আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর দশ বছর খিদমত করেছি। তিনি যখন আমাকে ছেড়ে যান তখন তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। আর তুমি আমার দশ বছর খিদমত করেছ এবং আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি আর আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট। তুমি সকাল এবং সন্ধ্যায় এই বলে দোয়া করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ
بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ وَنَفْسِىْ ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى
اَهْلِىْ وَمَالِىْ ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ اَعْطَانِيْهِ رَبِّىْ ،
بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ ، بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ
وَالسَّمَاءِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ ،
بِسْمِ اللّٰهِ افْتَتَحْتُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ ، لاَ قُوَّةَ اِلاَّ

www.pathagar.com

بِاللّٰهِ ، لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ، لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ،
اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ، تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ
السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَرَبُّ الاَرَضِيْنَ ، وَمَا
بَيْنَهُمَا ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، عَزَّ جَارُكَ ، وَجَلَّ
ثَنَاؤُكَ ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ، اِجْعَلْنِىْ فِىْ جِوَارِكَ مِنْ شَرِّ
كُلِّ ذِىْ شَرٍّ ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، اِنَّ وَلِيِّىَ
اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ، فَاِنْ
تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .

উচ্চারণ ঃ "বিসমিল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহি বিসমিল্লাহি আলা-দ্বীনী ওয়ানাফসী, বিসমিল্লাহি আলা আহলি ওয়ামালি, বিসমিল্লাহি আলা কুল্লি শাইয়্যিন আতানিহী রাব্বী, বিসমিল্লাহি খাইরুল আসমায়ে, বিসমিল্লাহি রাব্বুল আরদ্বি অসসামায়ি, বিসমিল্লাহিল্লাযি লা ইয়াদুররু মা'আ ইসমিহী শাইউন, বিসমিল্লাহি ইফতাতাহ্‌তু ওয়াআলাল্লাহি তাওয়াক্‌কালতু লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবারু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমু আল কারিমু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আল আলিয়্যূল আযীমু, তাবারাকাল্লাহু রাব্বুস্ সামাওয়াতিস্ সাব'ই ওয়ারাব্বুল আরশিল আযীমি ওয়ারাব্বুল আরাদ্বীনা ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আয্‌যা জারুকা ওয়াজাল্লা ছানায়ুকা ওয়া-লা-ইলাহা গাইরুকা, ইজআলনি ফী-জিওয়ারিকা মিনশাররি কুল্লি যী-শাররীন ওয়ামিন শাররিশ্ শায়তানির রাজীম, ইন্না ওয়ালিইয়্যাল্লাহুল্লাযি নায্‌যালাল কিতাবা ওয়াহুয়া ইয়াতাওয়াল্লাস্ সালেহীন, ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকুল হাসবিআল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া

www.pathagar.com

রাব্বুল আরশিল আযীম।

অর্থ ঃ "আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। কোন শক্তি নেই (কারো ভাল কাজ করার) আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি আমার দ্বীনের জন্য আমার জীবনের জন্য, আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি আমার পরিবারের জন্য, আমার সম্পদের জন্য। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি সেই সবের হেফাজতের জন্য যা আমার প্রভু আমাকে দান করেছেন। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি তাঁর উত্তম নামসমূহের সাথে যিনি আসমান ও যমীনের প্রভু। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যার নামে শুরু করলে কোন রোগ-ব্যাধি ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি এবং আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করছি। আল্লাহ্‌র সামর্থ্য ব্যতীত কারও কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি পরম সহিষ্ণু, দয়াবান। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই, তিনি সর্বোচ্চ সুমহান। বরকতময় আল্লাহ্ সাত আসমানের প্রভু, মহান আরশের মালিক, জমীন সমূহের প্রভু এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে তার প্রভু। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সারাজাহানের প্রতিপালক, আপনার প্রতিবেশী সম্মানিত হোক এবং আপনার প্রশংসা জাগরুক থাকুক, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আপনি আমাকে আপনার পার্শ্বে স্থান দিন, সব অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন এবং বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন আমার অভিভাবক, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি সৎলোকদেরকে সাহায্য করে থাকেন। "অতপর তারা যদি ফিরে যায় তাহলে বলুন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তাঁর উপরই ভরসা করি এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি।"

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلى الله
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
باحسان الى يوم الدين -

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
ব্যবহারিক আরবী শব্দমালা
(الكلمات العربية المستخدمة)
কথোপকথন/المكالمة

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ — السلام عليكم ورحمة الله

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

আপনি কেমন আছেন ? — كَيْفَ حَالُكَ / كَيْفَ اَنْتَ ؟

কাইফা হালুকা/ কাইফা আন্‌তা ?

আমি আল্লাহর ফযলে ভাল আছি। — اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَنَا بِخَيْرٍ

আলহামদু লিল্লাহ, আনা বেখায়ের

আপনার নাম কি ? — (لَوْ سَمَحْتَ) مَا اسْمُكَ ؟

(লাও সামাহ্‌তা) মাস্‌মুকা ?

আমার নাম আবদুল্লাহ । — اِسْمِىْ عَبْدُ اللّٰه

ইসমী আবদুল্লাহ

আপনার বাড়ী কোন্ দেশে ? — اَنْتَ مِنْ اَىِّ بَلَدٍ

আনতা মিন আইয়ে বালাদ

আমি বাংলাদেশী — اَنَا مِنْ بَنْغَلاَدِيْش

আনা মিন বাংলাদেশ

আপনি কি চান ? — اِشْ تَبْغَى اَنْتَ ؟

ইশ তাবগা আনতা ?

www.pathagar.com

আমি হারাম শরীফে যেতে চাই	اَنَا اُرِيْدُ الذِّهَابَ اِلَى الْحَرَمِ আনা উরিদুযযিহাবা ইলাল হারাম
আপনি একটু সামনে/ডানে যান	اِذْهَبْ اِلَى الْقُدَّامِ/الْيَمِيْنِ قَلِيْلاً ইযহাব ইলাল কুদ্দাম/ইয়ামীন কালিলান
আমি বাংলাদেশ হজ্জ মিশন অফিসে যেতে চাই	اُرِيْدُ الذِّهَابَ اِلَى مَكْتَبِ بِعْثَةِ الْحَجِّ بَنْغَلاَدِيْش উরিদুযযিহাব ইলা মাকতাবে বে'ছাতিল হজ্জ বাংলাদেশ
মক্কা শরীফের বাস স্ট্যান্ড কোথায়?	اَيْنَ مَوْقِفُ السَّيَّارَةِ بِمَكَّةَ আইনা মাওকেফুস্ সাইয়্যারা বেমাক্কা
হে মজদুর ভাই, এ দিকে আস!	تَعَالْ يَا اَخِيْ الْحَمَّالُ তাআ'ল ইয়া আখি আল-হাম্মাল
এই জিনিসগুলো উঠাও	خُذْ هٰذِهِ الاَمْتِعَةَ/الاَشْيَاءَ খুয হাযিহিল আমতিআ/আশইয়া
ড্রাইভার, তুমি কি মক্কা যাবে?	يَاسَائِقُ/سَوَّاقُ هَلْ تَرُوْحُ اِلَى مَكَّةَ ইয়া সায়েক/সাওয়াক হাল তারুহ ইলা মাক্কা?
ভাড়া কত/ কত রিয়াল?	كَمْ اَلاُجْرَةَ/ بِكَمْ رِيَال؟ কাম আল উজরাহ/বিকাম রিয়াল?
আমি কোথায় বসবো/আমার সিট কোনটি?	اَيْنَ اَجْلِسُ / اَيْنَ مَقْعَدِيْ ؟ আইনা আজলেসু/আইনা মাকআদি?

www.pathagar.com

খাদ্য ও পানীয়
(الأطعمة والمشروبات)

ভাত ও শবজি দাও	هَاتِ الرُّز وَ الخُضْرَوَات হাত রুয ওয়া খুযরাওয়াত
কি তরকারী আছে?	إشْ مِنَ الادَم ইশ মিনাল ইদাম?
গরুর গোশ্‌ত, মাছ এবং পানি দাও	هَاتِ لَحَمْ بَقَر وَالسَّمَكَ وَالْمَاء হাতে লাহাম বাকার ওয়াস্‌সামাক্‌ ওয়াল মা
দুধ কিংবা ঠান্ডা কি আছে?	حَلِيْب اَوْ اِشْ مِنَ الْبَارِدْ হালিব আও ইশ মিনাল বারেদ
দুধ নাই, তবে কফি, পেপসি আছে	مَافِىْ حَلِيْب، فى قهوه و بيبسى মা ফি হালিব, ফি গাহওয়া, বেবসী
রুটি এবং ভুনা গোশত দাও	هَات خُبْز وَلَحَم مَشْوِىْ হাতে খুবয ওয়া লাহাম মাশবি
দাম কত হয়েছে/মোট কত বিল হয়েছে	هَاتِ الْحِسَاب/كَمْ بِالْمَجْمُوْع হাতে হিসাব/ কাম বিল মাজুম'
দশ রিয়াল মাত্র, হে আমার বন্ধু!	عَشَرَ رِيَالَ فَقَطْ يَا حَبِيْبِىْ আশারা রিয়াল ফাকাত ইয়া হাবিবী
নাও, তোমাকে ধন্যবাদ	خُذْ ، شُكْرًا لَكَ খুজ, শুকরান লাক

www.pathagar.com

পোলাও ভাত ও গোশত দাও	هَاتِ الرُّزْ الْبُخَارِىْ وَاللَّحَم হাতে রুয বুখারী ওয়াল লাহাম
গোশত নাই, মুরগী এবং মাছ আছে	لَحَمْ مَا فِىْ ، فِىْ دَجَاج وَسَمَك লাহাম মা ফি, ফি দাজাজ ওয়া সামাক
হে ভাই, ইলিশ মাছ আছে?	يَا اَخِىْ هَلْ هِلْشَا عِنْدَكُمْ ؟ ইয়া আখী, হাল হিলশা ইনদাকুম
না, ভুনা চিংড়ী আছে।	لاَ ، فِىْ رُبْيَان مَشْوِىْ عِنْدَنَا লা, ফি রুবিয়ান মাশবী ইনদানা
দুধ বা দধি এবং চিনি দাও।	هَات حَلِيْب اَوْ اَللَّبَن وَالسُّكَّر হাতে হালিব আও লাবান ওয়া সুক্কার
মিঠাই এবং পুদিনা দিয়ে চা দাও	هَات حَلْوَى وَشَاهِىْ مَعْ نَعْنَع হাতে হালওয়া ওয়া শাহী মা' না'না'
আপনাদের নিকট পান আছে কি?	هَلْ يُوْجَدْ عِنْدَكُمْ تَنْبُوْل হাল ইউজাদ ইনদাকুম তামবুল
না এটা নিষিদ্ধ, ঠান্ডা পানীয় আছে	لاَ هَذَا مَمْنُوْع . فِىْ بَارِد লা, হাজা মামনু ফি বারেদ
না, তা চাই না। আপনাকে ধন্যবাদ	لاَ مَا اَبْغَى ، شُكْرًا لَكَ লা, মা আবগা, শুকরান লাক
মাফ করবেন, ঠিক আছে	عَفْوًا ، طَيِّبْ আফওয়ান, তাইয়েব।

www.pathagar.com

ফল জাতীয়

(من الفواكه)

আমাকে কলা ও আঙ্গুর দাও	هَاتِ اَلْمَوْزَ وَالْعِنَبَ হাতে মাওয ওয়াল ইনাব
আমাকে খেজুর এবং বাদাম দাও	اَبْغَى التَّمُوْرَ وَاللَّوْزَ আবগা আত্ তামুর ওয়াল লাওয
আমাকে কমলালেবু ও আপেল দাও	هَاتِ بُرْتُقَال وَتُفَّاح হাতে বুরতুকাল ওয়া তুফ্ফাহ
কমলা নেই, বেদানা আছে	بُرْتُقَال مَا فِىْ ، فِىْ رُمَّان বুরতুকাল মা ফী, ফী রুম্মান
আমাকে একটি বড় তরমুজ দাও	هَاتْ لِىْ حَبْحَبْ كَبِيْر হাতে লি হাবহাব কাবীর
তোমার কাছে লেবু আছে?	هَلْ يُوْجَدْ لِيْمُوْن عِنْدَك হাল ইউজাদ লিমুন ইনদাক
না, আনারস আছে, দেবো কি?	لاَ ، يُوْجَد اَنَانَسْ هَلْ تَبْغَى লা, ইউজাদ আনানাস, হাল তাবগা?
আমাকে যয়তুন ফল দাও, ডুমুর দাও	هَاتْ لِىْ الزَّيْتُوْن وَالتِّيْن হাত লি যয়তুন ওয়া তীন
ও ভাই! আমাকে নারিকেল দাও।	يَا اَخِىْ هَاتْ لِىْ زَوْجُ الْهِنْدِىْ ইয়া আখী! হাত লি যওজুল হিন্দী

www.pathagar.com

সর্বনাম
(ضمائر)

আমি, আমরা/নিশ্চয় আমরা		اَنَا ، نَحْنُ / اِنَّا
	আনা, নাহনু / ইন্না	
তুমি, তোমরা দু'জন, তোমরা (পুরুষ)		اَنْتَ ، اَنْتُمَا ، اَنْتُمْ
	আনতা, আনতুমা, আনতুম	
তুমি, তোমরা দু'জন, তোমরা (স্ত্রী)		اَنْتِ ، اَنْتُمَا ، اَنْتُنَّ
	আনতে, আনতুমা, আনতুম	
সে, তারা দু'জন, তারা (পুরুষ)		هُوَ ، هُمَا ، هُمْ
	হুয়া, হুমা, হুম	
সে, তারা দু'জন, তারা (স্ত্রী)		هِيَ ، هُمَا ، هُنَّ
	হিয়া, হুমা, হুন্না	
আমার (জন্য), আমাদের (জন্য)		لِيْ ، لَنَا
	লী, লানা	
তোমার জন্য, তোমাদের জন্য (পুরুষ)		لَكَ ، لَكُمْ
	লাকা, লাকুম	
তোমার জন্য, তোমাদের জন্য (স্ত্রী)		لَكِ ، لَكُنَّ
	লাকে, লাকুন্না	
তার জন্য, তাদের জন্য (পুরুষ)		لَهُ ، لَهُمْ
	লাহু, লাহুম	
তার জন্য, তাদের জন্য (স্ত্রী)		لَهَا ، لَهُنَّ
	লাহা, লাহুন্না	

www.pathagar.com

চিকিৎসা সম্পর্কিত
(ما يتعلق بالعلاج)

হে ভাই আমি খুবই অসুস্থ,	يَا اَخِىْ اَنَا مَرِيْضٌ جِدًا ইয়া আখি! আনা মারিয জিদ্দান
আমি হাসপাতালে যাব, সেটি কোথায়?	أُرِيْدُ الْمُسْتَشْفَى ، اَيْنَ ذَاكَ؟ উরিদু মুসতাশফা, আইনা যাক
আমি ওষুধের দোকানে যাব, সেটি কোথায়?	أُرِيْدُ صَيْدَلِيَّة ، اَيْنَ هِيَ؟ উরিদু সাইদালিয়া, আইনা হিয়া?
তোমার কি হয়েছে/ ব্যাপার কি?	اِشْ بِكَ / مَاذَا حَدَثَ؟ ইশ বেকা/ মাযা হাদাছ
আমার দু'দিন থেকে জ্বর ও মাথা ব্যাথা	بِىْ حُمَّى مُنْذُ يَوْمَيْنِ وَصُدَاع বি হুম্মা মুনজু ইয়াওমাইনে ওয়া সুদা'
আমার বমি হয়েছে, পেট ব্যাথা করছে	بِىْ قَيٌّ وَفِىْ بَطْنِىْ اَلَم বি কাই ওয়া ফী বাতনি আলাম
আমার লুজমোশন, পেটে প্রচন্ড ব্যাথা	بِىْ اِسْهَال وَفِىْ بَطْنِىْ اَلَم شَدِيْدٌ বি এসহাল ওয়া ফী বাতনি আলাম শাদিদ
ডাক্তার কোথায়, নার্স কোথায় ?	اَيْنَ الطَّبِيْب ، اَيْنَ الْمُمَرِّضَة আইনা তাবিব, আইনা মুমাররিয়া?
ওষুধ কিভাবে ব্যবহার করব?	كَيْفَ اَسْتَعْمِلُ الدَّوَاء কাইফা আসতা'মেলুদ দাওয়া

www.pathagar.com

ব্যবহারিক দ্রব্যাদি
(الأشياء والأوانى المستعملة)

ভাই আমাকে একটি প্লেট ও গ্লাস দিন	يَا أَخِيْ هَاتِ صَحْنًا وَكُوْبًا ইয়া আখি! হাতে সাহান ওয়া কুবান
আমি একটি বড় ব্যাগ/স্যুটকেস চাই	أَنَا أَبْغَى شَنْطَةً/حَقِيْبَةً كَبِيْرَةً আনা আবগা শানতা/হাকিবা কাবিরা
আমি তালা এবং দড়ি চাই	أُرِيْدُ قُفْلاً وَ حَبْلاً উরিদু কুফলান ওয়া হাবলান
আপানর নিকট টেপরেকর্ডার বা রেডিও আছে?	هَلْ عِنْدَكَ مُسَجِّلٌ أَوْمِذْيَاعٌ হাল ইনদাকা মুসাজ্জাল আও মিজইয়া?
আমি একটি ছোট ছুরি/চাকু চাই	أَنَا أَبْغَى سِكِّيْنًا صَغِيْرًا আনা আবগা সিক্কিনান ছাগিরান
ভাই, একটি কাপ ও চামচ দিন	يَا أَخِيْ هَاتِ فِنْجَانَ وَمِلْعَقَةً ইয়া আখি! হাতে ফিনজান ওয়া মিলআকা
আমি একটি ফ্যান ও ফ্রিজ কিনবো	أَنَا أَشْتَرِيْ مِرْوَاحَةً وَثَلاَّجَةً আনা আশতারি মেরওয়াহা ওয়া তাল্লাজা
ভাই অপনার নিকট আয়না আর চিরুনী আছে ?	يَا أَخِيْ هَلْ عِنْدَكَ مِرْءَةٌ وَمُشْطٌ ইয়া আখি! হাল ইনদাকা মেরআ ওয়া মুশত
আপনার নিকট সুরমা ও সুরমাদানি আছে?	هَلْ عِنْدَكَ كُحْلٌ وَمِكْحَلَةٌ হাল ইনদাকা কুহল ওয়া মিকহালা

www.pathagar.com

বিশ্বের প্রথম ইবাদতগাহ পবিত্র কা'বা শরীফ। দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান এ কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করে থাকেন। এটি আমাদের কিবলা। এটি পৃথিবীর মধ্যখানে অবস্থিত। এতে এক রাক্আত নামায আদায় করলে পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদ থেকে এক লক্ষ গুন বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

কাঠের ওপর নকশা করা প্রায় শত বছরের পুরোনো বায়তুল্লাহ শরীফের ছবি। এতে হারাম শরীফের প্রাঙ্গন ও কা'বা শরীফ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া মাকামে ইব্রাহীম, মিম্বর এবং যমযম কূয়াও দেখা যাচ্ছে। কা'বার পাশে এসব ইমারতের জন্য তওয়াফের জায়গা ছিল খুবই সংকুচিত এবং ছোট, যার ফলে তওয়াফকারীদের খুবই সমস্যা হতো। পরবর্তীতে মিম্বর ও যমযমের কূয়াকে পিছনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মাকামে ইব্রাহীমের ইমারত শেষ করে দিয়ে স্টিলের খুব সুন্দর ঢাকনা দিয়ে তাতে গ্লাস ফিট করে সেখানেই রেখে দেয়া হয়েছে। এর ফলে তওয়াফের জন্য অনেক খোলামেলা জায়গা হয়েছে এবং হাজী সাহেবানদের জন্য খুবই সহজ ও আরামদায়ক হয়েছে।

www.pathagar.com

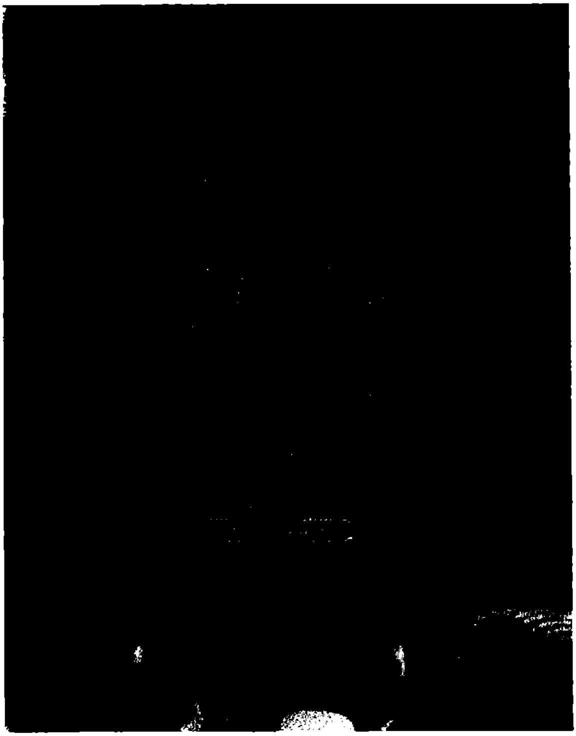

পবিত্র কা'বা শরীফের দরজা। বিশ্বের লক্ষ কোটি মুসলমান এ দরজা ধরে বিশ্বজাহানের মালিকের দরবারে নিজেদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, গুনাহ মাফি, জান্নাত লাভ ও ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির জন্য সর্বদা প্রার্থনারত থাকেন।

এই সেই পবিত্র গারে-হেরা বা হেরা গুহা। যেখানে রাসূলের (সাঃ) উপর প্রথম ওহী "ইক্বরা........." অবতীর্ণ হয়। রাসূল (সাঃ) এখানেই বসে নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।

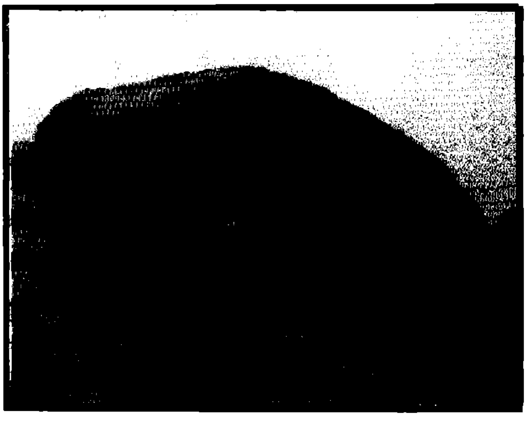

www.pathagar.com

পবিত্র কা'বা শরীফের গিলাফ। এতে কারুকার্যময় করে সোনালী অক্ষরে কোরআন মজীদের আয়াত উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এর পদচিহ্ন "মাকামে ইব্‌রাহীম"। কা'বাঘর তৈরীর সময় তাঁর যে পদচিহ্ন এ পাথরের গায়ে পড়েছিল কালের সাক্ষী হিসাবে তা' আজও বিদ্যমান।

www.pathagar.com

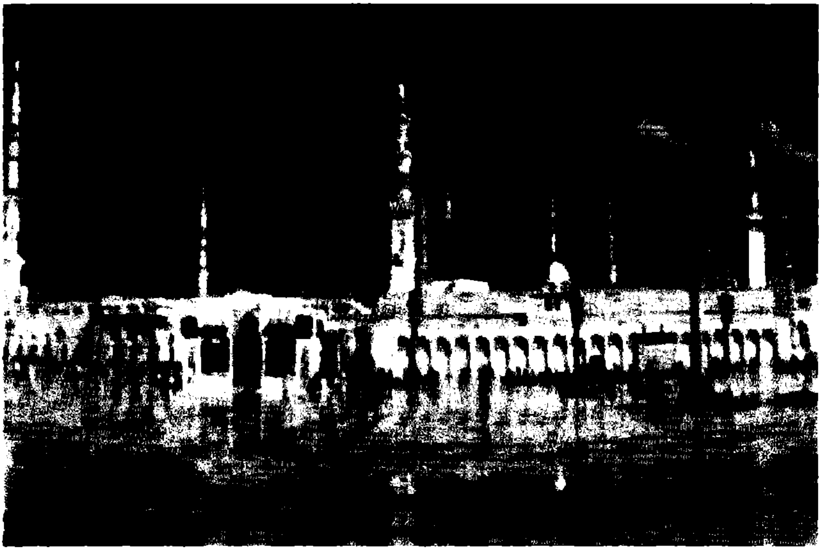

মদীনার পবিত্র মসজিদে নববী। যার প্রথম নির্মাণ কাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ মসজিদেই রয়েছে রওযাতুল জান্নাত বা জান্নাতের বাগিচা। দুনিয়ার বুকে কা'বার পরেই এটি সর্বোত্তম মসজিদ ও পবিত্রতম স্থান।

এই সেই মহিমান্বিত হাজারে আসওয়াদ। যাকে চুমু দেওয়ার জন্য বিশ্বের সর্বপ্রান্তের মুসলমানরা অধির আগ্রহ নিয়ে হজ্ব, উমরা, তওয়াফসহ বিভিন্ন আমলের সময় ভিড় করে থাকে। এ পাথরটি বেহেশতী পাথর। এর রং ছিল সাদা। মানুষের পাপমোচন ও সময়ের আবর্তনে এর বর্তমান রং কালো হয়ে গেছে। এজন্যই একে হাজারে আসওয়াদ বা কালো পাথর নামে অভিহিত করা হয়।

www.pathagar.com

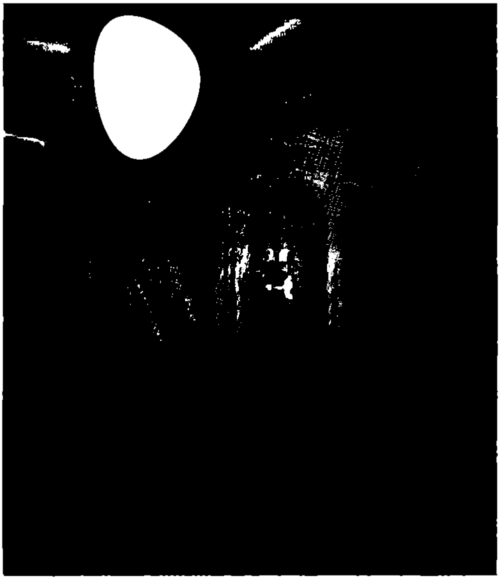

মসজিদে নববীর বরকতময় মিম্বর। এর উপরেই আরোহণ করে মসজিদে নববীর খতীব খোতবা প্রদান করে থাকেন।

মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারকের উপর অবস্থিত কুব্বাতুল খাযরা বা সবুজ গম্বুজ। বাইরে থেকে এর প্রতি দৃষ্টি দিলেও সওয়াব পাওয়া যায়। এটি ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের এক উজ্জ্বল নমুনা বহন করছে। দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমানকে যেন এ সবুজ গম্বুজ হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে

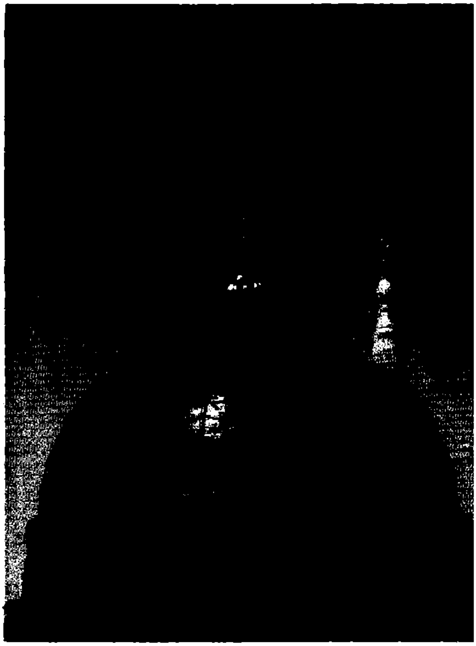

www.pathagar.com

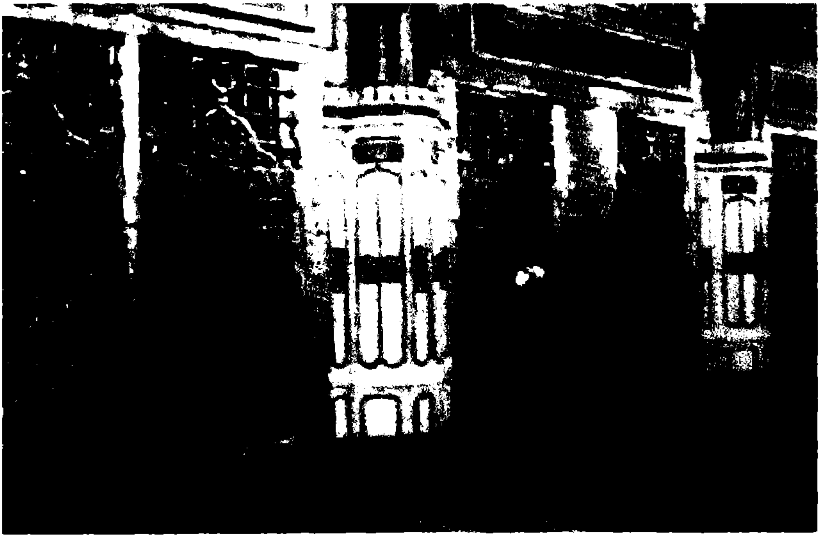

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফ
এখানেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) শায়িত আছেন।

আল্লাহর রাসূলের মসজিদ "মসজিদে নববী"র মেহরাব। এর কারু-কার্যতা সকলকে মুগ্ধ ও পুলকিত করে।

www.pathagar.com

মসজিদে কোবা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এসে সর্ব প্রথম এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি মদীনা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

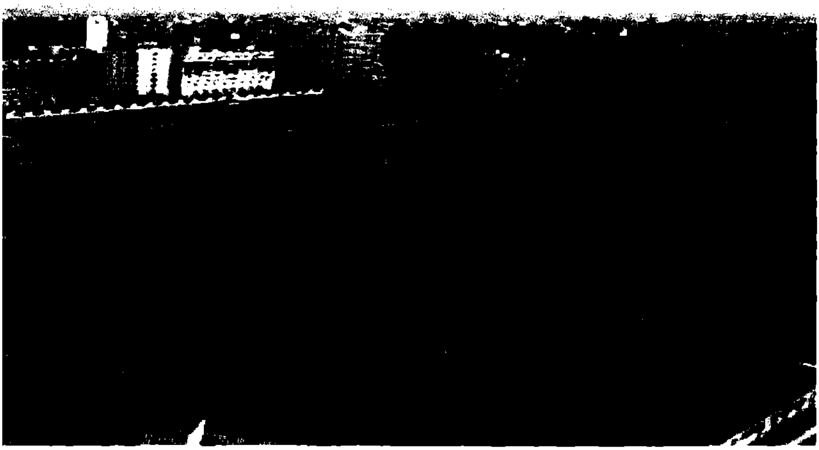

মদীনা শরীফের কবরস্থান জান্নাতুল বাকী'। এখানে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) সহ অনেক সাহাবী, তাবেয়ী, তাবেতাবেয়ীন এবং ওলী-আওলীয়া শায়িত আছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

مسائل الحج والعمرة

মাসায়েলে হজ্ব ও উমরাহ্

সৌজন্যে - ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন

صادق أحمد صديقي

মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী

হারামাইন প্রকাশনী

www.pathagar.com

مسائل الحج والعمرة

صادق أحمد صديقي

মাসায়েলে হজ্ব ও উমরাহ্

মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী
সভাপতি, তাহ্ফিজে হারামাইন পরিষদ বাংলাদেশ ও
খতীব, মালিবাগ বায়তুল আজিম শহীদী জামে মসজিদ, ঢাকা।

প্রকাশনায়
হারামাইন প্রকাশনী
৪৭৪/৫, মালিবাগ বাজার রোড, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৫৬১২১, ০১৮৯-৪০৩৯৭১
০৫০৮৪৪২৭২১ (সউদী আরব)

পরিবেশনায়
আল-ফুরকান পাবলিকেশন
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২, ০১১৯৯-৯৪৯৬৭৬

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ১৯৯৭ ঈসায়ী

তৃতীয় প্রকাশ
জৈষ্ঠ, ১৪১৩ সাল
রবিউস্ সানী, ১৪২৭ হিজরী
জুন, ২০০৬ ঈসায়ী

হাদিয়া ঃ ১৫০.০০ (একশ' পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

কম্পোজ ও মুদ্রণ
নাবিল কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২, ০১৭১-৪০১৫৯৭৭

MASAIL-E-HAZZ & UMRAH, Written by Moulana Sadeque Ahmad Siddiqui in Bengoli, Published by Haramine Prokashoni, 474/5, Malibagh Bazar Road, Dhaka-1217, Bangladesh. Phone: 9356121, 0189-403971, 0508442721 (K.S.A) 3rd Edition: June 2006, Price : 150.00 Taka Only.

www.pathagar.com

আরয

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وبعد .

হজ্ব ইসলামের একটি অন্যতম রুক্ন। সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ্ব আদায় করা ফরয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা অনুযায়ী জান্নাতই হচ্ছে মাবরূর (মাকবূল) হজ্বের একমাত্র প্রতিদান। হজ্বের আবশ্যকীয় মাসআলাগুলো জানা প্রত্যেক হজ্বযাত্রীর জন্য জরুরী। হজ্ব আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে অধিকাংশ হজ্বযাত্রীর পক্ষেই সহীহ্‌ভাবে হজ্ব আদায় করা সম্ভব হয় না। এটা খুবই দুঃখজনক।

হজ্বযাত্রীরা যাতে সহীহ্-শুদ্ধভাবে হজ্ব আদায় করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সাল থেকে হজ্বযাত্রীদের জন্য 'হজ্ব প্রশিক্ষণ কোর্স'-এর ব্যবস্থা করে আসছিলাম। প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ 'হজ্বের মাসায়েল' সম্পর্কে কিতাব লেখার জন্য আমাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করে 'মাসায়েলে হজ্ব ও উমরাহ্' নামে এ সংক্ষিপ্ত বইখানা লেখা শুরু করলাম। বইটির মূল পাণ্ডুলিপি আমার অনুজ শাহ্ মুনিরুজ্জামান কর্তৃক হজ্ব প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত আমার বক্তব্য থেকে লিখিত। এতে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি কিংবা মুদ্রণ ত্রুটি থাকতে পারে। পাঠকগণ মেহেরবানী করে আমাকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা অধমের এ প্রচেষ্টাকে কবূল করুন। আমীন!

সাদেক আহমদ সিদ্দিকী

৬ রজব, ১৪১৮ হিঃ

৭ নভেম্বর, ১৯৯৭ ইং

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

কা'বা শরীফের ঐতিহাসিক পটভুমি- নির্মাণ ইতিহাস ৯
কা'বা শরীফ সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ ১১
বায়তুল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্ব শান্তির কারণ ১২
হজ্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১৪
হজ্বের মাস সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা ১৮
হজ্ব ও উমরাহ্‌র ফযীলত ১৮
হজ্বে মাবরূর ১৯
কতিপয় পারিভাষিক শব্দ ২৩
হজ্বের সংজ্ঞা ২৯
হজ্বের প্রকারভেদ ২৯
হজ্ব কখন ফরয হয় ৩০
হজ্বে গমনের পূর্বে করণীয় ৩৩
সায়্যিদুল ইস্‌তিগফার ৩৪
বাড়ী হতে রওয়ানা ৩৮
বাড়ী হতে বের হবার সময় পড়ার দোয়া ৪০
হজ্বযাত্রীগণের সাথে যেসব আসবাব-পত্র থাকা জরুরী ৪১
বিমান বন্দরে পড়ার দোয়া ৪২
মক্কা শরীফে প্রবেশের বিবরণ ৪৪
মসজিদে হারামে প্রবেশের আদব ও মাসআলা ৪৭
বায়তুল্লাহ্ শরীফ নজরে আসলে যে দোয়া পড়তে হয় ৪৮
মসজিদে হারামে নামায পড়ার সওয়াব ও মাসআলা ৫০
মসজিদে হারামে নামায পড়ার গুরুত্ব ৫০
হজ্বের ফরয ৫১
ইহ্‌রামের অর্থ ৫২
ইহ্‌রামের প্রকারভেদ ৫২

www.pathagar.com

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ ৫৩
হজ্বের সুন্নতসমূহ ৫৩
হজ্বের সময় সুন্নত গোসল ৫৫
ইহরাম ও হজ্বের মাকরূহ বিষয়াবলী ৫৫
দ্বিতীয় অধ্যায়
হজ্বের ইহ্রামের নিয়্যত ৫৭
ইহ্রামের শর্তসমূহ ৫৮
ইহ্রামের ওয়াজিবসমূহ ৫৮
ইহ্রামের সুন্নত কার্যাবলী ৫৯
ইহ্রামের মুস্তাহাব কার্যাবলী ৫৯
ইহ্রামের পোশাক ৬১
হজ্বের ইহ্রাম বাঁধার শেষ সময় ৬১
হজ্বের ইহ্রাম হতে হালাল হওয়ার সময় ৬২
ইহ্রাম অবস্থায় হজ্বে নিষিদ্ধ কার্যাবলী ৬২
যে কাজ করলে হজ্ব ও উমরাহ্ বাতিল হয়ে যায় ৬৪
উমরাহ্র সাধারণ বর্ণনা ৬৭
উমরাহ্র মীকাত ৩টি ৬৭
উমরাহ্ আদায়ের ফরয ৬৭
উমরাহ্ আদায়ের নিয়ম ৬৭
মহিলাদের হজ্বের নিয়ম ৬৮
তওয়াফের ফযীলত ৭০
তওয়াফ সম্পন্ন করার পদ্ধতি ৭০
হজ্বের বিভিন্ন সময়ের তওয়াফ ৭১
তওয়াফের ফরয কার্যাবলী ৭২
তওয়াফের ওয়াজিব কার্যাবলী ৭২
তওয়াফের সুন্নত কার্যাবলী ৭৩
তওয়াফের মাকরূহ বিষয়াবলী ৭৪

www.pathagar.com

তওয়াফের ক্ষেত্রে হারাম কার্যাবলী ৭৪
তওয়াফের মাসআলাসমূহ ৭৫
মাতাফের নক্শা ৭৬
তওয়াফের প্রয়োজনীয় দোয়াসমূহ ৭৭
যম্যম কূপের ইতিহাস ৮৬
যমযমের পানি পান করার নিয়ম ৮৭
হারাম শরীফে দোয়া কবূলের স্থানসমূহ ৮৭
তৃতীয় অধ্যায়
হজ্বের 'সাঈ' কে কখন করবে ৮৯
সাঈ-এর ফরয ৮৯
সাঈ-এর ওয়াজিব ৮৯
সাঈ-এর সুন্নত ৯০
সাঈ-এর মাকরূহ বিষয়াদি ৯১
সাঈ করার পদ্ধতি ৯১
সাঈর সময় এ দোয়া পড়বেন ৯২
তালবিয়া, তাক্বীরে তাশরীক এবং মাসআলা ৯৯
সাঈ'র পর মক্কায় হজ্বের জন্য অপেক্ষাকারীদের করণীয় ১০১
সর্বাধিক ব্যস্ততার দিনগুলো ১০১
যোহর ও আসরের নামায একত্রীকরণের শর্তাবলী এবং মাসআলা ১০২
আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের বর্ণনা ১০৩
উকূফে আরাফার শর্ত ও মাসআলা ১০৬
উকূফের মুস্তাহাবসমূহ ১০৭
মুয্দালিফায় উকূফের মাসআলা ১০৭
মুয্দালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়ার আহ্কাম ১০৭
মিনায় এসে করণীয় ১০৮
জামরা আকাবায় কঙ্কর মারা ও তালবিয়ার সমাপ্তি ১০৯
কোরবানী (শুকরানা দম) ও মাথা মুন্ডানো ১১০

www.pathagar.com

শুকরানা দম	১১২
কোরবানীর ফযীলত	১১৪
কোরবানী করার নিয়ম ও দোয়া	১১৫
বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুকুম	১১৭
প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পরে করণীয়	১১৭
নাবালেগ ছেলেমেয়েদের হজ্ব	১১৮
যে সকল কারণে হজ্বের কাযা ওয়াজিব হয়	১১৯
চতুর্থ অধ্যায়	
বদলী হজ্বের বয়ান	১২০
অক্ষম হওয়ার কারণসমূহ	১২০
বদলী হজ্বের শর্তসমূহ	১২১
বদলী হজ্বকারীর খরচ	১২৫
মক্কা শরীফে যিয়ারতের স্থানসমূহ	১২৬
কবরস্থান	১২৬
মক্কা শরীফের পবিত্র পাহাড়সমূহ	১২৭
বিদায়ী তওয়াফ	১২৮
দমে জিনায়াত বা ক্ষতিপূরণ	১২৯
সুগন্ধি এবং তেল ব্যবহার করা	১৩১
সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা	১৩৭
মাথা এবং মুখমণ্ডল আবৃত করা	১৪০
চুল বা লোম মুণ্ডন এবং ছাঁটা	১৪১
নখ কর্তন করা	১৪১
সহবাস ইত্যাদি সংঘটিত করা	১৪২
মক্কা শরীফ উত্তম- না মদীনা শরীফ?	১৪৭
পঞ্চম অধ্যায়	
মদীনা শরীফে স্বাগতম	১৪৮
হরমে মদীনা	১৪৮

www.pathagar.com

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত	১৪৯
মক্কা ও মদীনা শরীফের পথে মসজিদসমূহ	১৫০
যিয়ারতের মাসায়েল ও আদব	১৫১
মসজিদে নববীতে নামাযের ফযীলত	১৫২
রওযায়ে জান্নাতে রহ্‌মতের স্তম্ভসমূহ	১৫৩
প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ	১৫৪
মদীনা শরীফের যিয়ারত	১৫৬
হুযূর (সাঃ) -এর রওযা যিয়ারতকালে সালাম ও দোয়া	১৫৯
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর যিয়ারত	১৬১
হযরত উমর (রাঃ)-এর যিয়ারত	১৬২
আহ্‌লে বাকী' এর যিয়ারত	১৬২
জান্নাতুল বাকী'-এর চিত্র	১৬৬
মদীনা শরীফের মসজিদ সমূহের যিয়ারত	১৬৭
মদীনা শরীফে অবস্থান কালের আমল	১৬৮
হারামাইন শরীফাইনের সম্প্রসারণ	১৬৮
একটি বিশেষ দোয়া	১৮১
ব্যবহারিক আরবী শব্দমালা	১৮৫
হারামাইন শরীফাইনের কতিপয় ছবি	১৯৩

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

কা'বা শরীফের ঐতিহাসিক পটভুমি

কা'বা শরীফের নির্মাণ ইতিহাস

বিশ্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ তাঁদের নিজ নিজ রচিত গ্রন্থে লিখেছেন যে, কা'বা শরীফ সর্বমোট ১১ বার নির্মিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম এ ঘর নির্মাণ করেন। তূরেসীনা, ইয়ালাম্‌লাম্, কোহেতূরসহ মোট ৫টি পাহাড়ের পাথর দ্বারা তিনি এ পবিত্র গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর ভীত্ সপ্তম জমিনের নীচ থেকে উঠানো হয়েছে।[১]

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা শরীফের নির্মাণ ইতিহাস সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ - (اٰل عمران : ٩٦)

"নিশ্চয়ই মানব জাতির (ইবাদতের) জন্য (দুনিয়াতে) সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা' মক্কায় অবস্থিত (অর্থাৎ কা'বা শরীফ), এ ঘর সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬)

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ও বিবি হাওয়া আলাইহাস্ সালাম পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁদেরকে কা'বাগৃহ নির্মাণের নির্দেশ দেন। এ গৃহ নির্মিত হলে তাঁদেরকে এর তওয়াফ করার আদেশ দিয়ে বলা হয়, "আপনি সর্বপ্রথম মানুষ এবং এ গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ, যা মানব জাতির জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।" (ইবনে কাসীর)

হাদীস শরীফে আরো উল্লেখ আছে যে, হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত এ কা'বা গৃহ হযরত নূহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল।

১. কা'বা শরীফের ইতিহাস, মক্কা শরীফের ইতিহাস, আরব জাহানের ইতিহাস, ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, সীরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

মহাপ্লাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সে প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় এর প্রাচীর ধ্বসে গেলে জুরহাম গোত্রের লোকজন একে পুনঃনির্মাণ করে। এভাবে কয়েকবার কুরাইশরাও এ গৃহ নির্মাণ করে। সবশেষে এর নির্মাণ কাজে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শরীক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজারে আসওয়াদ' নামক পাথরটি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের এ নির্মাণের ফলে ইব্রাহিমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমত কা'বা শরীফের একটি অংশ (হাতীম) কা'বা থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নির্মাণে কা'বা শরীফের দরজা ছিল দু'টি। একটি প্রবেশের জন্যে এবং অপরটি (পশ্চিমমুখী) বের হওয়ার জন্যে। কিন্তু কুরাইশরা শুধু পূর্বদিকে একটি দরজা নির্মাণ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, কা'বা শরীফের বর্তমান অবকাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে ইব্রাহিমী নির্মাণের মতো করে দেই। কিন্তু কা'বা শরীফ ভেঙ্গে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞ লোকদের মনে ভুল বুঝাবুঝি দেখা দেয়ার আশংকার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি।" এ কথাবার্তার কিছুদিন পরেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভাগ্নে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে জানতেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কা শরীফে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরোক্ত ইচ্ছাটি কাজে পরিণত করেন এবং কা'বা শরীফকে পুনরায় ইব্রাহিমী কাঠামোতে নির্মাণ করেন। অবশ্য মক্কা শরীফে তাঁর কর্তৃত্ব বেশী দিন টিকেনি। অত্যাচারী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কা শরীফে সেনা অভিযান চালিয়ে তাঁকে শহীদ করে দেয় এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের এ কীর্তিটিও মুছে ফেলতে প্রতিজ্ঞা করে বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। এ অজুহাতে সে কা'বা শরীফকে

www.pathagar.com

আবার ভেঙ্গে জাহেলী আমলের কুরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই পুনঃনির্মাণ করে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পর কোন কোন বাদশাহ উল্লেখিত হাদীস দৃষ্টে কা'বা শরীফকে ভেঙ্গে ইব্রাহিমী ভিত্তি অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইমাম হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) ফত্ওয়া দেন যে, এভাবে কা'বা শরীফের ভাঙ্গাগড়া চলতে থাকলে পরবর্তী বাদশাহ্দের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বা শরীফ তাদের হাতের একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে তা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই থাকতে দেয়া উচিত। সমগ্র মুসলিম সমাজ তাঁর এ ফত্ওয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাট কাজ পরবর্তীতেও চলতে থাকে।

এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কা'বা শরীফ বিশ্বের সর্বপ্রথম ইবাদত গৃহ। এটাই জগতের সর্বপ্রথম মসজিদ। এর অপর নাম মসজিদে হারাম। (মাআরিফুল কোরআন)

কা'বা শরীফ সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ

আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা শরীফ তথা বায়তুল্লাহকে এবং আরো কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপায় করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত জগতের সব দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকবে এবং হজ্জ্বব্রত পালন করতে থাকবে (যাদের উপর হজ্জ্ব ফরয), ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকবে। অপরদিকে যদি এক বছরকালও কেউ হজ্জ্বব্রত পালন না করে কিংবা বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে কেউ নামায আদায় না করে, তবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আযাব নেমে আসবে।

এতে বুঝা গেল যে, খানায়ে কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ। যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ্জ্ব পালিত হতে থাকবে, ততদিনই বিশ্ব জাহান প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোন সময় বায়তুল্লাহ্র এ সম্মানকে অবহেলা করা হয়, তবে বিশ্বকেও বিলীন করে দেয়া হবে। বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহর মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে, এর স্বরূপ জানা জরুরী নয়। যেমন চুম্বক ও লোহা এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও খড়কুটোর পারস্পরিক

www.pathagar.com

সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায়, কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না। বায়তুল্লাহ্ ও বিশ্ব-ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্যাতীত। একমাত্র বিশ্ব-স্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা সম্ভব। বায়তুল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বের স্থায়িত্বের কারণ হওয়া একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বাহ্যিক দৃষ্টি তা অনুভব করতে অক্ষম। কিন্তু আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য এটি যে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ তা অনেক অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত। (মাআরিফুল কোরআন)

বায়তুল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্ব শান্তির কারণ

সাধারণত বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে চোর, ডাকাত, হত্যা ও লুণ্ঠনকারীরা দুঃসাহস প্রদর্শন করতে পারে না। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগের আরবে কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিংবা জননিরাপত্তার জন্য কোন নিয়মিত আইন প্রচলিত ছিল না। এক গোত্র অন্য গোত্রের জান, মাল ও মান-সম্মানের উপর যখন ইচ্ছা আক্রমণ করতে পারত। কাজেই গোত্রসমূহের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার কোনই বিধান ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতের বলে মক্কার বায়তুল্লাহ্ শরীফকে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শান্তির উপায় করে দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার মত ধৃষ্টতা যেমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, তেমনি বায়তুল্লাহ্ শরীফের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার সাহসও কেউ করতে পারত না। আল্লাহ্ তা'আলা জাহেলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ্ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে, তারা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতে কুণ্ঠিত হত না।

তৎকালীন আরবদের রণ উন্মাদনা ও গোত্রগত হিংসা সারা বিশ্বে প্রবাদ বাক্যের মত খ্যাত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে বায়তুল্লাহ্ ও তার আনুষঙ্গিক বস্তু সামগ্রীর সম্মান ও মাহাত্ম্য এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, প্রাণের ঘোরতর শত্রু কিংবা কঠোরতর অপরাধীও যদি একবার হরম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়ে যেত। তারা তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধ সত্ত্বেও তাকে

www.pathagar.com

কিছুই বলত না। হরমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে চোখের সামনে দেখেও তারা দৃষ্টি নত করে চলে যেত।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ্ব ও উমরাহ্র নিয়তে বাড়ী থেকে বের হত তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোন অতি মন্দ ব্যক্তিও তার ক্ষতি করত না।

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে উমরাহ্র ইহ্রাম বেঁধে বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হরম শরীফের সীমানার নিকটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি করেন এবং হযরত উসমান (রাঃ)-কে একজন সাথীসহ এ মর্মে খবর দিয়ে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধের নিয়তে নয়, বরং উমরাহ্ আদায় করার জন্য এসেছেন। কাজেই তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করা ঠিক হবে না। কুরাইশ নেতারা অনেক আলাপ-আলোচনার পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে একজন প্রতিনিধি পাঠায়। এ প্রতিনিধিকে দেখা মাত্রই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটিকে বায়তুল্লাহ্র সম্মান-সম্ভ্রমে গভীর বিশ্বাসী বলে মনে হয়। উক্ত ব্যক্তি চিহ্নযুক্ত কোরবানীর জন্তুগুলোকে দেখে নির্দ্বিধায় স্বীকার করল যে, মুসলমানদেরকে বায়তুল্লাহ গমনে বাধা দেয়া উচিত নয়।

মোটকথা, জাহেলিয়াত যুগেও আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের মনে হরম শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ফলে সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল। এ সম্মানের ফলে শুধু হরম শরীফের ভেতরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ কাপড় পরিহিত অবস্থায় হজ্ব ও উমরাহ্র জন্য আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বহির্বিশ্বের লোকজন এর দ্বারা কোন উপকার, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত না। তবে আরবে যেভাবে বায়তুল্লাহ্ ও হরম শরীফের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হত, তেমনি হজ্বের মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ সম্মান দেখানো হত। আরবরা এ মাসগুলোকে 'আশহুরে হুরুম' বা 'সম্মানিত মাস' বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হরমের বাইরে যুদ্ধ বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সযত্নে বেঁচে থাকত। (মাআরিফুল কোরআন)

www.pathagar.com

হজ্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

'হজ্ব' ইসলামের প্রধান ৫টি স্তম্ভের একটি। এ স্তম্ভগুলো হচ্ছে ১. কালেমা বা ঈমান, ২. নামায, ৩. রোযা, ৪. যাকাত ও ৫. হজ্ব। (বোখারী ও মুসলিম)

হজ্ব সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুক্ন এবং ইসলামের ফারায়েয বা অবশ্যকরণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কোরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকীদ ও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে হিজরী তৃতীয় বছর (যে বছর উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল) সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াতের মাধ্যমে হজ্ব ফরয করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

হজ্ব সম্পর্কে মহাপবিত্র কোরআনুল হাকীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ـ

"একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের (কা'বা শরীফের) হজ্ব ফরয করা হয়েছে মানুষের উপর যাদের সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য আছে।"

হাদীস শরীফে আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا ـ

হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তিকে কোন অনিবার্য প্রয়োজন কিংবা অত্যাচারী শাসক অথবা কঠিন রোগ হজ্বব্রত পালন থেকে বিরত রাখল না অথচ সে হজ্ব না করে মৃত্যুবরণ করল, এমন ব্যক্তি ইহুদী হয়ে বা খ্রীষ্টান হয়ে মারা যাক তাতে কিছু আসে যায় না।" (দারেমী)

www.pathagar.com

আল্লাহ মাফ করুন! কতই না কঠিন ভর্ৎসনা। যে সকল লোক হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও শরীয়ত সম্মত অপারগতা ব্যতীত পার্থিব স্বার্থ ও অলসতাবশতঃ হজ্ব সমাপন করে না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত মন্দ পরিণতির হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। কেননা, শর্তাবলী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও হজ্ব সমাপন না করা যদি হজ্বকে ফরয বলে অস্বীকার করার কারণে হয়ে থাকে, তবে সে ব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে কাফের। আর যদি ফরয হওয়ার বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কোন শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত শুধু অলসতা অথবা পার্থিব স্বার্থের কারণে হজ্ব করতে না যায়, তাহলে ওই ব্যক্তি ইহুদী বা খ্রীষ্টানদেরই অনুরূপ এবং হজ্ব না করার দিক দিয়ে তাদেরই মত।

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ سُوْءِ الْخَاتِمَةِ وَوَفِّقْنَا لِاَدَاءِ فَرَائِضِكَ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহ্ফাযনা মিন সূইল খাতেমাতে ওয়া ওয়াফ্ফেকনা লেআদায়ে ফারায়েযেকা কামা তুহেব্বু ওয়া তারযা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মন্দ পরিণতি হতে রক্ষা কর এবং তুমি যেভাবে পছন্দ কর ও সন্তুষ্ট থাক, সেভাবে তোমার ফরযসমূহ সম্পাদন করার তওফীক দান কর।"

শরীয়ত সম্মত কারণে যদি কারো হজ্বে যেতে দেরী হয় এবং নিজে হজ্ব করার ব্যাপারে আশা না থাকে, তাহলে বদলী হজ্বের ওসিয়্যত অবশ্যই করতে হবে। আর যে ব্যক্তি অলসতা বা অন্য কোন বাহানা করে দেরী করল এবং মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেল, তাকেও বদলী হজ্বের ওসিয়্যত করে যেতে হবে এবং তওবা করতে হবে। তাতে হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা মা'ফ করতে পারেন।

হজ্ব পারস্পরিক পরিচিতি এবং একতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অতি উত্তম উপায়। কেননা, হজ্ব উপলক্ষে মুসলিম জাতির এক অনন্য মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণসহ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা ও দেশ থেকে লোকজন এখানে তশরীফ আনেন এবং

www.pathagar.com

পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালবাসা আর পরিচিতি অর্জন করেন। এটা এমন একটি মুসলিম মহাসম্মেলন, যার নযীর পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

হজ্ব নতুন কোন বিষয় নয়। প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ হজ্ব পালন করে আসছে। বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে গিয়ে সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) হজ্বব্রত পালন করেন। সে সময় হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বলেছিলেন, আপনার আগমনের ৭ (সাত) হাজার বছর আগে থেকে ফেরেশতাদের জামাআত বায়তুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ করে আসছে। গোটা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই এ অনুপম গৌরব বহন করছে যে, প্রথম হজ্ব ভারত থেকে করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আঃ) তৎকালীন ভারত (বর্তমান শ্রীলংকার দ্বীপ) থেকে পায়ে হেঁটে ৪০ বার হজ্ব কার্য সম্পাদন করেছিলেন। সকল নবী-রাসূলগণও হজ্ব কার্য আদায় করেছিলেন। জাহেলিয়াত যুগেও (আরব জাতিসহ) মানুষ হজ্ব পালন করতো; অবশ্য তারা নিজেদের মনগড়া কল্পনায় বাতিল পন্থায় তা করতো। তারা ভ্রান্ত চিন্তাধারার আলোকে অহংকার ও মূর্খতাজনিত বিষয় হজ্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। শরীয়তে মুহাম্মদিতে এসবের সংস্কার ও সংশোধন করা হয়েছে। এতে প্রকৃত ইবাদতকে অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে, যেন অতি প্রাচীন এ ইবাদতটি স্থায়িত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পেতে থাকে। পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج وَلَاتَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ
رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ ج فَاِذَا اَمِنْتُمْ
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ

www.pathagar.com

وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ - (البقرة : ١٩٦)

অর্থাৎ ঃ আর তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্ব ও উমরাহ্ পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুন্ডন করবে না, যতক্ষণ না হাদ্‌য়ি (কোরবানী) যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ্ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা রাখবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কোরবানী করবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ্ব ও উমরাহ্ একত্রে একই সাথে পালন করতে চায়, তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কোরবানী করাই তার উপর কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্বের দিনগুলোর মধ্যে রোযা রাখবে তিনটি। আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল হারামের আশপাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র আযাব বড়ই কঠিন।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)

যারা হজ্বের মওসূমে হজ্ব ও উমরাহ্‌কে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ দু'টি ইবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, কোরবানী (দমে শুকরিয়া) করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে তারা বকরী, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয়, তা থেকে কোন একটি পশু কোরবানী করবে। কিন্তু যাদের কোরবানী করার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই, তারা দশটি রোযা রাখবে। যিলহজ্বের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি, আর হজ্ব সমাপনের পর সাতটি রোযা রাখবে। এ সাতটি রোযা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে। হজ্বের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোযা রাখতে না পারে, কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবী (রাঃ) এবং ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) মতে তাদের জন্যে কোরবানী করাই ওয়াজিব। যখন সামর্থ্য হয়, তখন কারো মাধ্যমে হরমের এলাকায় কোরবানী আদায় করবে।

www.pathagar.com

হজ্বের মাস সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ এ আয়াতে 'আশহুরুন' শব্দটি শাহ্‌রুন শব্দের বহু বচন। এর অর্থ, মাস। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা হজ্ব অথবা উমরাহ্ করার নিয়তে ইহ্‌রাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দু'টির মধ্যে উমরাহ্‌র জন্যে কোন সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজ্বের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্যে সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, হজ্বের ব্যাপারটি উমরাহ্‌র মত নয়। এর জন্যে কয়েকটি মাস রয়েছে, সেগুলো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজ্বের মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্বের দশ দিন। আবূ উমামাহ্ ও ইবনে উমর (রাঃ) থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। (মাযহারী)

হজ্বের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজ্বের ইহ্‌রাম বাঁধা জায়েয নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্বের ইহ্‌রাম করলে হজ্ব আদায়ই হবে না। ইমাম আবূ হানীফার (রঃ) মতে হজ্ব অবশ্য আদায় হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে। (মাযহারী)

হজ্ব ও উমরাহর ফযীলত ঃ

হজ্বের অনেক ফযীলত ও উপকারিতা রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো ঃ

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ ـ (متفق عليه)

"মকবূল হজ্বের একমাত্র পুরস্কারই হলো বেহেশত।" (বোখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اَلاِيْمَانُ بِاللّٰه وَرَسُوْلِه ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه ،

www.pathagar.com

قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ ـ (متفق عليه)

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরয করা হয়েছিল, কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। আবার আরয করা হলো- এরপর কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। পুনরায় আরয করা হলো- এরপর আর কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম? জবাবে তিনি বললেন, 'হজ্বে মাবরূর' অর্থাৎ মকবূল হজ্ব।" (বোখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ ـ (متفق عليه)

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একটি উমরাহ্ অপর উমরাহ্ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সমুদয় গুনাহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। আর হজ্বে মাবরূর বা মকবূল হজ্বের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।" (বোখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীসসমূহের দ্বারা হজ্বের ফযীলত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব সম্পাদনকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

হজ্বে মাবরূর

হজ্বে মাবরূর হচ্ছে সেই হজ্ব, যাতে কোন গুনাহ্ সংঘটিত হয়নি। কারো কারো মতে, মকবূল হজ্বকেই হজ্বে মাবরূর বলা হয়। আবার কোন কোন আলেমের মতে, যে হজ্ব লোক দেখানো ও আত্মপ্রচারণা হতে মুক্ত সেটাই মাবরূর হজ্ব। কেউ কেউ বলেন, যে হজ্বের পর কোন গুনাহ্ হয় না, সে হজ্বকেই মাবরূর হজ্ব বলা হয়। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, যে হজ্বের পর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি জন্মে এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সেটাই হজ্বে মাবরূর।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ - (متفق عليه)

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্ব পালন করবে এবং হজ্ব সমাপনকালে স্ত্রী সহবাস কিংবা তৎসম্পর্কিত আলোচনা এবং কোন প্রকার গুনাহ্‌র কাজে লিপ্ত হবে না, সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে (বাড়ী) ফিরবে। (বোখারী ও মুসলিম)

এ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি কেউ খালেস নিয়তে হজ্ব পালন করে এবং ইহ্‌রাম বাঁধার সময় হতে হজ্বের যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে চলে, আর কোন প্রকার গুনাহ্‌র কাজে লিপ্ত না হয়, তাহলে এতে তার সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায়। তবে কবীরা গুনাহ্ মা'ফ হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

হজ্ব একটি ফরয ইবাদত, যা পালন করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এটা আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহ যে, হজ্ব পালনের কল্যাণে শুধু যে আমাদেরকে দায়মুক্তই করে দেয়া হচ্ছে তা নয়; বরং সাথে সাথে আমাদের সকল পাপও ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে এবং চিরস্থায়ী আনন্দ ও সুখ দ্বারা পুরস্কৃত করা হচ্ছে। আর পরম সত্যবাদী মহাপুরুষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যবানীতে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, যে হাজী বাহনের পিঠে আরোহণ করে হজ্ব পালন করে, তার বাহনের প্রতিটি কদমের বিনিময়ে ৭০টি নেকী লেখা হয়। আর যে হাজী পায়ে হেটে হজ্ব সমাপন করে, তার প্রতি কদমের বিনিময়ে হরমের নেকীসমূহ হতে ৭ শত নেকী

www.pathagar.com

লিপিবদ্ধ হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরজ করা হল, হরমের নেকীর পরিমাণ কত? "তিনি বললেন, হরমের এক নেকী সাধারণ এক লক্ষ নেকীর সমান।" আল্লাহ্ তা'আলার কত বিরাট দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি একটি দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে আমাদেরকে এত বিপুল নেকী ও সওয়াব দান করে থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং তাবেঈগণ অজস্র কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও অধিক সংখ্যায় হজ্ব সমাপন করতেন। কেউ কেউ তো প্রত্যেক বছরই হজ্ব পালন করতেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) পঞ্চান্নবার হজ্ব পালন করেছিলেন।

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ "যাকে আমি দৈহিক সুস্থতা আর আর্থিক প্রাচুর্য দান করেছি, অথচ সে প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর আমার দরবারে হাযিরা দেয়নি সে বঞ্চিত।" (জাম্উল্ ফাওয়াইদ) এতে বুঝা যায় যে, সম্পদশালীদের জন্য অধিক সংখ্যায় নফল হজ্ব করা উচিত। তবে শর্ত এই যে, অন্যান্য ফরয পালনে যেন ত্রুটি না ঘটে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "হজ্বের ইরাদা করে ঘর থেকে বের হলে সাওয়ারীর প্রতিটি কদম উঠা-নামায় তোমাদের আমলনামায় এক একটি নেকী লেখা হবে এবং তোমাদের একটি করে গুনাহ্ মা'ফ করা হবে। তওয়াফের পরের দু'রাকআত নামাযে একজন আরবী গোলাম আযাদের সওয়াব পাওয়া যায়। আরাফার ময়দানে মানুষ যখন একত্রিত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম আকাশে এসে ফেরেশ্তাদের সাথে গর্ব করে বলেন- আমার বান্দারা দূর-দূরান্ত থেকে এলোমেলো চুল নিয়ে এসেছে, তারা আমার রহমতের ভিখারী। হে বান্দারা! তোমাদের গুনাহ্ যদি জমিনের ধূলিকণা পরিমাণও হয় অথবা সমুদ্রের ফেনারাশি বরাবরও হয় তবুও তা আমি মা'ফ করে দিলাম। আমার প্রিয় বান্দারা! ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে তোমরা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যাও।" এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-"শয়তানকে পাথর মারার সওয়াব এই যে, প্রত্যেক পাথরের টুকরায় নিজেকে ধ্বংস করার মত এক একটি গুনাহ্ মা'ফ হয়ে যায়। আর কোরবানীর বদলে আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের জন্য পুঁজি জমা হয়। ইহ্রাম খোলার সময় মাথার চুল কাটার মধ্যে প্রত্যেক চুলের বদলে একটি করে নেকী দেয়া হয় এবং একটি করে গুনাহ্ মা'ফ করা হয়। সবশেষে যখন যিয়ারত করা হয়, তখন বান্দার আমলনামায় কোন গুনাহ্ই থাকে না। বরং একজন ফেরেশ্তা তার কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতে থাকে- তুমি এখন থেকে নতুন করে আমল করতে থাক, যেহেতু তোমার পেছনের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে।" (ফাজায়েলে আমল)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "এক উমরাহ্ আরেক উমরাহ্র মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। জান্নাতই হজ্বে মাবরূর-এর প্রতিদান।" (বোখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রী লোকদের জন্য কি জিহাদ আছে ? তিনি উত্তর করলেন- তাদের জন্য জিহাদ আছে, তবে তাতে যুদ্ধ নেই, আর তা হলো 'হজ্ব ও উমরাহ্'। (ইবনে মাজাহ্)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আরাফার দিনের অপেক্ষা আর কোনদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এত বেশী বান্দাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন না।" (মুসলিম শরীফ)

www.pathagar.com

কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

হজ্বের মাসআলায় কোন কোন জিনিসের নাম আরবী ভাষায় রয়েছে এবং বিশেষ পরিভাষা অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী না জানা হাজী সাহেবগণের জন্য অধিকতর সহজ করার উদ্দেশ্যে নিম্নে সে ধরনের শব্দসমূহের অর্থ স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হলো ঃ

* ইহ্রাম (اِحْرَام) ঃ এর অর্থ হারাম করা। হাজী সাহেবগণ যখন ইহ্রাম বেঁধে হজ্ব অথবা উমরাহ্ অথবা উভয়টি পালন করার দৃঢ় নিয়তে তাল্বিয়াহ্ পাঠ করেন, তখন তাদের উপর কতিপয় হালাল এবং মুবাহ্ বস্তুও ইহ্রামের কারণে হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই একে ইহ্রাম বলা হয়। রূপক অর্থে সে চাদর দু'টুকেও ইহ্রাম বলা হয়, যা হাজী সাহেবগণ ইহ্রাম অবস্থায় পরিধান করে থাকেন।

* ইস্তিলাম (اِسْتِلَام) ঃ এর অর্থ হাজারে আস্ওয়াদ চুম্বন করা এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করা। অথবা হাজারে আস্ওয়াদ ও রুক্নে ইয়ামানীকে শুধু হাত দ্বারা স্পর্শ করা।

* ইযতিবা' (اِضْطِبَاع) ঃ এর অর্থ ইহ্রামের চাদরকে ডান বগলের নীচের দিক হতে পেঁচিয়ে এনে বাম কাঁধের উপরে স্থাপন করা।

* আইয়্যামে তাশরীক্ব (اَيَّامِ تَشْرِيْق) ঃ ৯ যিলহজ্ব হতে ১৩ যিলহজ্ব পর্যন্ত যে কয়দিন প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে "তাকবীরে তাশ্রীক্ব" পাঠ করা হয়।

* আইয়্যামে নহ্র (اَيَّامِ نَحْر) ঃ ১০ যিলহজ্ব হতে ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত তিন দিন।

* ইফ্রাদ (اِفْرَاد) শুধু হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধা এবং শুধু হজ্বের ক্রিয়াদি সম্পাদন করা।

* বায়তুল্লাহ্ (بَيْتُ اللّٰه) ঃ আল্লাহর ঘর অর্থাৎ কা'বা শরীফ। এটা মক্কা মুকার্‌রমায় মসজিদে হারামের মধ্যখানে অবস্থিত একটি মহাপবিত্র ঘর এবং দুনিয়ার সর্বপ্রথম ইবাদতখানা।

www.pathagar.com

* **তাক্‌বীর** (تَكْبِيْر) ঃ 'আল্লাহু আকবার' বলা।

* **তামাত্তু'** (تَمَتُّع) ঃ হজ্বের মাসসমূহে প্রথমে উমরাহ্ পালন করে হালাল হয়ে যাওয়া এবং অতঃপর সে বছরই হজ্বের জন্য পুনরায় ইহ্রাম বেঁধে হজ্ব সমাপন করা।

* **তালবিয়াহ্** (تَلْبِيَة) ঃ 'লাব্বাইকা' পুরা পাঠ করা।

* **তাহ্‌লীল** (تَهْلِيْل) ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা।

* **জিমার বা জামারাত** (جِمَار أَوْ جَمَرَات) ঃ মিনায় তিনটি স্থানে উঁচু স্তম্ভ নির্মিত রয়েছে। সেখানে রামি বা কংকর নিক্ষেপ করা হয়। এগুলোর মধ্যে যেটি মসজিদে খায়েফের নিকটে পূর্ব দিকে অবস্থিত তাকে জামরাতুল্-উলা বলা হয়। এর পরে যেটি মক্কার দিকে মধ্যস্থলে অবস্থিত তাকে জামরাতুল্-উস্‌তা এবং তার পরেরটিকে জামরাতুল্ কুবরা বা জামরাতুল্ আকাবা অথবা জামরাতুল্ উখ্‌রা বলা হয়।

* **জান্নাতুল্ মা'লা** (جَنَّةُ الْمَعْلَاة) ঃ মক্কার কবরস্থান। যা বায়তুল্লাহ শরীফের উত্তরে মসজিদে জিনের কাছে অবস্থিত।

* **জাবালে ছবীর** (جَبَل ثَبِيْر) ঃ মিনার একটি পাহাড়ের নাম।

* **জাবালে রাহ্‌মাত** (جَبَل رَحْمَت)ঃ আরাফাতের একটি পাহাড়ের নাম।

* **জাবালে কুযাহ্** (جَبَل قُزَح)ঃ মুযদালিফার একটি পাহাড়ের নাম।

* **হজ্ব** (حَج) ঃ নির্দিষ্ট মাসসমূহে ইহ্রাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ, উকূফে আরাফা প্রভৃতি কর্মসমূহ সম্পাদন করা।

* **হাজারে আস্‌ওয়াদ** (حَجَر أَسْوَد) ঃ কালো পাথর। এটি বেহেশ্‌তের একটি পাথর। বায়তুল্লাহ্ শরীফের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে এক পুরুষ সমান উচ্চতায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের দেয়ালে এটি স্থাপিত রয়েছে। এর চারপাশে রূপার বৃত্ত লাগানো আছে।

* **হরম** (حَرَم) মক্কা মুকার্‌রমার চারদিকে বেশ দূর পর্যন্ত ভূমিকে 'হরম' বলা হয়। এর সীমানায় চিহ্ন স্থাপিত রয়েছে। 'হরম' সীমার ভেতরে স্থলজপ্রাণী শিকার করা, বৃক্ষ কর্তন করা প্রভৃতি হারাম।

www.pathagar.com

* **হিল্ল** (حِلّ) ঃ 'হরম' সীমার বাইরে অথচ মীকাতের ভেতরে যে ভূমি রয়েছে, এটাকে 'হিল্ল' বলা হয়। কেননা, এখানে সেসব কাজ করা হলাল, যা হরমের ভেতরে করা হারাম।

* **হাতীম** (حَطِيْم) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর দিকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ সংলগ্ন প্রায় এক পুরুষ সমান উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত কিছু জায়গা। এটাকে হাতীম ও হিজ্‌র বলা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের কিছু পূর্বে যখন কুরাইশরা কা'বা গৃহকে নতুন করে নির্মাণের ইচ্ছা করে, তখন সবাই একমত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, এ নির্মাণ কাজে শুধু হালাল উপায়ে অর্জিত টাকাই খরচ করা হবে। কিন্তু তাদের পুঁজি ছিল কম। তাই উত্তর দিকে আসল বায়তুল্লাহ্ হতে কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল। এই ছেড়ে দেয়া অংশকেই হাতীম বলা হয়।

* **দম্** (دَم) ঃ ইহ্‌রামের অবস্থায় কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ করার কারণে ছাগল, দুম্বা প্রভৃতি যবেহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, একে 'দম্' বলা হয়।

* **হলক** (حَلَق) ঃ মাথা মুন্ডন করা।

* **যুল্-হুলাইফা** (ذُو الْحُلَيْفَة) ঃ মদীনা শরীফ হতে মক্কা শরীফের পথে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এটি মদীনাবাসী এবং এ পথে মক্কা শরীফে আগমনকারী লোকজনদের মীকাত। বর্তমানে একে 'বি'রে আলী'ও বলা হয়ে থাকে।

* **রুক্‌নে ইয়ামানী** (رُكْن يَمَانِى) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। যেহেতু এটি ইয়ামানের দিকে অবস্থিত, তাই এটিকে রুকনে ইয়ামানী বলা হয়।

* **রুক্‌নে ইরাকী** (رُكْن عِرَاقِى) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর-পূর্ব কোণ, যা ইরাকের দিকে অবস্থিত।

* **রুক্‌নে শামী** (رُكْن شَامِى) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর-পশ্চিম কোণ, যা শামের দিকে অবস্থিত।

www.pathagar.com

* **রমল** (رَمَل) ঃ তওয়াফের প্রথম তিন প্রদক্ষিণে বীরের ন্যায় বুক ফুলিয়ে, কাঁধ দুলিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে ঈষৎ দ্রুত গতিতে চলা। (মহিলারা রমল করবে না)

* **রামি** (رَمی) ঃ কংকর নিক্ষেপ করা।

* **যম্‌যম্** (زَمْزَم) ঃ মসজিদে হারামের ভেতরে বায়তুল্লাহ্‌র কাছে একটি প্রসিদ্ধ ফোয়ারার নাম, যা আজকাল কূপের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটি আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতে তাঁর প্রিয় নবী হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁর জননী হযরত হাজেরা (রাঃ)-এর জন্য প্রবাহিত করেছিলেন।

* **সাঈ** (سَعی) ঃ সাফা ও মারওয়াহ্ নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার যাওয়া-আসা করা।

* **শাওত** (شَوْط) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসা।

* **সাফা** (صَفَا) ঃ বায়তুল্লাহ্‌র কাছে দক্ষিণ দিকে একটি ছোট্ট পাহাড়, যা হতে সাঈ আরম্ভ করা হয়।

* **মারওয়াহ্** (مَرْوَة) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের পূর্ব-উত্তর কোণের নিকটে ছোট্ট একটি পাহাড়, যেখানে পৌঁছে সাঈ সমাপ্ত হয়।

* **মীলাইনে আখযারাইন** (مِيلَيْنِ اَخْضَرَيْن) ঃ সাফা ও মারওয়াহ্-এর মাঝখানে সাফার কাছাকাছি মসজিদে হারামের দেয়ালে স্থাপিত দু'টি সবুজ বাতি। এ দু' সবুজ বাতির রেখার মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ পালনকারীরা দ্রুত চলবেন। (মহিলারা সাধারণ গতিতে চলবেন)।

* **যাব** (ضَب) ঃ মিনায় অবস্থিত মসজিদে খায়েফ সংলগ্ন একটি পাহাড়।

* **তওয়াফ** (طَوَاف) ঃ বিশেষ পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ্‌র চারদিকে প্রদক্ষিণ করা।

* **উমরাহ্** (عُمْرَة) 'হিল' অথবা মীকাত হতে ইহ্‌রাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করা এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা।

www.pathagar.com

* **আরাফা বা আরাফাত** (عَرَفَةُ اَوْ عَرَفَاتٌ) ঃ মক্কা শরীফ হতে প্রায় ৯ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত একটি ময়দান, যেখানে হাজী সাহেবগণ ৯ যিলহজ্ব তারিখে উকূফ বা অবস্থান করে থাকেন।

* **বাত্নে উরানাহ্** (بَطْنِ عُرَنَةَ) ঃ এটা আরাফাতের নিকটবর্তী একটি ময়দান। হজ্বের সময় এখানে অবস্থান দুরস্ত নয়। কেননা, এটা আরাফাতের সীমানার বাইরে অবস্থিত।

* **কি্বরান** (قِرَانٌ) ঃ হজ্ব এবং উমরাহ্ উভয়ের জন্য এক সাথে ইহ্রাম বেঁধে প্রথমে উমরাহ্ এবং পরে হজ্ব সমাপন করা।

* **কারিন** (قَارِنٌ) ঃ যিনি কি্বরান হজ্ব সমাপন করেন।

* **কসর** (قَصْرٌ) ঃ মাথার চুল ছাঁটা বা ছোট করা।

* **মুহ্রিম** (مُحْرِمٌ) ঃ যিনি ইহ্রাম বেঁধেছেন এমন ব্যক্তি।

* **মুফ্রিদ** (مُفْرِدٌ) ঃ যিনি শুধু হজ্ব সমাপনের নিয়্যতে ইহ্রাম বেঁধে থাকেন।

* **মাতাফ্** (مَطَافٌ) ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকস্থ তওয়াফ সমাপন করার স্থান, যার উপর মর্মর পাথর বসানো রয়েছে।

* **মাকামে ইব্রাহীম** (مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ) ঃ একটি বেহেশ্তী পাথরের নাম। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এরই উপর দাঁড়িয়ে কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। এটাকে বায়তুল্লাহর পূর্ব পার্শ্বে একটি জালিবিশিষ্ট কাঁচের পাত্রে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পায়ের গভীর দাগ রয়েছে।

* **মুলতাযাম্** (مُلْتَزَمٌ) ঃ হাজারে আসওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার মধ্যবর্তী দেয়াল। এটাকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করা সুন্নত।

* **মিনা** (مِنًى) ঃ মক্কা মুয়ায্যমা হতে তিন মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। সেখানে কোরবানী আদায় এবং কংকর নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। এটা হরমের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

* **মসজিদে খাইফ** (مَسْجِدُ خَيْفٍ) ঃ মিনার সবচেয়ে বড় মসজিদ। এটা মিনার উত্তর দিকে যাব পাহাড়ের পার্শ্বদেশে অবস্থিত।

* **মস্‌জিদে নামিরাহ্‌** (مَسْجِدُ نَمِرَةً) ঃ আরাফাত ময়দানের কিনারায় অবস্থিত একটি মসজিদ, যেখানে হজ্বের দিন খুতবা দেয়া হয়।

* **মুযদালিফাহ্‌** (مُزْدَلِفَةً) মিনা এবং আরাফাতের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত একটি ময়দান, এটা মিনা হতে প্রায় তিন মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত।

* **মুহাস্‌সার** (مُحَسِّرٌ) ঃ মুযদালিফা সংলগ্ন একটি ময়দান। যার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দৌড়িয়ে অতিক্রম করতে হয়। এখানেই আসহাবে ফীলের উপর আল্লাহ্‌র আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল। আবরাহার যে হস্তী বাহিনী বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের উপর চড়াও হয়েছিল, তাদেরকে আসহাবে ফীল বলা হয়।

* **মক্কী** (مَكِّى) ঃ পবিত্র মক্কার অধিবাসী।

* **মাওক্বেফ** (مَوْقِفٌ) ঃ হজ্বের আহ্‌কাম পালনের সময় উকূফ বা অবস্থান করার জায়গা। এর দ্বারা আরাফাতের ময়দান এবং মুযদালিফার অবস্থানের জায়গাকে বুঝানো হয়।

* **উকূফ** (وُقُوْفٌ) ঃ থামা বা অবস্থান করা। আহ্‌কামে হজ্বের ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে, আরাফাতের ময়দান অথবা মুযদালিফায় বিশেষ সময়ে অবস্থান করা।

* **হাদি** (هَدْى) যে পশু হাজী সাহেবগণ কোরবানী করার উদ্দেশ্যে সঙ্গে নিয়ে যান।

* **ইয়াওমে আরাফাহ্‌** (يَوْمِ عَرَفَةً) ঃ ৯ যিলহজ্ব- যেদিন হাজী সাহেবগণ আরাফাতের ময়দানে উকূফ করেন।

* **ইয়ালাম্‌লাম্‌** (يَلَمْلَمُ) ঃ মক্কা হতে দক্ষিণ দিকে দুই মনজিল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। এটাকে আজকাল সা'দিয়াহ্‌ও বলা হয়। এটা ইয়ামানবাসী এবং বাংলা, পাক-ভারত উপমহাদেশসহ দূরপ্রাচ্য হতে আগত লোকদের মীকাত।

www.pathagar.com

হজ্বের সংজ্ঞা

'হজ্ব' আরবী শব্দ। 'হজ্ব'-এর আভিধানিক অর্থ- ইচ্ছা, খেয়াল, আশা, আকাঙ্খা, তামান্না, আরজু, নিয়ত, সংকল্প ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় তওয়াফ করা এবং মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় নির্দিষ্ট তারিখে অবস্থান করা প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মকে 'হজ্ব' বলা হয়।

হজ্বের প্রকারভেদ

হজ্ব তিন প্রকার। যথা ঃ ইফরাদ, ক্বিরান ও তামাত্তু'।

১. যে হজ্বে (উমরাহ্ ব্যতীত) কেবল হজ্বের ইহ্রাম করা হয় তাকে 'ইফরাদ হজ্ব' বলা হয়।

২. যে হজ্বে উমরাহ্ ও হজ্ব উভয়ের ইহ্রাম একত্রে করা হয় এবং প্রথমে উমরাহ্ সম্পাদন করার পর হজ্ব সম্পন্ন করতে হয় তাকে 'ক্বিরান হজ্ব' বলে।

৩. যাতে হজ্বের মাসগুলোতে প্রথমে শুধু উমরাহর ইহ্রাম করা হয়। উমরাহ্ সম্পাদনের পর ইহ্রাম থেকে মুক্ত হয়ে গৃহে ফিরে না এসে ওই বছরই যথা সময়ে হজ্বের ইহ্রাম বেঁধে হজ্ব আদায় করতে হয় তাকে 'তামাত্তু হজ্ব' বলে।

হজ্বের এ তিন প্রকারের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম এ নিয়ে মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও হানাফী মাযহাবের মতে, 'হজ্বে ক্বিরান' সর্বোত্তম। তারপর 'তামাত্তু' এবং এরপর 'ইফরাদ'।

এ তিন প্রকার হজ্বের মধ্যে হজ্ব আদায়কারী সুবিধা অনুযায়ী যে কোন এক প্রকারের হজ্ব আদায় করতে পারেন।

উল্লেখ্য, সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য যেমন জীবনে একবার 'হজ্ব' ফরয তেমনি তার জন্য জীবনে একবার 'উমরাহ্' পালন করাও হানাফী মাযহাব মতে 'সুন্নতে মোয়াক্কাদা'।

হাজী সাহেব যদি 'বদলী হজ্ব' আদয়কারী হন, তাহলে তার জন্য 'ইফরাদ হজ্ব' আদায় করা উত্তম হবে। অবশ্য হজ্বের খরচ বহনকারীর অনুমতি সাপেক্ষে তিনি 'ক্বিরান'ও আদায় করতে পারবেন; কিন্তু ক্বিরানের ওয়াজিব 'দম' বা কোরবানী নিজের টাকা থেকে আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

হজ্ব কখন ফরয হয়

কারো উপর হজ্ব তখনই ফরয হয়, যখন হজ্বের মওসূমে তিনি এই পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হন, যে সম্পদ দ্বারা সে বছর হজ্বের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব। তবে শর্ত এই যে, তার অধিকারভুক্ত সে সম্পদ অবশ্যই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও তার ঋণের অতিরিক্ত হতে হবে। এছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও ঋণ ব্যতীত তার নিকট এ পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে, যা দিয়ে হজ্ব থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়। হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য সম্পদ তার নিকট এক বছর যাবত থাকা শর্ত নয়। যে ব্যক্তির নিকট এ পরিমাণ জমি আছে, যার অংশ বিশেষ বিক্রি করে হজ্ব পালনের ব্যয়ভার বহনের পর অবশিষ্ট জমির ফসলাদি দিয়ে তার সারা বছর আহারের সংস্থান হবে, তার উপরও হজ্ব ফরয। তদ্রুপ সারা বছরের খোরাক হয়েও যদি কারো নিকট এ পরিমাণ শস্য অতিরিক্ত থাকে, যা দিয়ে হজ্বের যাবতীয় খরচাদি নির্বাহ হবে, তবে তার উপরও হজ্ব ফরয।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বলতে যা বুঝায় ঃ

১. থাকার ঘর, যদিও ঘরের কিছু অংশ খালি পড়ে থাকে।

২. খাদেম, যদিও সে সার্বক্ষণিক কাজ না করে।

৩. তৈজসপত্র, যদিও সর্বদা ব্যবহার না করা হয়।

৪. পোশাক, যদিও তা শুধু ঈদ বা অন্য কোন উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়।

৫. ওই সকল দ্রব্যাদি যা কেবল সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন উপকরণাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন ও জ্ঞানবান হওয়া শর্ত। এছাড়া হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য শারীরিক সুস্থতা এবং পথের নিরাপত্তা থাকাও আবশ্যক। নফল হজ্বের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া হজ্বে গমন করা সকল অবস্থায় মাকরূহ। আর যদি ফরয হজ্ব হয় এবং অসুস্থতা বা শারীরিক দুর্বলতাজনিত কারণে মাতা-পিতা অথবা দুই জনের কোন একজন সেবা-শুশ্রূষার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন আর

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় এমন কেউ নেই যিনি তার অনুপস্থিতিতে তাঁদের খেদমত করতে পারেন, তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্য হজ্বে যাওয়া মাকরূহ।

মহিলাদের বেলায় হজ্বের সঙ্গী হিসাবে স্বামী বা কোন মাহরাম পুরুষ থাকা প্রয়োজন। কোন মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে কোন মহিলার হজ্বে যাওয়া নিষিদ্ধ। এ শর্ত তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন মহিলার বাড়ী থেকে মক্কা শরীফের দূরত্ব তিন দিন বা এরও অধিক দিনের পথ হবে। এ দূরত্বের পরিমাণ ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৫ কিলোমিটার। যদি এমন হয় যে, কোন মহিলা আজীবন হজ্বের সফরসঙ্গী হিসাবে কোন মাহরাম পুরুষ পান নি, তবে মৃত্যুকালে তার জন্য এরূপ ওসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব হবে যে, "তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে যেন তার পক্ষ থেকে হজ্ব করানো হয়।" যদি সে এরূপ ওসিয়্যত না করে যায়, তাহলে তার উপর হজ্বের ফরয অনাদায়ী থেকে যাবে। আর সে ওসিয়্যত করে গেলে উত্তরাধিকারীদের উপর তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বদলী হজ্ব করানো ওয়াজিব হবে। যদি তারা এ বদলী হজ্ব না করায় তবে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু ওই মহিলা তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

মাহরাম ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক ও ধর্মপরায়ণ হওয়া শর্ত। স্বামীর জন্যও এগুলো শর্ত। যদি মাহরাম ফাসিক হয়, তাহলে তাদের সাথে হজ্বে গমন করা কোন মহিলার পক্ষে জায়েয নয়।

এছাড়া কোন মহিলার ইদ্দতকালীন সময়েও তার উপর হজ্ব ফরয হয় না। সে ইদ্দত তালাকজনিত কারণে হোক বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে হোক।

একজন পুরুষ, যিনি একটি চাকরী করছেন যা থেকে তার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হয়, একজন নারী- যার যাবতীয় খরচ বহন করা তার স্বামীর উপর বাধ্যতামূলক এবং তার স্বামী তার ভরণপোষণের ব্যবস্থাও করছেন, এমতাবস্থায় তাদের পিতা-মাতা বা অন্য কেউ যদি তাদের জন্য এ পরিমাণ সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করেন, যা বিক্রি করলে তাদের হজ্বের খরচ হয়ে যাবে, তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের উপর হজ্ব ফরয। বিশেষ করে এদেশে

www.pathagar.com

নারীদের বেলায় দেখা যায়, তাদের পিতার মৃত্যুতে তারা সম্পত্তি দখল করতে পারেন না বা দখলে নেন না। কিন্তু তিনি দখলে পান বা না পান কিংবা না নেন, পিতার মৃত্যুতে যদি হজ্বের খরচ হতে পারে এই পরিমাণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হকদার তিনি হন, তবে তার উপর হজ্ব ফরয হয়ে যায়। এছাড়া আমাদের দেশে মহিলারা বিবাহের সময় বা পরবর্তীতে কিছু অলংকারের মালিক হন। যেহেতু তার ভরণপোষণের দায়িত্ব সার্বিকভাবে তার স্বামীর ওপর, সুতরাং তার অধিকারে যা কিছু সম্পদ থাকবে তার সমষ্টি যদি হজ্বের পাথেয় হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়, তাহলে তার উপরও হজ্ব ফরয।

অবশ্য মহিলাদের হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য একজন সাথী মাহরাম পুরুষের খরচও তাকে বহন করার উপযুক্ততা থাকতে হয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তার মাহরাম সম্পর্কীয় কোন পুরুষ হজ্বে যাচ্ছেন এবং সে তাকে সাথে নিতে রাজী, এমতাবস্থায় নিজের খরচ বহনের সামর্থ্য থাকলেই তাকে তাৎক্ষণিকভাবে হজ্ব আদায় করতে হবে।

আমাদের দেশে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, কারো অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান থাকলে বা অবিবাহিত মেয়ে থাকলে তার জন্য হজ্ব ফরয হয় না। এরূপ ধারণা চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি সন্তান একদিনের শিশুও হয় অথবা মেয়ের বিবাহের বয়স পূর্ণ হয় এবং এই অবস্থায়ও যদি হজ্বের মওসূমে তার নিকট উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে সম্পদ মওজুদ থাকে, তাহলে বিলম্ব না করে তার জন্য হজ্ব আদায় করা ফরয।

উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে কারো উপর হজ্ব ফরয হওয়ার পরও কেউ যদি তা পালন না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উপর হজ্বের ফরয অনাদায়ী থেকে যাবে এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী তার এ মৃত্যু ইহুদী বা খ্রীষ্টানের মৃত্যুর মত হওয়াও বিচিত্র নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর বিশুদ্ধ মতে হজ্ব তাৎক্ষণিকভাবে ফরয। অর্থাৎ হজ্ব ফরয হওয়ার বছরই তা আদায় করতে হবে। যদি হজ্ব ফরয হওয়ার বছর কেউ হজ্ব আদায় না করে, তবে সে গুনাহ্গার হবে।

www.pathagar.com

হজ্বে গমনের পূর্বে করণীয়

যিনি হজ্ব আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার করণীয় কার্যাবলী নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে তওবা করা।

২. নিয়তকে সহীহ্ করা।

৩. হজ্বের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৪. হজ্বের মাসআলা-মাসায়েল তথা নিয়ম-পদ্ধতি শেখার প্রতি মনোযোগ দেয়া।

হজ্ব আদায়ের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মহান আল্লাহ্র সমীপে তওবা করা দরকার। তওবার শর্ত তিনটি। যথা ঃ

এক. নিজের গুনাহ অকপটে স্বীকার করা এবং তার জন্য অনুশোচনা করা।

দুই. তার দ্বারা আর গুনাহ হবে না- এরূপ দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করা, আজীবন যথাসাধ্য গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এবং ঘটনাক্রমে গুনাহ্ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক তওবা করা।

তিন. অন্যের অধিকার, মান-সম্মান নষ্ট করে থাকলে তা যথাসাধ্য আদায় করা এবং তার নিকট (সে কথা উল্লেখ করে) ক্ষমা চাওয়া।

০ তওবার নিয়ম হলো, তওবার নিয়তে দু'রাকআত নামায পড়া। এ নামায এমন অযূ দিয়ে আদায় করা, যে অযূর উদ্দেশ্য শুধুই এ নামায পড়া। সম্ভব হলে নামাযের পূর্বে গোসল করে নেয়া উত্তম। নামাযের পর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা এবং ইসতিগফার করা। এরপর অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে মহান আল্লাহর সমীপে যাবতীয় দোষত্রুটি অকপটে স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া। উপরন্তু পরবর্তীতে সমস্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করা। এরূপ তওবা দ্বারা সেসব গুনাহও মা'ফ হয়ে যায়, যা অন্য কিছু দ্বারা মা'ফ হয় না। হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন বান্দা গুনাহ স্বীকার করে এবং ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা কবূল করেন।" (বোখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

অন্য আরেকটি হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "গুনাহ্ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি এমন ব্যক্তির মত হয়ে যায়, যার কোন গুনাহ্ নেই।" (ইবনে মাজাহ)

কাজেই এ কথা নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতে গুনাহ্ করব না এরূপ প্রতিজ্ঞা করে তওবা করে তার উপর দৃঢ়পদ থাকলে এবং সর্বদা অতীত গুনাহের জন্য অনুশোচনা করলে এমন ব্যক্তি অবশ্যই ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন।

এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দোয়াটি খুবই কার্যকরী, একে সায়্যিদুল ইসতিগফার বা গুনাহ্ মাফের সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া বলা হয়।

সায়্যিদুল ইসতিগফার

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা-আন্‌তা খালাক্বতানী ওয়াআনা 'আবদুকা, ওয়াআনা 'আলা আহ্‌দিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাত্বা'তু, আউ'যুবিকা মিন শাররি মা-সানা'তু আবূ-উ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূ-উ বিযাম্‌বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুযযুনূবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমার কৃত খারাপ কাজ থেকে আপনার নিকট পানাহ্ চাই। আমাকে দেওয়া আপনার নেয়ামতের অঙ্গীকার করছি, নিজের কৃত অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, কেননা আপনি ছাড়া ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।

www.pathagar.com

সায়্যিদুল ইসতিগফারের ফযীলত ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ দিনে অথবা রাত্রে এ ইসতিগফারটি একবার পাঠ করবে, সে যদি ওই দিনে অথবা রাত্রে মৃত্যুবরণ করে তাহলে অবশ্যই জান্নাতবাসী হবে।

নিয়তকে সহীহ করার অর্থ হচ্ছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয় বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্ব আদায়ের ইরাদা করা। এ সময়ে মনে বিভিন্ন রকমের ওয়াস্‌ওয়াসা আসতে পারে। গর্ব, অহংকার ও রিয়ার মত মারাত্মক আত্মিক রোগে আক্রান্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। এ সকল বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে দায়লামী (রহঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানুষের উপর এমন এক সময় উপস্থিত হবে, যখন তাদের ধনশালীরা শুধু দেশ ভ্রমণ ও চিত্তবিনোদনের জন্য, মধ্যবিত্তরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্ররা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং আলেম ও কারী সাহেবরা খ্যাতি অর্জন ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হজ্ব করবে।" (কানযুল উম্মাল)

হজ্বের প্রস্তুতি গ্রহণের অর্থ

১. আল্লাহর কোন হক; যেমন- নামায, রোযা ইত্যাদি অনাদায়ী থেকে থাকলে তা আদায় করা।

২. কথায়, কাজে কিংবা অর্থ-সম্পদে অথবা অন্য কোনভাবে বান্দার কোন হক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে তা আদায় করা।

৩. ঋণ থাকলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা এবং নিজের নিকট কারো কোন আমানত থাকলে, তা ফেরত দেয়া।

৪. তার উপর যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব, হজ্ব থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা।

৫. কোন প্রকার সন্দেহজনক উপার্জন থেকে নয় বরং সন্দেহাতীতভাবে হালাল আয় থেকে হজ্বের খরচ নির্বাহ করা। কারণ, যে ব্যক্তি হালাল মাল অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মাল দ্বারা হজ্ব পালন করে, আরাফার ময়দান থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তার যাবতীয় গুনাহ্ মা'ফ করে দেয়া হয়। আর যখন কোন ব্যক্তি হারাম মাল দ্বারা হজ্ব করে এবং বলে, لَبَّيْكَ "হে আল্লাহ! আমি আপনার সমীপে উপস্থিত আছি।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা

www.pathagar.com

বলেন-"তোমার কোন উপস্থিতি নেই এবং কল্যাণ নেই।" তারপর তার আমলনামা গুটিয়ে নেয়া হয় এবং তা তার মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়। (হাদীসে কুদসী)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য আরেকটি হাদীসে আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন কোন লোক হালাল মাল নিয়ে হজ্ব করতে বের হয় এবং সওয়ারীতে পা রেখে 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলে, তখন আসমান থেকে জনৈক ফেরেশতা ঘোষণা করেন যে, "হে ভাগ্যবান! তোমার পাথেয় হালাল, তোমার সওয়ারী হালাল। অতএব, তোমার উপর কোন বিপদ নেই।" আর কেউ যখন হারাম মাল নিয়ে হজ্বে বের হয় এবং সওয়ারীর উপর পা রেখে লাব্বাইক বলে, তখন আসমান থেকে ফেরেশতারা বলতে থাকেন, তোমার লাব্বাইক কবূল হয়নি, যেহেতু তোমার পাথেয় হারাম এবং তোমার সওয়ারী হারাম। এ কারণে তোমার হজ্বও কবূল হয়নি।" (তিবরানী শরীফ)

কারো উপর হজ্ব ফরয হওয়ার পর সে যদি হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তবে তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা তার উপর ফরয। কোন আলেমের নিকট থেকে হোক বা কোন নির্ভরযোগ্য বই পড়েই হোক, তাকে হজ্বের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কোন্ বইটি তার জন্য ভাল হবে তা কোন বিশ্বস্ত আলেমের পরামর্শে নির্বাচন করতে পারলে ভাল। আর বই পড়ে যাবতীয় বিষয় আয়ত্ত করা এবং যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে যেখানে জটিলতা দেখা দিবে সেখানে অভিজ্ঞ কোন আলেম বা মুফতী সাহেবের সাহায্য গ্রহণ করবে। এভাবে হজ্বের আবশ্যকীয় মাসআলা আয়ত্ত করা হজ্ব পালনে সংকল্পকারীর জন্য জরুরী।

হজ্বের সফরে এই পরিমাণ অর্থ সঙ্গে নেয়া উচিত, যা দিয়ে হজ্বের যাবতীয় খরচ নির্বাহের পর কিছু দান খয়রাতও করা যায়। সফরসঙ্গী হিসেবে একজন দ্বীনদার আলেম পাওয়া গেলে খুবই উত্তম। কেননা, তাঁর সহযোগিতায় যথাযথভাবে হজ্ব পালন করা সম্ভব হবে।

হজ্বে গমনের নির্ধারিত দিনের আগেই পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের কাছ থেকে বিদায় নিবে। সকলের কাছে দোয়া চাইবে ও সকলের জন্য দোয়া করবে এবং প্রত্যেকের

www.pathagar.com

কাছ থেকে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিবে। পথের শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গরীব-মিসকীনদেরকে কিছু দান করবে।

ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, হজ্বযাত্রীর জন্য তার পরিবার-পরিজনদের উপযোগী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে যাওয়া জরুরী। এছাড়া যাবার সময় নিজের সাথেও প্রয়োজনীয় পাথেয় নেয়া দরকার। উপরন্তু পাসপোর্ট, টিকেট ও হজ্বের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাথে আছে কি-না তা পুনরায় যাচাই করা উচিত। মনে হয় সবই ঠিক আছে, এমন ধারণার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দুই রাকআত নামায পড়া উত্তম; যার প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়বে।

নামায শেষে হাত তুলে পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এ দোয়া করবে- "ইয়া ইলাহী! আপনিই সফরে আমার সাথী। আপনিই আমার ঘর, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের পরিচালক ও রক্ষক। আমাকে ও তাদেরকে আশু বিপদাপদসমূহ থেকে রক্ষা করুন। ইলাহী! এ সফরে আমি আপনার নিকট তাকওয়া ও পরহেযগারী প্রার্থনা করি। আমি যেন এমন কাজ করি, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। এমন কোন কাজ কোনভাবেই যেন আমার দ্বারা না হয়, যে কাজের দরুন আপনি অসন্তুষ্ট হন। ইলাহী! আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি আমার এ সফরের দূরত্ব কমিয়ে দিন। সফরকে আমার জন্য সহজ করে দিন। সফরে আমার শরীর, ধন-সম্পদ ও দ্বীনের নিরাপত্তা দান করুন। আপনার পবিত্র গৃহ ও আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত আমাকে পৌঁছান। ইলাহী! সফরের কষ্ট, ধন-সম্পদের ক্ষতি ও সফর হতে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই এবং ফিরে এসে পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদিকে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখা থেকেও আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। ইলাহী! আমাকে ও তাদেরকে আপনি আপনার হেফাযতে গ্রহণ করুন। আমার ও তাদের উপর থেকে আপনার নেয়ামতসমূহ কখনো উঠিয়ে নিবেন না এবং আমাকে ও তাদেরকে যে উত্তম অবস্থায় রেখেছেন, তা কখনও পরিবর্তন করবেন না, বরং উত্তরোত্তর তা আরো বৃদ্ধি করে দিন। আমীন!

www.pathagar.com

বাড়ী হতে রওয়ানা

সফর যে কোন দিন শুরু করতে পারেন। তবে বৃহস্পতিবার সকালে, অথবা সোমবার সকালে কিংবা শুক্রবার জুম'আর নামাযের পর রওয়ানা করা উত্তম। হাদীস শরীফেও এরূপ বর্ণিত আছে।

নির্দ্ধারিত দিনে রওয়ানা হবার পূর্বে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ করে দোয়া চাইবেন। বুযুর্গানে দ্বীনের মতে হজ্বে যাওয়ার আগে নিজে গিয়ে অন্যদের সাথে দেখা করা উত্তম এবং হজ্ব থেকে ফিরে আসলে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা হাজী সাহেবদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। সম্ভব হলে পথে অভ্যর্থনা করে দোয়া চাইবেন। হাদীস শরীফে আছে, হাজী সাহেবরা হজ্ব থেকে ফিরে এসে নিজ বাড়ী না পৌছা পর্যন্ত তাঁদের দোয়া কবূল হয়।

বাড়ী থেকে রওয়ানার আগে দু'রাকআত নফল নামায পড়ে নিজের ও পরিবার-পরিজনসহ সকল আত্মীয় ও হিতাকাঙ্খীর জন্য বিশেষ করে ঘর-বাড়ীর হেফাজতের এবং সফরের কষ্ট থেকে রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করে হাসিমুখে সাধ্যানুযায়ী দান-সদকা করে এবং বাড়ী থেকে দোয়া কালাম পড়তে পড়তে বের হবেন।

দোয়া-দরূদের ব্যাপারে আরবী দোয়াগুলোই পড়তে হবে, অন্য দোয়া পড়া যাবে না এমন কথা নয়। আরবী দোয়া পড়তে পারলে ভাল। কিন্তু আরবী পড়তে না পারলে যা জানা আছে তা-ই পড়বেন।

তবে আগে থেকে জানা থাকলে বা মুখস্থ করে নিতে পারলে সুবিধা এই যে, যারা আরবী বুঝেন, তারা আরবীতেই দোয়া পড়বেন আর যারা আরবী বুঝেন না, তারা অর্থের দিক লক্ষ্য করে সহজেই দোয়া পড়ে নিতে পারেন। হজ্বের এসব দোয়াগুলো সফরে বিভিন্ন স্থান ও সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল এবং আল্লাহওয়ালাদের দ্বারা নির্বাচিত বলে খুবই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু বই দেখে পড়তে গিয়ে যদি মনের আবেগ, একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা নষ্ট হয়, তবে তখনকার জন্যে মুনাসিব দোয়া যাই মনে আসে তাই পড়তে থাকবেন। রওয়ানার আগের দু'রাকআত নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা

www.pathagar.com

কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়লে ভাল। নামায শেষে আয়াতুল কুরসী ও সূরা কুরাইশ পড়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার জন্যে নিম্নের দোয়াটি পড়বেন।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَطْوِىَ لَنَا الْاَرْضَ وَتُهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَتَرْزُقَنَا فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا السَّلَامَةَ فِى الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَدَنِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ - وَتُبَلِّغَنَا حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَزِيَارَةَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! আন্‌তাস্‌সাহিবু ফিস্‌সাফারি ওয়াল্‌খালীফা'তু ফিল আহ্‌লি ওয়াল মালি, আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্‌আলুকা ফী সাফারিনা হা-যা আল্ বির্‌রা ওয়াত্তাক্বওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি মা-তুহিব্বু ওয়া তারযা। আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্‌আলুকা আন্‌তাত্‌বিয়া লানাল আরদা ওয়াতুহাউয়্যিনা 'আলাইনাস্‌সাফারা ওয়া তারযুক্বানা ফী সাফারিনা হাযা আস্‌সালামাতা ফিল 'আক্বলি ওয়াদ্দীনি, ওয়াল বাদানি, ওয়াল মালি, ওয়াল ওয়ালাদি। ওয়া তুবাল্লিগানা হাজ্জা বাইতিকাল হারাম, ওয়া যিয়ারাতা নাবিয়্যিকা আলাইহি আফযালুস সালাতি ওয়াস্‌সালাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আপনি সফরেও আমার সঙ্গী, ঘরেও আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের রক্ষাকারী। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট এ সফরে যেন নেকী ও পরহেযগারী অর্জন করতে পারি এবং আপনার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টি অর্জনকারী আমল করতে পারি, তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! আপনার হুযূরে প্রার্থনা করি, আপনি পথের দূরত্ব কমিয়ে দিন তথা গন্তব্যস্থানে দ্রুত পৌঁছে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। সফরকে সহজ

www.pathagar.com

করে দিন এবং এ সফরে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, আমল-আখলাক, স্বাস্থ্য ও সম্পদের নিরাপত্তা দান করুন। আমি আপনার পবিত্র ঘরের হজ্ব ও আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিতি কামনা করি। আমার এ সব দোয়া আপনি কবূল করুন।

বাড়ী হতে বের হবার সময় পড়বেন

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কাল্‌তু 'আলাল্লাহি, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারালানা হা-যা ওয়ামা কুন্না-লাহু মুক্বরিনীন, ওয়াইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবূন।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে যাত্রা করছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি। গুনাহ হতে রক্ষা করার এবং নেক কাজের তওফীক দান করার শক্তি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। পবিত্র তিনি, যিনি এগুলোকে (এসব বাহনকে) আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং এগুলোকে বশীভূত করতে আমরা সক্ষম ছিলাম না, আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাব।

সকলের কাছে দোয়া ও মাফ চেয়ে এবং মুসাফাহা-মুআনাক্বা করে বের হবেন। যারা বিদায় দিবেন, তারা বলবেন ঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَوَجَّهَ اِلَيْكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ -

উচ্চারণ ঃ আসতাওদেউল্লাহা দ্বীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতীমা আমালেকা, যাওয়্যাদাকাল্লাহুত্ তাকওয়া ওয়া ওয়াজ্জাহাকাল খায়রা হাইছুমা কুনতা।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর হাতে তোমার দ্বীন-ঈমান, আমানতদারী ও শুভ পরিণতি সোপর্দ করছি। আল্লাহ তোমাকে পরহেযগারী দান করুন এবং যেখানেই থাক, তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

হজ্বযাত্রীগণের সাথে যেসব আসবাব-পত্র থাকা জরুরী

(১) জামা ২টি, (২) লুঙ্গি ২টি, (৩) পায়জামা ১টি (যদি পরিধান করার অভ্যাস থাকে), (৪) গেঞ্জি ২টি, (৫) গামছা/তোয়ালে ১টি, (৬) বিছানার চাদর ১টি, (৭) গায়ের চাদর ১টি, (৮) মেসওয়াক, (৯) ১ জোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল, (১০) দস্তর খানা, (১১) জুতা রাখার কাপড়ের ব্যাগ ১টি, (১২) প্লেট ১টি, (১৩) গ্লাস ১টি, (১৪) ছোট আয়না ১টি, (১৫) ছোট ব্যাগ ১টি (গলায় ঝুলানো যায় এ রকম ব্যাগ), (১৬) আসবাব-পত্র রাখার বড় ব্যাগ ১টি, (১৭) খিলাল, (১৮) টয়লেট পেপার, (১৯) জুতা ও মোজা, (২০) ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি (প্রত্যেক ছবির পেছনে ইংরেজীতে নাম ও পাসপোর্ট নাম্বার লেখা থাকতে হবে), (২১) ২ কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি, (২২) পাম্পের বালিশ ১টি, (২৩) সাদা কাগজ ও কলম, (২৪) পুরুষদের জন্য ২ সেট ইহরামের কাপড় (আড়াই হাত বহরের আড়াই গজের ২ পিস পরনের জন্য এবং আড়াই হাত বহরের ৩ গজের ২ পিস গায়ের জন্য), (২৫) পাসপোর্ট ও বিমান টিকেটের ফটোকপি রাখা প্রয়োজন। (মূল কপি ছোট ব্যাগে এবং ফটোকপি বড় ব্যাগে রাখা দরকার), (২৬) ১ কেজি চিড়া, (২৭) ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনসহ নিয়মিত সেবনের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র এবং (২৮) মহিলা হজ্বযাত্রীদের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় পোশাক।

একজন হজ্বযাত্রীর আসবাব-পত্রের পরিমাণ এমন হওয়া উচিৎ, যা তিনি নিজে বহন করে প্রয়োজনে ১-২ মাইল হাঁটতে পারবেন।

উল্লেখ্য যে, হজ্বের সফরে সাথে নেয়া প্রতিটি ব্যাগে ইংরেজীতে নাম ও ঠিকানা লেখা থাকতে হবে।

বিমানে উঠে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবেন

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَلَا

www.pathagar.com

حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রাহীম। ওয়ালাহাওলা ওয়ালাকুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আ'যীম।

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়ামা-কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন।

বিমানে থাকা অবস্থায় এ দোয়া পাঠ করবেন

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الاَهْلِ وَالْمَالِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَطْوِىَ لَنَا الاَرْضَ وَتُهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَتَرْزُقَنَا فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا السَّلاَمَةَ فِى الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَدَنِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ـ وَتُبَلِّغَنَا حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَزِيَارَةَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالسَّلاَمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! আন্‌তাস্‌সাহিবু ফিস্‌সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহ্‌লি ওয়াল মালি, আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্‌আলুকা ফী সাফারিনা হা-যা আল্‌ বির্‌রা ওয়াত্তাক্বওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি মা তুহিব্বু ওয়া তারযা, আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্‌আলুকা আন্‌ তাত্‌বিয়া লানাল আরদা ওয়া তুহাউয়্যিন 'আলাইনাস্‌ সাফারা ওয়া তারযুক্বানা ফী সাফারিনা হাযা আস্‌সালামাতা ফিল 'আক্বলি ওয়াদ্দীনি, ওয়াল বাদানি ওয়াল মালি, ওয়াল ওয়ালাদি। ওয়া তুবাল্লিগানা হাজ্জা বাইতিকাল হারাম, ওয়া যিয়ারাতা নাবিয়্যিকা 'আলাইহি আফযালুস সালাতি ওয়াস্‌সালাম।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি সফরেও আমার সঙ্গী, ঘরেও আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের রক্ষাকারী। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ সফরে যেন নেকী ও পরহেযগারী অর্জন করতে পারি এবং আপনার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টি অর্জনকারী আমল করতে পারি, তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আপনার হুযূরে প্রার্থনা করি, আপনি পথের দূরত্ব কমিয়ে দিন তথা গন্তব্যস্থানে দ্রুত পৌঁছে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। সফরকে সহজ করে দিন এবং এ সফরে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, আমল-আখলাক, স্বাস্থ্য ও সম্পদের নিরাপত্তা দান করুন। আমি আপনার পবিত্র ঘরের হজ্ব ও আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিতি কামনা করি। আমার এসব দোয়া আপনি মেহেরবানী করে কবূল করুন।

জেদ্দায় বিমান থেকে নেমে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে ঃ

* ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হওয়া।

* আমীর সাহেব অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এক জায়গায় হজ্বযাত্রীগণকে বসার ব্যবস্থা করে দিবেন এবং সেখানে বসে সবাই এ দোয়া করবেন।

"হে আল্লাহ! মেহেরবানী করে আপনি আমাদের এ অবতরণকে বরকতময় করে দিন এবং আমাদের কাজগুলোকে সহজ করে দিন। হে আল্লাহ্! মেহেরবানী করে আপনি আমাদেরকে কামিয়াবী দান করুন এবং সমস্ত পুণ্যময় স্থানসমূহের ইয্যত ও ইহ্তেরাম রক্ষা করার তওফীক দান করুন।"

* প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে আল্লাহ্র দরবারে এ শুকরিয়া আদায় করা যে, হে আল্লাহ্! আপনিই মেহেরবানী করে আমাদেরকে এ পবিত্র স্থানে অবস্থান করার তওফীক দান করেছেন।

* আমীরের পরামর্শ অনুযায়ী বাসে উঠা এবং ধৈর্যহীন না হয়ে বেশী বেশী দরূদ শরীফ ও তালবিয়াহ্ পাঠ করা উচিৎ। (ইহরামের অবস্থায় থাকলে)

* জেদ্দা থেকে রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ্ শরীফের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে ইব্রাহীম খলীল ষ্ট্রিট হয়ে গাড়ী মোয়াল্লেমের অফিসের সামনে গিয়ে থামতে পারে।

www.pathagar.com

* গাড়ীতে যাওয়ার সময় বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুষ্পার্শ্বের মিনার দেখা যাবে। এ সময়ও দোয়া করা যায়। কিন্তু হাজী সাহেবগণ যখন তওয়াফের জন্য বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকটে পৌঁছবেন তখন নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবেন। মনে রাখতে হবে, বায়তুল্লাহ্ শরীফ দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে দোয়া করা হয় আল্লাহ্ তা'আলা সে দোয়াই কবূল করেন।

দোয়া- اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَعْظِيْمًا وَتَشْرِيْفًا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা যিদ বাইতাকা হাজা তা'জিমান ওয়া তাশরীফান।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আপনার এ গৃহের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করুন।"

* গাড়ী থেকে নামার পূর্বেই মোয়াল্লেমের লোকজনের নিকট পাসপোর্ট হস্তান্তর করার সময়ই মোয়াল্লেমের একটি কার্ড সংগ্রহ করবেন।

* মক্কা শরীফে পৌঁছার পর ধীরে-সুস্থে বিশ্রাম নিয়ে অযূ-ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন থাকলে তা' শেষ করে উমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে বাবুস সালাম দিয়ে মাতাফে প্রবেশ করবেন। অবশ্য অন্য দরজা দিয়েও প্রবেশ করা যায়।

মক্কা শরীফে প্রবেশের বিবরণ

যদি সহজ ও সম্ভব হয়, তাহলে মক্কা শরীফের কবরস্থান অর্থাৎ বাবুল মা'লার পথে মক্কা শরীফে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। আর যদি সহজ না হয় তবে যে দিক দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবেন এবং যে দিক দিয়ে ইচ্ছা বের হবেন। মক্কা শরীফে প্রবেশ করার সময় গোসল করা সুন্নত।

যখন মক্কা শরীফ দেখা যাবে তখন এ দোয়া পাঠ করবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِىْ فِيْهَا رِزْقًا حَلاَلاً۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ'আল্‌লী বিহা ক্বারারাওঁ ওয়ার যুক্বনী ফীহা রিয্‌ক্বান হালালান।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! এখানে (মক্কা শরীফে) আমাকে স্থায়িত্ব দান করুন এবং এতে আমাকে হালাল রিযিক দান করুন।

অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে পরিপূর্ণ

www.pathagar.com

আদব ও সম্মান প্রদর্শন করে মক্কা শরীফে প্রবেশ করবেন এবং প্রবেশ করার সময় এ দোয়া পাঠ করবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ جِئْتُ لِاُؤَدِّىَ فَرْضَكَ وَاَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَاَلْتَمِسُ رِضَاكَ مُتَّبِعًا لِاَمْرِكَ رَاضِيًا بِقَضَائِكَ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّيْنَ اِلَيْكَ ، اَلْمُشْفِقِيْنَ مِنْ عَذَابِكَ ، اَلْخَائِفِيْنَ مِنْ عِقَابِكَ اَنْ تَسْتَقْبِلَنِىْ الْيَوْمَ بِعَفْوِكَ وَتَحْفَظَنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَتَجَاوَزَ عَنِّىْ بِمَغْفِرَتِكَ وَتُعِيْنَنِىْ عَلٰى اَدَاءِ فَرْضِكَ - اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاَدْخِلْنِىْ فِيْهَا وَاَعِذْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! আন্‌তা রাব্বী ওয়া আনা 'আব্‌দুকা জি-তু লিউআদ্দিয়া ফারযাকা ওয়া আত্‌লুবু রাহ্‌মাতাকা ওয়া আল্‌তামিসু রিযাকা মুত্তাবি'আন লিআমরিকা রা-যিয়ান বিক্বাযাইকা, আস্‌আলুকা মাস্‌ আলাতাল মুযতার্‌রীনা ইলাইকা আল মুশফিকীনা মিন আযাবিকা, আলখায়েফীনা মিন 'ইক্বাবিকা আন তাসতাক্ববিলানী আল্‌ইয়াওমা বি 'আফ্‌বিকা ওয়াতাহ্‌ফাযানী বিরাহ্‌মাতিকা ওয়া তাজাওয়াযা 'আন্নী-বিমাগফিরাতিকা ওয়া তুঈনানী 'আলা আদা-ই ফারযিকা। আল্লাহুম্মাফ্‌ তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিকা ওয়া আদ্‌খিলনী ফীহা ওয়া আ'ইযনী মিনাশ শায়তানির রাজীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌! আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার গোলাম! আমি আপনার দরবারে এসেছি হজ্ব আদায় করার উদ্দেশ্যে। আমি আপনার রহমতের ভিখারী, আপনার সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী। আপনার আদেশ অনুসরণ করে, আপনার বিধি-বিধানে (তাকদীরে) সন্তুষ্ট হয়ে আমি এসেছি। আমি উপায়হীন লোকদের ন্যায় এবং আপনার শাস্তির ভয়ে ভীত লোকদের ন্যায়

www.pathagar.com

এবং আপনার গযবের ভয়ে প্রকম্পিত লোকদের ন্যায় আপনার দরবারে প্রার্থনা করছি। আজ আমার সকল অন্যায় ও অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আপনার প্রতি তাকওয়া-ভয় ও আপনার সন্তুষ্টি নসীব, আপনার রহমতে বিপদাপদ থেকে আমাকে হিফাযত করুন। আপনার ক্ষমাগুণে আপনার রহমতের দ্বারগুলো আমার জন্যে খুলে দিন ও তার মধ্যে আমাকে দাখিল করুন এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আমাকে আশ্রয় দিন।

দিনে অথবা রাতে যখন ইচ্ছা মক্কা শরীফে প্রবেশ করা জায়েয। তবে দিনের বেলায় প্রবেশ করা উত্তম।

'মাদআ' হচ্ছে মসজিদে হারাম এবং কবরস্থানের মধ্যবর্তী দোয়া চাওয়ার একটি স্থান। পূর্বে এ স্থান হতে বায়তুল্লাহ্ শরীফ দেখা যেত এবং যাতে বায়তুল্লাহ্ শরীফ আরো ভালভাবে দেখা যায়, সে জন্য হযরত উমর (রাঃ) এটিকে খুব উঁচু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে দালান-কোঠা নির্মিত হওয়ায় আর সেখান থেকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ দেখা যায় না। আজকাল সাধারণত কেউ সেই পথ দিয়ে প্রবেশও করে না। ট্যাক্সী চালকরা অন্য পথ দিয়েই প্রবেশ করে। যদি কেউ ওই পথে মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন, তাহলে এ দোয়া পাঠ করবেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুন্য়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খায়রে মা সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আউযুবিকা মিন শার্‌রে মাস্‌তাআযাবিকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের মঙ্গল দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট সেসব কল্যাণ চাই যা আপনার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে চেয়েছেন এবং আপনার কাছে অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ চাই যা থেকে আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহ্ চেয়েছেন।

মসজিদে হারামে প্রবেশের আদব ও মাসআলা

বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্পার্শ্বের মসজিদের নাম 'মসজিদে হারাম'। বায়তুল্লাহ্ শরীফ মসজিদে হারামের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

০ মক্কা শরীফে প্রবেশ করার সাথে সাথেই মসজিদে হারামে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মাল-সামানা গুটিয়ে অন্য কিছু করার আগে মসজিদে উপস্থিত হওয়া উচিত।

০ তালবিয়াহ্ পাঠ করতে করতে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার পাক দরবারের গৌরব ও মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন এবং প্রথমে ডান পা ভেতরে রেখে এই দোয়া পাঠ করবেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহি রাব্বিগফিরলী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিক।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পেশ করছি। হে প্রভূ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

www.pathagar.com

বায়তুল্লাহ শরীফ নজরে আসলে যে দোয়া পড়তে হয়

০ মসজিদে হারামে প্রবেশ করার পর যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে নজর পড়বে, তখন তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়বেন এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকিয়ে দু'হাত উঠিয়ে এ দোয়া পড়বেনঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً وَّزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّتَعْظِيْمًا وَّبِرًّا - اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! যিদ হা-যাল বাইতা তাশরীফাওঁ ওয়া তা'যীমাওঁ ওয়া তাকরীমাওঁ ওয়া মাহাবাতান ওয়া যিদ মান শার্‌রাফাহু ওয়া কার্‌রামাহু মিম্মান হাজ্জাহু ওয়া'তামারাহু তাশরীফাওঁ ওয়া তা'যীমাওঁ ওয়া বির্‌রান। আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু ফাহায়্যিনা রাব্বানা বিস্‌সালাম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই ঘরের সম্মান, মর্যাদা, শান-শওকত এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে দিন এবং যারা এই পবিত্র ঘরের হজ্ব ও উমরাহ্ করবে, তাদের মান-সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, নেকী দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি শান্তির আধার, আপনিই সকল শান্তির উৎস, আপনার পক্ষ থেকেই সকল শান্তি। সুতরাং হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে শান্তি ও সালামতির সাথে জীবিত রাখুন।

অতঃপর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন এবং যে দোয়া ইচ্ছা হয় তা' করবেন। এ সময়ের দোয়া কবূল হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হল আল্লাহ তা'আলার কাছে বিনা হিসাবে বেহেশত লাভের প্রার্থনা করা এবং ওই সময় এই দোয়াটিও পড়া মুস্তাহাব ঃ

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আঊযু বিরাব্বিল বাইতে, মিনাদ্দায়নে ওয়াল ফাক্বরে, ওয়া মিন যীকিস্ সাদরে ওয়া আযাবিল কাব্‌রে।

অর্থ ঃ আমি কাবা ঘরের প্রভূর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি ঋণ এবং দারিদ্র থেকে এবং বক্ষের সংকীর্ণতা এবং কবরের আযাব থেকে।

০ বায়তুল্লাহ্ শরীফ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সময় দাঁড়িয়ে দোয়া করা মুস্তাহাব। যে সকল দোয়া হুযূর (সাঃ) হতে বর্ণিত আছে সেগুলো যদি মুখস্থ থাকে, তা হলে তা পড়াই উত্তম। কিন্তু যদি মুখস্থ না থাকে, তবে যা মুখস্থ আছে তাই পড়তে পারবেন। কোন স্থানের জন্য কোন বিশেষ দোয়া এমনভাবে নির্দিষ্ট নেই যে, তা সেখানে পড়তেই হবে। যে দোয়ার মধ্যে বিনয় ও একাগ্রতা সৃষ্টি হয়, তা-ই পড়বেন।

০ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' পড়তে নেই। এ মসজিদে তাহিয়্যা হচ্ছে 'তওয়াফ'। সুতরাং দোয়ার পরেই তওয়াফ সম্পন্ন করবেন। অবশ্য যদি তওয়াফের কারণে ফরয নামায ক্বাযা হওয়া অথবা মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলে যাওয়ার কিংবা জামা'আত বাদ পড়ার আশংকা হয়, তবে তওয়াফের পরিবর্তে তাহিয়্যাতুল মস্‌জিদ পড়াই উচিত। তবে শর্ত এই যে, তা যেন মাক্‌রূহ ওয়াক্তে না হয়।

০ জানাযার নামায, সুন্নতে মোয়াক্কাদা ও বিতরের নামায তওয়াফে তাহিয়্যার পূর্বেই আদায় করবেন এবং ইশ্‌রাক, তাহাজ্জুদ, চাশ্‌ত প্রভৃতি নামায তওয়াফের পূর্বে পড়বেন না।

উল্লেখ্য, এ দোয়ার সময় হাত উঠানো সম্পর্কে মতভেদ আছে। কিন্তু মুহাক্কিক উলামাগণের প্রবল মত এই যে, তা মুস্তাহাব এবং হুযূর (সাঃ) হতে প্রমাণিত। (গুনিয়াহ, ৫১ পৃষ্ঠা)

০ মসজিদে হারামে বরং প্রত্যেক মসজিদেই প্রবেশ করার সময় নফল ই'তিকাফের নিয়ত করা মুস্তাহাব এবং নফল ই'তিকাফ অল্প সময়ের জন্যও জায়েয।

০ মসজিদে হারামে নামাযীদের সম্মুখ দিয়ে তওয়াফকারীদের অতিক্রম করা জায়েয। এমনকি তওয়াফ করছে না- এ রকম লোকের জন্যও নামাযীদের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয। তবে শর্ত এই যে, কেউ যেন সিজ্‌দার জায়গা দিয়ে অতিক্রম না করে।

www.pathagar.com

মসজিদে হারামে নামায পড়ার সওয়াব ও মাসআলা

মসজিদে হারাম পৃথিবীর সকল মসজিদ অপেক্ষা উত্তম। এতে নামায পড়ার সওয়াব অত্যন্ত বেশী। এক নামাযের সওয়াব এক লক্ষ নামাযের সমান। কিন্তু সওয়াবের এ আধিক্য শুধু ফরয নামাযের সাথে নির্দিষ্ট। নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম। মহিলাদের জন্য নিজ নিজ ঘরে নামায পড়াই উত্তম।

কা'বা শরীফের বাইরে যেমন কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়তে হয়, তেমনিভাবে কা'বা শরীফের ভেতরে (যদি প্রবেশ করা সম্ভব হয়) নামায পড়াও জায়েয। কা'বা শরীফের ভেতরে নামায পড়া অবস্থায় চারদিকেই কিবলা বিদ্যমান থাকে। তাই যে দিকে ইচ্ছা মুখ করে নামায পড়া যায়। কা'বা শরীফের ভেতরে একাকী অথবা জামা'আতে নামায পড়া জায়েয।

মসজিদে হারামে কা'বা শরীফের চারদিকেই নামায পড়া জায়েয। কিন্তু বায়তুল্লাহ শরীফ সামনে থাকা জরুরী। যদি বায়তুল্লাহ সামনে না থাকে তবে নামায শুদ্ধ হবে না। বায়তুল্লাহ শরীফ হতে দূরে হলে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করাই কিবলা হিসেবে যথেষ্ট হবে।

মসজিদে হারামে নামায পড়ার গুরুত্ব

মসজিদে হারামে নামায পড়ার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিৎ। অযথা ঘুরাফেরা করতে গিয়ে যাতে এ মসজিদের নামায বাদ পড়ে না যায় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। মসজিদে হারামে জামা'আতের সাথে আদায়কৃত মাত্র একদিনের ৫ ওয়াক্ত নামাযের যদি সওয়াব হিসাব করা হয়, তাহলে তা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ নামাযের সমান হয়। ৩৬০ দিনে এক বছর হলে সারা বছরে ১ হাজার ৮শ' এবং ১শ' বছরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার আর ১ হাজার বছরে ১৮ লক্ষ নামায হয়। এ হিসেবে যদি কেউ হযরত নূহ (আঃ)-এর মত বয়সও পান তাহলেও মসজিদে হারামে জামা'আতের সাথে আদায় করা এক দিনের নামায তার গোটা জীবনের নামাযের চেয়েও উত্তম হবে। মসজিদে হারামের সে সব স্থানেও নামায পড়ার চেষ্টা করবেন, যেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছেন। (মুআল্লিমুল হুজ্জাজ)

www.pathagar.com

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদে হারামে ১ রাকআত নামাযের সওয়াব ১ লক্ষ রাকআত নামাযের সমান। কিন্তু প্রত্যেক মসজিদেই জামাআতের সাথে নামায পড়লে ২৭ গুণ সাওয়াব পাওয়া যায়। এভাবে জামাআতের সাথে আদায়কৃত ১ দিনের ৫ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব ১ কোটি ৩৫ লক্ষ গুণ হয়ে থাকে। কাজেই মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে থাকা অবস্থায় ৫ ওয়াক্ত নামাযই হারামাইন শরীফাইনে জামাআতের সাথে আদায় করবেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামের যেসব স্থানে নামায পড়েছেন তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. কা'বা শরীফের ভেতরে।

২. মাকামে ইবরাহীমের পেছনে।

৩. হাজারে আস্ওয়াদের সামনে মাতাফ বা তওয়াফ করার স্থানে।

৪. রুকনে ইরাকীর পার্শ্বে যা হাতীম এবং কা'বা শরীফের দরজার মধ্যখানে অবস্থিত।

৫. রুকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে।

৬. রুকনে ইয়ামানীর দিকে মুসাল্লায়ে হযরত আদম (আঃ)-এর স্থানে।

৭. হাতীমে; বিশেষ করে মীযাবে রহমতের নীচে।

৮. কা'বা শরীফের দরজার কাছে।

৯. কা'বা শরীফের দরজার পাশে-যাকে মাকামে জিবরাঈলও বলা হয়।

১০. রুকনে গার্বীর পাশে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে যে, বাবুল উমরাহ্-এর পেছনে থাকে।

হজ্বের ফরয

হজ্বের ফরয মোট তিনটি। যথা ঃ

১. নির্ধারিত 'মীকাত' (পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে হজ্বের উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের জন্য মক্কার চারদিকে ইহ্রাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান) হতে ইহ্রাম বাঁধা। বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশ থেকে যারা সামুদ্রিক জাহাজে চড়ে হজ্বে আসেন তাদের জন্য ইয়ালামলাম পাহাড় মীকাত হিসাবে চিহ্নিত। জেদ্দা বন্দরে সামুদ্রিক জাহাজ পৌঁছার সাধারণতঃ দু'দিন

www.pathagar.com

পূর্বে এ পাহাড়টি দেখা যায়। (যদিও বাংলাদেশ থেকে সামুদ্রিক জাহাজে হজ্বে যাওয়া বর্তমানে বন্ধ।) বিমানে যারা হজ্বে গমন করবেন তারা বিমানে আরোহণের পূর্বেই ইহ্‌রাম বেঁধে নিবেন।

২. আরাফার উকূফ করা অর্থাৎ ৯ যিলহজ্ব যোহরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তওয়াফে যিয়ারত অর্থাৎ ১০, ১১ ও ১২ যিলহজ্ব তারিখের মধ্যে কা'বা শরীফের তওয়াফ করা।

ইহ্‌রামের অর্থ

ইহ্‌রাম শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ নির্দিষ্ট করা, হজ্ব আদায়ের সংকল্প করা। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো, বিধিবদ্ধ নিয়মে উমরাহ্ বা হজ্ব আদায় করার সংকল্পে শরীয়ত কর্তৃক হারাম বা সম্মানিত বিধায় পবিত্র মক্কা ও তৎসন্নিহিত ভূ-খণ্ডের সীমানায় প্রবেশ করা। অন্যভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমান যে অবস্থায় উমরাহ্ বা হজ্ব পালন করেন, সে অবস্থার নামই ইহ্‌রাম। যিনি ইহ্‌রাম অবস্থা ধারণ করেন তাকে 'মুহ্‌রিম' বলে।

ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশের পূর্বেই ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়। হারাম শরীফের সীমানার দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন দিক থেকে আগতদের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার কতগুলো স্থান নির্ধারিত আছে। যেগুলোকে 'মীকাত' বলা হয়- ইতোপূর্বে এগুলোর আলোচনা হয়েছে।

ইহ্‌রামের প্রকারভেদ

ইহরাম চার প্রকার। যথা ঃ ১. শুধু হজ্বের জন্য ইহ্‌রাম। একে 'ইফরাদ' বলা হয়। ২. হজ্বের মাসসমূহে হজ্বের ইহ্‌রামের পূর্বে উমরাহ্‌র জন্য ইহ্‌রাম। একে 'তামাত্তু' বলা হয়। ৩. হজ্ব এবং উমরাহ্ একত্রে সম্পন্ন করার ইহ্‌রাম, একে 'ক্বিরান' বলা হয় এবং ৪. হজ্বের মাসসমূহের পূর্বে বা পরে শুধু উমরাহ্‌র জন্য ইহ্‌রাম।

www.pathagar.com

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ

হজ্বের ওয়াজিব মোট ৬টি ঃ

১. 'সাঈ' অর্থাৎ সাফা ও মারওয়াহ্ পাহাড়ের মধ্যে ৭ বার যাওয়া-আসা করা।

২. ৯ যিলহজ্ব দিবাগত রাতে আরাফাতের ময়দান হতে এসে 'মুযদালিফা'য় অবস্থান করা।

৩. 'রমি' অর্থাৎ মিনার নির্দিষ্ট কিছু স্থানে যিলহজ্বের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে জামরাসমূহে (শয়তানসমূহকে) ৪৯টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। আর যদি কেউ ১৩ তারিখ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে তবে সেদিন আরো ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

৪. ক্বিরান ও তামাত্তু' হজ্বে দমে শুকরিয়া আদায় করা।

৫. হলক অর্থাৎ মাথা মুন্ডন করা বা কসর অর্থাৎ মাথার চুল সমানভাবে ছোট করা।

৬. 'তওয়াফে বিদা' অর্থাৎ বহিরাগতদের জন্য দেশে ফিরার পূর্বে কা'বা শরীফের তওয়াফ করা। একে 'তওয়াফুস সদর'ও বলা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, এছাড়াও ইহ্রাম, তওয়াফ ও রমি এবং হজ্বের অন্যান্য আমলে আরো কিছু ওয়াজিব রয়েছে যা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইন্শাআল্লাহ্।

হজ্বের সুন্নতসমূহ

হজ্বের সুন্নত ১৫টি।

১. বহিরাগত যারা ইফরাদ ও ক্বিরান হজ্বের নিয়ত করেছেন, তাদের জন্য তওয়াফে কুদূম করা।

২. তওয়াফে কুদূমে 'রমল' করা। আর যদি উক্ত তওয়াফে 'রমল' করা না হয় তাহলে তওয়াফে যিয়ারতে তা করা।

৩. সাঈ-এর সময় দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে পুরুষদের জন্য

www.pathagar.com

একটু দ্রুতবেগে চলা। (এ সময় বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকিয়ে দোয়া করলে সে দোয়া কবূল হয়)।

৪. ইমামের জন্য তিন স্থানে খুতবা দেয়া। এ স্থানগুলো হলো ঃ ৭ যিলহজ্ব মক্কায়, ৯ যিলহজ্ব আরাফায় এবং ১১ যিলহজ্ব মিনায়।

৫. ৮ যিলহজ্ব দিবাগত রাতে মিনায় রাত্রি যাপন করা।

৬. ৯ যিলহজ্ব আরাফার দিন সূর্যোদয়ের পরে মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

৭. আরাফায় উকূফ করার উদ্দেশ্যে যোহরের পূর্বে গোসল করা।

৮. আরাফাহ্ থেকে উকূফের পর মুযদালিফায় ফিরার পথে ইমামের আগে রওয়ানা না হওয়া।

৯. ৯ যিলহজ্ব আরাফায় উকূফ করে সে স্থান থেকে সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হওয়া।

১০. ৯ যিলহজ্ব দিবাগত রাতে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

১১. ১০ যিলহজ্ব মুযদালিফা থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা।

১২. ইফরাদ আদায়কারীদের বেলায় কোরবানী (দমে শোকর আদায়) করা।

১৩. কোন এক রাত্র মিনায় যাপন করা। কারো কারো মতে ১০, ১১, ১২ যিলহজ্ব দিবাগত রাত মিনায় থাকা। এটা হানাফী মাযহাবের মতামত।

১৪. তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপে তারতীব (ধারাবাহিকতা) রক্ষা করা।

১৫. মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'মুহাচ্ছাব' নামক স্থানে অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও যাত্রা বিরতি করা। তবে এ নিয়ে মতভেদ আছে।

এছাড়াও হজ্বে আরো অনেক সুন্নত রয়েছে, যা যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

www.pathagar.com

হজ্বের সময় সুন্নত গোসল

হজ্বের সময় নিম্নোক্ত কয়েক স্থানে ও সময়ে গোসল করা সুন্নত।

১. ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে।

২. মক্কা শরীফে প্রবেশের পূর্বে।

৩. কা'বা শরীফের তওয়াফের পূর্বে।

৪. আরাফাহ্ ও মুযদালিফায় উকূফের পূর্বে।

৫. যিলহজ্বের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে জামরায় কংকর নিক্ষেপের পূর্বে।

ইহরাম ও হজ্বের মাকরূহ বিষয়াবলী

হজ্বে কতিপয় নিষিদ্ধ বিষয় আছে, যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুহ্‌রিমের জন্য ওয়াজিব। (এসব নিষিদ্ধ বিষয়ের বর্ণনা পরবর্তীতে 'ইহরাম অবস্থায় হজ্বে নিষিদ্ধ কার্যাবলী' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে)। শরীয়তের হুকুম মোতাবেক ওই সকল নিষিদ্ধ কাজের যে কোন একটি করা হলে 'দম' বা বিনিময় প্রদান করা ওয়াজিব হয়। এ ছাড়াও কতগুলো বিষয় রয়েছে যা সাধারণ অবস্থায় জায়েয বা মুবাহ কিন্তু ইহ্‌রাম অবস্থায় মাক্‌রূহ। অবশ্য এসব মাকরূহ কাজ করলে কোন কিছু ওয়াজিব হয় না। কিন্তু এগুলো থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। মকবূল হজ্ব করতে চাইলে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয় এবং মাকরূহ্ বিষয় থেকেও বেঁচে থাকতে হয়। এমন কতগুলো মাকরূহ বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. অযূ বা গোসল ছাড়া ইহ্‌রাম বাঁধা।

২. ইহ্‌রামের তালবিয়াহ্ পাঠ না করা।

৩. তালবিয়াহ্ পাঠরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া।

৪. খাদ্যে সুগন্ধি দ্রব্য মিশানোর পর সে খাদ্য রান্না করা না হলে এবং এমতাবস্থায় তাতে সুগন্ধির প্রাধান্য না থাকলেও তা খাওয়া।

৫. পানের সাথে লং, এলাচি, সাদাপাতা ও যে কোন রকমের সুগন্ধিযুক্ত জর্দা খাওয়া।

৬. মাথায় আঠা বা অন্য কোন বস্তু হাল্‌কাভাবে বা অল্প পরিমাণে লাগানো।

৭. চপ্পল থাকা অবস্থায় বিশেষভাবে মোজা কেটে তা পরিধান করা।

www.pathagar.com

৮. তওয়াফে কুদূম না করা।

৯. শরীর থেকে ময়লা দূর করা এবং মাথা বা দাড়ি কিংবা শরীর সাবান ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করা।

১০. মাথা বা দাড়ি চিরুনী দ্বারা আঁচড়ানো।

১১. দাড়ি খিলাল করা।

১২. চাদর গিরা দিয়ে কাঁধের উপর বাঁধা বা চাদর ও লুঙ্গিতে গিরা বা রশি ইত্যাদি দ্বারা বাঁধা।

১৩. চাদর বা লুঙ্গিতে সূঁই, আলপিন বা ক্লিপ ইত্যাদি লাগানো অথবা সুতা বা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

১৪. সুগন্ধি বিক্রেতার দোকানে ঘ্রাণ নেয়ার উদ্দেশ্যে বসা।

১৫. সুগন্ধিযুক্ত ফল কিংবা ঘাসের ঘ্রাণ নেয়া বা তা স্পর্শ করা।

১৬. কা'বা শরীফের গিলাফের নীচে এমনভাবে দাঁড়ানো যাতে তা মুখে বা মাথায় লেগে যায়।

১৭. নাক, থুতনী ও মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে আবৃত করা। তবে হাত দিয়ে ঢাকাতে কোন অসুবিধা নেই।

১৮. বালিশের উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে শয়ন করা।

১৯. নিজের স্ত্রীর লজ্জাস্থান কামভাব নিয়ে দেখা।

২০. জুব্বা, চোগা ইত্যাদি কাঁধের উপর মেলে রাখা।

২১. ধূপ-ধুনা দেয়া কাপড় পরিধান করা।

২২. খুত্‌বা বা ফরয নামাযের জামাআতের সময় তওয়াফ করা।

২৩. তওয়াফের ওয়াজিব নামায, তওয়াফের পরপর আদায় না করে বিলম্ব করা।

২৪. ধূমপান করা কিংবা কারো ধূমপান নাকে আসতে পারে এমন জায়গায় যাওয়া বা বসা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

হজ্বের ইহ্‌রামের নিয়ত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ফাইয়াস্‌সিরহু-লী ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নী।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমি হজ্ব পালন করার নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবূল করুন।"

উমরাহ্‌র ইহ্‌রামের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্নী উরীদুল 'উম্‌রাতা ফাইয়াস্‌সিরহা-লী ওয়াতাক্বাব্বালহা মিন্নী।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমি উমরাহ্ পালনের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবূল করে নিন।"

হজ্ব ও উমরাহ্ এক সাথে পালন করার নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ওয়াল উম্‌রাতা ফাইয়াস্‌সির হুমা লী ওয়াতাক্বাব্বাল হুমা মিন্নী।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমি হজ্ব ও উমরাহ্ এক সাথে পালন করার নিয়ত করছি। আপনি এতদুভয়টিই আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবূল করে নিন।"

যদি আরবী শব্দ মনে না থাকে, তবে শুধু বাংলায় নিয়ত করলেও চলবে। নিয়ত করার পর তিনবার তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন। তা হল ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ - لاَ شَرِيْكَ لَكَ -

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল্ হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়ালমুল্ক, লা শারীকা লাক।

অর্থ ঃ আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, আপনার কোন শরীক নেই। আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত এবং রাজত্ব আপনারই। আপনার কোন শরীক নেই।

অতপর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন এবং যা ইচ্ছা প্রার্থনা করবেন। তাল্বিয়াহ্ পড়ার পর এ দোয়াটি পাঠ করা মুস্তাহাব ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিযাকা ওয়াল জান্নাতা, ওয়া আ'উযু বিকা মিন গাযাবিকা ওয়ান্নার।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আশা করছি এবং আপনার ক্রোধ ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

যদি এটা জীবনের প্রথম হজ্ব হয়ে থাকে, তবে বিশেষভাবে ফরযের নিয়ত করা এবং তা মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। নিয়ত ও তালবিয়াহ্ পড়ার পর ইহ্রাম বাঁধার কাজ শেষ। এখন সেসব কাজ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবেন যা ইহ্রাম বাঁধার পর নিষিদ্ধ।

ইহ্রামের শর্তসমূহ

১. নিয়ত করা ২. উচ্চস্বরে একবার তালবিয়াহ্ পাঠ করা।

যে যিকির দ্বারা শুধু আল্লাহ তা'আলার সম্মানই উদ্দেশ্য; তা তালবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। যেমন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অথবা اَلْحَمْدُ لِلّٰه- অথবা اَللّٰهُ اَكْبَرُ ইত্যাদি। তবে তালবিয়াহ্ পাঠ করাই সুন্নত। কারো কারো মতে, অন্তত একবার তালবিয়াহ্ পাঠ করা ওয়াজিব।

ইহ্রামের ওয়াজিবসমূহ

১. মীকাত থেকে ইহ্রাম বাঁধা ২. ইহ্রামের নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকা।

www.pathagar.com

ইহ্‌রামের সুন্নত কার্যাবলী

১. হজ্বের ইহ্‌রাম হজ্বের মাসসমূহে বাঁধা।

২. নিজ দেশের মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা।

৩. ইহ্‌রামের পূর্বে গোসল করা।

৪. ইযার এবং রিদা পরিধান করা।

৫. দু'রাকআত নামায আদায় করা।

৬. তিনবার তালবিয়াহ্ পাঠ করা।

৭. তালবিয়াহ্ উচ্চস্বরে পাঠ করা। (মহিলাগণ তালবিয়াহ্ নিম্নস্বরে পাঠ করবেন)

৮. ইহ্‌রামের নিয়তের পূর্বে শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করা। কিন্তু সুগন্ধির উপস্থিতি ইহ্‌রামের পরে শরীরে থাকলেও কাপড়ে দাগ থাকতে পারবে না।

ইহ্‌রামের মুস্তাহাব কার্যাবলী

১. ইহ্‌রামের পূর্বে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা।

২. হাত ও পায়ের নখ কর্তন করা।

৩. বগল পরিষ্কার করা।

৪. নাভির নীচের পশম পরিষ্কার করা।

৫. নতুন বা ধৌত করা পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা।

৬. চপ্পল পায়ে দেয়া।

৭. ইহ্‌রামের নিয়তে গোসল করা।

৮. মুখে ইহ্‌রামের নিয়ত উচ্চারণ করা।

৯. ইহ্‌রামের নামাযের পরে বসা অবস্থায় নিয়ত করা।

১০. মীকাতের পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধা।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি কাপড় খুললেন এবং ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য গোসল করলেন। (তিরমিযী, দারেমী)

www.pathagar.com

এ হাদীসের ভিত্তিতে ইহ্‌রামের জন্য শরীর থেকে সেলাইযুক্ত কাপড় খুলে সেলাইবিহীন দু'খণ্ড সাদা কাপড় পরিধান করার হুকুম প্রমাণিত হয়। মাকরূহ সময় না হলে ইহ্‌রামের জন্য দু'রাকআত নামায পড়বেন। উক্ত নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করা সুন্নত। (ফত্ওয়ায়ে আলমগীরি)

ইহ্‌রাম শুরু করার স্থানে কোন মসজিদ থাকলে সে মসজিদে নামায আদায় করে ইহ্‌রাম বাঁধা মুস্তাহাব। নামায আদায়ের পর নিয়ত করবেন। এ সময় তিনবার তালবিয়াহ্ পাঠ করা মুস্তাহাব। তালবিয়াহ্ পাঠ দ্বারা ইহ্‌রাম সম্পন্ন হয়। (একবার তালবিয়াহ্ পাঠ করা শর্ত।)

হযরত খাল্লাদ ইবনে সায়েব আনসারী (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- জীব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে বলেছেন, আমি যেন আমার সাহাবাদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করতে বলি। (মুয়াত্তা, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন-আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। নীচু স্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করা অপেক্ষা উচ্চস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করা অধিকতর উত্তম। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সহ আমাদের সকল ফিকাহ্-বিদদের মত এটাই। (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ)

তালবিয়াহ্ উচ্চস্বরে পাঠ করা কেবল পুরুষের জন্য সুন্নত। মহিলাগণ তালবিয়াহ্ পাঠের সময় আওয়াজ উঁচু করবেন না। এতে ফিতনার আশংকা আছে।

তালবিয়াহ্ পাঠের পর মুহ্‌রিম ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে। এ সময় আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলে তা কবূল হওয়ার আশা করা যায়। এ সময় দোয়া কবূল হওয়ার সনদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বাণী হতেই প্রমাণিত আছে।

www.pathagar.com

ইহ্রামের পোশাক

ইহ্রাম অবস্থায় পুরুষদেরকে দুই খণ্ড সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরিধান করতে হয়। এর এক খণ্ড দ্বারা নাভি থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢাকতে হয়। যেভাবে সাধারণত আমরা লুঙ্গি পরিধান করে থাকি। একে 'ইযার' বলে। অন্যটি চাদরের ন্যায় গায়ে জড়াতে হয়। একে 'রিদা' বলে। মহিলা হাজীগণ সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে পারবেন। তারা মুখমণ্ডল খোলা রেখে সর্বাঙ্গ আবৃত করবেন। মহিলারা পর্দার জন্য মাথায় এমন টুপি ব্যবহার করবে, যার সামনের অংশ বর্ধিত থাকবে এবং এর উপর বোরকার (মুখের) কাপড় থাকবে। পুরুষকে বাধ্যতামূলকভাবে মাথা ও মুখমণ্ডল খোলা রাখতে হবে।

ইহ্রাম অবস্থায় পুরুষ হাজীগণ কোন প্রকার জামা-পায়জামা, পাগড়ী ও টুপি ইত্যাদি যেসব কাপড় শরীরের গঠন অনুযায়ী তৈরী করা বা শরীরের গঠন অনুযায়ী পরিধান করা হয়, সেগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না। এমন জুতা ব্যবহার করতে পারবেন না, যা পায়ের উপরের অংশসহ গোটা পা ঢেকে ফেলে। পায়ে মোজা ব্যবহার করতে পারবেন না। কিন্তু যদি জুতা না থাকে তাহলে চামড়ার মোজা পায়ের পৃষ্ঠার উঁচু স্থান এবং উভয় দিকের গিটদ্বয়সহ গোছার নিম্নভাগ উন্মুক্ত থাকে এমনভাবে কেটে তা ব্যবহার করতে পারবেন।

ইহ্রামের জন্য কাপড় সাদা হওয়াই উত্তম। সুগন্ধিযুক্ত বা কোন রং দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করা নিষেধ। লাল, গোলাপী, হলুদ কিংবা কালো রঙ্গের কাপড় ব্যবহার করা উচিত নয়। অবশ্য মহিলাগণ কালো বোরকা পরিধান করতে পারবেন। এমনকি কারো কারো মতে তা-ই উত্তম।

হজ্বের ইহ্রাম বাঁধার শেষ সময়

৮ যিলহজ্ব স্বাভাবিকভাবে হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধার শেষ তারিখ। তবে ১০ যিলহজ্বের রাত অর্থাৎ আরাফার দিনগত রাত সুবহে সাদেক পর্যন্ত ইহ্রাম বাঁধা যায়।

www.pathagar.com

হজ্বের ইহ্‌রাম হতে হালাল হওয়ার সময়

১০ যিলহজ্ব জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে কোরবানী (দমে শোকর) আদায়ের পর মাথা মুণ্ডন করলে বা চুল ছাঁটলে প্রাথমিকভাবে ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তবে চূড়ান্তভাবে ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হতে হলে ফরয তওয়াফ (তওয়াফে যিয়ারত) করতে হয়। মনে রাখবেন, ফরয তওয়াফ করে চূড়ান্তভাবে ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস বা এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলী হালাল হবে না।

ইহ্‌রাম অবস্থায় হজ্বে নিষিদ্ধ কার্যাবলী

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ

فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ -(البقرة : ١٩٧)

"হজ্ব হয় নির্ধারিত মাসে। অতপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্ব করা স্থির করে, তার জন্য হজ্বের সময়ে রাফাস, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৭)

ইহ্‌রামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতে যে তিনটি শব্দ বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো হলো 'রাফাস' 'ফুসূক' ও 'জিদাল'। ইহ্‌রাম অবস্থায় এসব বিষয় থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য অর্থাৎ ওয়াজিব।

'রাফাস' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যাতে সহবাস ও তার আনুষঙ্গিক কর্ম, নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত। ইহ্‌রাম অবস্থায় এর সবকয়টিই হারাম।

'ফুসূক' এর শাব্দিক অর্থ বের হওয়া। পবিত্র কোরআনের ভাষায় হুকুম অমান্য করা বা অন্যায় আচরণ করাকে 'ফুসূক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই 'ফুসূক' বলে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- 'ফুসূক' এর অর্থ হলো পাপ করা। তাই অনেকেই এস্থলে সাধারণ

www.pathagar.com

অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এ স্থলে 'ফুসূক' শব্দের অর্থ করেছেন, 'সেসব কাজ, যা ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ।' এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) তাঁর লিখিত তাফসীর গ্রন্থে বলেন- স্থান অনুসারে এ ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সাধারণ পাপ ইহ্‌রামের অবস্থাতেই শুধু নয়, বরং সর্বদাই নিষিদ্ধ।

ইবনে জরীর (রহঃ) বলেন- এখানে 'ফিস্‌ক' এর ভাবার্থ হচ্ছে, সেসব কাজ; যা ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। যেমন, শিকার করা, মাথা মুণ্ডন করা ও নখ কাটা ইত্যাদি। এ বক্তব্যের আলোকে এবং ইবনে উমর (রাঃ)-এর উক্তি যা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তার উল্লেখ করে ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, 'আমার ধারণা মতে এটাই হলো উত্তম ব্যাখ্যা।' আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

কতগুলো কাজ সাধারণ অবস্থায় না-জায়েয ও নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু ইহ্‌রামের কারণে সেগুলো না-জায়েয ও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এগুলোর সংখ্যা ছয়টি ঃ

১. স্ত্রী সহবাস ও এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় আচরণ, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলোচনা করা।

২. স্থল ভাগের জীবজন্তু শিকার করা বা শিকারীকে দেখিয়ে দেয়া।

৩. নখ্ বা চুল কাটা।

৪. সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা।

(এ চারটি বিষয় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই ইহ্‌রাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট দু'টি বিষয় শুধুই পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত)

৫. সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা।

৬. মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। অবশ্য মুখমণ্ডল আবৃত করা মহিলাদের জন্যও জায়েয নয়।

আলোচ্য ছয়টি বিষয়ের মধ্যে সহবাস যদিও 'ফুসূক' শব্দের অন্তর্ভূক্ত, তথাপি পবিত্র কোরআনে একে 'রাফাস' শব্দ দ্বারা আলাদাভাবে ব্যক্ত করা

www.pathagar.com

হয়েছে। এটা এজন্যে যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় এ কাজ থেকে বিরত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'জিদাল' শব্দের অর্থ 'একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা' অর্থাৎ সাধারণভাবে কলহ-বিবাদ করাকে 'জিদাল' বলা হয়। এ শব্দটিও খুবই ব্যাপক। কোন কোন মুফাসসির এ শব্দের এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ 'ফুসূক' ও 'জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 'ফুসূক' ও 'জিদাল' সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ; কিন্তু ইহ্‌রাম অবস্থায় এর পাপ আরো অধিক। বিশেষতঃ পবিত্র দিনগুলোতে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আগমন করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত 'লাব্বাইক' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার সমীপে উপস্থিত' বলা হচ্ছে, উপরন্তু ইহ্‌রামের পোশাক যাদেরকে সর্বদা এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে; 'তোমরা এখন নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতে নিয়োজিত' সেখানে ঝগড়া-বিবাদ করা নিশ্চয়ই গুরুতর অন্যায় ও আল্লাহ্ তা'আলার চরমতম অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ।

তাছাড়া হজ্বের সময় ঝগড়া-বিবাদ করার পূর্বে সকলেরই একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত, বিপুল অর্থ ব্যয় করে এবং প্রচুর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করে তিনি হজ্বে এসেছেন, তার এ হজ্বে আগমনের উদ্দেশ্যও তো তাই হওয়া উচিত, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় হজ্ব সম্পন্ন করল যে, কোন মুসলিম তার মুখের দ্বারা এবং হাতের দ্বারা কষ্ট পেল না, তার আগের যাবতীয় গুনাহ্ মা'ফ হয়ে যায়।

যে কাজ করলে হজ্ব ও উমরাহ্ বাতিল হয়ে যায়

মুহ্‌রিম যদি আরাফায় অবস্থান শেষ হওয়ার আগেই যৌন সহবাস করে; এ সহবাস তার ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক, জেনে বা না জেনে হোক, তবে তার হজ্ব বাতিল হয়ে যাবে। শরীয়তে যার কোন ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় তার কর্তব্য হলো, অন্যান্য হাজীগণ যেভাবে হজ্বের বাকী কাজগুলো আঞ্জাম দেন, তিনিও সেসব কাজ সেভাবে

www.pathagar.com

আঞ্জাম দিবেন। উপরন্তু একটি ছাগল বা দুম্বা যবেহ্ করবেন। অতঃপর পরবর্তী বছর তিনি বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত হজ্বের কাযা করবেন। অবশ্য কেউ যদি আরাফায় অবস্থানের পর সহবাস করে, তবে তার হজ্ব বিনাশ হবে না; কিন্তু তার উপর একটি উট কোরবানী ওয়াজিব হবে। উমরাহ্র ক্ষেত্রে কা'বাগৃহ তওয়াফের চার প্রদক্ষিণ পূর্ণ হওয়ার পরে কেউ যদি সহবাস করে, তাহলে উমরাহ্ নষ্ট হবে না কিন্তু তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ও মাআরিফুল কোরআন)

ইহ্রাম অবস্থায় যে কাজগুলো থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব তা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. পুরুষের জন্য সেলাই করা কোন পোশাক পরিধান করা এবং মাথা আবৃত করা। কেননা, পুরুষের ইহ্রাম মাথায়। (হিদায়া খ. ১, পৃ. ২৩৯)

পুরুষের সমস্ত পা ঢেকে যায় এমন জুতা ও মোজা পরিধান করা। মহিলাগণ সেলাই করা পোশাক পরিধান করতে পারবেন। কিন্তু মুখমণ্ডল এমন কিছু দিয়ে ঢাকতে পারবেন না যা চামড়ার সাথে লেগে থাকে। কারণ, মহিলাদের ইহ্রাম মুখমণ্ডলে। তবে পর্দা লংঘন করলে গুনাহ্গার হবেন। (হিদায়া খ. ১, পৃ. ২৫৫)

পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই সুগন্ধিযুক্ত কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং লাল কিংবা কালো রংয়ের কাপড় ব্যবহার করা ঠিক নয়। তবে মহিলারা কালো রংয়ের বোরকা পরিধান করতে পারবেন এবং সামনে বর্ধিত ঢাকনাযুক্ত একটি টুপি পরবেন, যেন পর্দা করলেও চেহারার সাথে কাপড় না লাগে।

২. সৌন্দর্য চর্চা করা, যে কোন রকমের সুগন্ধি ও প্রসাধনী ব্যবহার করা, তেল ব্যবহার করা এবং খিযাব লাগানো। এছাড়া সাবান প্রভৃতি দিয়ে দাড়ি ধৌত করা। (আসান ফিকাহ্)

৩. শরীরের যে কোন স্থানের চুল উঠানো, কাটা বা মুণ্ডন করা এবং হাত ও পায়ের নখ কাটা। এ কারণে অযূ ও গোসলের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে মর্দনের কারণে চুল উঠে না যায়।

www.pathagar.com

৪. যে কোন ধরনের যৌন সহবাস কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইহ্‌রাম অবস্থায় সহবাস হজ্বকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। এছাড়া স্ত্রী-পুরুষের আলিঙ্গন, চুম্বন, যৌন বিষয়ক বাক্যালাপ কিংবা অন্য যে কোন রকমের যৌন আচরণ নিষিদ্ধ।

৫. শিকারের উপযোগী এবং ডাঙ্গায় বিচরণকারী পশু-পক্ষী শিকার করা ও যবেহ্ করা এবং শিকারের উদ্দেশ্যে কাউকে কোন প্রাণী দেখিয়ে দেয়া বা শিকারে কোন প্রকার সহযোগিতা করা। শিকারের সহযোগিতার অর্থ হলো ঃ শিকার কোথায় পাওয়া যাবে তা বলে দেয়া বা শিকার কোন্ দিকে গিয়েছে তা দেখিয়ে দেয়া বা শিকারীকে তীর, তলোয়ার, লাঠি, ছুরি, চাকু, বন্দুক, গুলী ইত্যাদি বা অন্য কোন শিকার করার উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা। এছাড়া শিকারকে তাড়ানো, তার ডিম ভেঙে দেয়া, পালক ও ডানা ছিঁড়ে ফেলা, ডিম অথবা শিকার বেচা-কেনা করা, শিকারের দুধ দোহন করা, শিকারের ডিম অথবা গোশ্‌ত রান্না করা ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ। অবশ্য মুহ্‌রিম গৃহপালিত পশু-পাখি যবেহ্ ও রান্না করতে পারবেন। এ ছাড়া মুহ্‌রিম হিংস্র জীব-জন্তু; যার থেকে আক্রমণের ভয় থাকে তাকে হত্যা করতে পারবেন। তবে যদি আক্রমণের ভয় না থাকে, তাহলে এগুলোকেও হত্যা করা নিষিদ্ধ। এছাড়া মুহ্‌রিমের জন্য নিজের শরীর বা কাপড় থেকে উকুন মারা নিষিদ্ধ।

৬. মক্কার হরমের এলাকায় কুদরতিভাবে জন্মানো তৃণ-ঘাস, গাছ-পালা ইত্যাদি উপড়ে ফেলা, কর্তন করা ও ছিন্ন করা। এ কাজগুলো যে কোন ধরনের মুহ্‌রিম এবং মুহ্‌রিম নয় এমন সকলের জন্যই হারাম।

৭. কোনরূপ অশ্লীল কথা, অন্যায় কাজ এবং কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা নিষেধ। এমনকি সামান্য কথা কাটাকাটি করাও উচিত নয়। শুধু তাই নয়, নিজের মুস্তাহাব আমলের কারণে অপর হাজীগণের সামান্য পরিমাণ কষ্ট হলে বা তার সম্ভাবনা থাকলে, সে মুস্তাহাব আমলও ছেড়ে দেয়া উত্তম।

www.pathagar.com

উমরাহ্‌র সাধারণ বর্ণনা

যে ব্যক্তি হজ্বের আগে অথবা পরে উমরাহ্ করতে চান, তিনি যদি ইতোমধ্যে ইহ্‌রাম না বেঁধে থাকেন এবং মক্কায় অবস্থানকারী হন, তাহলে তার উচিত গোসল করে মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা। তবে যারা বহিরাগত তারা ইহ্‌রাম বেঁধেই হরমের এলাকায় প্রবেশ করেছেন বিধায় তাদের জন্য নতুন করে ইহ্‌রাম বাঁধার প্রয়োজন নেই, যদি না ইতোমধ্যে তিনি ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন।

উমরাহ্‌র মীকাত ৩টি

১. জিইর্‌রানা বা জু'রানা– যেখান থেকে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তৃতীয় উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

২. তানঈম– যেখান থেকে হযরত আয়েশা (রাঃ) উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন।

৩. হুদায়বিয়া।

এর যে কোন একটি হতে উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধা যায়। সাধারণতঃ উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম তানঈম থেকে বাঁধা হয়। তবে হিল্ল এলাকায় গমন করে তার যে কোন স্থান থেকেই উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধা যায়।

উমরাহ্ আদায়ের ফরয

উমরাহ্‌র ফরয ২টি। যথাঃ (১) ইহ্‌রাম এবং (২) তওয়াফ।

উমরাহ্‌র ওয়াজিব ২টি যথাঃ (১) সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করা এবং (২) মাথা মুণ্ডন করা বা মাথার চুল ছাঁটা।

উমরাহ্ আদায়ের নিয়ম

উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধার পর তালবিয়াহ্ অর্থাৎ 'লাব্বাইকা' বলতে বলতে মক্কায় প্রবেশ করবেন। মসজিদে হারামের ভেতরে প্রবেশ করে তওয়াফ শুরু করার পূর্বে তালবিয়াহ্ বলা বন্ধ করবেন।

বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌঁছেই উমরাহ্ পালনকারী ব্যক্তি যথারীতি তওয়াফ করবেন; যা সর্বসম্মতিক্রমে উমরাহ্‌র রুকন বা ফরয। এ তওয়াফে

www.pathagar.com

ইজ্‌তিবা ও রমল করবেন এবং তওয়াফের পর সাঈ করবেন। সাঈ শেষ হলে মাথা মুণ্ডন করবেন বা চুল ছাঁটবেন।

উমরাহ্‌ পালনকারী যদি 'তামাত্তু' হজ্ব আদায়কারী হন, তবে তার জন্য উমরাহ্‌র এই নিয়ম। কিন্তু তিনি যদি একই সাথে উমরাহ্‌ ও হজ্বের নিয়ত করেন অর্থাৎ তার হজ্ব যদি 'ক্বিরান' হয়, তাহলে তিনি আরাফায় হজ্ব সমাপনের পর ১০ যিলহজ্ব তারিখে কংকর নিক্ষেপ ও কোরবানীর (দমে শোকর আদায়ের) আগে মাথা মুণ্ডন করতে পারবেন না।

মাসাআলা ঃ হানাফী মাযহাব মতে, যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত উমরাহ্‌ পালন করা মাকরূহে তাহ্‌রিমী। তবুও কোন লোক যদি ওই দিনগুলোতে উমরাহ্‌র নিয়ত করে ইহ্‌রাম বেঁধে ফেলে, তাহলে তা পূর্ণ করা তার উপর বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তবে এমতাবস্থায় উত্তম পন্থা হলো, ইহ্‌রাম ভঙ্গ করে একটি কোরবানী করা এবং পরবর্তী সময়ে এর কাযা আদায় করা। (আল জাযীরী ও ইলমুল ফিকাহ)

মহিলাদের হজ্বের নিয়ম

মহিলাদের হজ্ব এবং উমরাহ্‌র পদ্ধতি পুরুষদের মতই, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো ঃ

১. ইহ্‌রাম অবস্থায় মহিলাগণ মাথা ঢেকে রাখবেন এবং মুখমণ্ডল খোলা রাখবেন। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় এমনভাবে মুখমণ্ডল কাপড়ে আবৃত রাখতে হবে যাতে পর্দার হুকুম লংঘিত না হয়।

২. তাদের জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় এবং সোনা ও অলংকার পরিধান করা নিষিদ্ধ নয়।

৩. তারা নিম্নস্বরে তালবিয়াহ্‌ পাঠ করবেন।

৪. তওয়াফের সময় 'ইজ্‌তিবা' ও 'রমল' করবেন না।

৫. সাফা ও মারওয়ার মাঝে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলবেন, পুরুষের ন্যায় দু'সবুজ চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত চলবেন না।

৬. মাথা মুণ্ডন করবেন না বরং শুধু চুলের অগ্রভাগ এক আঙ্গুলের এক করের চাইতে একটু বেশী পরিমাণ কর্তন করবেন।

www.pathagar.com

৭. ভিড়ের সময় হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবেন না।

৯. হায়েয অথবা নিফাস অবস্থায় তওয়াফ ও সাঈ ব্যতীত হজ্বের অন্যান্য হুকুম-আহ্কাম ঠিক মত আদায় করবেন এবং পবিত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তওয়াফ ও সাঈ' করবেন।

উল্লেখ্য যে, কোন মহিলার যদি উমরাহ্র ইহ্রামের পর ঋতুকাল শুরু হয় বা তিনি সন্তান প্রসব করেন, তবে এমতাবস্থায় পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ এবং সাফা-মারওয়াহ্ সাঈ করতে পারবেন না। আর যদি ৮ যিলহজ্বের মধ্যে পবিত্র হন এবং উমরাহ্ করার সময় হাতে থাকে, তাহলে উমরাহ্ করবেন নতুবা এ অবস্থায়ই চুলের অগ্রভাগ কেটে উমরাহ্র ইহ্রাম থেকে মুক্ত হবেন এবং যেখানে অবস্থান করছেন, সেখান থেকেই হজ্বের ইহ্রাম বেঁধে অন্যান্য হাজীদের ন্যায় মিনায় চলে যাবেন। এরপর হাজীগণ যেসব আমল করবেন তিনিও তা করবেন অর্থাৎ হজ্বের অনুষ্ঠানসমূহ যেমনঃ আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফা ও মিনায় রাত্রি যাপন, ১০ তারিখে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী ও চুল ছোট করা ইত্যাদি করবেন। তারপর যখন পবিত্র হবেন, তখন আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করবেন।

যদি কোন মহিলার হায়েয বা নিফাসকাল চলতে থাকে এবং সে জন্য ১২ যিলহজ্ব সন্ধ্যা পর্যন্ত পবিত্র না হওয়ায় তিনি তওয়াফে যিয়ারত না করতে পারেন, তবে তাতে তার গুনাহ হবে না এবং 'দম'ও দিতে হবে না। এমতাবস্থায় 'কসর' অর্থাৎ চুল ছোট করলে স্বামীর সাথে সহবাস ব্যতীত অন্য সকল কাজ তার জন্য হালাল হয়ে যাবে, যা ইহ্রামের কারণে ইতোপূর্বে হারাম হয়েছিল। তবে পবিত্র হওয়া মাত্রই তওয়াফে যিয়ারত আদায় না করলে তার উপর তওয়াফের ফরয থেকে যাবে। এ তওয়াফ না করা পর্যন্ত তিনি কিছুতেই স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবেন না। যদি ফরয তওয়াফ না করে দেশে ফেরৎ আসেন, তাহলে তার জন্য স্বামীর সাথে সহবাস হালাল হবে না। যদি এভাবে ১০ বছরও কেটে যায়।

কেউ যদি তওয়াফের মান্নত করে থাকেন, তবে সে তওয়াফ পূর্ণ করা তার জন্য ওয়াজিব। এছাড়া মক্কা শরীফে অবস্থানকারী ব্যক্তি যে কোন

www.pathagar.com

সময় কা'বাগৃহ্ তওয়াফ করতে পারেন। এমন সকল তওয়াফই নফল। মক্কা শরীফে অবস্থানকালে যত বেশী সম্ভব তওয়াফ করা উত্তম। কারণ, অন্য সকল ইবাদত অন্য সময়ে বা অন্যস্থানেও করা যায়। কিন্তু তওয়াফ অন্য কোন স্থানে করা সম্ভব নয়। এছাড়া তওয়াফ এমন একটি ইবাদত যার বহু ফযীলত রয়েছে।

তওয়াফের ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহ্ শরীফের উপর প্রত্যহ ১২০টি রহমত নাযিল করেন। তন্মধ্যে ৬০টি রহমত তওয়াফকারীদের জন্য, ৪০টি নামায আদায়কারীদের জন্য এবং ২০টি বায়তুল্লাহর দর্শনকারীদের জন্য।" (বায়হাকী, ফাজায়েলে হজ্ব)

নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচল করা শরীয়ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কিন্তু মসজিদে হারামে নামাযীদের সম্মুখ দিয়ে তওয়াফকারীদের অতিক্রম করা জায়েয। এমনকি তওয়াফ সমাপন করছেন না, এমন লোকের জন্যও বিশেষ প্রয়োজনে নামাযীদের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয। তবে শর্ত হলো, কেউ যেন কারো সিজদার জায়গা দিয়ে অতিক্রম না করেন।

তওয়াফ সম্পন্ন করার পদ্ধতি

তওয়াফকারী ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের সামনে যেদিকে হাজারে আসওয়াদ সেদিকে মুখ করে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন ডান কাঁধ হাজারে আসওয়াদের সামনে থাকে এবং সম্পূর্ণ হাজারে আসওয়াদ ডানদিকে থাকে। এরপর তওয়াফের নিয়ত করে ডান দিকে এ পরিমাণ অগ্রসর হবেন যেন হাজারে আসওয়াদ একেবারে সম্মুখে থাকে এবং হাজারে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নামাযের তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দু'হাত উঠিয়ে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ্' বলবেন। অতপর হাত ছেড়ে দিয়ে হাজারে আসওয়াদের নিকটে আসবেন এবং উভয় হাত এর উপর রেখে দু'হাতের মাঝখানে মুখ রেখে হাজারে আসওয়াদকে চুমো দেবেন। (আস্তে চুমো দেবেন যেন শব্দ না হয়)। আর ভিড়ের কারণে

www.pathagar.com

হাজারে আসওয়াদের নিকট যেতে না পারলে দূর থেকেই উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে উভয় হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের দিকে এমনিভাবে সম্প্রসারিত করবেন যেন হাতের পিঠ নিজের চেহারার দিকে থাকে এবং মনে মনে নিয়ত করবেন যে, আমি হাজারে আসওয়াদের উপর হাত রাখলাম এবং এরপর তাকবীর ও তাহ্‌লীল পাঠ করে হাতের তালুতে চুমো দেবেন। এখানে মনে রাখা দরকার, হাজারে আসওয়াদকে চুমো দেয়া সুন্নত আর কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম। কাজেই ভিড়ের কারণে দূর থেকে ইস্তিলাম করাই উত্তম। এরপর নিজের ডানদিক অর্থাৎ কাবা ঘরের দরজা বামে রেখে তওয়াফ শুরু করবেন।

হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করে রুকনে ইরাকী হয়ে হাতীমে কা'বার বাইর দিয়ে রুকনে শামী হয়ে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত পৌঁছে সম্ভব হলে এর ইস্তিলাম করবেন। অতপর যখন হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত আসবেন তখন ইস্তিলাম করবেন, যেমন প্রথমবার করেছিলেন। হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করে পুনরায় হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত আসাকে শাওত বা এক চক্কর বলা হয়। এমনিভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন এবং সপ্তম চক্করের পর অষ্টমবার পুনরায় হাজারে আসওয়াদের ইস্তিলামের মাধ্যমে তওয়াফ শেষ করবেন। এবার এক তওয়াফ পূর্ণ হয়ে গেল। অতপর মাকামে ইব্‌রাহীমের পেছনে দু'রাকআত 'ওয়াজিবুত তওয়াফ' নামায পড়বেন। (মাকামে ইব্‌রাহীম অথবা মসজিদে হারামের যে কোন অংশে এ নামায পড়া যায়)। এ নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করা উত্তম।

হজ্বের বিভিন্ন সময়ের তওয়াফ

১. তওয়াফে কুদূম ঃ হজ্বে অংশগ্রহণকারীকে প্রথমে মক্কা শরীফে পৌঁছে যে তওয়াফ করতে হয়, তাকে 'তওয়াফে কুদূম' বা আগমনী তওয়াফ বলা হয়। তওয়াফে কুদূম বহিরাগতদের জন্য সুন্নত। মক্কা ও হারাম শরীফের অধিবাসী এবং মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য এটা সুন্নত নয়।

২. তওয়াফে যিয়ারত ঃ হজ্ব আদায়কারীর দ্বিতীয় তওয়াফ। ১০ যিলহজ্ব জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী ও মাথা মুণ্ডানোর

www.pathagar.com

পর যে তওয়াফ করা হয়, একে তওয়াফে যিয়ারত বলে। এ তওয়াফকে 'তওয়াফে ইফাযা'ও বলা হয়। ১০ যিলহজ্বে তা আদায় করতে না পারলে ১১ বা ১২ তারিখেও করা যায়। এ তওয়াফ ফরয। ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগে তা আদায় করলে 'দম' দেয়া লাগবে না। (১১ তারিখ ইশার নামাযের পর এ তওয়াফ করলে ভিড় কম হয়ে থাকে)।

৩. তওয়াফে বিদা ঃ হজ্ব সম্পাদনের শেষ পর্যায়ে মক্কা শরীফ থেকে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে ফিরার প্রাক্কালে হজ্ব আদায়কারীকে তৃতীয়বার যে তওয়াফ করতে হয় তাকে 'তওয়াফে সদর' বা 'তওয়াফে বিদা' বলা হয়। এটাই বিদায়ী তওয়াফ। মক্কা শরীফের বাইরের লোকদের জন্য এ তওয়াফ ওয়াজিব।

তওয়াফের ফরয কার্যাবলী

তওয়াফের ফরযসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। যথাঃ রুক্ন ও শর্ত। তওয়াফের রুক্নগুলো হলোঃ ১. তওয়াফের অধিকাংশ চক্কর (প্রদক্ষিণ) পূর্ণ করা। ২. তওয়াফ বায়তুল্লাহ্ শরীফের বাইর দিয়ে করা। ৩. নিজের তওয়াফ নিজে করা।

এছাড়া বিশেষভাবে হজ্বের ফরয তওয়াফে অতিরিক্ত কয়েকটি শর্ত রয়েছে, এগুলো হলোঃ ১. নির্দিষ্ট সময় হওয়া, ২. তওয়াফের পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা এবং ৩. আরাফায় উকূফ করা।

তওয়াফের ওয়াজিব কার্যাবলী

১. পবিত্রতা। অর্থাৎ নামাযের জন্য যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করা হয় তওয়াফের জন্যও ঠিক সেভাবে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. শরীয়তের বিধি মোতাবেক শরীর আবৃত করা।

৩. কোন ওযর না থাকলে পায়ে হেঁটে তওয়াফ করা।

(ওযর থাকলে সাওয়ারীতে আরোহণ করে তওয়াফ করা জায়েয।)

৪. দাঁড়িয়ে তওয়াফ করা।

৫. নিজের ডান দিক থেকে তওয়াফ শুরু করা অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ থেকে বায়তুল্লাহর দরজার দিকে অগ্রসর হওয়া। (তওয়াফের সময় বায়তুল্লাহ্ শরীফ বাম দিকে থাকবে)।

www.pathagar.com

৬. হাতীমের বাইর দিয়ে তওয়াফ করা।

৭. তওয়াফের চক্কর (প্রদক্ষিণ) অধিকাংশেরও বেশী করা অর্থাৎ তওয়াফের চারটি ফরয চক্কর রয়েছে, এগুলো সম্পাদন করার পর আরো তিনটি চক্কর পুরা করে মোট সাতটি চক্কর পূর্ণ করা।

৮. তওয়াফের পর দু'রাক'আত নামায আদায় করা।

এ ওয়াজিব কাজগুলোর কোন একটি ছুটে গেলে অথবা ইচ্ছে করে ছেড়ে দিলে দ্বিতীয়বার অবশ্যই তওয়াফ আদায় করতে হবে। না করলে দম ওয়াজিব হবে। নামাযের কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে যেমন ভুলজনিত সাহু সিজদা আদায় করা ওয়াজিব, তেমনি তওয়াফের কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে যদি তা পুনরায় আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে দম দেয়া ওয়াজিব।

তওয়াফের সুন্নত কার্যাবলী

১. হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা। (ভিড় থাকলে দূর থেকে ইস্তিলাম করা)

২. ইজ্‌তিবা করা। (পুরুষদের জন্য)

৩. যে তওয়াফের পর সাঈ করার ইচ্ছা আছে সে তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা। (পুরুষদের জন্য)

৪. তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে (প্রদক্ষিণে) 'রমল' করার পর বাকী চার চক্করে 'রমল' না করা।

৫. তওয়াফ এবং সাঈ-এর মাঝে ইস্তিলাম করা।

৬. তওয়াফ শুরু করার আগে হাজারে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার সময় উভয় হাত তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার ন্যায় উপরে উঠানো।

৭. হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করা।

৮. তওয়াফ শুরু করার সময় হাজারে আস্‌ওয়াদের দিকে মুখ করা।

৯. সকল চক্কর ক্রমাগত ও বিরতিহীনভাবে সম্পন্ন করা।

১০. শরীর ও কাপড় নাজাসাতে হাকীকী থেকে পবিত্র থাকা।

www.pathagar.com

তওয়াফের মাকরূহ বিষয়াবলী

১. শরীর অথবা কাপড়ে পাতলা কিংবা গাঢ় নাপাকী লেগে থাকা।

২. দোয়া ও যিকির ছাড়া নিষ্প্রয়োজনীয় কথা বলা।

৩. তওয়াফের মাঝে কোন কিছু খাওয়া। কেউ কেউ পান করাকেও মাকরূহ বলেছেন।

৪. বেচা-কেনা করা কিংবা এ বিষয়ে আলোচনা করা।

৫. দু'বার প্রদক্ষিণের মাঝে কিছু সময় বিরতি দেয়া।

৬. এক তওয়াফ করার পর মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে বা হারাম শরীফে ওয়াজিব নামায না পড়ে দ্বিতীয় তওয়াফ আরম্ভ করা।

৭. ইজতিবা ও রমল না করা।

৮. হাজারে আসওয়াদের ইস্তিলাম না করা।

৯. তওয়াফের নিয়ত করার সময় তাকবীর না বলে উভয় হাত উপরে উঠানো।

১০. খুতবা অথবা ফরয নামাযের জামাআত শুরু হওয়ার সময় তওয়াফ করা।

১১. প্রস্রাব-পায়খানার বেগ নিয়ে তওয়াফ করা।

১২. ক্ষুধা বা রাগের সময় তওয়াফ করা।

১৩. তওয়াফ করার সময় নামাযের মত হাত বাঁধা বা কাঁধের উপর হাত তুলে রাখা।

১৪. জোরে আওয়াজ করে যিকির বা দোয়া করা।

তওয়াফের ক্ষেত্রে হারাম কার্যাবলী

১. নাপাকী অথবা হায়েয-নেফাস অবস্থায় তওয়াফ করা।

২. বিনা ওযরে কারো উপর চড়ে বা সাওয়ার হয়ে তওয়াফ করা।

৩. বিনা অযূতে তওয়াফ করা।

৪. বিনা ওযরে হাঁটুর উপর হামাগুড়ি দিয়ে অথবা উপুড় হয়ে তওয়াফ করা।

৫. তওয়াফ করার সময় হাতীমের ভেতর দিয়ে বের হওয়া।

৬. তওয়াফের কোন চক্কর অথবা তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়া।

৭. হাজারে আসওয়াদ ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে তওয়াফ শুরু করা।

www.pathagar.com

৮. তওয়াফের সময় বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করা। তবে তওয়াফের শুরুতে হাজারে আস্‌ওয়াদকে সামনে রেখে দাঁড়ানোর সময় বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করা জায়েয।

৯. তওয়াফের মধ্যে যে সকল জিনিস ওয়াজিব তা থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়া।

তওয়াফের মাসআলা সমূহ

* অসুস্থ্‌ ও অপারগ ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তওয়াফ করানোর জন্য বহন করা জায়েয।

* যদি বহনকারী ব্যক্তি তওয়াফের নিয়ত না করে এবং অপারগ ব্যক্তি বেহুঁশ না থাকে আর তিনি নিজেই তওয়াফের নিয়ত করেন, তবে তওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি যদি বেহুঁশ থাকেন, তবে তওয়াফ হবে না।

* যদি কোন মহিলা পুরুষের সাথে তওয়াফে শামিল হন, তবে মহিলা অথবা পুরুষ কারও তওয়াফ ফাসেদ হবে না।

* যে অপারগ ব্যক্তির অযূ ঠিক থাকে না অথবা কোন যখম হতে রক্তক্ষরণ হতে থাকে, যেহেতু তার অযূ শুধু নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্তই অটুট থাকে এবং নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর তাকে পুনরায় নতুন করে অযূ করতে হয়, এ জন্য যদি তার চার চক্করের পর ওয়াক্ত চলে যায়, তাহলে তাকে পুনরায় অযূ করে অবশিষ্ট তওয়াফ পূর্ণ করতে হবে। আর যদি চার চক্কর হতে কম করে থাকেন, তাহলেও পুনরায় অযূ করে অবশিষ্ট তওয়াফ পূর্ণ করতে পারবেন। কিন্তু চার চক্কর হতে কমের ক্ষেত্রে নতুন করে তওয়াফ পূর্ণ করাই উত্তম।

* তওয়াফের নির্ধারিত জায়গা হচ্ছে মসজিদে হারামের ভেতর থেকে বায়তুল্লাহ্‌র চারদিকে তওয়াফ করা। বায়তুল্লাহ্‌র কাছ দিয়ে তওয়াফ করা হোক অথবা দূর দিয়ে, উভয় অবস্থায়ই তওয়াফ আদায় হয়ে যাবে।

* যদি কেউ মসজিদে হারামের ছাদে আরোহণ করে তওয়াফ করেন, যদিও তা বায়তুল্লাহ হতে উঁচুতে হয়, তবুও তওয়াফ শুদ্ধ হবে।

* যদি কেউ মসজিদে হারাম হতে বের হয়ে তওয়াফ করেন তবে তা শুদ্ধ হবে না।

* যদি কেউ হাতীমের দেয়ালে চড়ে তওয়াফ করেন, তাহলে তওয়াফ হয়ে যাবে; কিন্তু মাক্‌রূহ হবে।

www.pathagar.com

* তওয়াফের সময় কোন কিছু না পড়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকাও জায়েয।

* তওয়াফের সময় (হাত না উঠিয়ে) দোয়া করা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার চেয়ে উত্তম।

* তওয়াফের সময় না-জায়েয কাজ হতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিরত থাকতে হবে। মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং অহেতুক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যদি কেউ কোন মাসআলা সম্পর্কে অবগত না থাকেন, তাহলে তাকে অত্যন্ত ভদ্রভাবে মাসআলা বলে দিবেন। (তওয়াফের সময় মাসআলা বলে দেয়া উত্তম কাজ)।

উল্লেখ্য যে, ২য় তলায় ভিড় কম থাকে। তাই প্রয়োজনে মহিলারা ২য় তলায় তওয়াফ করতে পারেন।

মাতাফের নকশা

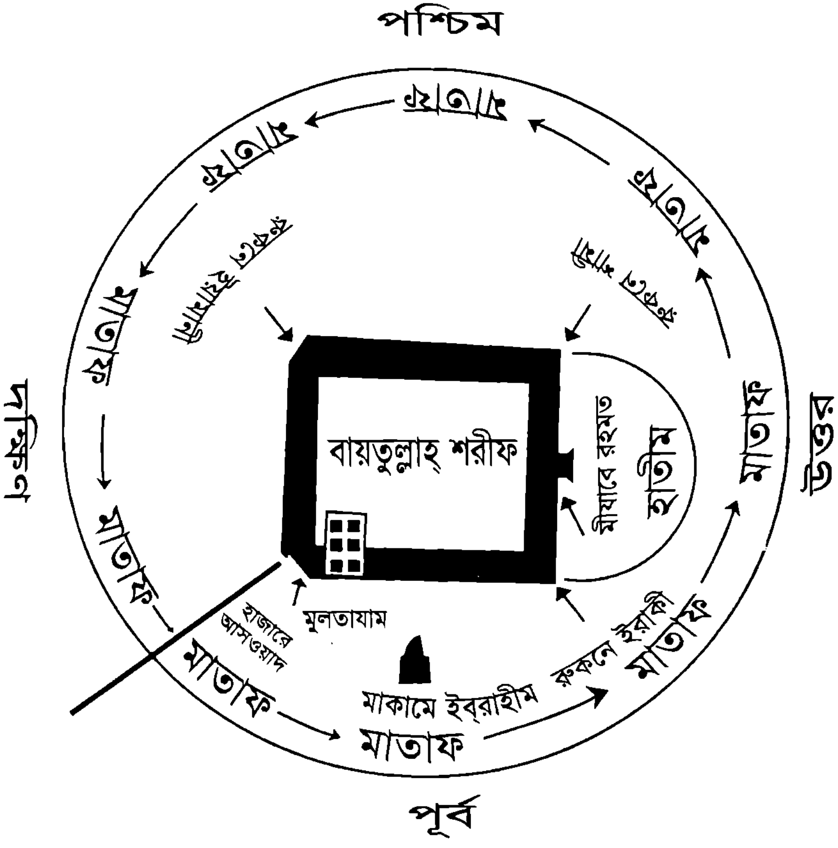

www.pathagar.com

তওয়াফের প্রয়োজনীয় দোয়াসমূহ

প্রথমে মনে মনে তওয়াফের নিয়ত করবেন এবং পরে মুখে এদোয়া পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তওয়াফা বাইতিকাল হারামি ফাইয়াস্‌সিরহু লী ওয়াতা ক্বাব্বালহু মিন্নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্র ঘরের তওয়াফ করতে চাই, সুতরাং তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবূল করুন।

যখন মুলতাযামের সামনে আসবেন, তখন এই দোয়া পড়বেন :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمَ ـ

উচ্চারণ : ছুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

অর্থ : আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি মহান আল্লাহ তা'আলার এবং সকল প্রশংসার অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং আল্লাহ তা'আলাই সর্বমহান এবং পাপ থেকে বাঁচা আর পুণ্য করা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ব্যতীত কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

অতপর এ দোয়া পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়াতাসদীক্বান বিকিতাবিকা ওয়া

www.pathagar.com

ওয়াফাআম বিআ'হ্দিকা, ওয়া ইত্তিবাআল লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার প্রতি ঈমান এনে, আপনার কিতাবকে সত্য জেনে এবং আপনার অঙ্গীকারকে পূরণ করে আর আপনার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করে এ আমল করছি।

অতপর যখন মাকামে ইবরাহীমের বরাবর আসবেন, তখন এ দোয়া পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالاَمْنَ اَمْنُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِفَاَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্না হাযাল বাইতা বাইতুকা ওয়াল হারামা হারামুকা, ওয়াল আমনা আমনুকা ওয়াহাযা মাকামুল আ'ইযি বিকা মিনান্নারি ফাআজিরনী মিনান্নার।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় এই ঘর, আপনারই ঘর এবং এই হরম শরীফ আপনারই হরম শরীফ এবং এই নিরাপত্তা আপনারই দেয়া নিরাপত্তা। এ স্থান হলো আপনার নিকট জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয়প্রার্থীর স্থান, সুতরাং আপনি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করুন।

তারপর যখন রুকনে ইরাকীর (উত্তর-পূর্ব কোণ) বরাবর পৌঁছবেন, তখন এ দোয়া পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাস্ শাক্কি ওয়াশ্শিরকি ওয়াশ্

www.pathagar.com

শিক্বাক্বি ওয়ান্ নিফাক্বি ওয়াসূইল আখলাক্বি ওয়া সূইল মুন্‌ক্বালাবি ফিল আহ্‌লি, ওয়াল মালি ওয়াল ওয়ালাদি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সন্দেহ, শিরক, অবাধ্যতা ও মুনাফেকী হতে এবং খারাপ চরিত্র হতে এবং প্রত্যাবর্তন করে পরিবার পরিজন, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে খারাপ পরিণতি দেখা হতে।

আর যখন মীযাবে রহমত বরাবর পৌছবেন তখন নিম্নলিখিত দোয়া পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّ ظِلُّكَ وَلاَ بَاقِىَ اِلاَّ وَجْهُكَ وَاسْقِنِىْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لاَ اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبْدًا.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! আযিল্লিনী তাহ্‌তা যিল্লি 'আরশিকা ইয়াওমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুকা ওয়ালা বাকিয়া ইল্লা ওয়াজ্‌হুকা-ওয়াস্‌কিনী মিন হাউযি নাবিয়্যিকা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শারবাতান হানিআতান লা আয্‌মাউ বা'দাহা আবাদান।

অর্থাৎ - হে আল্লাহ! আমাকে আপনার আরশের ছায়ায় ছায়া দান করুন যেদিন আপনার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না এবং আপনার চেহারা মোবারক ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আপনার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযে কাউসার থেকে পানি পান করাবেন এমন সন্তুষ্টচিত্তে যেন এরপরে আর কখনো পিপাসার্ত না হই।

রুকনে ইয়ামানী পার হয়ে এ দোয়া পড়বেন ঃ

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্য়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা 'আযাবান্নার।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন।

তওয়াফের মধ্যে এ দোয়াটিও পাঠ করার কথা বর্ণিত রয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ক্বান্নি'নী বিমা রাযাক্বতানী ওয়া বারিক্লী ফীহি ওয়াখ্লুফ 'আলা কুল্লি গা-ইবাতিন লী মিনকা বিখাইরিন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুআ 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে পরিতুষ্ট করুন আপনার দেয়া রিজিকে এবং তাতে বরকত দান করুন আর আমার প্রতিটি অনুপস্থিত বিষয়ে আপনি কল্যাণ দান করুন। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

এ সকল দোয়া সলফে সালেহীন বা অতীতের বুযুর্গগণ হতে বর্ণিত রয়েছে। তওয়াফরত অবস্থায় তাল্বিয়াহ্ পাঠ করবেন না। কোন দোয়া স্মরণ থাকলে তাই পাঠ করবেন এবং যে কোন যিক্রই করতে পারেন। রুকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে رَبَّنَا اٰتِنَا আয়াতটি পড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত রয়েছে।

তওয়াফের মধ্যে নিম্নোক্ত দোয়াটিও হুযূর (সাঃ) হতে প্রমাণিত আছে ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্‌আলুকার রাহাতা ইন্‌দাল মাউতি ওয়াল আ'ফওয়া ইন্‌দাল হিসাবি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট মৃত্যুকালীন সময়ে শান্তি প্রার্থনা করছি এবং বিচারের সময় ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

রুকনে ইয়ামানীর কাছে পৌঁছে এ দোয়াটিও পাঠ করা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَمَوَاقِفِ الْخِزْىِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্নী 'আউযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়ান্নিফাকি ওয়া মাওয়াক্বিফিল খিয্‌য়ী ফিদ্দুনয়া ওয়াল আখিরাতি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী, মুনাফেকী এবং এ দুনিয়া ও পরকালের অপমানকর পরিস্থিতি থেকে।

মুলতাযামে দাঁড়িয়ে মন ভরে দোয়া করবেন। কেননা এ জায়গায় দোয়া কবূল হয়। এখানে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ وَاَعِذْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَنَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى نُعَمَائِكَ وَاَفْضَلَ صَلَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ اَنْبِيَائِكَ وَجَمِيْعِ رُسُلِكَ وَاَصْفِيَائِكَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَاَوْلِيَائِكَ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজাল বাইতিল আতীক্বে আ'তিক্ব রেকাবানা মিনান্নারে ওয়া আয়েযনা মিনাশ্ শায়তানির রাজীম। ওয়াবারেক লানা ফীমা আ'তাইতানা, আল্লাহুম্মাজআলনা মিন আকরামে অফদেকা আলাইকা আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আলা নুআমা'য়েকা ওয়াআফযালে সালাতেকা আলা সাইয়্যেদে আম্বিয়ায়েকা ওয়াজামিয়ে রুসুলেকা ওয়া আসফিয়ায়েকা ওয়া আলা আলেহি ওয়া সাহবেহি ওয়া আওলিয়ায়েকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই পবিত্র ঘরের মালিক, আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তি দান করুন এবং আমাদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখুন। আপনি যা আমাদেরকে দান করেছেন তাতে বরকত দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার সম্মানিত প্রতিনিধি দলের মর্যাদা দান করুন। হে প্রভূ! আপনার দেয়া নিয়ামতের জন্যই আপনার সমীপে সমস্ত প্রশংসা এবং আপনার নবীকুলের সরদারের উপর সর্বোত্তম সালাম ও দরূদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবী এবং আপনার ওলীদের উপরও দরূদ-সালাম বর্ষিত হোক।

হাজারে আসওয়াদের রুকন অতিক্রমের সময় পড়ার দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদু।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহ মহান এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

রুকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে পড়ার দোয়াঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ .

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্য়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা 'আযাবান্নারি ওয়াআদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরারি ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া রাব্বাল আলামীন।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন। আমাদেরকে নেককারদের সাথে জান্নাতে দাখিল করুন। হে পরাক্রমশালী, হে মহাক্ষমাকারী, হে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক।

মীযাবে রহমতে পৌঁছে পড়ার দোয়া

ইয়া আল্লাহ! আমাকে আপনার আরশের নীচে ছায়া দান করুন সেদিন, যেদিন আপনার জাত (মহান সত্তা) ছাড়া আর কেউ বেঁচে থাকবে না এবং আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে হাউযে কাউছারের পানি পান করাবেন। এমন পানি, যা পান করার পর আর কোনদিন পিপাসিত হবো না।

রুকনে শামীতে পৌঁছে পড়ার দোয়া

হে আল্লাহ! আমার হজ্ব এবং তওয়াফকে হজ্বে মাবরূর ও মাকবূল করুন এবং এ চেষ্টা ও সাধনাকে প্রশংসনীয় এবং পুরস্কারযোগ্য শ্রম হিসেবে কবূল করুন। আমার অপরাধকে ক্ষমা করুন। আমার দ্বীন, দুনিয়ার ব্যবসাকে লোকসানমুক্ত রাখুন। হে অন্তর্যামী! আমাকে সকল অন্যায় থেকে হেদায়েতের প্রতি বের করে নিয়ে আসুন।

তওয়াফ করা অবস্থায় উল্লেখিত দোয়া পাঠের সময় স্থির না থেকে চলমান থাকবেন। কেননা, তওয়াফের চক্করগুলো একটানা করতে হয়। এর মাঝে কোথাও স্থির থাকা বা বিলম্ব করা ঠিক নয়। তবে যদি নামাযের জামাআত আরম্ভ হয়ে যায়, তাহলে নামায আদায় করে পুনরায় বাকী তওয়াফ সমাপ্ত করবেন।

অতপর মাকামে ইবরাহীমে এসে তওয়াফের দু'রাকআত ওয়াজিব নামায পড়বেন। আর তথায় ভিড়ের কারণে নামায পড়তে না পারলে হরমের যে কোন স্থানে পড়লেও চলবে। নিয়ত করতে হবে ওয়াজিবের। কিন্তু কেউ যদি সুন্নতের নিয়ত করে ফেলে, তবুও হয়ে যাবে। ওই নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়া মুস্তাহাব। নামাযের সময় স্কন্ধ ঢেকে নামায পড়বেন। ইজতেবার সাথে নামায পড়া মাকরূহ। নামায শেষে দোয়া করা মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

হযরত আদম (আঃ) তওয়াফকালে যে দোয়া করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَّتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَتَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِىْ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! ইন্নাকা তা'লামু সিররী ওয়া আলানিয়্যাতী ফাক্ববাল মা'যিরাতী ওয়া তা'লামু হাজাতী ফা'তিনী সু'লী, ওয়া তা'লামু মা ফি নাফ্‌সী ফাগ্‌ফিরলী যুনূবী। আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্‌আলুকা ঈমানাইঁ ইউবাশিরু ক্বালবী, ওয়া ইয়াক্বীনান সাদিক্বান হাত্তা আ'লামা আন্নাহু লা ইউসীবুনী ইল্লা মা কাতাবতালী, ওয়ারিযান বিমা ক্বাসাম্‌তা লী ইয়া আরহামার রাহীমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমার প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত আছেন। অতএব, আপনি আমার ওযরকে কবূল করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রয়োজন, অভাব-অভিযোগ সবই জানেন, অতএব আমার চাহিদাগুলোকে পূরণ করে দিন এবং আপনি আমার স্বীয় নফসের সকল কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে অবশ্যই অবগত আছেন। অতএব, আমার সকল অপরাধকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন ঈমানের প্রার্থনা জানাই, যা আমার অন্তরে সর্বদা বিরাজ করবে এবং এমন খালেস এক্বীন নসীব করুন যাতে আমি মনে করি যে, আমার জীবনে যা ঘটবে তা একমাত্র আপনার তকদীরের লেখা থেকেই ঘটবে এবং আমার জন্য যা বন্টন করেছেন তাতে সন্তুষ্টি দান করুন। হে দয়াময় প্রভু! আমার দোয়া মঞ্জুর করুন।

অতপর মুলতাযামের দিকে অগ্রসর হবেন; ওই স্থানে বা কা'বা শরীফের গিলাফে বা দেয়ালে সীনা ও শরীর লাগিয়ে প্রথমে ডান চেহারা এবং পরে

www.pathagar.com

বাম চেহারা, এরপর পূর্ণ চেহারা বরকতের জন্য লাগিয়ে হাত উঁচু করে মাথা নিচু করে সম্ভব হলে ডান হাত দরজার দিকে বাম হাত হাজারে আসওয়াদের দিকে মেলে দিয়ে দোয়া করবেন। মনকে নরম করে কান্নাকাটি সহকারে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বেন।

يَاوَاجِدُ يَا مَاجِدُ لاَ تَزَلْ عَنِّىْ نِعْمَةً اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া ওয়াজিদু, ইয়া মাজিদু লা তাযাল 'আন্নী নি'মাতান আন্'আমতা বিহা আলাইয়্যা।

অর্থ ঃ হে মহা গনী! হে মহা পরাক্রমশালী! আমার প্রতি যে সকল নিয়ামত অবতীর্ণ করেছেন তা সর্বদা জারী রাখুন।

অতপর এ দোয়া পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ وَقَفْتُ بِبَابِكَ وَالْتَزَمْتُ بِاَعْتَابِكَ اَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَاَخْشَى عِقَابَكَ - اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِىْ وَجَسَدِىْ عَلَى النَّارِ - اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَامِنَ النَّارِ - يَا كَرِيْمُ يَا غَفَّارُ يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّارُ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী ওয়াকাফতু বিবাবিকা, ওয়ালতাযামতু বিআ'তাবিকা, আরজু রাহমাতাকা ওয়াআখশা ইকাবাকা। আল্লাহুম্মা হার্‌রিম শা'রী ওয়াজাসাদী 'আলান্নার। আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বাল বাইতিল আতীক্বে আ'তিক্ব রিকাবানা ওয়া রিকাবা আ-বায়েনা ওয়া উম্মাহাতিনা মিনান্নার। ইয়া কারীমু ইয়াগাফ্‌ফারু ইয়া আযীযু ইয়া জাব্বারু! রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস্ সামীউল আলীমু, ওয়াতুব আলাইনা

www.pathagar.com

ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়্যাবুর রাহীম।

অর্থ ঃ হে আমার মা'বূদ! আমি আপনার দরবারে দণ্ডায়মান, আপনার মোবারক স্থানকে আঁকড়ে ধরেছি রহমতের আশায় এবং আপনার শাস্তির ভয়ে। হে আল্লাহ্! আমার পশম ও দেহকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিন। হে আল্লাহ! হে পবিত্র ঘরের রব (মালিক)! আপনি আমাদের গর্দান ও আমাদের পূর্ব পুরুষদের গর্দান এবং জননীকুলের গর্দান জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিন। হে দয়াবান! হে ক্ষমাশীল! হে প্রভাবশালী! হে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্! হে আমাদের মহান পালনকর্তা! দয়াময় প্রভু! আমাদের সকল প্রার্থনা কবূল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি মহা শ্রবণশীল ও মহাপ্রজ্ঞাময় এবং আমাদের তওবা কবূল করুন। যেহেতু আপনিই একমাত্র তওবা কবূলকারী ও অতিশয় দয়াবান।

অতপর সম্ভব হলে যমযম কূপের পানি পেট ভরে পান করবেন। পানি গায়ে, মাথায় ও চেহারায় ঢালবেন। আর এ পানি যে কোন নিয়তে পান করবেন ইনশাআল্লাহ তাতে উপকার পাবেন। যমযমের পানি তিন শ্বাসে পান করা সুন্নত।

তারপর যদি সাঈ বাকী থাকে, তাহলে সাঈ করার জন্য সাফার দিকে যাবেন।

যম্যম্ কূপের ইতিহাস

ইসলামের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঔরসে এবং হযরত হাজেরা (রাঃ)-এর কোলে সিরিয়ায় হযরত ইসমাঈল (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শিশু ইসমাঈল ও স্ত্রী হযরত হাজেরা (রাঃ)-কে মক্কা শরীফে নির্বাসনে রেখে যান। সেখানে হযরত ইস্মাঈল (আঃ) ও তাঁর আম্মাজান হযরত হাজেরার (রাঃ) জন্য আল্লাহর কুদরতে যম্যম কূপের সৃষ্টি হয়। যম্যম্ কূপ হলেও এর সরবরাহ ধারা একটি বহমান নদীর মত। মুসলমান হাজীগণ দূর-দূরান্ত থেকে এসে এ পবিত্র পানি সারা দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন সর্বদা। এক রিপোর্টে জানা গেছে, শুধু হজ্ব মওসূমেই প্রতিদিন প্রায় ১৯ লাখ লিটার পানি উত্তোলন করা হয়।

www.pathagar.com

যমযমের পানি পান করার নিয়ম

মাকামে ইব্রাহীমের দোয়া শেষ করে কেবলামুখী হয়ে বিস্মিল্লাহ্ পড়ে তিনবার তৃপ্তিসহ পবিত্র যম্যম্ কূপের পানি পান করবেন এবং দোয়া করবেন, বিশেষ করে ইল্ম ও জ্ঞান অর্জনের দোয়া করবেন।

যম্যম কূপের পানি দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে তিন ঢোকে পান করবেন। যম্যমের পানি বেশী পরিমাণে পান করা উচিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যম্যমের পানি পান করার সময় নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান্ নাফিআওঁ ওয়ারিয্কান ওয়াসি'আওঁ ওয়াশিফায়াম্ মিন্ কুল্লি দা-ইন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে উপকারী ইল্ম, প্রশস্ত রিযিক এবং যাবতীয় রোগ থেকে আরোগ্য কামনা করি। (হিসনে হাসীন)

হুযূর আকরাম (সাঃ) বলেছেন-"যম্যম্ কূপের পানি কোন লোক যে উদ্দেশ্য নিয়ে পান করবে তার সেই উদ্দেশ্য সফল হবে। আর যদি রোগ মুক্তির জন্য পান করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুক্তি দেবেন। (মুসনাদে আহ্মাদ, বায়হাকী, ইবনে মাজা, তারগীব ও তারহীব)

হারাম শরীফে দোয়া কবূলের স্থানসমূহ

মক্কা শরীফের প্রত্যেক স্থানেই দোয়া কবূল হয়। তবে বিশেষ বিশেষ কিছু জায়গায় খাসভাবে দোয়া কবূল হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। যথাঃ

১। মাতাফ অর্থাৎ তওয়াফ করার স্থান।

২। মীযাবে রহমত অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্র ছাদের পানি পড়ার নালা বরাবর নীচের স্থান।

www.pathagar.com

৩। মুল্‌তাযাম অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্‌র দরজা ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে যে দেয়াল আছে।

৪। বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের ভিতরে।

৫। যমযম কূপের নিকট।

৬। মাকামে ইবরাহীমের পিছনে।

৭। সাফা পাহাড়ের উপর।

৮। মারওয়াহ্‌ পাহাড়ের উপর।

৯। মাসআ' অর্থাৎ সাঈ' করার স্থান বিশেষত "মীলাইনে আখযারাইনের" মধ্যবর্তী স্থানে।

১০। আরাফার ময়দানে।

১১। মুয্‌দালিফায়, বিশেষ করে "মাশ্‌'আরে হারামে" যা মুয্‌দালিফার এলাকায় অবস্থিত।

১২। মিনায়।

১৩। জামরাতের নিকট অর্থাৎ কংকর মারার স্থানসমূহে।

১৪। বায়তুল্লাহ্‌র উপর দৃষ্টি পড়ার সময়।

১৫। হাতীমের ভিতর।

১৬। হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে।

কোন কোন উলামায়ে কেরাম 'দ্বারে আরকাম' অর্থাৎ হযরত আরকাম (রাঃ)-এর ঘর, নবী করীম (সাঃ)-এর জন্মস্থান অর্থাৎ মা আমিনার ঘর, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ঘর, গারে ছাওর, গারে হেরা ইত্যাদি স্থানকেও দোয়া কবূলের বিশেষ স্থানসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

হজ্বের 'সাঈ' কে কখন করবে

কিরান হজ্ব পালনকারীদের জন্য হজ্বের সাঈ তওয়াফে কুদূমের সাথে সাথে করা উত্তম। ইফরাদ পালনকারীদের জন্য সাঈ তওয়াফে কুদূমের পরে না করে তওয়াফে যিয়ারতের পরে করা উত্তম। হজ্বে তামাত্তু' পালনকারীদের জন্য তওয়াফে কুদূম নেই বলে তাদেরকে হজ্বের সাঈ তওয়াফে যিয়ারতের পরেই করতে হয়। যদি কেউ ইফরাদ ও তামাত্তু' হজ্বে তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে কোন তওয়াফ করেন এবং সেই তওয়াফের সাথে হজ্বের সাঈ করেন, তাহলে তওয়াফে যিয়ারতের পরে তাকে আর সাঈ করতে হবে না।

সাঈ-এর ফরয

সাঈ-এর রুকন একটি, আর তা হলো সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা। সাঈ-এর শর্ত ৬টি।

১. অক্ষম না হলে নিজের সাঈ নিজে করা।

২. পূর্ণ তওয়াফ বা অধিকাংশ তওয়াফ শেষ করার পর সাঈ করা।

৩. সাঈ-এর আগে হজ্ব বা উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধা।

৪. সাঈ সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় শেষ করা।

৫. সাঈ-এর অধিকাংশ অর্থাৎ চার চক্কর সম্পন্ন করা।

৬. হজ্বের জন্য নির্ধারিত সময়ে সাঈ সম্পন্ন করা। কিন্তু উমরাহ্‌র সাঈ-এর জন্য নির্ধারিত সময় শর্ত নয়।

সাঈ-এর ওয়াজিব

সাঈ-এর ওয়াজিব ৬টি।

১. এমন তওয়াফের পর সাঈ করা যা পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে।

২. 'সাঈ' সাফা থেকে শুরু করা এবং মারওয়াতে সমাপ্ত করা।

৩. যদি কোন ওযর না থাকে, তাহলে পায়ে হেঁটে সাঈ করা। কেউ

www.pathagar.com

বিনা ওযরে কোন কিছুর উপর সওয়ার হয়ে সাঈ করলে তার উপর 'দম' ওয়াজিব হবে।

৪. সাঈ-এর সাত চক্কর পূর্ণ করা অর্থাৎ ফরয চার চক্করের পর আরো তিন চক্কর পূর্ণ করা। তিন চক্কর ছেড়ে দিলেও সাঈ শুদ্ধ হবে, কিন্তু প্রতি অনাদায়ী চক্করের বদলে পৌনে দুই সের গম অথবা তার মূল্য সদকা করা ওয়াজিব হবে।

৫. সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী পূর্ণ পথ অতিক্রম করা।

৬. উমরাহ্র সাঈ-এর ক্ষেত্রে, সাঈ সমাপ্ত করা পর্যন্ত উমরাহ্র ইহ্রাম বহাল রাখা।

সাঈ-এর সুন্নত

সাঈ-এর সুন্নত ১০টি।

১. হাজারে আসওয়াদের ইস্তিলামের পর সাঈ-এর উদ্দেশ্যে সাফার দিকে গমন করা।

২. তওয়াফের পর পরই 'সাঈ' করা।

৩. সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করা।

৪. সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করে কেবলামুখী হওয়া।

৫. সাঈ-এর চক্করসমূহ পরপর সম্পন্ন করা।

৬. জানাবত (অপবিত্রতা), হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

৭. এমন তওয়াফের পর সাঈ করা, যে তওয়াফ পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সে তওয়াফে কাপড়, শরীর ও তওয়াফের জায়গা নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া।

৮. অযূ অবস্থায় সাঈ করা।

৯. সবুজ চিহ্নদ্বয়ের মাঝখানে দ্রুত গতিতে চলা। (মহিলারা সাধারণ গতিতে চলবেন)

১০. শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী শরীর আবৃত রাখা।

www.pathagar.com

সাঈ-এর মাকরূহ বিষয়াদি

১. এমন ধরনের বেচা-কেনা করা বা কথাবার্তা বলা, যাতে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় এবং দোয়া পাঠ করতে অসুবিধা হয়, অথবা সাঈ-এর চক্করসমূহ পরপর সম্পাদন করা অসম্ভব হয়।

২. সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ না করা।

৩. সাফা ব্যতীত মারওয়াহ্ থেকে সাঈ শুরু করা।

৪. বিনা ওযরে সাঈকে তওয়াফ থেকে অথবা কোরবানীর দিনগুলো থেকে পিছিয়ে দেয়া।

৫. সতর আবৃত না করা।

৬. পুরুষ হাজীগণ সবুজ চিহ্নদ্বয়ের মাঝখানে দ্রুতগতিতে না চলা।

৭. সবুজ চিহ্নদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান ছাড়া অন্য স্থানে দ্রুত গতিতে চলা।

৮. সাতবার পুরোপুরি না ঘুরা।

৯. চক্কর সমূহের মাঝে অতিরিক্ত দেরী করা।

সাঈ করার পদ্ধতি

তওয়াফের পর সাফা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে সাঈ-এর নিয়ত করবেন। এ নিয়ত করা মুস্তাহাব। সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হয়ে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণে এ আয়াত পাঠ করবেন ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ্র নিদর্শনগুলোর অন্যতম।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৮)

এরপর সাফা'র উপরের দিকে উঠে কা'বা গৃহকে সামনে রেখে দু'হাত সীনা পর্যন্ত উঠিয়ে তাক্বীর, তাহলীল, দরূদ ইত্যাদি পাঠ করবেন। অতপর সাফা ত্যাগ করে মারওয়ার দিকে রওয়ানা হবেন। সাফা হতে মারওয়ায় পৌছলে এক চক্কর হবে। বর্তমানে সাফা-মারওয়ায় চলার পথের উপর ছাদসহ ভবন তৈরী হয়েছে। এখান থেকে নিয়ম ও তারতীব

www.pathagar.com

অনুযায়ী সামনে চলবেন এবং সাঈ সাফা থেকে মারওয়াহ্ ও মারওয়াহ্ থেকে পুনরায় সাফা পর্যন্ত ৭ বার করতে হবে। সাঈ সাফা থেকে মারওয়াহ্ পর্যন্ত করলে এক চক্কর পূর্ণ হবে। অনেকে সাফা থেকে মারওয়াহ্ হয়ে আবার সাফা পর্যন্ত পৌঁছে মনে করে যে, এবার এক চক্কর হলো, এটা ভুল। এভাবে ভুল করে অনেকে সাফা-মারওয়াহ্ সাঈ করে ১৪ বার। অথচ সাফা-মারওয়াহ্ সাঈ করতে হয় ৭ বার। মনে রাখা দরকার, সাফাতেও দোয়া কবূল হয়ে থাকে।

সাঈর সময় এ দোয়া পড়বেন

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ، اَلْحَمْدُ
لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَوْلِيْنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
عَلٰى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ اَنْ هَدَانَا اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ
شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ
حَىٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لاَ
اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ
وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ اَللّٰهُمَّ كَمَا
هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلاَمِ اَسْئَلُكَ اَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّىْ حَتّٰى
تَوَفَّنِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ اِلٰهَ
اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ
الْعَظِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهِ

www.pathagar.com

وَصَحْبِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَشَايِخِىْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ, আল-হামদু লিল্লাহি আলা মা-হাদানা, আলহামদু লিল্লাহি আলা মা আওলানা, আল-হামদু লিল্লাহি আলা মা আলহামানা, আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযি হাদানা লেহাযা ওয়ামা কুন্না লিনাহতাদিয়া লাওলা আন-হাদানাল্লাহ্। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্ঈ ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া হাইয়ুন লা-ইয়ামুতু বেইয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া আলা-কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু সদাকা ওয়া'দাহু ওয়ানাসারা আব্দাহু ওয়াআ'আয্যা জুনদাহু ওয়াহাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা-না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীনা ওয়ালাও কারেহাল কাফেরূন। আল্লাহুম্মা কামা হাদায়তানী লিলইসলামে আসআলুকা আনলা-তানযেআহু মিন্নী হাত্তা তাওয়াফ্ফানী ওয়াআনা মুসলিম। সুবহানাল্লাহে ওয়ালহামদুলিল্লাহে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিইয়্যিল আযীম। আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিঁও ওয়াআলা আলিহি ওয়াসাহবিহি ওয়াআতবাইহি ইলাইয়াওমিদ্দীন। আল্লাহুম্মাগফেরলী ওয়ালিওয়ালেদাইয়া ওয়ালেমাশায়েখী ওয়ালিল মুসলেমীনা আজমাঈন। ওয়াসালামুন আলাল মুরসালীনা ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আমাদেরকে হেদায়েত করেছেন। আল্লাহর জন্যই সমস্ত গুনকীর্তন যে, তিনি আমাদেরকে এপথের দিশা দিয়েছেন। তিনি এর দিশা না দিলে আমরা এর সন্ধান পেতাম না। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই, তাঁর জন্যই সমস্ত রাজত্ব এবং সমস্ত প্রশংসা। তিনিই

www.pathagar.com

জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই রয়েছে সকল কল্যাণ এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। তিনি একক। তিনি তাঁর ওয়াদাকে সত্য বলে পরিগণিত করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সৈন্যকে ইজ্জত দান করেছেন। আর তিনি একাই শত্রুদলকে পরাস্ত করেছেন। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য দ্বীনের উপর আমল করি, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। হে আল্লাহ্ আপনি যেমন আমাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন, আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যেন তা মৃত্যু অবধি আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে না নেন, যেন আমি একজন মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারি। আল্লাহর জন্যই সমস্ত গুনগান এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, আল্লাহ্ মহান। মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত কারো পক্ষে ভাল কাজ করার এবং মন্দ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের প্রতি রহম করুন। হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন, আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন ও আমার উস্তাদগণকে এবং সমস্ত মুসলমানকে ক্ষমা করুন। নবী-রাসূলগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্য।

এরপর এ দোয়া পাঠ করবেন

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ الْكَرِيْمِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لاَشَىْءَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ يُحْىِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ دَائِمٌ لاَ يَمُوْتُ

www.pathagar.com

بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَالاَ نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ - رَبِّ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ فَرِحِيْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ مَعَ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا ، ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ حَقًّا حَقًّا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تَعَبُّدًا وَرِقًّا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবারু কাবীরান ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসীরা। ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়াবিহামদিহিল কারীমি বুকরাতান ওয়া আসিলা ওয়া মিনাল লাইলি ফাসজুদ লাহু ওয়াসাব্বিহ্হু লাইলান ত্বাবীলা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু আন্জাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহ্যাবা ওয়াহ্দাহু লা-শাইয়া কাবলাহু ওয়ালা বাদাহু য়ুহ্য়ী ওয়ায়ুমীতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুন দায়েমুন লাইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়া ইলাইহিল মাসীর, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়াতাকাররাম ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা-না'লামু ইন্নাকা আন্তাল আআযযুল আকরাম। রাব্বি নাজ্জিনা মিনান্নারি সালিমিনা গানিমিনা, ফারিহিনা, মুসতাবশিরীনা মাআ ইবাদিকাস্ সালিহিনা,মা'আল্লাযিনা আ'নআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্নাবিয়্যীনা ওয়াস সিদ্দিক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদা-ই ওয়াস্ সালিহীন। ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফিক্বা। যালিকাল-ফাদ্লু মিনাল্লাহি ওয়াকাফা বিল্লাহি

www.pathagar.com

আলিমা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু হাক্বক্বান হাক্বক্বা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তা'আব্বুদাও ওয়া রিক্বক্বা,লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখলিছিনা লাহুদ্দীন ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন ।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ অতি মহান আর অগণিত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা বয়ান করছি, দয়ালু আল্লাহ্র প্রশংসা সন্ধ্যা ও সকালে। (হে মানুষ) রাতের কোন সময়ে উঠে তারঁ দরবারে সিজ্‌দা কর। আর দীর্ঘ রাত ভরে পবিত্রতা বয়ান কর। আল্লাহ ছাড়া উপাস্য আর কউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। (অতীতে) তিনি ওয়াদা পালন করেছেন, তাঁর বান্দা (মুহাম্মদ সাঃ)-কে একাই তিনি সাহায্য করেছেন আর পরাজিত করেছেন কাফেরদের দলগুলোকে। তিনি অনাদি, অনন্ত, তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, অক্ষয়, অমর, তিনি কল্যাণময়, ফিরে যেতে হবে তাঁর নিকট সকলকে আর সব কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত। প্রভু ক্ষমা কর, দয়া কর, গুনাহ্ মাফ কর, অনুগ্রহ কর, আর তুমি যা জান, তা মার্জনা কর। হে আল্লাহ্ তুমি সবই জান, যা আমরা জানি না তাও জান, তোমার শক্তি আর অনুগ্রহের তুলনা নেই। প্রভু! দোযখ হতে আমাদেরকে বাঁচাও। নিরাপদ, সফলকাম, আনন্দময় রাখ, তোমার নেক বান্দাগণের সাথে এবং তোমার নিয়ামত প্রাপ্তগণ অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদান আর অন্যান্য নেক বান্দাগণের সাথে, তাঁরাই হচ্ছেন উত্তম বন্ধু; এ কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহ। আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন। সত্য মনে বলছি উপাস্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। নেই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ছাড়া বন্দেগীর যোগ্য। (স্বীকার করছি) উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই। ইবাদত করি শুধু তাঁরই,সত্যিকার আনুগত্য শুধু তাঁরই জন্য, যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না।

অতপর এ দোয়া পড়বেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ

www.pathagar.com

قُلْتَ فِیْ کِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ، دَعَوْنَاكَ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَّنَا اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِیْ لِلاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ـ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَاوَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلاَتُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِیْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল-ওয়াহিদুল আহাদুল ফারদুস্ সামাদুল্লাযী লাম ইয়াত্তাখিয্ সাহেবাতান ওয়া-লা ওলাদান ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু শারীকুন ফিল্ মুলকি ওয়া-লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালিউম মিনায্‌যুল্লি ওয়া কাব্বিরহু তাকবীরা। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা কুলতা ফী কিতাবিকাল মুনায্‌যালি উদউনী আস্তাজিব্ লাকুম। দা আওনাকা রাব্বানা, ফাগফির লানা কামা ওয়া আদ্‌তানা, ইন্নাকা লা-তুখ্‌লিফুল মী'আদ। রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিআঁই য়ূনাদী লিল ঈমানি আন আমিনূ বিরাব্বিকুম ফা-আ-মান্না। রাব্বানা ফাগ্‌ফির লানা যূনুবানা ওয়াকাফ্‌ফির আন্না সায়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মা'আল আবরার। রব্বানা ওয়া আ-তিনা মা ওয়া'আদতানা আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখ্‌যিনা ইয়াওমাল কিয়ামাহ্, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ। রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা, ওয়া ইলাইকাল মাসীর। রাব্বানাগ্‌ফির লানা ওয়ালি ইখ্‌ওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকূনা বিলঈমানি ওয়ালা তাজ্‌আল ফী কূলূবিনা

www.pathagar.com

গিল্লাল্‌লিল্লাযীনা আমানূ রাব্বানা ইন্নাকা রাঊফুর রাহীম।

অর্থ ঃ উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্ যিনি এক ও অদ্বিতীয় ,একক ও স্বয়ং--সম্পূর্ণ, যিনি (কাউকে) পত্নীও বানান নাই, পুত্রও বানান নাই। বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর কোন অংশীদার নেই, আর কোন দুর্বলতাও নেই যে, তার জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে । (হে মানুষ) তুমিও তার মহত্ত্ব ভালভাবে বর্ণনা কর। হে আল্লাহ্! তোমার প্রেরিত কিতাবে তুমি বলেছ, "আমাকে ডাক, তোমার ডাকে আমি সাড়া দিব।"

আমরা তোমাকে ডাকছি, সুতরাং আমাদের গুনাহ্ মাফ করো, আর তুমিতো ওয়াদা খেলাফ করো না। হে পরওয়ারদিগার! আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে বলতে শুনেছি,"তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন", তাই আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ্ মাফ কর, আমাদের সব অন্যায়-অনাচার মোচন করে দাও,আর আমাদের মৃত্যু দাও সৎ লোকদের সংগে। আর তা-ই আমাদেরকে দান কর- যার ওয়াদা তুমি তোমার নবী-রাসূলগণের সাথে করেছ। আর লজ্জিত করো না আমাদেরকে কিয়ামতের দিনে; নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না । হে আমাদের প্রতিপালক! ভরসা করছি শুধু তোমারই উপর, আর এসেছি তোমারই কাছে এবং তোমার নিকটই ফিরে যেতে হবে। সুতরাং হে প্রভু! ক্ষমা কর আমাদেরকে আর আমাদের সেই ভাইদেরকে যারা ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অগ্রবর্তী; বিদ্বেষ দিও না আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি- যারা ঈমান এনেছে। প্রভু! তুমি সত্যই বড় দয়ালু।

www.pathagar.com

তালবিয়াহ্, তাকবীরে তাশরীক্ব এবং মাসআলা

তালবিয়াহ্ ঃ উমরাহ্ এবং হজ্ব পালনকারীদের জন্য তালবিয়াহ্ একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া। এ জন্য ইহ্রাম বাঁধার সময় এবং পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থান পর্যন্ত এ দোয়া পড়তে হয়। নিম্নের দোয়াটিকেই তালবিয়াহ্ বলা হয়।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ـ

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান্‌নিয়'মাতা লাকা ওয়ালমুলক, লা-শারীকা লাক।

অর্থ ঃ "আমি হাজির! আমি হাজির হে প্রভু, আপনার কোন শরীক নেই। আমি হাজির। যাবতীয় প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব আপনারই। আপনার কোন শরীক নেই।"

উমরাহ্ এবং হজ্বের একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থান পর্যন্ত তালবিয়াহ্ পাঠ করতে হয়। এরপর তালবিয়াহ্ পাঠ করা নিষেধ ।

উমরার ক্ষেত্রে তওয়াফ আরম্ভকালে যখন হাজারে আসওয়াদে প্রথম চুম্বন দেয়া হয় তার পরপরই তালবিয়াহ্ পাঠ বন্ধ করতে হয়। এরপর উমরায় আর তালবিয়াহ্ নেই।

হজ্বের ক্ষেত্রে ১০ যিলহজ্ব; যখন জামরায়ে আকাবায় প্রথম কংকর নিক্ষেপ শুরু করা হয়, তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তালবিয়াহ্ পাঠ করা যায়। এরপর তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন না।

তালবিয়াহ্ পাঠ করা ইহ্রাম শুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত। তালবিয়াহ্ একটু উচ্চ আওয়াজে পাঠ করতে হয়। (মহিলারা অনুচ্চ আওয়াজে তালবিয়াহ্ পড়বেন)।

এছাড়া উমরাহ ও হজ্বে তালবিয়াহ্ পাঠ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটা পড়তে থাকা মুস্তাহাব। তাছাড়া অবস্থার পরিবর্তনের সময়, যেমনঃ

www.pathagar.com

সকাল-সন্ধ্যায়, উঠা-বসা, বাইরে যেতে, ভিতরে ঢুকতে, লোকজনের সাথে দেখা করার সময়, বিদায় হওয়ার সময়, ঘুম থেকে উঠার সময়, সওয়ারী বা বাহনে আরোহণের সময় এবং অবতরণের সময়, কোন উঁচু স্থানে উঠার সময় ও নীচের দিকে নামার সময় তালবিয়াহ্ পাঠ করা মুস্তাহাব।

বিশেষভাবে উকূফে আরাফার সময় বেশী পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করার তাকীদ রয়েছে। অনেকের মতে ওই সময় তালবিয়াহ্ পাঠ করা সুন্নতে মুআক্কাদা।

মনে রাখার বিষয় ঃ তালবিয়াহ্ পাঠরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরূহ। তবে তালবিয়াহ্ পাঠরত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে তালবিয়াহ্ পাঠ বন্ধ রেখে সালামের জওয়াব দেয়া যায়। অবশ্য সালাম প্রদানকারী চলে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তালবিয়াহ্ শেষ করেই সালামের জওয়াব দেয়া উত্তম।

তাক্বীরে তাশ্‌রীক্ব ঃ যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার তাক্বীরে তাশ্‌রীক্ব পাঠ করা সকল নামাযী মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য ওয়াজিব। মুহ্‌রিম ব্যক্তি এ সময়ে ফরয নামাযের সালাম ফিরিয়ে প্রথমেই তাক্বীরে তাশ্‌রীক্ব এবং পরে তিনবার তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন। তাক্বীরে তাশ্‌রীক্ব একবার পাঠ করা ওয়াজিব। অবশ্য ১০ যিলহজ্বের পর বাকী দিনগুলোতে ফরয নামাযের শেষে শুধু তাক্বীরে তাশরীক্ব পাঠ করতে হয়। তাকবীরে তাশ্‌রীক্ব নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

অর্থাৎ- আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান এবং তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

www.pathagar.com

সাঈ'র পর মক্কায় হজ্বের জন্য অপেক্ষাকারীদের করণীয়

মুফরিদ এবং ক্বিরান হাজীগণ যখন তওয়াফে কুদূম ও সাঈ থেকে ফারেগ হবেন, তখন তারা ইহ্‌রাম অবস্থায় মক্কা শরীফে অবস্থান করবেন এবং ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে বেঁচে থাকবেন।

আর তামাত্তু' হজ্ব পালনকারী যখন উমরাহ্‌র তওয়াফের সাঈ থেকে ফারেগ হয়ে হলক্ব বা কসরের মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবেন, তখন থেকে যে সকল কাজ ইহ্‌রাম অবস্থায় হারাম ছিল, সব হালাল হয়ে যাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার ইহ্‌রাম না বাঁধবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সকল কাজ হালাল থাকবে। ৮ যিলহজ্ব হজ্বের জন্য পুনরায় ইহ্‌রাম বাঁধবেন।

সর্বাধিক ব্যস্ততার দিনগুলো

৮ যিলহজ্ব ঃ ইফরাদ ও ক্বিরান হজ্ব পালনকারীগণের ইহ্‌রাম আগে থেকেই বাঁধা আছে বিধায় কেবল হজ্বে তামাত্তু' পালনকারীগণ এ দিনে হজ্বের নিয়ত করে ইহ্‌রাম বাঁধবেন এবং মিনা, আরাফার জন্য প্রয়োজনীয় সামান নিয়ে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। মিনাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায তথা ৮ তারিখের যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এবং ৯ তারিখের ফজর পড়বেন।

৯ যিলহজ্ব ঃ এ দিন বাদ ফজর সূর্য উঠা পর্যন্ত তওবা-ইস্তিগফার করবেন। সূর্যোদয়ের পর তালবিয়াহ্ পড়তে পড়তে 'উকূফে আরাফা'র উদ্দেশ্যে মিনা ত্যাগ করবেন। দুপুরের পূর্বে অবশ্যই আরাফার ময়দানে পৌঁছে যে কোন স্থানে অবস্থান নিবেন। (জাবালে রহমতের পাশে অবস্থান করা উত্তম) এবং মসজিদে নামেরায় উপস্থিত হতে পারলে যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করবেন। মসজিদে নামেরার জামাআত ছাড়া তাবুতে যোহর ও আসর যথাসময়ে দুই আযান ও দুই ইক্বামতে পড়বেন। আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'হাত তুলে চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া ও মুনাজাত করা উকূফে আরাফার একান্ত কাজ। এদিন দুপুর বেলা সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হয়। একে 'উকূফে আরাফাহ্' বলে।

প্রকাশ থাকে যে, আরাফার দিন উকূফে আরাফা'র আগে গোসল করা সুন্নত।

www.pathagar.com

হাজীগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে, মসজিদে নামেরার সামনের অংশ 'ওয়াদিয়ে উরানাহ' নামক স্থানে অবস্থান করা নাজায়েয। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায না পড়ে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে সকল হাজীগণ আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করবেন। মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার নামাযের সময় হওয়ার পর এক আযানে এবং এক ইক্বামতে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করবেন। মাগরিবের সুন্নত পড়তে চাইলে ইশার নামাযের পর পড়ে নেবেন। তারপর প্রয়োজনীয় আহার ও জরুরত সেরে কিছুক্ষণ আরাম করবেন।

সুবহে সাদেকের পূর্বেই উঠে অযূ-ইস্তিঞ্জা ইত্যাদি জরুরত থেকে ফারেগ হয়ে মুযদালিফা থেকে ছোট ছোট ৭০টি পাথর (চনা বুট কিংবা মটর ডালের মত ছোট কঙ্কর) সংগ্রহ করবেন। অতপর আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত তাসবীহ্-তাহলীল, তওবা-ইস্তিগফার ইত্যাদি করতে থাকবেন।

যোহর ও আসরের নামায একত্রীকরণের শর্তাবলী এবং মাসআলা

* যোহর ও আসরের নামাযকে একত্রিত করে যোহরের ওয়াক্তে পড়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যথা ঃ

(১) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

(২) যিলহজ্বের ৯ তারিখ হওয়া।

(৩) সরকার প্রধান বা হুকুমতের পক্ষ থেকে নিয়োজিত ইমামতকারীর উপস্থিত হওয়া।

(৪) উভয় নামাযে হজ্বের ইহ্রাম হওয়া।

(৫) যোহরের নামায আসরের পূর্বে পড়া।

(৬) জামাআত হওয়া। উভয় নামাযের এক এক রাকআত প্রাপ্ত হওয়া কিংবা উভয় নামাযের অংশবিশেষ প্রাপ্ত হওয়া।

যদি উপরোক্ত শর্তসমূহ হতে কোন একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকে, তাহলে উভয় নামায একত্রিত করা জায়েয হবে না; বরং প্রতিটি নামাযকে তার নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করা ওয়াজিব হবে। (মুআল্লিমুল হুজ্জাজ)

www.pathagar.com

আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের বর্ণনা

* আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার জন্য নিয়ত শর্ত নয়। তাই নিয়ত না করলেও অবস্থান শুদ্ধ হয়ে যাবে।

* জাবালে রহমতের নিকট সামান্য উপরের দিকে যে জায়গায় বড় বড় কালো পাথর বিছানো রয়েছে, সেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেছিলেন। যদি সহজভাবে সম্ভব হয়, তাহলে সেখানে দাঁড়ানো উত্তম।

* আরাফাতে অবস্থানের সময় দাঁড়িয়ে থাকা মুস্তাহাব মাত্র, শর্ত অথবা ওয়াজিব নয়। বসে, শুয়ে, জেগে, ঘুমিয়ে যেভাবে ইচ্ছা অবস্থান করা জায়েয। তবে বিনা প্রয়োজনে শোয়া উচিত নয়।

* এখানে উকূফের তথা অবস্থানের সময় হাত তুলে হামদ ও সানা, দোয়া-দরূদ, যিক্‌র, তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করতে থাকা মুস্তাহাব। খুব কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করবেন। নিজের জন্য, নিজের আত্মীয়-স্বজন, (এ কিতাবের লেখকের পক্ষ থেকেও দোয়ার দরখাস্ত রইল) পরিবার পরিজন এবং সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য দোয়া করবেন। দোয়া কবূল হওয়ার পূর্ণ আশা পোষণ করবেন। দোয়া-দরূদ, তাকবীর-তাহ্‌লীল ইত্যাদি তিন তিন বার করে পাঠ করবেন। দোয়া করার শুরুতে এবং শেষে তাসবীহ, তাহ্মীদ, তাহ্‌লীল, তাকবীর ও দরূদ শরীফ পাঠ করবেন।

* যোহরের নামাযের সময় হওয়ার পর হতে উকূফ শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া প্রভৃতিতে মশগুল থাকবেন এবং দোয়ার মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ পরপর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করবেন।

* যদি ইমামের সাথে দাঁড়ালে ভিড় ও হট্টগোলের কারণে একাগ্রতা বজায় না থাকে এবং একাকী থাকলে একাগ্রতা হাসিল হয়, তাহলে একাকী দাঁড়িয়ে থাকাই উত্তম।

* মহিলাদের জন্য পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা এবং তাদের মধ্যে মিশে যাওয়া নিষেধ।

www.pathagar.com

* উকূফে আরাফার সময় যতবেশী যিক্‌র ও দোয়া পাঠ করা যায়, ততই উত্তম। এ দুর্লভ মুহূর্ত জীবনে বার বার নসীব হওয়া মুশকিল। এ সময়ের জন্য কোন বিশেষ দোয়া নির্দিষ্ট নেই। তবে নিম্নোক্ত দোয়াটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ تَقُوْلُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ ، اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ وَاِلَيْكَ مَآبِىْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الاَمْرِ۔اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاتَجِىْءُ بِهِ الرِّيْحُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاتَجِىْءُ بِهِ الرِّيْحُ۔اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا۔ اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسٍ فِى الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দু কাল্লাযী তাকূলু ওয়া খাইরাম্‌মিম্মা নাকূলু। আল্লাহুম্মা লাকা সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামাতী ওয়া ইলাইকা মাআ-বী ওয়ালাকা রাব্বি তুরাসী আল্লাহুম্মা ইন্নী-'আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাব্‌রি ওয়া ওয়াসওয়াসাতিস সাদরি ওয়া শাতাতিল আমরি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন খাইরি মা তাজিউ বিহির্‌রীহু ওয়া আ'উযু বিকা মিন শার্‌রি মা তাজিউ বিহির রীহু, আল্লাহুম্মাজ'আল ফী ক্বালবী নূরাওঁ ওয়াফী সাম্'ঈ নূরাওঁ

www.pathagar.com

ওয়াফী বাসারী নূরাওঁ। আল্লাহুম্মাশ্ রাহ্লী সাদরী ওয়া ইয়াস্সিরলী আমরী, ওয়া 'আউযুবিকা মিন ওয়াসাবিসিন ফিস্ সাদ্রি ওয়া শাতাতিল আম্রি ওয়া 'আযাবিল ক্বাব্রি।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই বাদশাহী, তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিপতি। হে আল্লাহ! আপনার জন্য ওই ধরনের প্রশংসা, যে ধরনের প্রশংসা আপনি নিজে বলেছেন এবং তা থেকে উত্তম যা আমরা করছি। হে আল্লাহ! আপনার জন্যই আমার নামায, আমার হজ্ব-কোরবানী এবং আমার জীবন-মরণ। আপনার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন এবং আমার ধন-সম্পদ সবই আপনার জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের শাস্তি থেকে এবং অন্তরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কাজের বিক্ষিপ্ততা থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ওই সকল মঙ্গল কামনা করি, যা বাতাস বয়ে নিয়ে আসে এবং ওই সকল অমঙ্গল থেকে পানাহ্ চাই, যা বাতাস বয়ে নিয়ে আসে। হে আল্লাহ! আমার অন্তর, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিতে নূর ঢেলে দিন, অর্থাৎ নূরানী করে দিন। আমার অন্তরাত্মাকে বিকশিত করে দিন। আমার কাজগুলোকে সহজ করে দিন। আমি আরো পানাহ্ চাই, অন্তরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং কাজ-কর্মগুলোর বিচ্ছিন্নতা থেকে আর কবর আযাব থেকে।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যখন একজন মুসলমান আরাফাতের দিনে সূর্য হেলে পড়ার পর অবস্থান করার নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করে এবং কেবলামুখী হয়ে ১০০ বার ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

এ দোয়াটি পাঠ করে এবং তারপর ১০০ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (পুরা সূরা) পাঠ করে, অতপর ১০০ বার ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ ـ

পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে আমার ফেরেশ্তাগণ! আমার এ বান্দার কি প্রতিদান হতে পারে? যে আমার তাসবীহ, তাহ্লীল ও তামজীদ বর্ণনা করেছে, আমার হামদ ও ছানা পাঠ করেছে এবং আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠিয়েছে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তার নিজের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবূল করলাম। আর আমার এ বান্দা যদি সমগ্র আরাফায় উকূফকারীদের জন্যও সুপারিশ করে, তাহলেও আমি তা কবূল করে নেব।"

এ দোয়া ছাড়া আরো যে দোয়া ইচ্ছা পাঠ করতে পারেন। আরাফাতের ময়দানে এ কিতাবের লেখক, প্রকাশক এবং তাদের সন্তানাদির জন্যও মাগফেরাতের দোয়া করতে অনুরোধ করছি।

উকূফে আরাফার শর্ত ও মাসআলা

(১) মুসলমান হওয়া, (২) সঠিক হজ্বের ইহরাম হওয়া অর্থাৎ উমরাহ্র ইহরাম বা ফাসেদ (ভঙ্গ) হজ্বের ইহরামে উকূফ করলে হজ্ব হবে না। অনুরূপভাবে ইহরাম ছাড়া উকূফ করলেও হজ্ব হবে না। (৩) আরাফার ময়দানে হওয়া। যদি আরাফার বাইরে অবস্থান করে, চাই ইচ্ছায় করুক বা অনিচ্ছায় করুক, হজ্ব হবে না। (৪) উকূফের সময় হওয়া। অর্থাৎ যিলহজ্বের ৯ম তারিখ দ্বিপ্রহরের পর থেকে ওই রাত্রি অর্থাৎ ১০ম রাত্রির সুবহে সাদেক পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে এক মুহূর্ত অবস্থান করলেও হজ্ব হয়ে যাবে।

যে কোনভাবে আরাফাতে অবস্থান করলেই হজ্ব হয়ে যাবে। হুঁশ বা বেহুঁশ, ঘুমন্ত বা জাগ্রত, আরাফার কথা জানা থাকুক বা না থাকুক, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, পবিত্র অবস্থায় হোক বা অপবিত্র অবস্থায় হোক, যেকোন ভাবে অবস্থান করলেই হজ্ব হয়ে যাবে।

৯ যিলহজ্ব তারিখে দ্বিপ্রহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা ভিন্ন

www.pathagar.com

একটি ওয়াজিব। কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। তবে সুর্যাস্তের পূর্বে যদি আবার আরাফাতে ফিরে আসে, তাহলে দম লাগবে না। উকূফের জন্য হায়েয, নেফাস ও জানাবত (নাপাকী) থেকে পাক হওয়া শর্ত নয়।

উকূফের মুস্তাহাবসমূহ

উকূফকালে বেশী বেশী তালবিয়াহ, তাকবীর, তাহলীল, দোয়া, ইস্তিগফার, কোরআন তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করা। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁড়ানোর জায়গাতে দাঁড়ানো, খুশূ-খুযূর সাথে অর্থাৎ একাগ্রতার সাথে উকূফ করা। ইমামের পিছনে নিকটে দাঁড়ানো। কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো। দ্বিপ্রহরের পূর্ব থেকেই উকূফের প্রস্তুতি নেয়া। উকূফের নিয়ত করা। দোয়া করার সময় হাত উঠানো। দোয়া কমপক্ষে তিনবার করা। দোয়ার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং দোয়ার শেষেও দরূদ পাঠ করা। পাক-পবিত্র অবস্থায় উকূফ করা। রোদ্রে দাঁড়ানো, তবে ওযর হলে বা মারাত্মক অসুবিধা হলে ছায়ায় থাকবেন। নেক কাজ করা। ছদকা-খয়রাত করা।

মুয্‌দালিফায় উকূফের মাসআলা

৯ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের পর আরাফায় মাগরিবের নামায আদায় না করে মুযদালিফায় রওয়ানা হবেন। মুয্‌দালিফায় আসার পথে তালবিয়াহ, তাকবীর, দোয়া-দরূদ ইত্যাদি খুব বেশী বেশী পাঠ করবেন। পবিত্রতার সাথে মুযদালিফাতে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। প্রবেশ করেই ইশার ওয়াক্তের মধ্যে মাগরিব ও ইশা পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুসারে পড়ে নিবেন। তবে যদি কেউ ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই মুযদালিফায় পৌঁছে যায়, তাহলে ইশার ওয়াক্ত হওয়া ছাড়া মাগরিব, ইশা কোনটাই পড়তে পারবে না।

মুয্‌দালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়ার আহ্‌কাম

মুয্‌দালিফায় মাগরিব ও ইশা জমা করার জন্য জামাআত শর্ত নয়। জামাআতে পড়ুক বা একাকী পড়ুক, উভয় নামায একত্রেই পড়তে হবে। তবে জামাআতে পড়া উত্তম।

www.pathagar.com

মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করার শর্তসমূহ ঃ (১) হজ্বের ইহরাম হতে হবে। যে ব্যক্তি হজ্বের ইহরাম বাঁধবে না তার জন্য এ জমা জায়েয নেই। (২) এর পূর্বে উকূফে আরাফা হওয়া। কেউ যদি মুয্দালিফাতে অবস্থান করে মাগরিব, ইশা আদায় করে নিয়ে পরে আরাফায় উকূফ করে তার এ জমা জায়েয হবে না। (৪) যিলহজ্বের দশম রাত্রি হওয়া। দশম রাত্রির সুবহে সাদেক পর্যন্ত জমা করা যাবে। (৫) ইশার ওয়াক্ত হওয়া। (৬) উভয় নামাযকে তারতীবের সাথে পড়া, অর্থাৎ প্রথমে মাগরিব তারপর ইশা। যদি কেউ প্রথমে ইশা পড়ে পরে মাগরিব পড়ে তাহলে ইশা পুনরায় পড়তে হবে।

১০ যিলহজ্ব ঃ এ দিন সূর্যোদয়ের একটু পূর্বে বা সূর্যোদয়ের পরপর তালবিয়াহ্ পড়তে পড়তে মিনার উদ্দেশ্যে মুয্দালিফা ত্যাগ করবেন। পথে আব্রাহা বাদশাহর ধ্বংস স্থল "ওয়াদিউল মুহাস্সার" নামক স্থানটি তাড়াতাড়ি অতিক্রম করবেন। কেননা, সেখানে অবস্থান করা নিষেধ।

মিনায় এসে করণীয়

মিনায় ফিরে এসে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সকল রকমের কল্যাণ ও অনুগ্রহ লাভের জন্য দোয়া করবেন। সেই সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করবেন। রাতে অবস্থানকালে মুযদালিফার ময়দান হতে রমির (শয়তানকে মারার) জন্য কঙ্কর উঠিয়ে নিবেন। ১০ তারিখে জামরাতুল আকাবা বা বড় শয়তানকে মারার জন্য মুযদালিফা থেকে ৭টি কঙ্কর নেয়া মুস্তাহাব। আর পরবর্তী ১১ ও ১২ তারিখে তিন শয়তানের প্রত্যেককে ৭টি করে মারার জন্য মোট ৪২টিসহ সর্বমোট ৭০টি কঙ্করও এখান থেকে নেয়া উত্তম। মিনা হতে নিলেও চলে, কিন্তু যেখানে কঙ্কর মারা হয় সেখান থেকে কঙ্কর উঠানো মাকরূহ। কঙ্করগুলো মটর দানা বা ছোলা হতে খানিক বড় হলেই চলবে। খুব ছোট বা খুব বড় হওয়া উচিত নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনার এলাকা ত্যাগ না করে সেখানে রাত্রি যাপন করলে ১৩ তারিখেও ২১টি কংকর মারতে হবে। মনে রাখতে হবে, কমপক্ষে ৪টি কংকর জামরার পিলারের গোড়ায় নিক্ষেপ করলেই ওয়াজিব

www.pathagar.com

আদায় হয়ে যাবে। পিলারের ৫ হাত দূরে দাঁড়িয়ে ৭টি কংকর (১টি করে) শয়তানকে তুচ্ছ করার নিয়তে মারবেন।

হাদীস শরীফে আছে ঃ যাদের হজ্ব কবূল হয়, ফেরেশতারা তাদের কঙ্করসমূহ্ উঠিয়ে নিয়ে যান। আর যাদের হজ্ব কবূল হয় না, শুধু তাদের কঙ্করগুলো পড়ে থাকে।

জামরা আকাবায় কঙ্কর মারা ও তালবিয়ার সমাপ্তি

মিনায় পৌঁছে খিমাতে (তাঁবুতে) আসবাবপত্র রেখে সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে, তালবিয়াহ্ ও তাকবীর পড়তে পড়তে মিনার পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে মসজিদে খায়েফের সবচেয়ে দূরবর্তী জামরা অর্থাৎ জামরাতুল আকাবার (বড় শয়তানের) নিকট যাওয়া এবং সেখানে পৌঁছে প্রথম কঙ্কর মারার সময় তালবিয়াহ্ পাঠের সমাপ্তি করে জামরাতুল আকাবাকে একটি করে ৭ বারে ৭টি কংকর মারা। জামরার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জামরাকে সামনে নিয়ে কিবলা বামে রেখে মিনা ময়দান ডানে রেখে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা ও শাহাদত আঙ্গুল দু'টি দিয়ে রমি (কঙ্কর নিক্ষেপ) করবেন। দোতলায় গিয়েও কঙ্কর মারা যায়। ভিড়ের কারণে এ মুস্তাহাব আদায় করা সম্ভব না হলে, যে কোন দিক দিয়ে কঙ্কর মারবেন। প্রত্যেক রমিতে নিম্নের দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, রাগমাল্ লিশ্‌শায়তান ওয়া রিযান লির্‌রাহমান, আল্লাহুম্মাজআলহু হাজ্জান মাবরূরান ওয়া জাম্বাম মাগফুরান ওয়াসাইআন মাশকুরান ওয়াতিজারাতান লান তাবূর।

অর্থ ঃ আমি কঙ্কর মারছি আল্লাহর নামে, আল্লাহর মহত্ত্ব প্রকাশের জন্যে, দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং শয়তানকে চিরতরে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে। হে আল্লাহ! আমার হজ্ব কবূল করুন, গুনাহ মা'ফ করুন, প্রচেষ্টাসমূহ ফলপ্রসূ করুন এবং ব্যবসা লাভবান করুন।

www.pathagar.com

১০ তারিখ সুবহে সাদেক থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত রমি বা কঙ্কর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। সূর্যাস্ত পর্যন্ত করলেও গুনাহ্ হবে না, কিন্তু রাতে করলে মাকরূহ্ হবে। আর ১১ তারিখে সুবহে সাদেক হয়ে যাবার পর রমি করলে "দম" দিতে হবে। ১০ তারিখ সুবহে সাদেকের পূর্বে 'রমি' করা জায়েয নেই। ভিড়ের কারণে বৃদ্ধ ও মহিলারা যদি ১০ তারিখ সূর্যাস্তের পরে কঙ্কর মারেন তাহলে তাদের জন্য মাকরূহ্ হবে না। তবে সহজ সময় হলো ঃ ১০ তারিখ দুপুর ১১-১২ টার মধ্যে বড় শয়তানকে কংকর মারতে যাওয়া। অনুরূপভাবে ১১ তারিখ বাদ আসর এবং ১২ তারিখ ৩টার পর কংকর মারার জন্য সহজ সময়। মনে রাখবেন, কংকর মারার জায়গায় সামান-পত্র নিয়ে যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

কোরবানী (শোকরানা দম) ও মাথা মুণ্ডানো

১০ তারিখে 'রমি' সেরেই কোরবানীর ব্যবস্থা করা উচিত। তবে ১০ তারিখে কোরবানীর মাঠে প্রচণ্ড ভিড় হয়। সেজন্যে ১১ তারিখ সকালে মিনা বাজার অর্থাৎ মিনার অনতিদূরে পশুর বাজারে যাবেন। তাছাড়া হরমের যে কোন এলাকায় কোরবানী করা যায়। সেসব স্থানে নিজে খরিদ করে কোরবানী করার ব্যবস্থা আছে। অনেকে ব্যাংকে কোরবানীর টাকা জমা দিয়ে থাকেন। তবে ব্যাংকের মাধ্যমে কোরবানী করলে ইহরাম খোলা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। কারণ, আমাদের মাযহাবে ক্বিরান ও তামাত্তু' আদায়কারীর জন্যে কোরবানী (দমে শোকর) আদায় করে ইহরাম খুলতে হয়। কোরবানী না করে মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম খুললে দম দিতে হয়। এদিকে ব্যাংকওয়ালা কোন্‌দিন কখন কোরবানী করে তা চূড়ান্তভাবে জানা কঠিন ব্যাপার। সুতরাং নিজ জিম্মায় কোরবানী করা সব দিক থেকে নিরাপদ।

কোরবানী করার পর কিবলার দিকে ফিরে মাথা মুন্ডিয়ে ইহরাম খুলবেন ও সাধারণ পোশাক পরবেন। মহিলা হাজীগণ চুলের অগ্রভাগ এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটবেন। কোরবানীর পূর্বে চুল কাটলে তামাত্তু' ও ক্বিরানকারীর দম দিতে হবে। সম্ভব হলে নিজ কোরবানী হতে কিছু গোশ্‌ত খাওয়া মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

সুন্নত তরীকায় কোরবানী করবেন এবং জন্তুটিকে সামনে শুইয়ে কিবলামুখী হয়ে নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি পাঠ করবেন-

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ـ اِنَّ صَلاَتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ـ لاَشَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ـ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهَا مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِیْلِكَ اِبْرَاهِیْمَ وَحَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَعَظِّمْ عَلَیْهَا اَجْرِیْ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নী অজ্‌জাহতু অজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়াইয়া ওয়ামামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা-শারীকা লাহু, ওয়াবিযালিকা উমিরতু ওয়াআনা আউয়্যালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা তাকাব্বালহা মিন্নী কামা তাকাব্বালতা মিন খালীলিকা ইবরাহীমা ওয়া হাবীবিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়াআয্যেম আলাইহা আজরী।

অর্থাৎ- "আমি আমার মুখমণ্ডলকে একনিষ্ঠভাবে সেই সত্ত্বার পানে রুজু করেছি যিনি আকাশসমূহ এবং জমীনকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায, কোরবানী এবং জীবন ও মৃত্যু একমাত্র বিশ্বপ্রতিপালকের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি একাজের জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আত্মসমর্পনকারী। হে প্রভূ! আপনি এটিকে আমার পক্ষ থেকে কবূল করুন, যেমনিভাবে আপনি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত ইবরাহীমের (আঃ) পক্ষ থেকে এবং আপনার প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কবূল করেছিলেন। আর এতে আপনি আমার সাওয়াব বৃদ্ধি করে দিন।"

www.pathagar.com

তারপর 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করবেন। অনেকে মিলে শরীকানা কোরবানী দিলে সকলের নাম বলবেন এবং যবেহকারী مِنِّىْ এর স্থলে مِنْ বলে নাম এভাবে বলবেন (যেমন মিন ইসমাঈল, মিন মুহাম্মদ হুসাইন....)।

১০ তারিখে কোরবানী করা মুস্তাহাব। তবে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত কোরবানী করা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে ক্বিরান ও তামাত্তু'কারীদের ইহরাম বিলম্ব করে অর্থাৎ কোরবানীর (দমে শোকর আদায়ের) পর খুলতে হবে। কোরবানীর আগে ইহরাম খুললে দম দিতে হবে। তবে সর্বাবস্থায় 'রমি' কোরবানীর পূর্বে হতে হবে। কোরবানীর পর ইহরামধারীরা একে অপরের মাথা মুণ্ডাতে পারেন। কিবলামুখ করে বসে ডান দিক থেকে বিসমিল্লাহ বলে চুল কাটবেন এবং হিদায়াত ও অনুগ্রহ লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবেন। গুনাহ্ মা'ফের জন্য দোয়া করতে থাকবেন। মাথা মুণ্ডানোসহ পূর্ণ হাজামত বানিয়ে গোসল করে সাধারণ পোশাক পরবেন।

শুকরানা দম

হজ্বে কিরান এবং তামাত্তু' পালনকারীগণ যেহেতু একই সফরে হজ্ব ও উমরাহর মত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন, সেহেতু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের উপর একটি পশু কোরবানী করা ওয়াজিব। এ শুকরানা কোরবানীর পশুটিকে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের ভাষায় 'হাদ্য়ি' বলা হয়। অন্যভাবে একে দমে শোকর বা দমে তামাত্তু'-ক্বিরানও বলা হয়। ১০ যিলহজ্ব বড় শয়তানকে কংকর মারার পর এ কোরবানীটি করে তারপর ইহ্রাম খুলে হালাল হতে হয়। যে ব্যক্তি ওযরবশতঃ এ কোরবানী করতে অক্ষম, তাকে এর পরিবর্তে ১০টি রোযা রাখতে হবে। এ মর্মে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

«فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ»-

"যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি হজ্বের প্রাক্কালে উমরাহ দ্বারা লাভবান হতে চায়, (অর্থাৎ ক্বিরান হজ্ব বা তামাত্তু'

www.pathagar.com

হজ্ব পালনকারী) সে সহজলভ্য কোরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তাহলে তাকে হজ্বের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন, এ পূর্ণ দশ দিন রোযা রাখতে হবে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)

এ ক্ষেত্রে সাধারণ হাজী সাহেবগণ ব্যাপক ভাবে একটি ভুলের শিকার হয়ে থাকেন। তাহলো এই যে, বই-পত্রে এ হাদ্‌য়িকে কোরবানী বলে তরজমা করার কারণে তারা মনে করেন- এটা বুঝি ওই কোরবানী, যা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সুন্নত হিসাবে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের উপর (যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে এর উপযুক্ত) ওয়াজিব। এর পেছনে কারণও রয়েছে। যেহেতু উভয় কোরবানীর তারিখ (১০, ১১ ও ১২ যিলহজ্ব) এবং স্থান একই (মিনা), সেহেতু এমন ভুলের শিকার হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেউ যদি এ শুকরানা কোরবানী না করে ইহ্‌রাম খুলে ফেলে, তাহলে তার উপর দমে জিনায়েত ওয়াজিব হবে।

বস্তুতঃ অধিকাংশ হাজীগণের উপরই সুন্নতে ইব্‌রাহীমির কোরবানী ওয়াজিব হয় না। কারণ, প্রায় হাজীই তখন মুসাফিরের হুকুমে থাকেন। অবশ্য কেউ যদি ৮ যিলহজ্ব পর্যন্ত মক্কা শরীফে ১৫দিন অবস্থান করার সুযোগ পেয়ে থাকেন, তাহলে তার উপর সুন্নতে ইব্‌রাহীমির কোরবানীও পৃথকভাবে ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তাঁকে দু'টি পশু কোরবানী করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, যারা ইতোপূর্বে হজ্বে ক্বিরান বা তামাত্তু' করেছেন এবং দমে শোকরানা বা দমে ক্বিরান-এর নিয়তে পশু যবেহ না করে সুন্নতে ইব্‌রাহীমির নিয়তে কোরবানী করেছেন, তাদের উপর আজীবন উক্ত দমে শোকর ওয়াজিব হয়ে থাকবে। এর সাথে অতিরিক্ত আরো ২টি পশু যবেহ করতে হবে। ১টি দেরী করার কারণে আর অপরটি দমে শোকর আদায় না করে ইহ্‌রাম খোলার কারণে। সুতরাং ইতোপূর্বে কৃত হজ্ব শুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই ৩টি পশু হরমের সীমানার মধ্যে কোরবানী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বি. দ্র. ১১ তারিখ ইশার নামাযের পর তওয়াফে যিয়ারত বা ফরয তওয়াফ করা সহজ। যদি কেউ এ ফরয তওয়াফ না করে স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তাকে প্রত্যেক সহবাসের কারণে একটি করে জরিমানার 'দম' দিতে হবে।

www.pathagar.com

মিনায় এসে নির্ধারিত জামরায়ে আকাবায় ৭টি পাথর নিক্ষেপ করার পর তালবিয়াহ্ পড়া বন্ধ করতে হবে। শরীয়ত সম্মত ওযর ছাড়া প্রতিনিধি দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করলে কঙ্কর মারার ওয়াজিব আদায় হবে না। (তবে অক্ষমদের পক্ষ থেকে অন্য কেউ কঙ্কর মারলে আদায় হয়ে যাবে)। ওযর বশতঃ প্রতিনিধি নিয়োগ করার পর তিনি (প্রতিনিধি) প্রথমে নিজের পাথর নিক্ষেপ করবেন। তারপর অন্যের পক্ষ থেকে পাথর নিক্ষেপ করবেন। মনে রাখতে হবে, নিক্ষিপ্ত পাথর জামরার স্তম্ভে না লেগে দেয়াল ঘেরা স্থানে পড়লেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

ক্বিরান ও তামাত্তু' হজ্ব আদায়কারীদের জন্য কোরবানী অর্থাৎ দমে শোকর আদায় করা ওয়াজিব। আর ইফরাদ হজ্ব আদায়কারীদের জন্য কোরবানী করা মুস্তাহাব।

কোরবানীর ফযীলত

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোরবানী কি? তিনি বললেনঃ "তোমাদের ধর্মীয় (আধ্যাত্মিক) পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তরীকা।" আবার আরয করা হলো, এতে আমরা কি পাবো? তিনি উত্তর করলেনঃ "প্রত্যেকটি চুল বা পশমের পরিবর্তে একটি নেকী।" (হাকেম)

ফায়দাঃ ঈদুল আয্হার দিনে যে ব্যক্তি কোরবানী করে, তার জন্য ঈদের নামাযের আগে কিছু না খাওয়া এবং নামাযের পর কোরবানীর গোশ্ত থেকে দিনের প্রথম খানা খাওয়া সুন্নত।

কোরবানীর ইচ্ছাকারী ব্যক্তি যিলহজ্বের প্রথম তারিখ থেকে কোরবানী না করা পর্যন্ত গোঁফ ও নখ না কাটা মুস্তাহাব। (বেহেশ্তী গাওহার)

কোরবানী করতে অক্ষম বা যাদের নামে কোরবানী দেয়া হয় না এমন ব্যক্তি কোরবানীর পশু দেখলেও সওয়াব হবে। প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির সাধ্য অনুযায়ী কোরবানী দেয়ার জন্য ভাল ও দামী পশু ক্রয় করা সুন্নত।

www.pathagar.com

কোরবানী করার নিয়ম ও দোয়া

কোরবানী করার সময় অন্য কোরবানীর পশু থেকে আড়ালে নিয়ে কোরবানীর পশুকে যবেহ্ করবেন এবং আগেই ছুরির 'ধার' পরীক্ষা করে নিবেন। পশুটিকে কেবলামুখী করে শোয়াবেন। এরপর নিজ হাতে যবেহ্ করবেন। নিজে না পারলে অন্য দ্বীনদার লোকের দ্বারা যবেহ্ করাবেন; কিন্তু কোরবানীর পশুর পাশে নিজে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং যবেহ্কারী যবেহ্-এর দোয়া পড়বেন। মনে রাখতে হবে, কোরবানীর পশুর রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথে কোরবানীদাতার গুনাহ্সমূহ মা'ফ করা হয়। শর্ত হলো, আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে কোরবানী করতে হবে। কোরবানীদাতা দমে ক্বিরান এবং তামাত্তু'র কোরবানী থেকে খেতে পারবেন এবং তা থেকে কিছু খাওয়া তার জন্য মুস্তাহাব।

কোরবানীর সময় নিয়ত শর্ত এবং যবেহ্ করার সময় নির্দিষ্ট করতে হবে যে, এটা ক্বিরানের না তামাত্তু'র 'হাদ্য়ি'। যদি ঠিক করতে না পারেন তবে যবেহ্ করা যথেষ্ট হবে না এবং যবেহ্ করার পর নিয়ত করলে তাও যথেষ্ট হবে না। অবশ্য যদি কেউ ক্রয় করার সময়ই নিয়ত করে ক্রয় করেন এবং যবেহ্ করার সময় নিয়ত না করেন তবে আগের নিয়তই যথেষ্ট হবে।

কিরান ও তামাত্তু' হজ্ব আদায়কারী যদি কোরবানী (দমে শোকর আদায়) করতে না পারেন, তবে এর বিনিময়ে ১০টি রোযা রাখবেন। এতে তিনটি রোযা ১০ যিলহজ্বের আগে এবং বাকী ৭টি রোযা আইয়্যামে তাশ্রীক্বের পর মক্কা শরীফে বা অন্য কোথাও রাখতে পারবেন। (তবে এই বাকী ৭টি রোযা স্বদেশে এসে রাখাই উত্তম)। প্রথম রোযাটি এমনভাবে রাখবেন, যাতে তৃতীয় রোযাটি হয় ৯ যিলহজ্ব অর্থাৎ আরাফার দিনে। কিন্তু রোযা রাখলে যদি দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাতে করে উকূফে আরাফায় ত্রুটি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে ৯ যিলহজ্বের আগেই রোযা তিনটি রাখা উত্তম। কারো কারো মতে, এধরনের দুর্বল লোকের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মাকরূহ। এসব রোযার নিয়ত রাত থেকে করতে

www.pathagar.com

হয়। প্রথম তিনটি রোযার অন্যতম শর্ত হলো ঃ ১০ যিলহজ্বের আগে রোযা রেখে শেষ করা। অন্যথায় ৯ যিলহজ্ব অতিবাহিত হয়ে গেলে আর রোযা রাখা যাবে না; বরং কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। সে সময় কোরবানী দেয়ার কোন সামর্থ না থাকলে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছেঁটে হালাল হতে হবে এবং পরে কোরবানীর দিনগুলোর মধ্যে দু'টি কোরবানী করতে হবে। এর একটি ক্বিরান হজ্বের এবং অপরটি কোরবানীর (দমে শোকর আদায়ের) পূর্বে মাথা মুণ্ডন করার জন্য। এছাড়া যদি কেউ আইয়্যামে নহরের পরে যবেহ্ করেন, তাহলে আইয়্যামে নহর থেকে দেরী করার কারণে তার উপর তৃতীয় আরেকটি 'দম' বা কোরবানী ওয়াজিব হবে। (মুআল্লিমুল হুজ্জাজ)

ক্বিরান ও তামাত্তু' আদায়কারী হাজীগণ কোরবানী (দমে শোকর আদায়) করার পর 'হলক্ব' বা ক্বসর করবেন। কেননা, ইহ্রাম খোলার জন্য এটা করা ওয়াজিব। এরপর গোসল করে সাধারণ পোশাক পরবেন। হজ্বের 'হলক্ব' মিনায় করা সুন্নত। আর হরমের সীমানার বাইরে 'হলক্ব' করলে 'দম' ওয়াজিব হবে।

ইফরাদ হজ্ব আদায়কারীগণ কোরবানী না করেও ইহ্রাম খোলার জন্য 'হলক্ব' বা 'ক্বসর' করতে পারবেন।

এ দিনে (১০ যিলহজ্ব) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তওয়াফে যিয়ারত। একে তওয়াফে হজ্বও বলে। হজ্বের শেষে মিনায় উপরোক্ত কাজগুলো শেষ করার পর হাজীগণকে পবিত্র কা'বা ঘরে গিয়ে এ তওয়াফে যিয়ারত করতে হয়।

মনে রাখতে হবে যে, তওয়াফে যিয়ারত ১০ তারিখে সম্ভব না হলে ১১ বা ১২ তারিখের মধ্যে অবশ্যই করতে হবে। মহিলারা হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তওয়াফে যিয়ারত করা তাদের জন্য নাজায়েয। মহিলারা যদি আইয়্যামে 'নহর' অর্থাৎ ১২ তারিখ পর্যন্ত ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র না হয় তাহলে তারা তওয়াফে যিয়ারত অবশ্যই দেরীতে করবে এবং এ দেরীর জন্য তাদের উপর কোন প্রকার 'দম' ওয়াজিব হবে না। তেমনি মহিলারা হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্রতার পর তওয়াফে যিয়ারত না করে দেশে ফিরে আসতে পারবে না। কেননা, এটা

www.pathagar.com

না করে ফিরে আসলে আজীবন ফরয তওয়াফ বাকী থাকবে। পরে পুনরায় মক্কা শরীফে এসে তওয়াফে যিয়ারত অবশ্যই করতে হবে। আর কোরবানী এবং হলক বা কসর ১২ তারিখ পর্যন্ত করা জায়েয আছে। উল্লেখ্য, ১১ তারিখ ইশার পর তওয়াফে ভিড় কম হয়।

১৩ যিল্‌হজ্ব

মিনায় ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করলে এ দিন দুপুরের পর পর্যায়ক্রমে ছোট জামরায়, মধ্যবর্তী জামরায় ও পরে জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বেই মোয়াল্লেমের গাড়ীতে মক্‌কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানার ব্যবস্থা করা হয়।

বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুকুম

হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধার পর কেউ যদি কোন শত্রু কর্তৃক কিংবা রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনা জনিত কারণে হজ্ব আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সে হরমের এলাকায় কোরবানী করার জন্য কোন হাদ্‌য়ি বা তার মূল্য পাঠিয়ে দিবে এবং যথা সময়ে পশু কোরবানী হয়ে যাওয়ার পর ইহ্‌রাম খুলে হালাল হবে। যদি হাদ্‌য়ি না পাঠিয়ে তার মূল্য পাঠিয়ে থাকে, তাহলে বাহক মক্কায় পৌঁছে নিজে পশু খরিদ করে উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তা কোরবানী করবে। পশু যবেহ্ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইহ্‌রাম খুলতে পারবে না। তাই হাদ্‌য়ি প্রেরণের সময় কোরবানী করবে বলে বাহকের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে। যেন উক্ত নির্ধারিত দিনে কোরবানী হয়ে যাওয়ার পর ইহ্‌রাম খোলা যায়।

প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পরে করণীয়

মুহ্‌সার (বাধাপ্রাপ্ত) ব্যক্তির হজ্ব পালনের পথে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পরে করণীয় হলো- হজ্বের সময় বাকী থাকলে এ বছরই (যে বছর বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে) হজ্ব সম্পন্ন করা। অন্যথায় পরবর্তী বছর তার কাযা করা।

যদি এ ব্যক্তি শুধু উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে, তাহলে কেবল উমরাহ্‌রই কাযা করবে। আর যদি শুধু হজ্বের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে, তাহলে

www.pathagar.com

হজ্ব ও উমরাহ্ উভয়ের কাযা করবে। অপর দিকে ক্বিরান তথা হজ্ব ও উমরাহ্ উভয়ের ইহ্রাম বেঁধে থাকলে, এক হজ্ব ও দুই উমরাহ্ কাযা করবে।

কেউ যদি হজ্ব অথবা উমরাহ্ কোন কিছুর নিয়ত ব্যতীত ইহ্রাম বাঁধার পর বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং হাদ্য়ি প্রেরণ পূর্বক হালাল হওয়ার পর প্রতিবন্ধকতা দূর হয়, তাহলে এ বছর হজ্বের সময় না থাকলে পরবর্তী বছর সে ইস্তিহসান হিসাবে একটি উমরাহ্ আদায় করবে। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, ইহ্রামের সময় নির্দিষ্টভাবে কোন কিছুর নিয়ত করেছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণে ভুলে গেছে এটা কি উমরাহ্র ইহ্রাম ছিল, না হজ্বের? তাহলে শুধু একটি হাদ্য়ি প্রেরণ করে হালাল হবে এবং পরে এক হজ্ব ও এক উমরাহ্র কাযা করতে হবে।

মুহ্সার ব্যক্তি যদি অবরুদ্ধ হওয়ার বছরই হজ্ব পালনে সক্ষম হয়, তাহলে তার কাযার নিয়তও করতে হবে না এবং কাযা স্বরূপ পৃথক উমরাহ্ও পালন করতে হবে না। অবশ্য অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি নফল হজ্বের ইহ্রাম বেঁধে থাকে, তাহলে পরবর্তী বছর শুধু তার জন্যই কাযার নিয়ত করা ওয়াজিব। ফরয হজ্বের জন্য নয়।

নাবালেগ ছেলেমেয়েদের হজ্ব

ছোট বা নাবালেগ বালক-বালিকার হজ্ব শুদ্ধ হবে। তবে তাদের হজ্ব ইসলামের ফরয হজ্ব হিসাবে গণ্য হবে না। সহীহ্ মুসলিম শরীফে আছে ঃ "নাবালেগ সন্তানের হজ্বের সওয়াব তাদের পিতা-মাতা পাবে।"

মনে রাখতে হবে, বালক-বালিকা যদি ভাল-মন্দ ও পাক-নাপাক না বুঝে, তবে তার অভিভাবক তার পক্ষে নিয়ত করে নিবে। তাদেরকেও সেলাই বিহীন কাপড় পরাবে এবং তাদের পক্ষ থেকে তালবিয়াহ্ পড়বে। এভাবেই তারা মুহরিম বলে গণ্য হবে। কাজেই বালেগ মুহরিমের জন্য যা নিষিদ্ধ তার জন্যও তা নিষিদ্ধ।

আর বালক-বালিকা যদি বোধশক্তি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ পাক-নাপাকির জ্ঞান রাখে, তবে তারা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে ইহ্রাম বাঁধবে এবং

www.pathagar.com

ইহরামের সময় ওই নিয়মগুলো পালন করবে যা বয়স্করা করে থাকে। হজ্ব সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় কাজগুলোর তত্ত্বাবধান করবে তাদের অভিভাবকগণ। চাই তারা পিতা হোক, মাতা হোক বা অন্য কেউ হোক। কংকর নিক্ষেপ প্রভৃতি যেসব কাজ করতে তারা অক্ষম, অভিভাবকগণ তাদের পক্ষ থেকে তা আদায় করবেন। এগুলো ছাড়া অন্যান্য কাজগুলো নিজেই করবে। যেমন- আরাফায় অবস্থান, মুয্দালিফা ও মিনায় রাত্রিযাপন, তওয়াফ এবং সাঈ করা। আর যদি নাবালেগ সন্তানরা তওয়াফ, সাঈ প্রভৃতি করতে অপারগ হয় সে অবস্থায় তাদেরকে বহন করে তওয়াফ এবং সাঈ করাবে।

এ ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হলো উভয়ের তওয়াফ ও সাঈ একত্রে সম্পাদন না করা। বরং বালক-বালিকার জন্য আলাদা তওয়াফ ও সাঈ-এর নিয়ত করবে এবং নিজের জন্য আলাদা তওয়াফ ও সাঈ করবে। ইবাদতের মধ্যে এটাই সাবধানতামূলক নীতি। তবে নাবালেগ বালক-বালিকার দ্বারা ইহরাম বিরোধী কাজ সংঘটিত হলে দম ওয়াজিব হবে না।

যে সকল কারণে হজ্বের কাযা ওয়াজিব হয়

হজ্বকার্য পালনের সময় নিম্ন বর্ণিত কারণসমূহ পাওয়া গেলে হজ্বের কাযা ওয়াজিব হয়। যথা-

(১) উকূফে আরাফা ছুটে যাওয়া।

(২) ইহ্সার তথা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে উকূফে আরাফা করতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

(৩) স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে হজ্ব ভঙ্গ করা।

(৪) হজ্বের ইহ্রাম বাঁধার পর ছেড়ে দেয়া।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

বদলী হজ্জের বয়ান

যিনি অন্যকে দিয়ে হজ্ব করাবেন তাকে মুনিব বা আমের, আর যাকে দিয়ে হজ্ব করানো হবে তাকে নায়েব বা মামূর বলা হয়। নায়েব বা মামূরকে দিয়ে শুধু এমন ব্যক্তিই হজ্ব করাতে পারে, যার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে অথচ সে হজ্ব আদায় করতে সক্ষম নয়। যদি নিজে সক্ষম হয়, তাহলে অন্যকে দিয়ে হজ্ব করালে হজ্ব আদায় হবে না।

নফল হজ্ব এবং উমরাহ্ অন্যের দ্বারা যে কোন অবস্থাতেই করানো জায়েয, চাই হজ্ব করানেওয়ালা নিজে সক্ষম হোক আর না হোক। শুধু মুসলমান আর সজ্ঞান ব্যক্তি হলেই অন্যকে দিয়ে তা করাতে পারবে।

যে ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয হল এবং আদায় করার সময়ও পেল, কিন্তু আদায় করল না এবং পরবর্তীতে আদায় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল, এমতাবস্থায় তাঁর উপর অন্যকে দিয়ে হজ্ব করানো ফরয। যদি জীবদ্দশায় হজ্ব করাতে না পারে তাহলে মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব।

আর যদি হজ্ব ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু আদায় করার সময় পেল না অথবা হজ্ব করতে যাওয়ার সময় পথে মৃত্যুবরণ করল, তখন তার থেকে হজ্ব মওকূফ হয়ে যাবে এবং তার উপর হজ্ব করানোর ওসিয়্যত করাও ওয়াজিব নয়। (মুআল্লিমুল হুজ্জাজ)

অক্ষম হওয়ার কারণসমূহ

যাবজ্জীবন বন্দী হওয়া, মৃত্যুবরণ করা, এমন রোগাক্রান্ত হওয়া যা জীবনে সুস্থ হওয়ার নয়, যেমন-অর্ধাংগ, অন্ধ ও লেংড়া হওয়া, কিংবা সওয়ারী বা গাড়ী-ঘোড়ায় ও উঁচু নিচু স্থানে উঠতে-নামতে অক্ষম হওয়া। মহিলার জন্য স্বামী বা উপযুক্ত বালেগ নির্ভরযোগ্য মাহরাম না থাকা। রাস্তা নিরাপদ না হওয়া। এ সকল অপারগতা মৃত্যু পর্যন্ত বাকী থাকা অক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত।

www.pathagar.com

বদলী হজ্বের শর্তসমূহ

নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া ব্যতিরেকে যদি অন্যকে দিয়ে হজ্ব করানো হয়, তাহলে হজ্ব আদায় হবে না।

১। যিনি স্বীয় হজ্ব করাবেন, প্রথমতঃ তার উপর হজ্ব ফরয হতে হবে। যদি কারো উপর হজ্ব ফরয না হতেই তিনি বদলী হজ্ব করান এবং পরে মালদার হন, তখন তার উপর পুনরায় হজ্ব করানো ওয়াজিব হবে। প্রথম হজ্ব নফল হবে- ফরয নয়।

২। হজ্ব ফরয হওয়ার পর অক্ষমতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই যদি কেউ অন্যকে দিয়ে হজ্ব করান, তার হজ্ব আদায় হবে না। এই হজ্ব করানোর পর যদি অক্ষমতা দেখা দেয় তখন দ্বিতীয়বার হজ্ব করাতে হবে। কেননা এখন বদলী হজ্বের হুকুম এসেছে। কারণ, আগে যেটা করানো হয়েছিল সেটা বদলী হজ্বের হুকুমভুক্ত সময়ে করানো হয়নি।

৩। মৃত্যু পর্যন্ত ওযর বাকী থাকা। মৃত্যুর পূর্বে যদি ওযর দূর হয়ে যায় এবং নিজেই হজ্ব পালনে সক্ষম হয়, তখন স্বশরীরে হজ্ব করা ওয়াজিব হবে। যদি অন্যকে দিয়ে হজ্ব করিয়ে থাকে, তবুও নিজের হজ্ব পুনরায় আদায় করতে হবে। তবে যদি দূরারোগ্য ব্যাধি হঠাৎ ভাল হয়ে যায়; যেমন- অন্ধত্ব দূর হয়ে গেল, প্যারালাইসিস রোগ ভাল হয়ে গেল, তাহলে আবার হজ্ব করা ওয়াজিব নয়।

৪। জীবিত ব্যক্তির অন্যকে নিজের হজ্ব করার নির্দেশ দেয়া। যদি কেউ মৃত্যুকালে হজ্ব করানোর ওসিয়্যত করে গিয়ে থাকে, তাহলে ওসিয়্যতকারী বা ওয়ারিসদের হুকুম করা (নির্দেশ দেয়া) শর্ত।

অবশ্য কোন ওয়ারিস যদি তার মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অথবা সন্তান স্বীয় মাতা-পিতার পক্ষ থেকে তাদের মৃত্যুর পর বিনা অনুমতিতেই হজ্ব করে থাকে, তাহলে তা জায়েয হবে। আর যদি মাইয়্যেত ওসিয়্যত না করে থাকে, এমতাবস্থায় ওয়ারিস বা অন্য কোন ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করলে, আশা করা যায় তার ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।

৫। হজ্বের সফরের খরচ নির্দেশদাতাকেই বহন করতে হবে। যদি কেউ এই সমঝোতা করে কাউকে পাঠান যে, আমিও কিছু দিব তুমিও কিছু দিয়ে

www.pathagar.com

হজ্ব করে আস, তখন যার অর্থ বেশী হবে তারই হজ্ব হবে।

৬। ইহ্রামের সময় নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে ইহ্রাম বাঁধতে হবে, যদি ইহ্রাম বাঁধার সময় শুধু হজ্বের নিয়ত করে এবং হজ্বের কার্য শুরু করার পূর্বে নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে নেয়, তাও দুরুস্ত হবে। আর যদি হজ্বের কার্য শুরু করার পর নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে, তাহলে নির্দেশদাতার হজ্ব হবে না এবং ওই হজ্বের কাজে ব্যয় করা অর্থ নির্দেশদাতাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

নিয়ত অন্তরে অন্তরে থাকলেই যথেষ্ট হবে । তবে মুখে এভাবে বলাও ভাল যে, আমি অমুকের পক্ষ থেকে হজ্ব করার ইহ্রাম বাঁধলাম। নির্দেশদাতার নাম ভুলে গেলে শুধু তার কথা স্মরণ করে নিয়ত করলেও হয়ে যাবে। নিদের্শদাতার যদি হজ্ব ফরয হয়ে থাকে, অথচ নায়েবকে তা বলা হয়নি, নায়েবও কোন নিয়ত করেনি এ অবস্থায় হজ্ব করে আসলে নির্দেশদাতার ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। আর যদি নায়েব নফল হজ্বের নিয়ত করে থাকে, তাহলে ফরয হজ্ব আদায় হবে না।

৭। শুধু এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করা। যদি দুই ব্যক্তির পক্ষ থেকে নিয়ত করে, তাহলে কারো হজ্ব হবে না। তখন হজ্ব আদায়কারীর পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় হবে এবং নির্দেশদাতাদ্বয়ের টাকা ফেরৎ দিতে হবে। হজ্ব করার পর একজনের জন্য তা নির্ধারিত করে দেয়াও গ্রহণযোগ্য হবে না।

আর যদি কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে কোন দুই ব্যক্তির পক্ষ থেকে অথবা মাতা-পিতা উভয়ের জন্য একই ইহ্রামে হজ্ব করার নিয়ত করে হজ্বের কার্য শুরু করার আগে বা পরে কারো জন্য খাস করে নেয় বা উভয়ের জন্যই নিয়ত রাখে, তা দুরুস্ত হবে। কেননা এ হজ্বের মালিক সে নিজেই। কাজেই সে যাকে বা যতজনকে এ হজ্বের সওয়াব দান করুক-না কেন, তা সে করতে পারে। তবে এতে মাতা-পিতার ফরয হজ্ব আদায় হবে না।

৮। শুধু এক হজ্বের ইহ্রাম বাঁধা। যদি প্রথম কারো পক্ষ থেকে ইহ্রাম বাঁধে এবং তারপর নিজের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় ইহ্রাম বাঁধে, তাহলে নির্দেশদাতার হজ্ব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বিতীয় ইহ্রাম বাতিল করে।

www.pathagar.com

৯। মামূর স্বয়ং আমেরের হজ্ব করা । আমের যদি কাউকে নির্দিষ্ট করে দেয়, অতঃপর সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি যদি কোন কারণবশতঃ অপর কোন ব্যক্তি দ্বারা হজ্ব করিয়ে দেয়, তবে এ হজ্ব হবে না। সে অবস্থায় উভয়েই জামিন হবে। অর্থাৎ মামূর ও দ্বিতীয় মামূর উভয়ে মিলে ব্যয়কৃত টাকা ফেরৎ দিতে হবে। আর যদি নির্দেশদাতা প্রথম থেকেই অনুমতি দিয়ে থাকেন যে, তুমি নিজে কর বা অন্যকে দিয়ে করাও আমার কোন আপত্তি নেই, তখন এরূপ করলে হজ্ব হয়ে যাবে। নির্দেশদাতার উচিত এ ধরনের এখতিয়ার দিয়ে রাখা, তাহলে কোন ওযর দেখা দিলে অন্তত অন্যকে দিয়েও হজ্ব করিয়ে নিতে পারবে।

১০। নির্দিষ্ট মামূর নির্ধারিত হওয়া। যদি নির্দেশদাতা এভাবে নির্ধারিত করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার হজ্ব করবে অন্য কেউ নয়, সে অবস্থায় যদি উক্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে অন্য কেউ হজ্ব করলে জায়েয হবে না। আর যদি এভাবে বলে যে, অমুক ব্যক্তি হজ্ব করবে, কিন্তু অন্য ব্যক্তি হজ্ব করতে পারবে না- এ কথা না বলে থাকে এবং সে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি মারা যায়, সে অবস্থায় অন্য কাউকে দিয়ে হজ্ব করিয়ে দিলে তা জায়েয হবে।

যদি কেউ ওসিয়্যত করে যায় যে, অমুক ব্যক্তি যেন আমার হজ্ব করে। এ অবস্থায় যদি উক্ত ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে ওয়ারিসগণ অন্য কাউকে দিয়ে হজ্ব করালেও তা জায়েয হবে। এমনকি মামূরের অস্বীকৃতি ছাড়াও যদি অন্যকে দিয়ে হজ্ব করানো হয়, তবুও জায়েয হবে।

১১। ওসিয়্যতকারীর বাসস্থান হতে হজ্ব করানো। যদি তার এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা সম্ভব হয় অথবা ওসিয়্যতকারীর নিজ মীকাত থেকে কাউকে দিয়ে ওই এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা হজ্ব করানো সম্ভব হয়।

১২। যানবাহনে চলাচল করে হজ্ব করা। যদি এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা সম্ভব হয়। আর যদি কেউ পায়ে হেঁটে হজ্ব করে তাহলে নির্দেশদাতার হজ্ব হবে না। তখন মামূরের জন্য আমেরকে টাকা ফেরৎ দেয়া ওয়াজিব হবে। তবে যদি পায়ে হাঁটার দরুন খরচ কিছু কম হয়ে থাকে তাহলে জায়েয হবে।

www.pathagar.com

খরচ এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে অধিকাংশকে মূল্যায়ন করা হবে, যদি অধিকাংশ খরচ আমেরের পক্ষ থেকে করে থাকে অথবা অধিকাংশ পথ যানবাহনে চলে থাকে, তাহলে হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় আদায় হবে না।

১৩। হজ্ব অথবা উমরাহ্ যেটা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয় সেটাই করা। তার বেশী কিছু করলে হজ্ব হবে না। যেমন, কাউকে হজ্ব করার হুকুম করা হল, সে প্রথমে উমরাহ্ করার পর মীকাতে ফিরে এসে পুনরায় হজ্বের ইহ্রাম বেঁধে হজ্ব করল, (সে বছরই বা তার পরবর্তী বছর) তখন নির্দেশদাতার হজ্ব হবে না।

১৪। আমেরের বিরোধিতা না করা। আমের যদি ইফরাদের অর্থাৎ শুধু হজ্বের হুকুম করে থাকে, আর মামূর তামাত্তু' করে, তাহলে বিরোধিতা হবে এবং জরিমানা দিতে হবে। আর তখন হজ্ব মামূরের পক্ষ থেকে আদায় হবে। এভাবে যদি ক্বিরান হজ্ব করে তবুও বিরোধিতা হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে যদি আমেরের নির্দেশে করা হয় তাহলে জায়েয হবে। কিন্তু ক্বিরানের 'দম' মামূরকে নিজ পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। আমেরের টাকা থেকে দম দেয়া জায়েয হবে না এবং তামাত্তু' করা অনুমতিক্রমেও জায়েয হবে না। যদি অনুমতিক্রমে তামাত্তু' করে তাহলে মামূরের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। অপরদিকে আমেরের হজ্বও হবে না।

১৫। মামূর কর্তৃক হজ্বকে বিনষ্ট না করা। যদি উকূফে আরাফার পূর্বে সহবাসের মাধ্যমে হজ্ব বিনষ্ট করে দেয়, তাহলে আমেরের হজ্ব আদায় হবে না। ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে এবং হজ্ব বিনষ্টের কাযা মামূরের নিজ মাল দ্বারা আদায় করা ওয়াজিব হবে এবং কাযাও মামূরের পক্ষ থেকে গণ্য হবে। ওই কাযা দ্বারা আমেরের হজ্ব আদায় হবে না। আমেরের জন্য যদি হজ্ব করতে চায় তাহলে অন্য হজ্ব করতে হবে।

১৬। হজ্ব ছুটে না যাওয়া। যদি হজ্ব ছুটে যায়, তাহলে আমেরের হজ্ব হবে না। যদি মামূরের অলসতার কারণে বা তার কাজের দরুন হজ্ব ছুটে

www.pathagar.com

যায়, তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ছুটে থাকে তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

১৭। আমের-মামূর উভয়েই মুসলমান হওয়া।

১৮। আমের-মামূর উভয়েই আকেল (বিবেকসম্পন্ন) হওয়া।

১৯। মামূরের এতটুকু জ্ঞান থাকা যে, হজ্বের সমস্ত কাজ বুঝে-শুনে করতে পারে।

বিনিময়ের ভিত্তিতে হজ্ব করা বা করানো জায়েয নেই। এ জন্যে এমন শব্দ দ্বারা যেন নির্দেশ দেয়া না হয়, যাতে বিনিময় বুঝা যায়। কিন্তু যদি কেউ বিনিময়ের উপর হজ্ব করে, তাহলে হজ্ব আমেরেরই হবে এবং মামূর থেকে বিনিময় ফিরিয়ে নেয়া যাবে। মামূরকে শুধু খরচ পরিমাণ টাকা দিয়ে দিতে হবে।

যে ব্যক্তি নিজের হজ্ব করেনি, সে যদি অন্য কারো পক্ষ থেকে হজ্ব করে, তাহলে হজ্ব হয়ে যাবে; কিন্তু মাকরূহ হবে। এমন ব্যক্তি দ্বারা হজ্ব করানো উচিত, যিনি আলেম এবং মাসায়েল সম্পর্কেও খুব ওয়াকেফহাল, আর নিজ ফরয হজ্বও আদায় করেছেন।

বদলী হজ্ব শেষে মামূর ব্যক্তির আমেরের দেশে প্রত্যাবর্তন করা উত্তম, যদি কোন মামূর মক্কা মুকাররমায় (বৈধভাবে) থেকে যায়, তাতেও কোন দোষ নেই।

বদলী হজ্বকারীর খরচ

বদলী হজ্বকারীকে এ পরিমাণ পথ খরচ দিতে হবে, যেন সে আমেরের দেশ থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত মধ্যমভাবে যাওয়া-আসা করতে পারে। খরচ একেবারে কমও করবে না আবার অতিরিক্তও করবে না। সফর শেষে যদি টাকা বেঁচে যায় তা আমেরকে ফেরৎ দিতে হবে, আর যদি কিছু অতিরিক্ত লাগে আমেরের তাও মামূরকে দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি আমের তা ফেরৎ না নেন, তাহলে সে টাকা মামূরের জন্য হালাল হবে।

www.pathagar.com

মক্কা শরীফে যিয়ারতের স্থানসমূহ

১। হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর যে গৃহে হযরত ফাতেমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন এবং হিজরতের সময় পর্যন্ত হুযূর (সাঃ) যেখানে বসবাসরত ছিলেন। কোন কোন উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, এ স্থানটি মক্কা মুকার্‌রমার মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থান থেকে উত্তম। একসময় সেখানে মসজিদে আবূ বকর সিদ্দীক ছিল। বর্তমানে এর কোন চিহ্ন নেই।

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মস্থান; যা বায়তুল্লাহ শরীফের পূর্ব দিকে 'শিআবে আলীতে' অবস্থিত।

৩। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর গৃহ; যেখানে দু'খানা পাথর ছিল। এর একটি হুযূর (সাঃ)-কে সালাম করেছিল, অপরটিতে হুযূর (সাঃ) নিজে হেলান দিয়ে বসতেন।

৪। হযরত আলী (রাঃ)-এর জন্মস্থান; যা শিআবে বনী হাশেমে অবস্থিত।

৫। দ্বারে আরকাম। যেখানে হযরত উমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত স্থানকে বর্তমানে সাফার মধ্যে শামিল করে নেয়া হয়েছে।

কবরস্থান

জান্নাতুল মা'লা ঃ জান্নাতুল মা'লা হল মক্কা মুকাররমার কবরস্থান। এটি জান্নাতুল বাকী' অর্থাৎ, মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান ব্যতীত সকল কবরস্থান হতে উত্তম। এর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। জান্নাতুল মা'লায় উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদিজা (রাঃ) সহ সাহাবা, তাবেয়ীন এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের যিয়ারতের নিয়তে গমন করবেন এবং সেখানে সুন্নতের খেলাফ কোন কাজ করবেন না।

কবর যিয়ারতের দোয়া ঃ

যখন কোন কবরের নিকট গমন করবেন, তখন এ দোয়াসহ সালাম পাঠ করবেন ঃ

www.pathagar.com

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَنَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম দারা কাউমিম মুমেনীন ওয়া ইন্না ইন্‌-শাআল্লাহু বেকুম লাহেকূন। ওয়া নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াতা।

অর্থ ঃ আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে ঈমানদার ঘরবাসী! আমরা আল্লাহ্ চাহেন তো অচিরেই আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহ্র দরগাহে আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

মক্কা শরীফের পবিত্র পাহাড়সমূহ

গারে ছওর (ছওর পাহাড়) ঃ মক্কা শরীফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এ পাহাড়ে তিন রাত্র অবস্থান করেছিলেন। এর চূড়ায় প্রায় এক মাইল উঁচুতে একটি গুহা আছে।

গারে হেরা ঃ মক্কা শরীফ থেকে মিনায় যেতে বাম দিকে পড়ে। এ গুহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের পূর্বে ইবাদত করতেন। এ স্থানে সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছিল।

জাবালে আবূ কুবায়েস (আবূ কুবায়েস পাহাড়) ঃ বায়তুল্লাহ্র সম্মুখে সাফা পাহাড় হয়ে উপরের দিকে উঠে যাওয়া অনুচ্চ পাহাড়টি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, উক্ত স্থানে শাক্কুল কামার (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত) হয়েছিল। কিন্তু বোখারী শরীফের বর্ণনায় বুঝা যায়, শাক্কুল কামার মিনাতে হয়েছিল। জাহেলিয়াতের যুগে ওই পাহাড়ের নাম ছিল 'আমীন'। কেননা, নূহ (আঃ)-এর প্রলয়ের সময় থেকে হাজারে আসওয়াদ উক্ত পাহাড়েই রাখা ছিল। আবূ কুবায়েস নামক এক ব্যক্তি যখন ওই পাহাড়ের উপর বাড়ী করে বসবাস করতে লাগল, তখন মানুষ উক্ত পাহাড়কে জাবালে আবি কুবায়েস বলে অভিহিত করতে থাকে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সকল পাহাড়ের আগে এই পাহাড়কে সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

বিদায়ী তওয়াফ

বহির্বিশ্ব ও মীকাতের সীমানার বাইরে থেকে আগত হাজীদের জন্য দেশে ফেরৎ আসার পূর্বে বিদায়ী তওয়াফ করা জরুরী। ইফরাদ, ক্বিরান বা তামাত্তু' যে প্রকারের হজ্বই আদায় করুক না কেন, এসব হাজীগণ বিদায়ী তওয়াফ না করলে জরিমানার দম দিতে হবে। কেননা, বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব। হজ্ব শেষ করে যখন মক্কা শরীফ থেকে সফর করার ইরাদা করবেন, তখনই বিদায়ী তওয়াফ করবেন। অন্যান্য তওয়াফের ন্যায় বিদায়ী তওয়াফ করে দু'রাকআত নামায আদায় করবেন। সম্ভব হলে বায়তুল্লাহ শরীফের দরজায় এবং মুলতাযামে গিয়ে দোয়া ও কান্নাকাটি করবেন। বিশেষ করে ঈমান, নেক আমল, নিজের ও পরিবারবর্গের জীবনে বার বার হজ্ব নসীব হওয়ার এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য দোয়া করবেন। এরপর বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মায়া ভরা দৃষ্টি রেখে পড়বেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى الْعَوْدَ بَعْدَ الْعَوْدِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ اِلٰى بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمَقْبُوْلِيْنَ عِنْدَكَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ اِنْ جَعَلْتَهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ فَعَوِّضْنِىْ عَنْهُ الْجَنَّةَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান মুবারাকান ফীহে, আল্লাহুম্মারযুকনীল আ'ওদা বা'দাল আ'ওদি আলমাররাতা বা'দাল মাররাতি ইলা বাইতিকাল হারামে অজআলনী মিনাল মাকবুলীনা ইনদাকা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরামে। আল্লাহুম্মা লা-তাজআলহু আখেরাল আ'হদে

www.pathagar.com

মিন বাইতিকাল হারাম, ইন জাআ'লতাহু আখেরাল আ'হদে ফাআও'য়েয্‌নি আনহুল জান্নাতা ইয়া আরহামার রাহেমীন। ওয়াসাল্লাল্লাহু আ'লা খাইরে খালকিহি মুহাম্মাদিওঁ ওয়াআলিহি ওয়াসাহবিহি আজমাঈন।

অর্থ ঃ "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, অসংখ্য বরকতময় ও উচ্চ পর্যায়ের প্রশংসা। আয় আল্লাহ্! আমাকে আপনার পবিত্র ঘরে বারবার আসার তওফীক দিন। হে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ্! আমাকে আপনার প্রিয়পাত্র বানিয়ে নিন। আয় আল্লাহ্! আপনার পবিত্র ঘরে এ যেন আমার শেষ সাক্ষাৎ না হয়। একান্ত যদি তাই হয়, হে দয়াময় প্রভূ! তবে তার বদলে আমাকে বেহেশত দান করুন।"

তওয়াফের পর স্বাভাবিক অবস্থায় হারাম শরীফ থেকে বের হয়ে আসবেন। অনেকে বিদায়ী তওয়াফ করে বের হয়ে আসার সময় বায়তুল্লাহ শরীফকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে উল্টো চলতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হয়, এমন করা ঠিক নয়।

কোন কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ বিদায়ী তওয়াফের পর আর হারাম শরীফে যান না। অথচ সুযোগ থাকলে বিদায়ী তওয়াফের পরও নামায ও তওয়াফের জন্য হারাম শরীফে যাওয়া উচিত। ইচ্ছা করলে মক্কা শরীফ ত্যাগ করার পূর্বে শেষবারের মত নফল তওয়াফ করে আসতে পারেন।

দমে জিনায়াত বা ক্ষতিপূরণ

'জিনায়াত' শব্দটি 'জিনায়াতুন'-এর বহুবচন। জিনায়াত-এর আভিধানিক অর্থ অপরাধ এবং ভুল-ত্রুটি। হজ্বের ক্ষেত্রে এমন প্রত্যেকটি কাজকে জিনায়াত বলা হয়, যেসব কাজ করা ইহ্‌রামের অবস্থায় অথবা হরমের জন্য নিষিদ্ধ। ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজ ৮টি ঃ

১। সুগন্ধি ব্যবহার করা, ২। সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা, ৩। মাথা ও মুখ আবৃত করা, ৪। চুল বা পশম পরিস্কার করা, (এমনিভাবে নিজের শরীর থেকে উকুন মারা বা অপসারিত করা,) ৫। নখ কাটা, ৬। সহবাস করা, ৭। হজ্বের ওয়াজিবসমূহ হতে কোন কিছু ছেড়ে দেয়া, ৮। স্থলজ প্রাণী শিকার করা।

হরমের নিষিদ্ধ কাজ ২টি- ১। হরমের কোন প্রাণী শিকার করা অথবা তাকে কষ্ট দেয়া, ২। হরমের বৃক্ষ অথবা ঘাস কর্তন করা।

www.pathagar.com

সাধারণ নীতিমালা

প্রথমেই কিছু মূলনীতি জেনে রাখা উচিত। এতে জিনায়াতের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জিত হবে। বরং এসব বিষয় কণ্ঠস্থ করে ফেলা উচিত।

নিয়ম-১ ঃ যদি কোন নিষিদ্ধ কর্ম বিনা ওযরে সংঘটিত হয় এবং সেই কাজটি পরিপূর্ণরূপেই সম্পাদন করা হয়, তাহলে দম অবশ্যই ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যদি বিনা ওযরে অসম্পূর্ণরূপে করা হয়, তাহলে শুধু সদকাই ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি ওযরবশত অসম্পূর্ণভাবে করা হয়, তবে রোযা অথবা সদকা ওয়াজিব হবে এবং যেটি ইচ্ছা আদায় করলেই চলবে।

নিয়ম-২ ঃ হরমের নিষিদ্ধ কাজ এবং স্থলজ প্রাণী শিকারের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে এখ্‌তিয়ার রয়েছে। তার সমমূল্যের প্রাণী ক্রয় করে যবেহ্ করবে যদি ওই টাকায় প্রাণী ক্রয় করা যায়। অথবা তার মূল্য সদকা করে দিতে হবে অথবা তার পরিবর্তে রোযা রাখতে হবে।

নিয়ম-৩ ঃ ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হলে 'ক্বিরান' পালনকারীর উপর উমরাহ্ আদায় করার পূর্বে দু'টি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। কেননা, তার দু'টি ইহ্‌রাম থাকে। আর মুফ্‌রিদের উপরে একটি মাত্র ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। অবশ্য ক্বারিন যদি বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করেন, তবে শুধু একটি দমই ওয়াজিব হবে।

নিয়ম-৪ ঃ যে জায়গায় ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গে 'দমে মুতলক' বলা হয়, সেখানে তা দ্বারা একটি বকরী অথবা একটি ভেড়া অথবা একটি মেষকে বুঝানো হয়ে থাকে। গরু অথবা উটের সপ্তম অংশও এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। 'দম'-এর মধ্যে কোরবানীর যাবতীয় শর্তই বিবেচ্য।

আস্ত উট অথবা গরু মাত্র দু' ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়। (এক) জানাবত কিংবা হায়েয অথবা নেফাস অবস্থায় তওয়াফ করলে। (দুই) উকূফে আরাফার পরে মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে।

নিয়ম-৫ ঃ যে জায়গায় সাধারণভাবে 'সদকা' বলা হয়, সেখানে এর দ্বারা পৌনে দু'সের গম অথবা সাড়ে তিন সের যব বুঝানো হয়। আর যে জায়গায় সদকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, সে ক্ষেত্রে সেই বিশেষ পরিমাণই উদ্দেশ্য করা হয়। সদকার পরিমাণ আশি তোলার সেরের হিসেবে সাড়ে তিন সের হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

নিয়ম-৬ ঃ হজ্বের ওয়াজিবসমূহ যদি বিনা ওযরে ছুটে যায়, তবে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। আর যদি ওযরবশত বাদ পড়ে, তবে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না।

ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার জন্য মুসলমান, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। কাফের, পাগল ও না-বালেগের উপর কিংবা তাদের পক্ষ হতে তাদের অভিভাবকদের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। অবশ্য কেউ যদি ইহ্‌রামের পরে পাগল হয়ে যায় এবং তারপর কয়েক বছর পরে হলেও সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের ক্ষতিপূরণ এবং কাফ্‌ফারা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু শেষ জীবনে যখন মৃত্যুর প্রবল আশঙ্কা বিরাজ করে, তখন আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি বিলম্ব করা হয়, তাহলে গুনাহ্ হবে এবং ওসিয়্যত করা ওয়াজিব হবে। যদি উত্তরাধিকারীরা ওসিয়্যত ছাড়াই ক্ষতিপূরণ আদায় করে, তবে আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য উত্তরাধিকারীর জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে রোযা রাখা জায়েয নয়। কাফফারাসমূহ যথাশীঘ্র আদায় করাই উত্তম।

মাসআলা ঃ নিষিদ্ধ কর্ম কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে করুক অথবা ভুলক্রমে, মাসআলা জানুক অথবা না জানুক, স্বেচ্ছায় করুক অথবা কারও চাপের মুখে বলপূর্বক করুক, ঘুমন্ত অবস্থায় করুক কিংবা জাগ্রত অবস্থায়, ধনী হোক অথবা দরিদ্র, নিজে করুক অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় করুক, সক্ষম হোক বা অক্ষম, সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করা বিরাট গুনাহ। এর ক্ষতিপূরণ আদায় করলেও গুনাহ মাফ হয় না। গুনাহ্ মাফ হওয়ার জন্য খালেস তওবা করা জরুরী। নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করলে হজ্ব মাবরূর হয় না। অর্থাৎ মকবূল হজ্বের সওয়াব পাওয়া যায় না।

সুগন্ধি এবং তেল ব্যবহার করা

প্রত্যেক এমন বস্তুকে সুগন্ধি বলা হয়, যার মধ্যে উত্তম ঘ্রাণ পাওয়া যায় এবং একে সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং তা দ্বারা সুগন্ধি তৈরী করা হয়; আর জ্ঞানী-গুণীরা একে সুগন্ধ বা খুশবু হিসাবে গণ্য করেন যেমন-মৃগনাভি, কর্পূর, আম্বর, চন্দন, গোলাপ, যাফ্‌রান, কুসুম, মেহেদী,

www.pathagar.com

গুল বনফ্‌শা, চামেলী, বেলী, নার্গিস, তিলের তেল, যয়তুনের তেল, খত্‌মী, আগর এবং আরো অন্যান্য আতর ও সুগন্ধি বস্তু।

খুসবু লাগানোর অর্থ শরীর অথবা কাপড়ে এমনভাবে সুগন্ধি লেগে যাওয়া, যাতে শরীর অথবা কাপড় হতে সুগন্ধি আসতে থাকে। যদিও খুশবুর কোন অংশ লেগে না থাকে।

মাসআলা ঃ ফুল এবং সুগন্ধিযুক্ত ফল শুঁকার কারণে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু শুঁকা মাক্‌রূহ।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে খুশবু লাগানো হোক অথবা ভুলক্রমে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, জবরদস্তিক্রমে অথবা স্বেচ্ছায়–প্রত্যেক অবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ শরীর, লুঙ্গি, চাদর, বিছানা এবং কাপড়-চোপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ। এমনিভাবে সুগন্ধিযুক্ত খেযাব, ওষুধ অথবা তেল লাগানো অথবা কোন সুগন্ধিযুক্ত বস্তু দ্বারা শরীর অথবা চুল ধৌত করা অথবা খাওয়া ও পান করা সবই নিষিদ্ধ।

মাসআলা ঃ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই ইহ্‌রামের অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা নাজায়েয।

মাসআলা ঃ যদি কোন সুস্থমস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক মুহরিম কোন পূর্ণাঙ্গ অঙ্গে যেমন ঃ মাথা, গোড়ালী, মুখমণ্ডল, দাড়ি. উরু, হাত, হাতের তালু প্রভৃতির উপরে সুগন্ধি ব্যবহার করেন অথবা এক অঙ্গের চেয়ে বেশী অংশে ব্যবহার করেন, তবে দম ওয়াজিব হবে। যদিও ব্যবহারের সাথে সাথে দূর করে ফেলেন অথবা ধৌত করেন। আর যদি পূর্ণ অঙ্গের উপরে না লাগিয়ে অল্প অথবা অধিকাংশের উপরে সুগন্ধি ব্যবহার করেন অথবা কোন ছোট্ট অঙ্গ যেমন ঃ নাক, কান, চক্ষু, আঙ্গুল, কব্জি, প্রভৃতির উপরে লাগান, তাহলে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ অঙ্গ ছোট-বড় হওয়ার বিবেচনা তখন করতে হবে, যখন সুগন্ধি অল্প হবে। যদি বেশী হয়, তাহলে যদি কেউ বড় অংগের অল্প অংশে অথবা ছোট অঙ্গেও লাগায়, তবুও দম ওয়াজিব হবে। 'অল্প' এবং বেশী' এটি সর্ব সাধারণের প্রচলন অনুযায়ী সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ, যা সাধারণের প্রচলনে 'বেশী' তা বেশী বলে বিবেচিত হবে এবং যা সাধারণের প্রচলনে 'অল্প' তা অল্প বলে সাব্যস্ত হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ ইহ্‌রামের নিয়ত করার পূর্বে খুশবু লাগান এবং

www.pathagar.com

তারপর তা অন্য অঙ্গে লেগে যায়, তাহ্‌লে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না এবং তা শুঁকাও মাকরূহ্‌ হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে আতর লাগান এবং ইহ্‌রামের পর তার সুগন্ধি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই, তা যত দীর্ঘকালই স্থায়ী থাকুক না কেন।

মাসআলা ঃ যদি কেউ এক জায়গায় বসে সারা দেহে সুগন্ধি লাগান, তবে শুধু একটি দমই ওয়াজিব হবে। আর যদি বিভিন্ন স্থানে লাগান, তবে প্রত্যেক স্থানের জন্য স্বতন্ত্র দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ দেহের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সুগন্ধি লাগান এবং সব জায়গাকে একত্রিত করলে একটি বড় অঙ্গের সমান হয়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। নতুবা ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা হাতের তালুতে মেহেদী লাগান, তাহ্‌লে দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ আতরের দোকানে বসাতে কোন দোষ নাই। অবশ্য শুঁকার নিয়তে বসা মাকরূহ।

মাসআলা ঃ যদি এক মুহ্‌রিম অন্য মুহরিমকে সুগন্ধি লাগিয়ে দেন তাহলে যিনি সুগন্ধি লাগিয়ে দিবেন তার উপরে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। যিনি অন্যকে দিয়ে নিজ দেহে সুগন্ধি লাগাবেন, তার উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যও লাগানো হারাম।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কাপড়ে সুগন্ধি লাগান অথবা সুগন্ধি লাগানো কাপড় পরিধান করেন, আর তা আধা বর্গহাত পরিমিত স্থান অথবা ততোধিক স্থানে লাগানো হয়ে থাকে এবং তা পূর্ণ একদিন অথবা পূর্ণ এক রাত পরিধান করে থাকেন, তাহ্‌লে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি আধা হাত অপেক্ষা কম জায়গায় লাগানো হয় অথবা পূর্ণ এক দিন অথবা একরাত পরিধান করা না হয়, তবে শুধু সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি সুগন্ধি লাগানো কাপড় এমনভাবে সেলাই করা হয়, যা মুহ্‌রিমের জন্য পরিধান করা নিষিদ্ধ; তা পরিধান করলে দু'টি নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হবে।

(এক) সুগন্ধি লাগানো এবং (দুই) সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান। এ কারণে তার উপরে দু'টি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ যদি কেউ চাদর অথবা লুঙ্গির প্রান্তে কর্পূর, আম্বর, মৃগনাভি প্রভৃতি কোন সুগন্ধি বেঁধে নেন এবং এর সুগন্ধি বেশী হয় তবে পূর্ণ একদিন ও একরাত বাঁধা থাকলে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি সুগন্ধি অল্প হয় অথবা পূর্ণ একদিন ও একরাত বাঁধা না থাকে, তাহলে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ যাফ্‌রান অথবা কুসুম দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পূর্ণ একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তবে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি তদপেক্ষা কম সময় পরিধান করেন, তবে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কাপড়ে ধুপ-ধুনা দেন এবং এতে কাপড়ে খুব বেশী সুগন্ধি লেগে যায়, আর তা একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তবে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি অল্প লেগে থাকে অথবা পূর্ণ একদিন অথবা একরাত পরিধান না করেন, তবে সদকা দিতে হবে। আর যদি মোটেও সুগন্ধি না লাগে, তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ এমন কোন গৃহে প্রবেশ করেন যেখানে ধুপ-ধুনা দেয়া হয়েছিল এবং তাতে যদি কাপড়ে সুগন্ধি অনুভূত হতে থাকে, কিন্তু সুগন্ধি কাপড়ে মোটেও না লাগে, তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ মুহ্‌রিমের জন্য যাফ্‌রান বা কুমুস রঞ্জিত তাকিয়া বা বালিশে ঠেস দেয়া মাক্‌রূহ।

মাসআলা ঃ সুগন্ধির কারণে যখন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে, তখন শরীর এবং কাপড় হতে সুগন্ধি দূরীভূত করা ওয়াজিব। যদি কাফ্‌ফারা আদায় করার পরও তা শরীর হতে অপসারিত করা না হয়, তবে দ্বিতীয় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। যদি কোন গায়ের মুহ্‌রিম ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, তাহলে তাকে দিয়ে সেই সুগন্ধি ধৌত করাবেন, নিজে ধৌত করবেন না। অথবা নিজে পানি ঢালবেন, কিন্তু হাত লাগাবেন না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ প্রচুর পরিমাণ সুগন্ধি খেয়ে ফেলে অর্থাৎ এতবেশী খেল যে, মুখের অধিকাংশ স্থানেই তা লেগে যায়, তবে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু তা তখনই হবে, যখন সরাসরি সুগন্ধি ভক্ষণ করবে। আর যদি কেউ খাদ্যের সঙ্গে সুগন্ধি মিশিয়ে রান্না করে, তবে সুগন্ধির প্রাধান্য থাকলেও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি খাদ্যবস্তু রান্না করা না হয় তবে তার ব্যাখ্যা এই যে, যদি তাতে সুগন্ধি বস্তুর প্রাধান্য থাকে, তবে এতে সুগন্ধি না থাকলেও দম ওয়াজিব হবে। আর যদি

www.pathagar.com

সুগন্ধির প্রাধান্য না থাকে, তাহলে সুগন্ধি পাওয়া গেলেও দম অথবা সদকা কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু মাক্রূহ হবে।

মাসআলা ঃ এলাচি-দারচিনি প্রভৃতি গরম মসলার সমন্বয়ে খাদ্য-দ্রব্য রান্না করা এবং তা ভক্ষণ করা জায়েয।

মাসআলা ঃ যদি কেউ পানীয় দ্রব্য যেমন ঃ চা, কফি প্রভৃতিতে সুগন্ধি মিশান, তবে যদি খুশবু প্রাধান্য পায়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি প্রাধান্য না পায়, তবে সদকা দিতে হবে। কিন্তু যদি এমন পানীয় একাধিকবার পান করে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। পানীয় দ্রব্যে খুশবু মিশিয়ে পাক করলে হুকুমের কোন পার্থক্য হয় না অর্থাৎ পানীয় দ্রব্যে খুশবু মিশিয়ে পান করলে তা রান্না করা হোক অথবা না হোক সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ লেমন, সোডা অথবা অন্য কোন পানির বোতল অথবা শরবত– যাতে খুশবু মিশানো হয়নি, তা ইহ্রামের অবস্থায় পান করা জায়েয। আর যে বোতলে খুশবু মিশানো হয় এবং যদিও তা নামেমাত্র হয়, তবে তা পান করলে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি উশ্নান (এক প্রকার ঘাস) হতে এত ঘ্রাণ বের হয় যে, দর্শক একে উশ্নান অথবা সাবান বলে মনে করে, তাহলে সদকা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি কেউ কয়েকবার ব্যবহার করে, অথবা দর্শক একে খুশবু বলে মন্তব্য করে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। খাঁটি সাবান দ্বারা ধৌত করলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ পানের সহিত লং, এলাচি প্রভৃতি খাওয়া মাক্রূহ। তবে এ জন্য কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ সুগন্ধি বস্তু ওষুধ হিসাবে লাগায় অথবা যদি এমন ওষুধ লাগায় যাতে সুগন্ধির প্রাধান্য থাকে এবং তা রান্না করা না হয়, এমতাবস্থায় যদি তা একটি বড় অঙ্গের সমান অথবা তদপেক্ষা বেশী না হয়, তবে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন যখমের উপর কয়েকবার সুগন্ধিযুক্ত ওষুধ লাগায় অথবা ওই স্থানে অন্য আরেকটি যখম হয়ে যায় এবং এর উপরেও ওষুধ লাগায় অথবা অন্য আরো কোন স্থান যখম হয়ে যায় এবং প্রথম যখম ভাল না হয় এবং উভয় যখমের উপরেই ওষুধ লাগায়, তাহলে উভয়ের জন্য একই ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হবে। আর যদি প্রথম যখম ভাল হওয়ার পর

www.pathagar.com

দ্বিতীয় যখম হয় এবং তার উপরে সুগন্ধি লাগায়, তাহলে এর জন্য দ্বিতীয় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ যয়তুন অথবা তিলের খাঁটি তেল শরীরের কোন বড় অঙ্গে অথবা এর চেয়ে বেশী অংশে সুগন্ধিস্বরূপ লাগায়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি একে খেয়ে ফেলে অথবা ওষুধস্বরূপ লাগায়, তাহলে ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ যয়তুন অথবা তিলের তেল যখমের উপরে অথবা হাত-পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে লাগায় অথবা নাক-কানে প্রবেশ করায়, তাহলে দম অথবা সদকা কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি তিল অথবা যয়তুনের তেলে সুগন্ধি থাকে, যেমন ঃ গোলাপ অথবা চামেলী প্রভৃতি ফুল মিশানো হয় এবং একে গোলাপ অথবা চামেলীর তেল বলে অভিহিত করা হয়, অথবা অন্য কোন প্রকার সুগন্ধিযুক্ত তেল কোন পূর্ণ অঙ্গে লাগানো হয়, তবে দম ওয়াজিব হবে এবং তদপেক্ষা কম পরিমিত স্থানে লাগালে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ সুগন্ধিহীন সুরমা লাগানো জায়েয। সুগন্ধিযুক্ত হলে সদকা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কেউ যদি দু'বারের বেশী লাগান, তবে দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ সারা মাথা অথবা মাথার এক চতুর্থাংশ মেহেদী দ্বারা খেযাব করেন এবং হাল্কা করে মেহেদী লাগায়, তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি খুব গাঢ় করে লাগায় এবং সারা দিন অথবা সারা রাত তা লেগে থাকে, তাহলে দু'টি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এক দিন অথবা এক রাতের কম সময় লাগানো থাকে তাহলে একটি দম এবং একটি সদকা ওয়াজিব হবে। একটি দম খুশবু লাগানোর কারণে এবং অপরটি মস্তক আবৃত করার কারণে। এটি পুরুষদের জন্য হুকুম। মহিলাদের বেলায় শুধু একটি দমই ওয়াজিব হবে। কারণ, তাদের জন্য মস্তক আবৃত করা নিষিদ্ধ নয়।

মাসআলা ঃ সমস্ত দাড়ি অথবা সম্পূর্ণ হাতের তালুতে মেহেদী লাগালে দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ নীলের খেযাব যদি এত গাঢ় হয় যে, মাথা আবৃত হয়ে যায় এবং একদিন অথবা একরাত লাগানো থাকে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। আর তদপেক্ষা কম সময়ের জন্য সদকা ওয়াজিব হবে। তবে যদি হাল্কা

www.pathagar.com

করে লাগায় তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।। তবুও সদকা আদায় করা উত্তম।

মাসআলা ঃ কেউ মাথা ব্যথার জন্য খেযাব লাগালেও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ কেউ যদি ইহ্‌রামরে পূর্বে মাথায় আঠা অথবা অন্য কোন বস্তু এত গাঢ় করে লাগায় যে, মাথা আবৃত হয়ে যায়, তবে ইহ্‌রামের অবস্থায় তা বহাল রাখা জায়েয হবে না। অবশ্য অল্প-স্বল্প কোন বস্তু- যা দ্বারা আবৃত হয় না, ইহ্‌রাম আরম্ভ করার সময় হাল্‌কাভাবে লাগানো জায়েয, কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধার পরে এই অল্প পরিমাণ লাগানোও মাক্‌রূহ।

সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা

পুরুষের জন্য ইহ্‌রামের অবস্থায় যে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ তা দ্বারা এমন সব কাপড় বুঝানো হয়, যা পূর্ণ দেহের অথবা কোন অঙ্গের মাপ অনুসারে তৈরী করা হয় এবং তা পুরা দেহ অথবা অঙ্গকে আবৃত করে ফেলে। এ অবস্থা সেলাই-এর মাধ্যমেই হোক কিংবা অন্য কোন উপায়ে হোক এবং এই কাপড় রীতি-অভ্যাস মোতাবেক ব্যবহার করা হয়।

মাসআলা ঃ যদি কোন পুরুষ ইহ্‌রামের অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করেন এবং যেভাবে সাধারণত পরিধান করা হয় তেমনিভাবেই পূর্ণ একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তবে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি এ থেকে কম অর্থাৎ এক ঘন্টা পরিমিত সময় পরিধান করেন, তবে পৌণে দুই সের গম সদকা করবেন। আর যদি এক ঘন্টা হতে কম সময় পরিধান করেন, তাহলে এক মুষ্টি গম সদকা করবেন। আর একদিনের বেশী যতদিনই পরিধান করেন, একটি দমই ওয়াজিব হবে। যদি কেউ রাতে তা এ নিয়তে খুলে রাখেন যে, সকালে পরবেন এবং প্রত্যহ এভাবে রাত্রে খুলে রেখে পরবর্তী ভোর থেকে পুনরায় পরেন তবুও একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই নিয়তে না খুলবেন যে, এখন হতে আর পরব না। যদি কেউ এ নিয়তে খুলে থাকেন যে, আর পরবেন না এবং তারপরও পরেন, তাহলে দ্বিতীয় কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে, চাই প্রথম কাফ্‌ফারা আদায় করে থাকুক বা না থাকুক।

মাসআলা ঃ একদিন অথবা একরাত বলতে একদিন অথবা একরাত পরিমিত সময় বুঝতে হবে, চাই পূর্ণ দিন অথবা পূর্ণ রাত হোক আর না

www.pathagar.com

হোক। যেমন, কেউ দিনের মাঝামাঝি থেকে রাতের মাঝামাঝি পর্যন্ত অথবা মধ্যরাত হতে মধ্যদিন পর্যন্ত যদি পরিধান করেন, তবুও দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ সারাদিন কাপড় পরার জন্য দম আদায় করেন এবং কাপড় না খোলেন বরং তা পরিধান করেই থাকেন, তাহলে দ্বিতীয় দম ওয়াজিব হবে। আর যদি দম আদায় না করেন এবং কয়েক দিন পরার পর খোলেন, তাহলে একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কয়েকটি সেলাইকৃত কাপড় যেমন ঃ কোর্তা, পায়জামা, পাগড়ী প্রভৃতি একই প্রয়োজনে অথবা সব কয়টি বিনা প্রয়োজনে একই মজলিসে অথবা কয়েক মজলিসে একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তাহলে একই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর যদি একটি প্রয়োজনবশতঃ এবং অন্য কাপড় বিনা প্রয়োজনে পরিধান করেন, তাহলে ২টি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কারো একটি জামা পরিধান করার প্রয়োজন হয় এবং তদস্থলে দুটি জামা পরিধান করেন অথবা টুপির প্রয়োজন ছিল কিন্তু পাগড়ীও বাঁধেন, তবে একটি মাত্র কাফ্ফারাই দিতে হবে। অথবা কারো যদি একই মজলিসে পাগড়ী ও জামা পরার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তিনি একই সময়ে উভয়টিই পরেন, তাহলে একটি কাফ্ফারাই দিতে হবে। আর যদি শুধু জামার প্রয়োজন ছিল, পাগড়ীর প্রয়োজন ছিল না, তবুও তিনি পাগড়ীও পরেন, তবে ২টি কাফ্ফারা দিতে হবে। একটি প্রয়োজনের জন্য এবং অন্যটি বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য।

মাসআলা ঃ যদি কেউ সেলাইযুক্ত কাপড় পরে ইহ্রাম বাঁধেন এবং একদিন অথবা একরাত পরিমিত সময় তা পরে থাকেন, তাহলে দম ওয়াজিব হবে এবং তার চেয়ে কম সময়ের জন্য সদকা প্রদান করতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ জ্বরের কারণে সেলাই করা কাপড় পরেন, কিন্তু জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরও সে কাপড় না খোলেন এবং তারপর আবার জ্বর দেখা দেয় অথবা অন্য কোন অসুখ দেখা দেয়, তাহলে দু'টি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। সারকথা এই যে, প্রত্যেক অসুখকে স্বতন্ত্র কারণ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং প্রত্যেকটিরই জন্য সেলাইকৃত কাপড় ব্যবহার করায় স্বতন্ত্র কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ যদি কেউ প্রয়োজনের দরুন সেলাইযুক্ত কাপড় পরেন এবং পরে প্রয়োজন না থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হন, কিন্তু তবু তা পরে থাকেন, তাহলে যদি একদিন অথবা একরাত পরিমাণ সময় পরে থাকেন, তবে দম ওয়াজিব হবে। অন্যথায় সদ্‌কা দিতে হবে। আর যদি নিশ্চিত না হন; বরং সন্দেহ থাকে, তাহলে শুধু একটি কাফ্‌ফারাই দিতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে প্রবল জ্বর আসে অথবা কোন শত্রুর মোকাবেলা থাকে এবং তার জন্য প্রত্যহ কাপড় পরিধান করতে ও খুলতে হয়, তবে তাকে একটি মাত্র কারণ বলে গণ্য করা হবে এবং একটি মাত্র কাফ্‌ফারাই ওয়াজিব হবে। আর যদি দ্বিতীয় শত্রু উপস্থিত হয়, তবে সেটি দ্বিতীয় কারণ বলে গণ্য হবে এবং সে জন্য দ্বিতীয় কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কোর্তাকে চাদরের ন্যায় জড়িয়ে নেন অথবা লুঙ্গির ন্যায় বাঁধেন, অথবা পায়জামাকে গায়ে জড়িয়ে নেন, তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। এর অর্থ এই যে, সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করার নিয়ম রয়েছে। কেউ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করে পরলে ক্ষতিপুরণ ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ চাদরকে রশি দ্বারা বাঁধলে কিছুই ওয়াজিব হবে না, কিন্তু তা মাক্‌রূহ।

মাসআলা ঃ যদি শুধু পায়জামা সঙ্গে থাকে এবং অন্য কোন কাপড় না থাকে; আর এ কারণে সেটি না ছিড়ে যথারীতি পরেন, তাহলে ওই পায়জামা যদি এত বড় হয় যে, সেটি ছিঁড়ে লুঙ্গি বানানো যেতে পারে, তবে দম ওয়াজিব হবে। নতুবা ফিদ্‌ইয়া অর্থাৎ সাধারণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য ইহ্‌রামের অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা জায়েয আছে। এজন্য তাদের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি এক মুহ্‌রিম অপর মুহ্‌রিমকে কাপড় পরিয়ে দেন, তাহলে যিনি পরিয়ে দিবেন তার উপরে কোন ক্ষতিপূরণ নেই, কিন্তু গুনাহ্ হবে এবং পরিধানকারীর উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ ইহ্‌রামের অবস্থায় মোজা অথবা বুট জুতা পরিধান করা নিষিদ্ধ। যদি জুতা না থাকে, তাহলে একে টাখনুর উপরের অংশসহ পায়ের

www.pathagar.com

মধ্যবর্তী উত্থিত হাড়ের নীচ হতে কেটে পরিধান করা জায়েয। এভাবে কেটে পরলে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর যদি এমন জুতা বা মোজা– যা পায়ের মাঝখানের উত্থিত হাড় আবৃত করে ফেলে, তা না কেটে একদিন অথবা একরাত পর্যন্ত পরেন, তাহলে দম ওয়াজিব হবে এবং এর চেয়ে কম সময়ের জন্য সদ্‌কা প্রদান করতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি মোজা কেটে পরার পর চপ্পল অথবা এমন কোন জুতা পেয়ে যান, যা পায়ের মাঝখানের হাড়কে আবৃত করে না, তাহলে সেই কাটা মোজা খুলে ফেলা জরুরী নয়। যদি সেটিই পরে থাকেন, তবে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু চপ্পল থাকাবস্থায় তা পরিধান করা মাকরূহ।

মাসআলা ঃ লৌহ-নির্মিত বর্ম এবং বৃষ্টি নিরোধক টুপিবিশিষ্ট ওভারকোট পরিধান করাও নাজায়েয।

মাথা এবং মুখমণ্ডল আবৃত করা

মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা এবং মুখমণ্ডল আবৃত করা নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্য শুধু মুখমণ্ডল আবৃত করা নিষিদ্ধ। যদি কোন পুরুষ ইহ্‌রাম অবস্থায় সমগ্র মাথা অথবা মুখমণ্ডল কিংবা মুখমণ্ডলের এক চতুর্থাংশ এমন কোন বস্তু দ্বারা আবৃত করেন, সাধারণতঃ যেসব বস্তু দ্বারা আবৃত করা হয়ে থাকে যেমনঃ পাগড়ী, টুপি অথবা অন্য কোন কাপড়, তা সেলাইযুক্ত হোক অথবা সেলাইবিহীন, নিদ্রিতাবস্থায় হোক অথবা জাগ্রতাবস্থায়, ইচ্ছাকৃত হোক অথবা ভুলক্রমে, স্বেচ্ছায় হোক অথবা বলপূর্বক, নিজে আবৃত করুক অথবা অন্য কারো দ্বারা আবৃত করা হয়ে থাকুক, ওযরবশতঃ হোক অথবা বিনা ওযরে– সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ পূর্ণ একদিন অথবা একরাত বা তদপেক্ষা বেশী সময় মাথা অথবা মুখমণ্ডল অথবা এর চতুর্থাংশ কোন কাপড় দ্বারা আবৃত করে অথবা কোন মহিলা শুধু মুখণ্ডলকে আবৃত করেন, তবে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি চতুর্থাংশ হতে কম আবৃত করে, অথবা একদিন অথবা একরাত হতে কম সময় আবৃত করে, তাহলে শুধু সদ্‌কা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ এমন বস্তুর দ্বারা মাথা আবৃত করে যা দ্বারা সাধারণতঃ আবৃত করা হয় না (যেমন ঃ বড় থালা, পেয়ালা, টুকরী, পাথর,

www.pathagar.com

লোহা, তামা ইত্যাদি)– তাহলে কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ মাথায় কাদার প্রলেপ দেন, তবে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ নিদ্রিতাবস্থায় কোন মুহ্‌রিমের মাথা আবৃত করে দেন, তাহলে তা যদি বিনা ওযরে করে থাকেন, তবে অবশ্যই দম ওয়াজিব হবে। আর যদি ওযরবশতঃ করে থাকেন তাহলে দম অথবা 'জায়া'-এর মধ্যে এখ্‌তিয়ার থাকবে এবং এ দম মুহ্‌রিমের উপরই ওয়াজিব হবে।

চুল বা লোম মুণ্ডন এবং ছাঁটা

মাসআলা ঃ চুল বা লোম মুণ্ডন করা, ছাঁটানো, উপড়ানো, চুন অথবা লোমনাশক দ্বারা দূরীভূত করা, জ্বালানো ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের একই হুকুম। ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই।

মাসআলা ঃ নিজে নিজে লোম মুণ্ডাক অথবা অন্যের সাহায্যে, জবরদস্তিমূলক অথবা সন্তুষ্টচিত্তে, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলক্রমে সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ মাথা অথবা দাড়ির এক চতুর্থাংশ অথবা এর চেয়ে বেশী পরিমাণ চুল ইহ্‌রাম খোলার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দূরীভূত করেন অথবা করান, তবে দম ওয়াজিব হবে এবং এর চেয়ে কমের ক্ষেত্রে সদ্‌কা প্রদান করতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা হালাল হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এক আঙ্গুল সমান মাথার চতুর্থাংশ অথবা এর চেয়ে বেশী অংশের চুল ছেঁটে ফেলেন তাহলে দম ওয়াজিব হবে এবং চতুর্থাংশ থেকে কমের ক্ষেত্রে সদ্‌কা প্রদান করতে হবে।

মাসআলা ঃ পুরা ঘাড় অথবা পুরা বগল অথবা নাভির নিম্ন দেশের পশম দূর করলে দম ওয়াজিব হবে; আর এর চেয়ে কমের ক্ষেত্রে সদ্‌কা করতে হবে।

মাসআলা ঃ কেউ যদি সারা বুক, উরু অথবা পায়ের গোছার লোম কামিয়ে ফেলেন অথবা উভয় গোঁফ ছেঁটে ফেলেন তাহলে সদ্‌কা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন টেকোর মাথায় চতুর্থাংশ পরিমাণ চুল থাকে আর তা কামিয়ে ফেলেন, তাহলে দম ওয়াজিব হবে এবং কমের ক্ষেত্রে সদ্‌কা করতে হবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম একই মজলিসে মাথা, দাড়ি, উভয় বগল এবং সারা দেহের পশম কামিয়ে ফেলেন, তবে একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হবে। আর যদি বিভিন্ন মজলিসে কামান, তাহ্‌লে প্রত্যেক মজলিসের জন্য পৃথক পৃথক হুকুম হবে এবং প্রত্যেক মজলিসের ক্ষতিপূরণের জন্য স্বতন্ত্র হিসাব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম ইহ্‌রামের অবস্থায় মাথা কামান এবং এর দমও আদায় করেন; আর তারপর খোদা না করুন দাড়ি কামিয়ে ফেলেন, তাহ্‌লে দ্বিতীয় দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম চার মজলিসে এক চতুর্থাংশ করে মাথা মুণ্ডন করেন এবং মাঝখানে কোন কাফ্‌ফারা প্রদান না করেন, তাহ্‌লে একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম বিভিন্ন জায়গা হতে অল্প অল্প করে মাথা মুণ্ডন করে এবং তার সমষ্টি মাথার এক চতুর্থাংশের সমান হয়, তবে দম ওয়াজিব হবে। নতুবা সদ্‌কা দিতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি রুটি ভাজতে গিয়ে কোন ব্যক্তির অল্প কিছু চুল পুড়ে যায়, তবে সদ্‌কা প্রদান করতে হবে। আর যদি অসুখ-বিসুখের কারণে কিছু চুল পড়ে যায় অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়ে যায়, তাহ্‌লে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি ওযূ করতে গিয়ে অথবা অন্য কোন ভাবে কারো মাথা অথবা দাড়ি হতে তিনটি চুল পড়ে যায়, তাহ্‌লে এক মুষ্টি গম সদ্‌কা করতে হবে। আর যদি নিজে উঠিয়ে ফেলেন, তাহ্‌লে প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে এক মুষ্টি করে গম দান করতে হবে। যদি কেউ তিন-এর অধিক চুল উঠিয়ে ফেলে, তাহ্‌লে পৌণে দুই সের গম সদ্‌কা করতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহরিম অপর মুহ্‌রিমের মাথার এক চতুর্থাংশ মুণ্ডন করে দেন, তবে যিনি মুণ্ডন করে দিবেন তার উপর সদ্‌কা এবং যার মাথা মুণ্ডানো হবে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন হালাল ব্যক্তির মাথা মুণ্ডিয়ে দেন, তাহ্‌লে হালাল ব্যক্তির উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। মুহ্‌রিমকে সামান্য কিছু সদ্‌কা প্রদান করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন হালাল ব্যক্তি কোন মুহ্‌রিমের মাথা মুণ্ডন করেন, তাহ্‌লে মুহ্‌রিমের উপর দম এবং হালাল ব্যক্তির উপর পূর্ণ সদ্‌কা অর্থাৎ পৌণে দুই সের গম ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ চোখের মধ্যে পতিত চুল দূরীভূত করা জায়েয এবং এর জন্য কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন মুহ্‌রিম অথবা হালাল ব্যক্তির গোঁফ মুণ্ডন করে দেন কিংবা কেটে দেন অথবা নখ কাটেন, তবে সে জন্য ইচ্ছা মত একটা কিছু সদ্‌কা করে দিলেই চলবে।

নখ কর্তন করা

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম একই মজলিসে এক হাত অথবা এক পা অথবা উভয় হাত অথবা উভয় পা অথবা উভয় হাত-পায়ের নখ কর্তন করেন তাহ্‌লে একটি মাত্র দম ওয়াজিব হবে। আর যদি চার অঙ্গের নখ চার মজলিসে কর্তন করেন, তাহলে চারটি দম ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যদি এক মজলিসে এক হাতের নখ কাটেন এবং অন্য মজলিসে অন্য হাতের কাটেন, তাহলে ২টি দম ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ ভাঙ্গা নখ তুলে ফেলার দরুন কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ নখ ও আঙ্গুলসহ নিজের হাত কেটে ফেলেন, তাহলে দম বা সদ্‌কা কিছুই দিতে হবে না।

হুঁশিয়ারি ঃ

১। যদি কেউ ওযরবশতঃ কোন নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করে ফেলেন এবং দম ওয়াজিব হয়ে যায়, তাহ্‌লে তা আদায়ের ব্যাপারে তার অধিকার থাকবে। তিনি দমও দিতে পারবেন কিংবা ছয় জন মিসকীনকে সাড়ে দশ সের গম দিয়ে দিবেন অথবা তিনটি রোযা রাখবেন। চাই তিনি গরীবই হন বা ধনী। আর যদি তার উপর সদ্‌কা ওয়াজিব হয়ে থাকে, তবে রোযা এবং সদ্‌কার মধ্যে এখতিয়ার থাকবে। যেটি ইচ্ছা আদায় করলেই চলবে। বিনা ওযরে নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করার জন্য যে ক্ষেত্রে দম অথবা সদ্‌কা ওয়াজিব হয়, তা সুনির্দিষ্টভাবেই ওয়াজিব হয়। এতে রোযা রাখার কোন অধিকার নেই।

২। যে ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে দম ওয়াজিব হয়, সেখানে দম-এর পরিবর্তে খাদ্য প্রদান অথবা রোযা জায়েয হবে না।

৩। শরীয়তসম্মত ওযর হলো ঃ

(ক) সব ধরনের জ্বর। (খ) অত্যধিক ঠান্ডা (গ) অত্যধিক গরম (ঘ) যখম–ফোস্কা উঠার কারণে হোক অথবা অস্ত্রের কারণে। (ঙ) পুরা

www.pathagar.com

মাথা জুড়ে অথবা অর্ধেক মাথায় ব্যথা। (চ) মাথায় খুব বেশী উকুন হওয়া। (ছ) শিঙ্গা লাগানো। (জ) অসুখ অথবা ঠাণ্ডার দরুন মৃত্যুর প্রবল আশংকা সৃষ্টি হওয়া। (ঝ) যুদ্ধের জন্য অস্ত্র সজ্জিত হওয়া।

৪। নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই দম যবেহ করলে যথেষ্ট হবে না। বরং পরে যবেহ করা শর্ত।

৫। গম অথবা আটা দ্বারা সদ্‌কা ইংরেজী সেরের হিসাবে ১ সের সাড়ে বার ছটাক এবং যব ও যবের আটা, খেজুর, কিশ্‌মিশ দ্বারা তিন সের ৯ ছটাক প্রদান করতে হবে। তার মূল্য সদ্‌কা করাও জায়েয; বরং মূল্য সদ্‌কা করাই উত্তম।

সহবাস ইত্যাদি সংঘটিত করা

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম কামনার সাথে কোন মহিলা অথবা বালককে চুম্বন করে অথবা জড়িয়ে ধরে অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করে অথবা সামনের এবং পিছনের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সঙ্গম করে অথবা লজ্জাস্থানের সাথে লজ্জাস্থান মিলায় তাহলে দম ওয়াজিব হবে, তাতে বীর্যপাত হোক বা না হোক। কিন্তু হজ্জ ফাসেদ হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম কোন মহিলার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকান অথবা অন্তরে তার কামনা করার ফলে বীর্যপাত হয়ে যায় বা স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু গোসল ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম হাত দ্বারা বীর্যপাত ঘটায় অথবা পশুর সাথে সঙ্গম করে অথবা মৃত মহিলা অথবা কামনার উপযুক্ত নয় এরূপ ছোট্ট বালিকার সাথে সহবাস করে, তাহলে যদি বীর্যপাত হয়, তবে দম ওয়াজিব হবে। নতুবা কিছুই ওয়াজিব হবে না এবং হজ্জও ফাসেদ হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন মহিলার সাথে সামনের অথবা পিছনের রাস্তায় যৌন সঙ্গম করে এবং লিঙ্গের অগ্রভাগ ভিতরে ঢুকে পড়ে, চাই নিদ্রিতাবস্থায় হোক অথবা জাগ্রতাবস্থায়, স্বেচ্ছায় হোক অথবা জোর জবরদস্তিক্রমে, ওযরবশতঃ হোক অথবা বিনা ওযরে, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক অথবা ভুলক্রমে, বীর্যপাত হোক অথবা না হোক। যদি উকূফে আরাফার পূর্বে এহেন কর্ম সংঘটিত হয়, তাহলে হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে এবং দমও ওয়াজিব হবে। যদি পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে মুহ্‌রিম হন, তাহলে উভয়ের

www.pathagar.com

উপরেই একটি করে দম ওয়াজিব হবে। দমের জন্য ছাগল বা দুম্বাই যথেষ্ট হবে। অবশ্য তাকে হজ্বের অবশিষ্ট কার্যাবলী বিশুদ্ধ হজ্বের ন্যায় সমাপন করতে হবে আর ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্মসমুহ হতেও বিরত থাকতে হবে। যদি কোন নিষিদ্ধ কর্ম সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে এর কাফ্‌ফারা প্রদান করা ওয়াজিব হবে এবং পরবর্তী বছর হজ্বের ক্বাযা ওয়াজিব হবে–যদি সেটি নফল হজ্বও হয়ে থাকে। হজ্বের এ ক্রিয়া সম্পূর্ণ না করে ইহ্‌রাম হতে বের হতে পারবে না। পরবর্তী বছর ক্বাযা সমাপন করার সময় স্ত্রী হতে পৃথক থাকা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকে, তাহলে ইহ্‌রামের সময় হতে পৃথক থাকা মুস্তাহাব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কেউ উকূফে আরাফার পরে মাথা মুণ্ডন করে এবং তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে হজ্ব ফাসেদ হবে না, কিন্তু তার উপরে একটি গরু অথবা উট কোরবানী করা ওয়াজিব হবে, ছাগল বা দুম্বা যথেষ্ট হবে না।

মাসআলা ঃ তওয়াফ এবং মাথা মুণ্ডানোর পর স্ত্রী সহবাস করলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ মাথা মুণ্ডানো এবং তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে একবার স্ত্রী সহবাস করে এবং এরপর পুনরায় আবার সহবাসে মিলিত হয়; আর দ্বিতীয় সহবাস দ্বারা ইহ্‌রাম হতে হালাল হওয়ার নিয়্যত না করে, তাহলে যদি এক মজলিসে দ্বিতীয় সহবাস করে থাকে, তবে একটি গরু অথবা উট ওয়াজিব হবে। আর যদি দুই মজলিসে করে থাকে, তাহলে প্রথম সহবাসের জন্য একটি গরু অথবা উট এবং দ্বিতীয় সহবাসের জন্য একটি বকরী ওয়াজিব হবে। আর যদি দ্বিতীয় সহবাস ইহ্‌রাম হতে বাহির হওয়ার জন্য করে থাকে, তবে শুধু একটি গরু অথবা উট ওয়াজিব হবে, যদিও তা বিভিন্ন মজলিসেও করে থাকে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ক্বিরান সমাপনকারী ব্যক্তি উমরার তওয়াফ এবং উকূফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে হজ্ব এবং উমরাহ উভয়ই ফাসেদ হয়ে যাবে এবং দমে ক্বিরান রহিত হবে। তাকে হজ্জ ও উমরাহ উভয়টিরই ক্বাযা করতে হবে এবং হজ্ব ও উমরাহ্‌ ফাসেদ হওয়ার জন্য দুটি দম আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। হজ্ব ও উমরাহ ফাসেদ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার জন্য অবশিষ্ট কর্মসমূহ সম্পূর্ণ করা ওয়াজিব থাকবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ যদি কোন ক্বিরান সমাপনকারী ব্যক্তি উমরাহ্‌র তওয়াফ এবং উকূফে আরাফার পরে মাথা মুণ্ডানো এবং তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে হজ্ব এবং উমরাহ ফাসেদ হবে না। কিন্তু একটি গরু অথবা উট এবং একটি বকরী ওয়াজিব হবে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথকভাবে দমে ক্বিরানও প্রদান করতে হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ক্বিরান সমাপনকারী উকূফে আরাফার পূর্বে এবং উমরাহ্‌র তওয়াফ সম্পন্ন করার পর অথবা অধিকাংশ তওয়াফ পূর্ণ করার পর স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে শুধু হজ্বই ফাসেদ হবে, উমরাহ্ ফাসেদ হবে না। এতে তার উপরে হজ্বের ক্বাযা এবং দুটি বকরী ওয়াজিব হবে। একটি হজ্ব ফাসেদ হওয়ার জন্য এবং আরেকটি উমরার ইহ্‌রামের মধ্যে সহবাস করার জন্য। অবশ্য দমে ক্বিরান রহিত হয়ে যাবে। আর যদি মাথা মুণ্ডানোর পর তওয়াফে যিয়ারত সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ আদায় করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে দুটি বকরী ওয়াজিব হবে। কারো কারো মতে হজ্বের জন্য একটি গরু অথবা একটি উট এবং উমরার জন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। শাইখ ইবনে হুমাম এই মতকেই সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। আর যদি মাথা মুণ্ডন না করে তওয়াফে যিয়ারতের চার চক্কর পূর্ণ করে এবং এ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে দুটি বকরী ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন পাগল অথবা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী বালক সহবাস করে ফেলে, তাহলে হজ্ব এবং উমরাহ্ ফাসেদ হয়ে যাবে। কিন্তু তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ও ক্বাযা ওয়াজিব হবে না এবং হজ্বের কার্যাবলী সম্পূর্ণ করাও জরুরী হবে না। তবে ওদের দ্বারা হজ্বের অবশিষ্ট কার্যাবলী সম্পন্ন করানো মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় সহবাসের ব্যাপারে পুরুষ-মহিলা এবং আযাদ-গোলাম সকলের হুকুম একই রকম।

মাসআলা ঃ যদি কেউ সহবাসের অবস্থায় ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে ইহ্‌রাম শুদ্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু হজ্ব ফাসেদ হবে এবং হজ্বের যাবতীয় কাজ পূর্ণ করা জরুরী হবে।

মাসআলা ঃ যদি মুফ্‌রিদের হজ্ব ফাসেদ হয়ে যায় তাহলে তার উপর শুধু হজ্বের ক্বাযা করতে হবে, উমরাহ্‌র ক্বাযা ওয়াজিব হবে না।

www.pathagar.com

মুনাওয়ারার জাবালে 'ঈর এবং জাবালে সওরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু হরম। জাবালে 'ঈর মদীনা মুনাওয়ারার প্রসিদ্ধ পাহাড়। জাবালে সওর উহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে একটি ছোট্ট পাহাড়ের নাম। এ ব্যাপারে সাধারণভাবে লোকজন অবহিত নয়। কিন্তু 'কামূস' গ্রন্থকার এবং অন্যান্য আলেমগণের মতে এটা বাস্তবভাবে প্রমাণিত আছে যে, সওর মদীনা মুনাওয়ারার উহুদ পাহাড়ের পেছনে একটি ছোট্ট গোলাকার পাহাড়। কিন্তু অন্য রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে হানাফীদের নিকট হরমে মদীনার হুকুম হরমে মক্কার মতো নয়। বরং এর দ্বারা মদীনা মুনাওয়ারার সম্মানই উদ্দেশ্য। এর অর্থ এই যে, মদীনা মুনাওয়ারার সীমানার ভেতরে প্রাণী ধরা এবং এর গাছ-বৃক্ষ কর্তন করা যদিও হারাম নয়, কিন্তু আদবের খেলাফ।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত

খাতিমুল মুরসালীন, সারওয়ারে কায়েনাত, ফখ্‌রে মওজুদাত, তাজ্‌দারে মদীনা, সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত সর্বসম্মতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ নৈকট্য ও সর্বোত্তম সওয়াবের কাজ এবং সম্মান, মর্যাদা ও উন্নতির জন্য সকল মাধ্যমের চেয়ে সর্বোত্তম মাধ্যম। কোন কোন আলেম সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের জন্য এ কাজ ওয়াজিব বলে গণ্য করেছেন।

স্বয়ং ফখ্‌রে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যিয়ারতের প্রতি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যিয়ারত না করবে তাকে অবিবেচক এবং জালেম বলে অভিহিত করেছেন। সে ব্যক্তি বড়ই ভাগ্যবান, যাকে এই দৌলত দ্বারা পুরস্কৃত করা হয় এবং অত্যন্ত দুর্ভাগা সে লোক যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এ সর্বোত্তম নিয়ামত হতে বঞ্চিত থাকে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِيْ كَانَ فِيْ جِوَارِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (مشكوة)

"হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার আশপাশে (প্রতিবেশীর মত) থাকবে।" (মিশকাত)

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ

www.pathagar.com

حَيَاتِىْ - (مشكوة)

"যে ব্যক্তি হজ্ব সম্পন্ন করলো এবং আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করলো, সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার যিয়ারত করলো।" (মিশকাত)

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ - (شرح لباب)

"যে ব্যক্তি হজ্ব পালন করলো, অথচ আমার কবর যিয়ারত করলো না, সে আমার উপর জুল্‌ম করলো।" (শরহে লুবাব)

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ - (فتح القدير)

"যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, আমার উপর তার জন্য শাফাআত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।" (ফাতহুল কাদীর)

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যিয়ারতের প্রতি উম্মতকে খুবই উৎসাহ দিয়েছেন। এজন্য প্রত্যক মুসলমানের (যাকে আল্লাহ্ স্বচ্ছলতা দান করেছেন) এ পরম সৌভাগ্য অর্জন করা উচিৎ।

মক্কা ও মদীনা শরীফের পথে মসজিদসমূহ

১. মসজিদে বি'রে আলী ঃ একে মসজিদে যুল-হুলায়ফাও বলা হয়। এটা মদীনাবাসীদের মীকাত।

২. মসজিদে মুআররাস ঃ এ স্থানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শেষ রাতে আরাম করেছিলেন। মদীনা শরীফ থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

৩. মসজিদে ইরকুজ যবিয়্যাহ্ ঃ এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছিলেন।

৪. মসজিদুল গাযালাহ ঃ এখানেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছিলেন।

৫. মসজিদুছ ছফরা ঃ হযরত আবূ ওবায়দা ইব্‌নুল হারিছ (রাঃ)-এর কবর এ স্থানে রয়েছে। তিনি বদরের যুদ্ধে যখম হওয়ার পর এ স্থানে ইন্তেকাল করেছেন।

www.pathagar.com

৬. মসজিদে সারেফ ঃ এ স্থানে হযরত উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনা (রাঃ)-এর সঙ্গে হুযূর (সাঃ)-এর নেকাহ্ হয়েছিল।

৭. মসজিদে তানঈম বা মসজিদে আয়েশা ঃ যেখান থেকে সাধারণত উমরার ইহরাম বাঁধা হয়ে থাকে। মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরত্বে উত্তর দিকে অবস্থিত।

যখন মদীনার নিকটবর্তী হবেন, খুব মন নরম করে দোয়া-দরূদ পড়তে থাকবেন। সালাত ও সালাম বেশী বেশী পাঠ করবেন। আর যখন মদীনা শরীফের উপর দৃষ্টি পড়বে, মদীনার গাছ-পালা দেখতে পাবেন তখন বেশী বেশী দোয়া করবেন এবং সালাম পাঠ করবেন।

যিয়ারতের মাসায়েল ও আদব

যার উপর হজ্ব ফরয, তার জন্য হজ্ব আদায়ের পূর্বেও হুযূর (সাঃ)-এর রওযা শরীফের যিয়ারত করা জায়েয। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন হজ্ব ছুটে যাওয়ার আশংকা দেখা না দেয়। এ জন্য আগে হজ্ব সমাপন করা উত্তম। হজ্বযাত্রীরা ইচ্ছা করলে আগে হজ্ব এবং পরে যিয়ারত কিংবা আগে যিয়ারত ও পরে হজ্ব সম্পন্ন করতে পারেন। অবশ্য যে তামাত্তু'কারী ব্যক্তি উমরাহ্ সম্পন্ন করে নিয়েছেন, তার জন্য হজ্ব সম্পন্ন করার পূর্বে মক্কা মুকার্‌রামার বাইরে গমন না করাই উত্তম।

যখন মদীনা মুনাওয়ারা সফর শুরু করবেন, তখন যিয়ারতের নিয়তের সাথে সাথে মসজিদে নববীর যিয়ারতের নিয়তও করবেন। কিন্তু শায়খ ইবনে হুমাম (রহঃ)-এর মতে, শুধু পবিত্র রওযা মোবারকের নিয়ত করাই উত্তম। মসজিদে নববীর যিয়ারতও তার সাথে হাসিল হয়ে যাবে।

যিয়ারতকারীগণ যখন মদীনা মুনাওয়ারা গমন করবেন, তখন রাস্তায় অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন। বরং ফরয এবং প্রয়োজনীয় কাজের পর যে সময়টুকু বাঁচবে, তা সম্পূর্ণভাবে এ কাজেই ব্যয় করবেন। আর অন্তরে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করবেন এবং ভালবাসা প্রকাশে কোন প্রকার ত্রুটি করবেন না। যদি নিজ হতে এ অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তাহলে অন্ততঃ এর ভান করবেন এবং নিজের মধ্যে প্রেমিকদের ন্যায় অবস্থার সৃষ্টি করবেন।

পথে যেসব পবিত্র স্থান পড়বে, সম্ভব হলে সেগুলোর যিয়ারত করবেন এবং যে সকল বিশেষ মসজিদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরামদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত আছে, তাতে নামায আদায় করবেন। শুধু বিলাস ভ্রমণ এবং চিত্তবিনোদনের জন্য মসজিদসমূহে গমন করবেন না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "এটা কিয়ামতের একটি আলামত যে, মানুষ মসজিদসমূহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ অতিক্রম করবে, অথচ তাতে নামায পড়বে না।" (জাম্‌উল ফাওয়াইদিল কবীর) সুতরাং যখনই কোন মসজিদের যিয়ারত করবেন, তখন দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা উচিত। তবে শর্ত হলো, তা যেন মাকরূহ ওয়াক্তে না হয়।

মসজিদে নববীতে নামাযের ফযীলত

মসজিদে নববীতে ই'তেকাফের নিয়তে অধিক পরিমাণ সময় অতিবাহিত করবেন। মদীনা শরীফে থাকা অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে মসজিদে নববীতেই আদায় করবেন। তাকবীরে ঊলা এবং প্রথম কাতারে শামিল হতে চেষ্টা করবেন। মসজিদে নববীতে এক নামাযের সাওয়াব অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার নামায অপেক্ষাও বেশী। নিম্নোক্ত হাদীসে একথা প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ -

"হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "আমার এ মসজিদে আদায়কৃত এক ওয়াক্ত নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অপরাপর মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।" (বোখারী, মুসলিম)

ইব্‌নে মাজা শরীফের এক রেওয়ায়েতে মসজিদে নববীতে আদায়কৃত এক ওয়াক্ত নামাযকে ৫০ হাজার নামাযের সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা

www.pathagar.com

করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ধারাবাহিকভাবে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং এক ওয়াক্ত নামাযও বাদ দিবে না, তার জন্য দোযখ হতে মুক্তির ছাড়পত্র লিখে দেয়া হবে; আর আযাব ও নিফাক (মুনাফেকী) হতেও মুক্তি লিখে দেয়া হবে।

এ জন্য মসজিদে নববীতে জামাআতের সাথে নামায পড়ার বিশেষ চেষ্টা রাখতে হবে। যদি সম্ভব হয় মসজিদে নববীতে স্বতন্ত্রভাবে ই'তেকাফ করবেন এবং কোরআন শরীফ খতম করবেন। মদীনা শরীফে থাকা অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী সদকা-খয়রাত করবেন। মদীনা শরীফের প্রতিবেশী এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন। তাদের সাথে আচার-ব্যবহারে ভালবাসা ও হৃদ্যতা বজায় রাখবেন। যদি তাদের পক্ষ হতে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তবুও ধৈর্যধারণ করবেন এবং ভদ্র ব্যবহার করবেন। ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ও তাদের সাহায্যের নিয়ত করবেন, এতে সওয়াব পাওয়া যাবে।

রওযায়ে জান্নাতে রহ্‌মতের স্তম্ভসমূহ

রওযায়ে জান্নাতে প্রাচীন মস্‌জিদে নববীর অভ্যন্তরে সাতটি স্তম্ভ রয়েছে। সেগুলোকে রহমতের খুঁটি বলা হয়। এগুলোর উপরে মর্মর পাথর বসানো রয়েছে এবং বিশেষ কারুকার্য বিদ্যমান। প্রথম কাতারে চারটি স্তম্ভ ভিন্ন রংয়ের পাথরের এবং পার্থক্য করার সুবিধার জন্য এগুলোর গায়ে নাম অঙ্কিত রয়েছে।

১। **হান্নানার স্তম্ভ ঃ** এই স্তম্ভটি সেই খেজুর গাছের গোড়ালির স্থানে তৈরী করা হয়েছে যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর স্থানান্তর হওয়ার সময় উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন করেছিল।

২। **হারাস বা পাহারার স্তম্ভ ঃ** যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হুজরা শরীফে তশরীফ নিতেন, তখন কোন না কোন সাহাবা পাহারা দেয়ার জন্য এখানে এসে বসতেন।

৩। **উফুদ বা প্রতিনিধিবর্গের স্তম্ভ ঃ** বাইর থেকে যে সকল প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য আগমন করতেন, তারা এখানে বসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করতেন।

৪। **আবূ লুবাবার স্তম্ভ ঃ** সাহাবী আবূ লুবাবা (রাঃ) হতে মানবিক

www.pathagar.com

দুর্বলতা স্বরূপ একটি বিশেষ যুদ্ধের সময় একটি ভুল সংঘটিত হয়েছিল। যার বিস্তারিত বর্ণনা পবিত্র কোরআনের ১১ পারায় বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য হযরত আবূ লুবাবা (রাঃ) নিজেকে একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে নেন এবং বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং না খুলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সাথে বাঁধা থাকব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলে দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে আদেশ না দেয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খুলব না। সুতরাং ৫০ দিনের দীর্ঘ অবকাশের পর আল্লাহ্ পাক আবূ লুবাবা (রাঃ)-এর তওবা কবূল করলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র হাত দ্বারা তার বাঁধন খুলে দিলেন।

৫। সারীর বা খাটের স্তম্ভ ঃ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তেকাফ করতেন এবং রাতে আরাম করার জন্য তাঁর বিছানা মোবারক এখানেই স্থাপন করা হতো।

৬। জিব্রাঈল (আঃ)-এর স্তম্ভ ঃ হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যখনই হযরত দেহ্ইয়া কালবী (রাঃ)-এর আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানেই উপবিষ্ট দেখা যেত।

৭। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্তম্ভ ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার মসজিদের ভেতরে এমন একটি জায়গা রয়েছে, যদি লোকজন সেখানে নামায পড়ার ফযীলত সম্পর্কে অবগত থাকত, তাহলে সেখানে জায়গা পাবার জন্য লটারীর প্রয়োজন দেখা দিত। ওই সময় হতে সাহাবীগণ সেই জায়গাটি চিহ্নিত করার জন্য তালাশ অব্যাহত রাখেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর ভাগ্নে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে যুবায়ের (রাঃ)-কে সেই জায়গাটি চিনিয়ে দেন। সেখানেই বর্তমানে এই স্তম্ভটি রয়েছে। উপরোক্ত স্তম্ভসমূহের নিকটে গিয়ে দোয়া করবেন।

প্রয়োজনীয় মাসআলা সমূহ

০ যখনই সুযোগ হয় রওযা মোবারকে উপস্থিত হয়ে সালাম পাঠ করা জায়েয।

০ যিয়ারতের সময় রওযা মোবারকের দেয়ালসমূহ স্পর্শ অথবা চুম্বন করা কিংবা জড়িয়ে ধরা বে-আদবী ও গুনাহের কাজ।

www.pathagar.com

০ রওযা মোবারকের তওয়াফ করা হারাম। এর সম্মুখে মাথানত করা এবং সিজ্‌দা করাও হারাম।

০ যখনই রওযা মোবারকের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবেন, তখন মসজিদের বাইরে হলেও সুযোগ অনুযায়ী অল্প-বেশী থেমে সালাম পাঠ করবেন।

০ মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে দরূদ, সালাম, সদকা, মসজিদের বিশেষ বিশেষ স্তম্ভসমূহের নিকটে দোয়া, তেলাওয়াত ও নামায আদায় অধিক পরিমাণে করতে থাকবেন। বিশেষভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানার যেসব মসজিদ আছে সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবেন। যদিও সওয়াব সকল মসজিদেই সমান।

০ রওযা মোবারকের দিকে তাকানোও সওয়াবের কাজ। মসজিদের বাইরে থেকে রওযা শরীফের উপরের সবুজ গম্বুজের প্রতি তাকালেও সওয়াব হবে।

যিয়ারতের সময় নামাযের ন্যায় হাত বাঁধা সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আল্লামা কিরমানী আল-হানাফী, মোল্লা আলী ক্বারী, আল্লামা সিন্ধী (রহঃ) প্রমুখ মাশায়েখ একে জায়েয বলেছেন। ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) তাঁর কিতাবে এতদসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং উলামায়ে কেরামের মতামত লিপিবদ্ধ করার পর জায়েয হওয়ার দিককে প্রাধান্য দিয়ে লিখেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের সময় এভাবে হাত বাঁধাই উত্তম। কিন্তু অন্যান্য লোকদের যিয়ারতের সময় বিশেষভাবে সাধারণ লোকদের কবরে এমন করা উচিত নয়।

সমকালীন বেশীর ভাগ মুফতী সাহেবের মতে যিয়ারতে নববীর সময় যদিও হাত বাঁধা সেসব বুযুর্গগণের ভাষ্য অনুযায়ী জায়েয, কিন্তু তবুও হাত না বাঁধাই উত্তম। তবে যত বেশী বিনয় ও নম্রতা এবং আদব রক্ষা করা সম্ভব তা অবশ্যই করবেন। হাত বাঁধার ব্যাপারে প্রথমতঃ উলামাদের মতভেদ আছে, দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকদের ফাসেদ আকীদার ভয়ও আছে।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পরই রওযা শরীফের যিয়ারতে প্রচণ্ড ভিড় হয়ে থাকে। তাই সকাল ৭-১০টা এবং রাত্র ৯-১০টার মধ্যে যিয়ারত করাই সবচেয়ে সহজ।

www.pathagar.com

মদীনা শরীফের যিয়ারত

মদীনা মুনাওয়ারাহ্ মক্কা মুকাররামাহ্ থেকে বরাবর উত্তরে অবস্থিত। মদীনা শরীফকেও সম্মানের দিক থেকে হারাম বলা হয়। এ শহরের মর্যাদাও মক্কা শরীফ থেকে কম নয়।

এমনকি কিয়ামতের পূর্বে যখন সমগ্র দুনিয়া থেকে ইসলাম বিদায় গ্রহণ করবে তখনও সে শহরে দ্বীন-ঈমান বাকী থাকবে। দাজ্জাল সে শহরে প্রবেশ করতে পারবে না।

দুনিয়াতে তিনটি মসজিদে ইবাদতের জন্য সফর করার হুকুম আছে এবং এর ফযীলতও অনেক বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ মক্কার মসজিদে হারাম, দ্বিতীয়তঃ মদীনার মসজিদে নববী ও তৃতীয়তঃ বাইতুল মাক্বদাস।

কোরআনে কারীমে মদীনা শরীফের কথা বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ শহরের বহু নাম আছে। যেমন তাইয়্যেবাহ, আল আ'সিমাহ, বাইতু রাসূলিল্লাহ, আল-মুসলিমাতুল মুহিব্বাহ্, দারুল ফাত্হি, হারামু রাসূলিল্লাহ, যাতুন নাখ্ল, সায়্যিদাতুল বুল্দান, আল বা'ররাহ, কুব্বাতুল ইসলাম, ক্বলবুল ঈমান, আল মুখতারাহ, দারুল আবরার, আল মু'মিনাহ, দারুস্সুন্নাহ, দারুল আখইয়ার, যাতুল হারারাহ্, যাতুল মুবারাকাহ্ ইত্যাদি প্রায় পঁচানব্বইটি নাম আছে।

মোটকথা, এটা মাদফানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফের শহর, যে শহর থেকে তিনি সমগ্র দুনিয়াতে দ্বীন প্রচার করেছিলেন, রিসালতের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং জীবনের সর্বস্ব দিয়ে আল্লাহর আমানত আদায় করে চির বিদায় নিয়ে এ স্থানে আরাম করছেন।

মদীনা শরীফের সীমানায় প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা! হাযা হারামু নাবিয়্যিকা ফাজ'আলহুলী বিক্বায়াতান মিনান্নারি ওয়া আমানাম মিনাল 'আযাবি ওয়া সূইল হিসাবি।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! এই নগরী আপনার নবীর পবিত্র নগরী। একে

www.pathagar.com

আমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং জাহান্নামের শাস্তি ও কঠিন হিসাব থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার উছিলা করুন।"

মদীনা শরীফে প্রবেশের পূর্বে বা পরে গোসল করে নিবেন। গোসল সম্ভব না হলে অন্তত অযূর সঙ্গে প্রবেশ করবেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বা নতুন কাপড় পরিধান করে খুশবু লাগিয়ে প্রবেশ করবেন।

মদীনা শরীফের শহরে প্রবেশকালে এ দোয়া পড়বেন

بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ، رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّارْزُقْنِىْ مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ مَارَزَقْتَ اَوْلِيَاءَكَ وَاَهْلَ طَاعَتِكَ وَاَنْقِذْنِىْ مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ يَا خَيْرَ مَسْئُوْلٍ ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِيْهَا قَرَارًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি মা-শা আল্লাহু লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, রাব্বি আদখিলনী মুদখালা সিদক্বিওঁ ওয়াআখ্‌রিজনী মুখরাজা সিদ্‌ক্বিওঁ ওয়ারযুক্বনী মিন্‌ যিয়ারাতি রাসূলিকা মা-রাযাক্বতা আউলিয়াআকা ওয়া আহ্‌লা ত্বা'আতিকা ওয়াআনক্বিযনী মিনান্নারি ওয়াগফিরলী ওয়ারহামনী ইয়া খাইরা মাস্‌উলিন্‌, আল্লাহুম্মাজ'আল লানা-ফীহা ক্বারারাওঁ ওয়া রিযকান হাসানা।

অর্থ ঃ "আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, আল্লাহ তা'আলার হুকুম ব্যতীত কিছুই হয় না। হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে ঈমানের সালামতির সাথে দাখিল করুন এবং বের করুন। আর আমার জন্য আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত নসীব করুন। যেভাবে আপনি আপনার খাস বান্দাদেরকে নসীব করেছেন এবং আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার প্রতি দয়া করুন। হে উত্তম ফরিয়াদ গ্রহণকারী! হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ পবিত্র নগরীতে অবস্থানের ব্যবস্থা এবং উত্তম রিযিক মঞ্জুর করুন।"

মদীনা শরীফে পৌঁছে প্রথমেই মসজিদে নববীতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবেন, আর যদি আসবাবপত্র রাখতে হয় এবং প্রয়োজন সারতে হয়,

www.pathagar.com

তাহলে তা দ্রুত সেরে নিয়ে মসজিদে গমন করবেন।

মসজিদে নববীতে প্রবেশকালে খুব বিনয়ের সাথে খুশূ-খুযূর মাধ্যমে পুরোপুরি আদবের সাথে প্রবেশ করবেন। পা আস্তে ফেলবেন। প্রথমে ডান পা রাখবেন এবং এ দোয়া পাঠ করবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াসাহ্বিহি ওয়া সাল্লিম। আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী যুনূবী, ওয়াফ্তাহ্লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিকা।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করুন, আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করুন।"

মসজিদে নববীতে যে কোন বাব (দরজা) দিয়ে প্রবেশ করা যায়। তবে উত্তম হলো, বাবে জিব্রাঈল দিয়ে প্রবেশ করা। প্রথম সফরে এই বাব নির্ণয় করা অনেকের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ে।

অতপর মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে মিম্বর এবং রওযা মোবারকের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে (সম্ভব হলে) দু' রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বেন। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরায়ে কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরায়ে ইখলাস পড়বেন। এ স্থানটিকে রিয়াযুল জান্নাহ বলা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَابَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ -

"আমার ঘর (বর্তমানে রওযা শরীফ) এবং আমার মিম্বরের মাঝখানে একটি বাগান আছে, যা জান্নাতের বাগানসমূহ থেকে একটি।"

নামাযের সালাম ফিরিয়ে আল্লাহর খুব হাম্দ, সানা এবং শুকর আদায় করে যিয়ারত কবূল হওয়ার জন্য দোয়া করে অত্যন্ত আদব ও মহব্বতের

www.pathagar.com

সাথে হুযূরের মারকাদে আত্হারে (কবর মুবারকের) সামনে এসে দাঁড়াবেন। দৃষ্টি নীচু করে স্থির হয়ে এ ধ্যান করবেন যে, হুযূরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আরাম ফরমাচ্ছেন। জোরে শব্দ করে কান্নাকাটি কিংবা জোরে দোয়া ও সালাম বলার চেষ্টা করবেন না। হুঁশের সাথে নিম্নরূপ সালাম পাঠ করবেন এবং দোয়া করবেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফ যিয়ারতকালে সালাম ও দোয়া:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ وُلْدِ اٰدَمَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ـ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ فَجَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّاخَيْرًا ، جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ مَاجَزَى بِهِ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهِ ـ اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ اِنَّكَ سُبْحَانَكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ্, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খাল্‌ক্বিল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদা ওলদে আদম, আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাহ্‌মাতাললিল 'আলামীন, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল মুরসালীন, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খাতামান্ নাবিয়্যীন।

ইয়া রাসূলাল্লাহি ইন্নী আশ্‌হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু, ওয়াআশ্‌হাদু আন্নাকা 'আবদুহু, ওয়া রাসূলুহু-ওয়া আশ্‌হাদু আন্নাকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ক্বাদ বাল্লাগ্‌তার্ রিসালাতা ওয়া আদ্দাইতাল আমানাতা, ওয়ানাসাহ্‌তাল উম্মাতা ওয়া কাশাফ্‌তাল গুম্মাতা, ফাজাযাকাল্লাহু 'আন্না খাইরান, জাযাকাল্লাহু 'আন্না আফ্‌যালা ওয়াআকমালা মা জাযা বিহি নাবিয়্যান 'আন উম্মাতিহি। আল্লাহুম্মা! আতিহিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযিলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আতা ওয়াব'আছহু মাক্বামাম্ মাহ্‌মূদানিল্লাযী ওয়া'আত্তাহু ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী'আদ। ওয়া আন্‌যিল হুল মান্‌যিলাল মুকাররবা ইনদাকা ইন্নাকা সুবহানাকা যুলফাযলিল 'আযীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি সালাম (শান্তি বর্ষিত হোক), হে আল্লাহর হাবীব! আপনার প্রতি সালাম, হে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সর্বোত্তম! আপনার প্রতি সালাম। হে বনী আদমের সর্দার! আপনার প্রতি সালাম। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত, বরকত এবং সালাম। হে নবীকুলের সর্দার! আপনার প্রতি সালাম। হে জগতবাসীর রহমতের অগ্রদূত, শান্তির বাহক! আপনার প্রতি সালাম। হে সকল নবীগণের সর্বশেষ নবী! আপনার প্রতি সালাম।

হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আপনি রিসালত পরিপূর্ণভাবে পৌছিয়েছেন এবং আমানত সঠিকভাবে আদায় করেছেন। উম্মতকে উপদেশ দান করেছেন এবং চিন্তামুক্ত করেছেন। আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। দান করুন

পরিপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট বিনিময়। যা নবীকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে দান করা যায় তা থেকেও উত্তম। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে ওসিলা করুন, মর্যাদার বুলন্দ আসন দান করুন এবং তাঁকে ওই মাকামে মাহমূদ দান করুন, যার ওয়াদা আপনি নিজেই করেছেন। কেননা, আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনি তাঁকে (পেয়ারে হাবীবকে) আপনার অধিক নিকটতম মাকাম দান করুন। নিঃসন্দেহে আপনি পূত-পবিত্র ও মহান দাতা।

উক্ত দোয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা'আত লাভের এবং ওসিলার জন্য দোয়া করবেন।

এছাড়াও যথা সম্ভব সালাত এবং দরূদ ইত্যাদি পাঠের ভেতর দিয়ে দোয়া করতে থাকবেন। কিন্তু রওযা শরীফে কপাল লাগাবেন না, চুম্বন ও স্পর্শ করবেন না। অতপর অন্যান্য ব্যক্তিদের সালামও পৌছাবেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর যিয়ারত

হুযূর (সাঃ)-এর রওযা থেকে একটু পূর্ব দিকেই হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কবর। এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে পাঠ করবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَثَانِيَهُ فِى الْغَارِ وَرَفِيْقَهُ فِى الاَسْفَارِ وَاَمِيْنَهُ عَلَى الاَسْرَارِ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْجَزَاءِ -

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু 'আলাইকা ইয়া খালিফাতা রাসূলিল্লাহি ওয়া সানিয়াহু ফিলগারি ওয়া রাফিকাহু ফিল আস্‌ফারি ওয়া আমিনাহু 'আলাল আসরারি আবা বাকরিনিস্‌ সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু, জাযাকাল্লাহু আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরাল জাযা।

"হে রাসূলের খলীফা! হে গারে ছওরের দ্বিতীয় সাথী! হে নবীর সফরসঙ্গী! হে গোপনীয়তার আমানতদার! আপনার প্রতি সালাম। হে আবূ বকর (রাঃ)! আল্লাহ আপনাকে উম্মতে মুহাম্মাদির পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।"

www.pathagar.com

হযরত উমর (রাঃ)-এর যিয়ারত

হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কবরের একটু পূর্ব দিকে হযরত উমর (রাঃ)-এর কবর। এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে পাঠ করবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْق الَّذِىْ اَعَزَّ اللّٰهُ بِهِ الاِسْلَامَ اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ مَرْضِيًّا حَيًّا وَمَيِّتًا ، جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু 'আলাইকা ইয়া আমিরাল মু'মির্নীনা উমারাল ফারুক আল্লাযি আআয্যাল্লাহু বিহিল ইসলামা ইমামাল মুসলিমীনা মারযিয়ান হাইয়্যান ওয়ামাইয়্যেতান। জাযাকাল্লাহু আন উম্মাতে মুহাম্মাদিন খাইরান, ওয়াসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অর্থ ঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন ওমর ফারুক (রাঃ)! যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে বিজয়ী করেছেন, যিনি মুসলমানদের ইমাম। জীবিত-মৃত সর্বাবস্থায় সন্তুষ্টিতে থাকুন। আল্লাহ আপনাকে উম্মতে মুহাম্মাদির পক্ষ থেকে উত্তম জাযা দান করুন। পরিশেষে নবীয়ে দোজাহানের প্রতি সালাত ও সালাম।"

মদীনা শরীফে অনেক যিয়ারতের স্থান আছে। জান্নাতুল বাকী মদীনার পবিত্র কবরস্থান। যেখানে হাজার হাজার সাহাবী ও উম্মাহাতুল মু'মিনীন এবং আল্লাহর অসংখ্য নেক বান্দা শায়িত আছেন। সেখানেও যিয়ারত করবেন। উক্ত জান্নাতুল বাকী মসজিদে নববীর সাথেই একটু পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। এছাড়া ওহুদ পাহাড়ের কাছে হযরত সাইয়্যেদুনা হামযা (রাঃ) সহ শুহাদায়ে ওহুদ-এর কবর যিয়ারত করবেন এবং ওহুদের প্রান্তর ও পাহাড়সমূহ যিয়ারত করে তথায় দোয়া করবেন।

আহলে বাকী -এর যিয়ারত

বাকী' হল মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান। এটি মসজিদে নববীর সন্নিকটে অবস্থিত। এ কবরস্থানে অসংখ্য সাহাবী এবং আওলিয়ার সমাধি

www.pathagar.com

রয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর যিয়ারতের পর আহ্লে বাকী' -এর যিয়ারতও প্রতিদিন বিশেষ করে শুক্রবারে মুস্তাহাব। আমীরুল মুমেনীন হযরত উসমান গনী (রাঃ) বাকী'-এর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সমাহিত। আযওয়াজে মুতাহ্হারাত (হযরত খাদিজা ও মায়মূনা [রাঃ] ব্যতীত), হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত ইবরাহীম ইব্নে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), উসমান ইব্নে মাযঊন (রাঃ), রুকাইয়্যাহ বিন্তে রাসূলুল্লাহ্, ফাতেমা বিনতে আসাদ (হযরত আলী [রাঃ]-এর জননী), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), সা'দ ইব্নে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ), আসাদ ইব্নে যারারাহ (রাঃ) প্রমুখ এই গোরস্তানেই সমাহিত রয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাসও (রাঃ) এখানে সমাহিত। মহানবী (সাঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এখানে সমাহিত আছেন। সকলের উপরেই সালাম পাঠ করবেন। ইমাম মালেক (রহঃ) এবং অন্যান্য তাবেয়ীগণও এখানে সমাহিত রয়েছেন।

বাকী'তে সর্বাগ্রে কার কবর যিয়ারত করতে হবে সে সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রথমে আমীরুল মুমেনীন হযরত উসমান (রাঃ)-এর যিয়ারত করতে হবে। কেননা, এখানে যত লোক সমাহিত রয়েছেন তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম। কেউ কেউ বলেন, নবী তনয় হযরত ইবরাহীম (রাঃ) দ্বারা শুরু করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, প্রথমে হযরত আব্বাস (রাঃ) -এর যিয়ারত করতে হবে। কেননা, তাঁর মাযারই শুরুতে রয়েছে। তাঁর নিকট দিয়ে বিনা সালামে অতিক্রম করা ঠিক নয়। কেননা, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত পিতৃব্য।

এরপর যার যার মাযার প্রথমে পড়বে তার উপর সালাম পাঠ করবেন এবং সাফিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর মাযারে সমাপ্ত করবেন। এতে

www.pathagar.com

যিয়ারতকারীগণের সুবিধে রয়েছে। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, সম্মানের দিক দিয়েও এ ব্যবস্থাই সঠিক। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পিতা হযরত মালেক ইবনে সিনান (রাঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় শহরের ভেতরে সমাহিত রয়েছেন। সম্ভব হলে তাঁরও যিয়ারত করবেন।

বাকী'তে প্রবেশ করে পড়বেন

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ -

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম দারা কাউমিম মুমেনীন ওয়াইন্না ইনশাআল্লাহু বেকুম লাহেকূন। আল্লাহুম্মাগফির লেআহলিল বাকীইল গারকাদে, আল্লাহুম্মাগফির লানা ওয়ালাহুম।

অর্থ ঃ আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে ঈমানদার ঘরবাসী! আমরা আল্লাহ্ চাহেন তো অচিরেই আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো। হে আল্লাহ! আপনি বাকী'তে সমাহিত সকলকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে ও তাদের সকলকে মাফ করে দিন। আল্লাহর দরগাহে আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

অতপর যাঁদের কবরের চিহ্ন জানা আছে তাদের যিয়ারত করবেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর উপরে এভাবে সালাম পাঠ করবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ذَا النُّوْرَيْنِ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُجَهِّزَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ بِالنَّقْدِ وَالْعَيْنِ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْهِجْرَتَيْنِ ،

www.pathagar.com

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَامِعَ الْقُرْآنِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَبُوْرًا عَلَى الْأَكْدَارِ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيْدَ الدَّارِ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ -

উচ্চারণ ঃ আস্সালামু আলাইকা ইয়া ইমামাল মুসলেমীনা, আস্সালামু আলাইকা ইয়া ছালেছাল খুলাফায়ির রাশেদীনা, আস্সালামু আলাইকা ইয়া জান্নূরাইনে, আস্সালামু আলাইকা ইয়া মুজাহ্হিযাল জাইশিল উসরাতে বিন্নাকদি ওয়ালআইনে, আস্সালামু আলাইকা ইয়া সাহেবাল হিজরাতাইনে, আস্সালামু আলাইকা ইয়া জামেয়াল কোরআনে বাইনাদ দুফ্ফাতাইনে, আস্সালামু আলাইকা ইয়া সাবূরান আলাল আকদারে, আস্সালামু আলাইকা ইয়া শাহীদাদ্দারে, আস্সালামু আলাইকা ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

অর্থ ঃ হে মুসলমানদের ইমাম! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে ইসলামের তৃতীয় খলিফা! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে দুই নূরের অধিকারী! (রাসূলের দুই মেয়ের স্বামী হবার সৌভাগ্যবান ব্যক্তি) আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে কঠিন মুহূর্তের (তাবুক যুদ্ধের) সেনাদলকে টাকা-পয়সা ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে প্রস্তুতকারী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে দুই হিজরতের ভাগ্যবান পুরুষ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে কোরআনের সংকলনকারী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে বিপর্যয়ের সময়ে ধৈর্য ধারনকারী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আপনগৃহে শাহাদাত লাভকারী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার উপর শান্তি, রহমত এবং বরকত বর্ষিত হোক।

www.pathagar.com

জান্নাতুল বাকী'-এর চিত্র

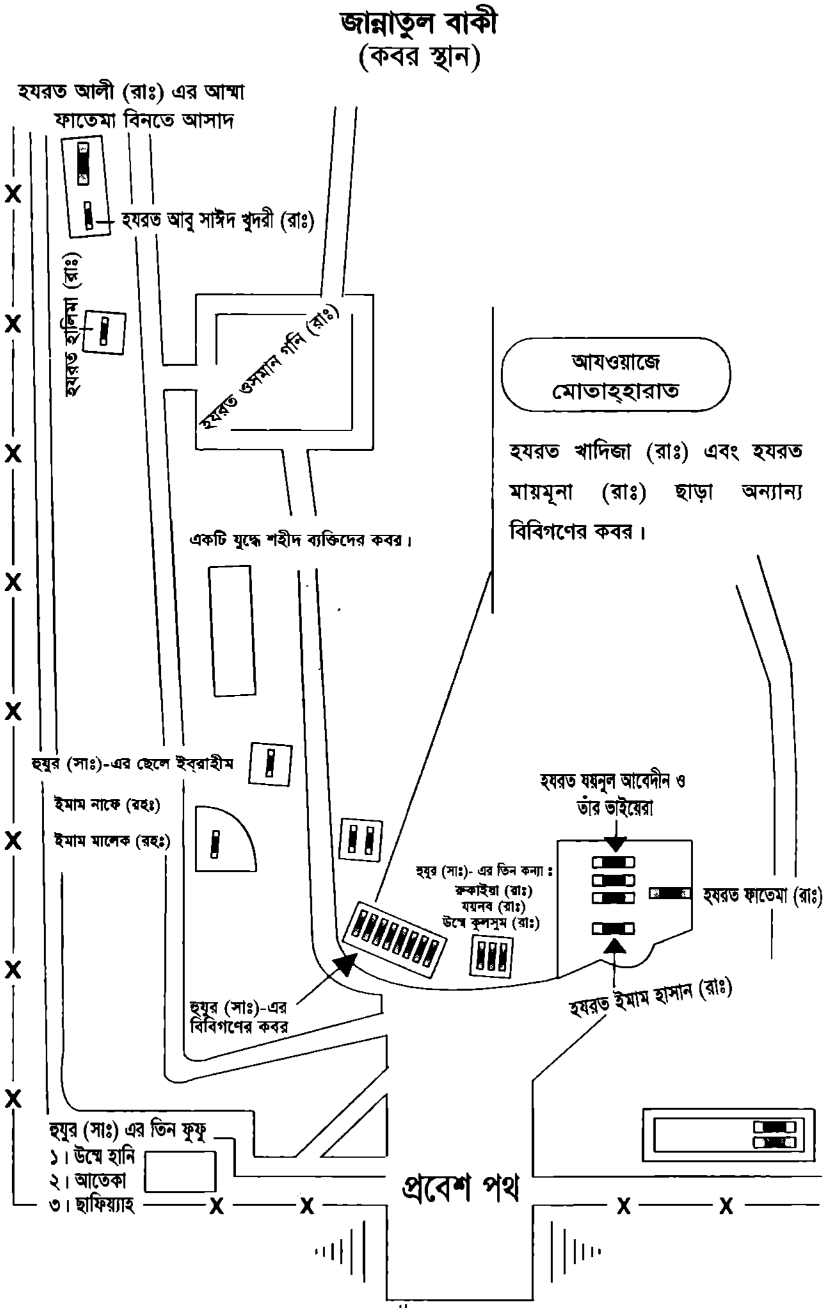

www.pathagar.com

মদীনা শরীফের মসজিদ সমূহের যিয়ারত

১। **মসজিদে ক্বোবা ঃ** মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিমে মসজিদে নববী থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এটি মুসলমানদের প্রথম মসজিদ। এ মসজিদের গুরুত্বের কথা কোরআন কারীমেও উল্লেখ আছে। হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদে ক্বোবায় দুই রাকআত নামাযের সওয়াব এক উমরার সওয়াবের সমতুল্য।

২। **মসজিদে মুসাল্লা বা মসজিদে গামামাহ্ ঃ** এ স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের নামায আদায় করতেন।

৩। **মসজিদে জুমুআ ঃ** এ স্থানে বনু সালেম গোত্র বাস করত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় সর্বপ্রথম এখানে জুমার নামায আদায় করেছিলেন।

৪। **মসজিদে সুক্ইয়া ঃ** হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে গমনকালে এ স্থানে নামায আদায় করেছিলেন। সেখানে সুক্ইয়া নামক একটি কূপ আছে।

৫। **মসজিদে আহযাব বা মসজিদে ফাত্হ্ ঃ** আহ্যাব যুদ্ধের সময় যখন সমস্ত কাফিররা একত্র হয়ে মদীনা মুনাওয়ারাতে হামলা চালাতে আসল এবং তাদেরকে রুখার জন্য খন্দক (পরীখা) খনন করা হল, সে অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত স্থানে তিন দিন (সোম, মঙ্গল ও বুধবার) অবস্থান করে দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দোয়া কবূল করেছেন।

৬। **মসজিদে ক্বিবলাতাইন ঃ** এ মসজিদে একই নামাযে সাহাবায়ে কেরাম বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন করে নামায আদায় করেছিলেন।

৭। **মসজিদে বনী ক্বোরাইযা ঃ** এ স্থানে বনু কোরাইযাকে (ইহুদী গোষ্ঠী) যখন আটক করা হয়েছিল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে অবস্থান করেছিলেন।

www.pathagar.com

মদীনা শরীফে অবস্থান কালের আমল

মদীনা শরীফে থাকাকালে মসজিদে নববীর জামাআত যেন না ছুটে। এ মসজিদের নামায সম্পর্কে কোন কোন রেওয়ায়েত মোতাবেক এক রাকআতে এক হাজার, আবার কোন কোন রেওয়ায়েত মোতাবেক এক রাকআতে ৫০ হাজার রাকআতের সমান সওয়াব পাওয়ার কথা বর্ণিত আছে।

এছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার মসজিদে যে কেউ ৪০ ওয়াক্ত নামায এমনিভাবে আদায় করবে যেন মাঝখানে কোন নামায না ছুটে, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লেখা হবে এবং নেফাক (মোনাফেকী) থেকে নিষ্কৃতি লেখা হবে। তাই মসজিদে নববীর জামাআত কোনভাবেই ছাড়বেন না এবং তথায় ই'তিকাফ করবেন। কোরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, দোয়া-মোনাজাত, সালাত ও সালাম এবং যিয়ারতের মধ্য দিয়ে সময় কাটাবেন। কোন বেয়াদবীমূলক আচরণ করবেন না। সবার সাথে ভালো আচরণ করবেন, মদীনাবাসীদেরকে মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সদকা-খয়রাত বেশী বেশী করবেন।

(আল্লাহ তা'আলা এ অধমকেও যিয়ারতকারীদের দলভুক্ত করুন এবং পেয়ারে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফাআত নসীব করুন; আমীন!)

হারামাইন শরীফাইনের সম্প্রসারণ

মহান আল্লাহ কোরআন মজীদে ইরশাদ করেন ঃ

«إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ»۔ (آل عمران : ٩٦)

"নিশ্চয় পৃথিবীতে মানুষের জন্য প্রথম (ইবাদতের) ঘর তৈরী করা হয়েছে মক্কা শরীফে। এটি বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত।"
(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬)

মহান আল্লাহ বায়তুল্লাহ শরীফকে মসজিদে হারাম বা সম্মানিত মসজিদ

www.pathagar.com

নামে বহুবার উল্লেখ করেছেন। এ থেকেই বুঝা যায় যে, এ ঘরের মর্যাদা ও সম্মান কত বেশী এবং এটি কত মর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহ পাকের নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) এই ঘর নির্মাণ করে একে আবাদ করার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সে সময় লোকজন এ ঘরের সম্মানার্থে এর থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের টিলায়, উপত্যকায় ঘরবাড়ী বানিয়ে বসবাস করতে থাকে। কুসাই ইবনে কিলাবের সময়ে এর নিকটে ঘর-বাড়ী তৈরীর অনুমতি দেয়া হয়, এর ফলে লোকজন এর চতুর্দিকে এমনভাবে বাড়ী-ঘর তৈরী করে যে, এর পাশে সামান্য একটু জায়গা বাকী থাকে যা 'মাতাফ' নামে খ্যাত। লোকজন এদিকে লক্ষ্য রাখে যেন তাদের ঘর-বাড়ী কা'বা ঘরের মত চতুষ্কোন হয়ে কা'বার সাদৃশ্য গ্রহণ না করে এবং তাদের ঘর-বাড়ীও যেন কা'বা ঘরের চেয়ে উঁচু না হয়। এছাড়াও প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ীর পাশে এতখানি করে ফাঁকা রাখে যেন সহজেই মাতাফ পর্যন্ত যাওয়া যায়। ইসলামের পূর্ব পর্যন্ত কাবাঘর এ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। কেননা, সে সময় পর্যন্ত সেখানে তওয়াফ ছাড়া অন্য কিছু করা হতো না এবং তওয়াফকারীরাও জাযিরাতুল আরবের ছিল। এজন্য এর চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ বা একে সম্প্রসারিত করার কোন প্রয়োজন পড়ে নি।

নবুওয়্যতের যুগে এবং হযরত আবূ বকরের (রাঃ) যুগেও কা'বাঘর এ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রাঃ) সময়ে যখন অনেক সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানাও বৃদ্ধি পায় তখন একে সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই তিনি কা'বাঘর সংলগ্ন সব বাড়ীঘর খরিদ করে নেন এবং তা ভেঙ্গে হারামের অর্ন্তভুক্ত করে নেন। এছাড়াও তিনি চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করেন, প্রাচীরে বিভিন্ন দরজা স্থাপন করেন এবং রাতের বেলায় দেয়ালের ওপর বাতি জ্বালানোর নির্দেশ দেন। তিনিই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কাবাঘরের চারপাশে দরজা লাগান এবং তাতে বাতি জ্বেলে আলোকিত করেন। তাঁর পরে অনেক খলীফা, আমীর ও বাদশাহরা এতে সংযোজন

www.pathagar.com

করেন। এর কিছু অংশকে সংস্কার করেন আর কিছু অংশকে নতুন ভাবে তৈরী করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১। ৭ম হিজরীতে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) কা'বা শরীফ সম্প্রসারণ করেন।

২। ২৬ হিজরীতে হযরত উসমান (রাঃ) সম্প্রসারণ করেন। তিনি প্রথমবারের মত এর ওপর ছাদ স্থাপন করেন।

৩। ৬৬ হিজরী সনে হযরত আবদল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। এর পুর্বে তিনি ৬৪ হিজরীতে কাবাঘরকে নতুনভাবে নির্মাণ করেন।

৪। ৯১ হিজরীতে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালেক সম্প্রসারণ করেন। তিনি একে নতুনভাবে তৈরী করেন এবং শালকাঠ দিয়ে এর ছাদ তৈরী করেন। সিরিয়া ও মিসর থেকে শ্বেত মর্মর পাথর নিয়ে আসেন এবং এর দ্বারা খাম্বা তৈরী করেন। তিনিই প্রথম খলিফা যিনি মসজিদে খাম্বা স্থাপন করেন।

৫। ১৩৯ হিজরীতে আবূ জাফর আল-মনসূর মসজিদের সম্প্রসারণ করেন এবং মসজিদে নকশা ও কারুকার্য করে একে চাকচিক্যময় করে তুলেন।

৬। ১৬০ হিজরীতে আব্বাসীয় খলিফা মাহদী যখন হজ্ব করতে আসেন তখন দেখেন যে, মসজিদে নামাজীদের জন্য স্থান সংকুলান হচ্ছে না। তখন তিনি উত্তর ও পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করার নির্দেশ দেন। এ সময় কা'বা ঘর দক্ষিণ দিক থেকে সংকুচিত হচ্ছিল। এরপর ১৯৬৪ সালে যখন তিনি আবার হজ্ব করতে আসেন তখন দক্ষিণ দিক থেকেও কা'বা ঘরকে সম্প্রসারণ করার নির্দেশ দেন যেন কা'বা ঘরটি মসজিদের মধ্যখানে হয়ে যায়। মূসা আল-হাদী তাঁর পিতা মাহদীর ইন্তিকালের পর এ কাজ সম্পন্ন করেন, যা ১৬৭ হিজরী সালে সম্পন্ন হয়।

৭। ২৮৪ হিজরীতে আব্বাসীয় খলিফা মু'তাযিদ বিল্লাহ কিছু সংস্কারমূলক কাজসহ নতুন করে কা'বা ঘর তৈরী করেন এবং কা'বা ঘরে একটি নতুন দরজাও যুক্ত করেন যা 'বাবুয্ যিয়ারাহ' নামে খ্যাত।

৮। ৩০৬ হিজরীতে আব্বাসীয় খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ অনেক

www.pathagar.com

সম্প্রসারণ করেন। এই সম্প্রসারণ 'বাবে ইবরাহীম' নামে খ্যাত।

এরপর সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তী খলিফা ও বাদশাহরা কা'বা ঘরের কাজকে সৌন্দর্য ও সংস্কারমূলক কাজের ওপর সীমাবদ্ধ রাখেন। ৬০৪ হিজরীতে মসজিদে আগুন লেগে যায়। এতে মসজিদের একাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর মিসরের শাসনকর্তা সুলতান ফারাজ বিন বারকুফ ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশকে উত্তমভাবে নির্মাণ করার নির্দেশ দেন।

৯। ৯৭৯ হিজরীতে সুলতান সুলাইম উসমানীর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, মসজিদের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তখন তিনি পুরা মসজিদকে দ্বিতীয়বার তৈরী করার নির্দেশ দেন। একে গম্বুজের মত করে (যা উসমানী স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য) এবং পুরা মসজিদকে খুব সুন্দর করে তৈরী করা হয়। সুলতান সুলাইমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান মুরাদ একাজ সম্পন্ন করেন যা ৯৮৪ হিজরীতে সম্পন্ন হয়।

মুকতাদির বিল্লাহর সম্প্রসারণের পর সংস্কার ও মেরামত ছাড়া কোন সম্প্রসারণমূলক কাজ করা হয়নি এবং ১০৬৯ হিজরী পর্যন্ত কোন সম্প্রসারণ ছাড়াই রয়ে যায়। এর ফলে মসজিদের ব্যবহার করা স্থান ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করার স্থান প্রায় একত্র হয়ে পড়ে এবং এর মাঝে শুধু ছোট্ট একটা রাস্তা রয়ে যায় যার পাশে কিছু দোকান-পাট এবং ঘর থেকে যায়।

সউদী সম্প্রসারণসমূহ

হারামাইন শরীফাইন এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহের খেদমত ও গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং আল্লাহ্র মেহমানদের আরাম ও শান্তির জন্য সউদী সরকারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযীয আলে সঊদ (রহ.) সব ধরনের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যখন তিনি দেখেন যে, হারামাইন শরীফাইন মুসল্লীদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং এতে সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। তখন তিনি ১৩৬৮ হিজরীতে মুসলিম বিশ্বকে শুভ সংবাদ দেন যে, তিনি হারামাইন শরীফাইনকে সম্প্রসারণ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছেন, যার শুরু হবে মসজিদে নববী থেকে।

www.pathagar.com

মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কাজ সম্পূর্ণ করার পর ১৩৭৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ৪ রবিউস সানী তারিখে মক্কায় মসজিদে হারামের সর্বপ্রথম সউদী সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা হয়। এ সময় ছিল বাদশাহ্ সঊদ বিন আবদুল আযীযের শাসনকাল। ভিত্তি স্থাপনসহ প্রাথমিক পর্যায়ের সকল কাজ একই সাথে শুরু করা হয় যেন হজ্বের মওসুম আসার পূর্বেই সাফা ও মারওয়ার নতুন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। সে সময় পূর্ব প্রান্তের সাফা পাহাড়ের দিকে এবং দক্ষিণে সাফা পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্ত থেকে শুরু করে বাবে উম্মে হানী পর্যন্ত কাজ শুরু করা হয়।

২৩ শাবান ১৩৭৫ হিজরীতে প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করা হয়। এরপর বিল্ডিং এর কাজ শুরু করা হয়। এ বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সাফা ও মারওয়ার পার্শ্বের সমস্ত দোকান-পাটকে উঠিয়ে দেওয়া এবং একে নতুন করে তৈরী করা। এভাবেই প্রায় এক হাজার বছর পর প্রথম বারের মত হাজীসাহেবানরা দোকান-পাট ও রাস্তায় চলাচল কারীদের থেকে মুক্ত হয়ে সাফা-মারওয়াহ্ সাঈ করতে পারলেন।

সাঈ করার জায়গা

হাজীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথম সউদী সম্প্রসারণের সময় সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানকে দু'তলা করা হয়।

সাফা ও মারওয়ার মর্ধবর্তী স্থানের দুরত্ব হলো ৩৯৪.৫ মিটার এবং চওড়া ২০ মিটার। প্রথম তলার উচ্চতা ১২ মিটার এবং দ্বিতীয় তলার উচ্চতা ৯ মিটার। এই দু' তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং এর উপকারিতা শুধু এ নয় যে, শুধুমাত্র এতে সাঈ করতে সহজ হলো বরং দ্বিতীয় উপকারিতা হলো এই যে, এক বিরাট সংখ্যক মুসল্লী এতে নামাজ আদায় করতে পারেন। সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানকে দু'তলা করার জন্য প্রাথমিকভাবেই আলেম-উলামাদের নিকট শরীয়তের ফত্ওয়া চাওয়া হয় , এরপর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়।

সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানকে এক পাতলা ও সংক্ষিপ্ত দেয়াল দ্বারা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক দিক দিয়ে লোকজন সাফা থেকে

www.pathagar.com

মারওয়ার দিকে যায় এবং আরেক দিক দিয়ে মারওয়াহ্ থেকে সাফার দিকে আসে। এই সংক্ষিপ্ত দেয়ালের পাশ দিয়ে আবার পঙ্গু ও মাজুর লোকদের সাঈ করার জন্য দুইপাশে পথ রাখা হয়েছে। এভাবেই সাফা ও মারওয়ার দুই প্রান্তে উপর থেকে নীচে এবং নীচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সিড়ির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একটি আসার জন্য আর অন্যটি যাওয়ার জন্য।

মসজিদের পূর্ব প্রান্তে সাফা এবং মারওয়াহ্ থেকে বের হবার জন্য ১৬টি দরজা তৈরী করা হয়েছে। দ্বিতীয় তলায় সাফা-মারওয়াহ্ থেকে হারাম শরীফে আসার জন্য দুটি দরজা লাগান হয়েছে। একটি সাফার দিকে আর অন্যটি মারওয়ার দিকে। এই দুই দরজা ভূমি থেকে এতদূর উঁচুতে রয়েছে যেন উঁচুতে এর মাঝে নামাজ পড়া যেতে পারে। মসজিদের মধ্যভাগ থেকে সাফা-মারওয়ার দ্বিতীয় তলায় যাওয়ার জন্যও দুটি সিড়ি রয়েছে। একটি বাবে সাফা এর নিকটে এবং অন্যটি বাবুস্ সালাম এর পাশে।

বৃষ্টি-বাদল ও বন্যার পানির সয়লাব থেকে মসজিদকে রক্ষা করার জন্য এক বিশেষ ড্রেন (ছোট ক্যানেল) তৈরী করা হয়েছে যা কুশাশিয়া দিয়ে সাফা হয়ে নতুন সড়ক (শারে' জাদীদ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই ড্রেনের প্রস্থ ৫ মিটার এবং গভীরতা চার থেকে ছয় মিটারের মধ্যে। এভাবেই বৃষ্টি-বন্যার পানি যা কোন কোন সময় সাফা এবং মারওয়ার মাঝে এবং মসজিদে এসে পড়তো এ ড্রেনের মাধ্যমে তা অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মসজিদের দেয়ালের গায়ে লাগানো পাথর

প্রথম সউদী সম্প্রসারণে মসজিদের সমস্ত দেয়াল এবং মেঝেতে উৎকৃষ্ট ধরনের শ্বেত মর্মর পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়। খাম্বা ও ছাদ নকশাযুক্ত পাথর এবং উন্নত ইসলামিক আর্ট দিয়ে তৈরী করা হয়। এই প্রকল্পে যত পাথর ব্যবহার করা হয় তা মক্কার কতিপয় পাহাড় থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো কাটছাট করা এবং এর ওপর নকশা করার জন্য একটি

www.pathagar.com

বিশেষ কারখানাও স্থাপন করা হয়। সেখানে পাথর কেটে তা কাটছাট করে এবং তাতে নকশাযুক্ত করে তা কাজে লাগাবার উপযুক্ত করা হয়। এই কারখানা জিদ্দায় অবস্থিত। সেখান থেকে প্রস্তুতকৃত পাথর গাড়ীতে করে মক্কায় আনা হয়।

কাবাঘরের সংস্কার

মসজিদ সম্প্রসারণের প্রথম পর্যায়ের কাজ করার সময় দেখা গেল যে, ছাদ এবং দেয়ালের স্থানে স্থানে ফাটল ধরেছে। এর কারণ, রোদ ও বৃষ্টিতে এবং দীর্ঘদিনের সময় পার হওয়ায় ছাদের নীচে যে কাঠ রয়েছে তা দুর্বল হয়ে গেছে। কেননা, এর পূর্বে যে সংস্কার কাজ হয়েছিল তা প্রায় ছয়শ' বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

যখন একথা মহামান্য বাদশাহ সঊদ বিন আবদুল আযীযকে জানানো হলো তখন তিনি দ্রুত কা'বা ঘরের সংস্কার ও নতুন করে তৈরী করার নির্দেশ দেন।

১৩৭৭ হিজরীর ১৮ রজব, মোতাবেক ১৯৫৭ সালে এ কাজের জন্য সউদী আরবসহ বিশ্বের বড় বড় আলেম-উলামাদের নিয়ে এক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। কা'বা ঘরের এই উন্নয়ন, সংস্কার ও নবায়ন মাত্র দু'মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়। কাজ সম্পন্ন হবার পর ১১ শাবান ১৩৭৭ হিজরীতে সমাপনী অনুষ্ঠান করা হয়। কা'বা ঘরের সর্বপ্রথম তৈরী থেকে নিয়ে এ যুগ পর্যন্ত ১৩ বার সংস্কার ও নতুনভাবে তৈরী করা হয়।

কা'বা ঘরের দরজা

১৩৯৭ হিজরীর জমাদিউল উলা মোতবেক ১৯৭৭ সালে বাদশা খালেদ বিন আবদুল আযীয (রহ.) কা'বা ঘরের মধ্যে নামায আদায় করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, এর দরজা যথেষ্ট পরিমাণে পুরাতন হয়ে গেছে। কেননা, সেটি মহামান্য বাদশাহ্ আবদুল আযীয আলে সঊদ এর সময়ে ১৩৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৩ সালে তৈরী করা হয়। বাদশাহ্ খালেদ বিন আবদুল আযীয নির্দেশ দেন যেন এর স্থলে নতুন একটি দরজা লাগনো হয় যা যথেষ্ট মজবুত এবং উন্নতমানের হবে। প্রকৃতপক্ষে এই একটি দরজা দুটি দরজার সমষ্টি। একটি দরজা হল বাইরের দরজা এবং অপরটি

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ দরজা। ইসলামী আর্টে পারদর্শী একজন ইঞ্জিনিয়ারকে এই প্রকল্পের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মক্কা শরীফে এক বিশেষ ওয়ার্কশপ খোলা হয় যার তদারকী করার জন্য মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ একজন স্বর্ণকারকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তাকে সহায়তা করার জন্যে এবিষয়ে অভিজ্ঞ বেশ কয়েক জনকে তার সহকারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এই কাজের ব্যাপারে এ নির্দেশনা ছিল যে, কাবা ঘরের দরজা এমন হবে যা তার গেলাফের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কাজ শুরু করা হয়। এজন্য সওদী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ২৮০ কিলোগ্রাম .৯৯৯ পার্সেন্ট ক্যারেটের খাঁটি স্বর্ণ এবং ১,৩৪,২০,০০০ (এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার) রিয়াল সরবরাহ করা হয়। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইনের বাদশাহ্ ফাহাদ (রহ.) সে সময় যুবরাজ ছিলেন। তিনি স্বয়ং কয়েকবার ওয়ার্কশপে গিয়ে কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন, যেন কাজের গতি তরান্বিত থাকে এবং গুণগত মানে কোন তারতম্য না হয়।

কা'বাঘরের অভ্যন্তরীণ দরজা যা 'বাবুত্ তওবা' নামে পরিচিত। সেটিও বহিঃদরজার মত নকশা ও কারুকার্য মন্ডিত এবং খুবই সুন্দর।

সে দরজার সাথে যে তালা ছিল তাও প্রায় সত্তর বছরের পুরাতন। এজন্য এর সাথে একটি নতুন ভাল তালাও লাগানো হয়।

মসজিদে হারামে চলন্ত সিড়ি

মসজিদে প্রবেশ করার জন্য এবং মসজিদ থেকে বের হবার জন্য যে রাস্তা রয়েছে তাকে খুব সুন্দর করে তৈরী করা হয়। প্রত্যেকটি পথের ওপর একসাথে চারটি চলন্ত সিড়িও লাগানো হয়েছে এবং তা গুম্বুজ আকারে তৈরী করা হয়েছে।

মসজিদে হারামের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

মসজিদে হারামের সংরক্ষণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পারদর্শী ও পরিক্ষিত সউদী কোম্পানীর সাথে তিন বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

www.pathagar.com

১. সাধারণ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা চুক্তি ২১,০০০,০০০ (একুশ মিলিয়ন) রিয়াল।

২. মসজিদ এবং কার্পেটের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পানি ব্যবস্থাপনা চুক্তি ৫৪,০০০,০০০ (চুয়ান্ন মিলিয়ান) রিয়াল।

৩. বিদ্যুৎ পরিচালন ও তার রক্ষণাবেক্ষন চুক্তি ১৩,৩৫৯,০৬০ (তের মিলিয়ন তিনশ উনষাট হাজার ষাট) রিয়াল।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পূর্ণ হয়েছে ঃ

নতুন প্রোগ্রামের আওতায় ৮০০০ (আট হাজার) বিদ্যুতচালিত পাখা, ইলোকট্রনিক ঘড়ি, কার্পেটের ওপর নতুন গালিচা এবং তওয়াফের জায়গায় যাওয়ার সিড়িগুলোকে ঠান্ডা শ্বেত মর্মর পাথরে পরিবর্তন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তওয়াফের জায়গা মসজিদে হারাম থেকে কিছুটা ঢালুতে অবস্থিত।

* মসজিদের ৫৪টি দরজায় ১১৯৬০ রিয়ালের নতুন লক লাগান, সাফা ও মারওয়ার ওপর ছয়টি সেতু স্থাপন করা হয়েছে, যার সম্পূর্ণ খরচ ১৩,০৯৩,২৫০ রিয়াল। মসজিদের ভেতরের পুরো অংশেই আগুন নিভানো সিষ্টেম চালু করা হয়।

* হারাম শরীফের সমস্ত বিদ্যুৎ চালিত বাতির সংখ্যা ৫৫,০০০ (পঞ্চান্ন হাজার)।

* হারাম শরীফের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ৮ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন এবং হারাম শরীফের ব্যবহৃত বিদ্যুতের তারের দৈর্ঘ ৩৫,০০০ মিটার।

* এই সম্প্রসারণে দুটি ৮৯ মিটার উঁচু মিনারা আগের সাতটি মিনারার আদলে তৈরী করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং এর প্রতিটির শক্তি এক মেগাওয়াট সম্পন্ন। এই পাওয়ার ষ্টেশন মসজিদে ব্যবহৃত বিদ্যুতের সমান শক্তি সম্পন্ন।

www.pathagar.com

সবধরনের ওয়্যারিং লাইন ও ইন্টিলেশন সিস্টেম মাটির নীচ দিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং একে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ সিষ্টেমের সাথে সমন্বিত করা হয়েছে।

সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে সাউন্ড সিস্টেমও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যেন মসজিদের সর্বত্র শব্দ শুনা-বুঝার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয়। মসজিদকে ঠান্ডা রাখা এবং বাতাস বের করার জন্য নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেন কা'বা ঠান্ডা থাকে এজন্য এমন ফ্যান ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ফিল্টার সংযুক্ত রয়েছে। এই ফিল্টার বাতাসকে ধুলা বালি থেকে মুক্ত রাখার সাথে সাথে হারামের সামনের ছাদের বহিঃদরজা দিয়ে খারাপ বাতাসকে বের করে দেয়। প্রথম তলা ও দ্বিতীয় তলায়ও এ সিস্টেম রাখা হয়েছে। যথাসম্ভব উষ্ণতা হ্রাস করার জন্য খাম্বার উপর ফ্যান লাগানো হয়েছে।

যমযম হাউজ

সব রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিভিন্ন পানি পরীক্ষা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যমযম পানি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, সব ধরনের জীবানু থেকে মুক্ত এবং বিশ্ব মানের বিশুদ্ধ পানি। ১৩৭৭ হিজরী সনে মোতাবেক ১৯৫৭ সালে যখন মাতাফের সামনের সঊদী উন্নয়ন কর্ম শুরু করা হয় তখন যমযম হাউজের জন্য নতুন ভবন তৈরী করা হয় এবং এতে হাজী সাহেবান ও মক্কায় আগত মেহমান ও মুসল্লীদের আরামের বিষয়টিকে খেয়ালে রাখা হয়।

মাতাফের মেঝের ওপর যমযম কূয়ার স্থানে স্পষ্ট কালো শ্বেত মর্মরের একটি গোলাকার বৃত্ত দেয়া হয়েছে যার ওপর 'যমযম' লেখা রয়েছে। এটি যমযমের স্থান। এই বৃত্তটি মূলত যমযম কূয়ার ঢাকনাও বটে, প্রয়োজনের সময় তা খুলে দেয়া হয়।

যমযম পানির বন্টন

আসল কূয়া 'যমযমুল উম্ম' (মূল কূয়া) নামে খ্যাত। কিন্তু পানি পান করার জন্য মূল কূয়ার সাথে সম্পৃক্ত শ্বেত মর্মমের দেয়াল রয়েছে যাতে অসংখ্য পানির ট্যাপ লাগান রয়েছে। এতে সর্বদা পানি ঠান্ডা করার পর সরবরাহ করা হয়ে থাকে। মসজিদের প্রতিটি অংশে পানি বন্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। নীচ তলা থেকে শুরু করে উপরের সব তলাতেই পানির ব্যবস্থা রয়েছে। এসব জায়গাতে পানি ঠান্ডা করার ব্যবস্থা রয়েছে। যে কারণে হারাম শরীফে আগন্তুক সকলেই ঠান্ডা পানি পেতে পারেন। এছাড়া

www.pathagar.com

অনেকগুলো পানির ডিব্বার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার সংখ্যা তিন হাজার এবং হজ্বের দিনগুলোতে বাড়িয়ে পাঁচ হাজার করা হয়ে থাকে।

পানি উত্তোলন ও ঠান্ডা করার কাজ কম্পিউটারের সাহায্যে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। তেমনিভাবে তা এক বিশেষ যন্ত্রের দ্বারাও সর্বদা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এই কাজ শুধুমাত্র অতিরিক্ত সতর্কতামূলকভাবে জীবানু মুক্ত রাখার জন্য করা হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ জিনিস পানির স্বাদ, রং বা উপাদানের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটায় না বরং পানকারী পর্যন্ত যমযম পানি কোন ধরনের সংযুক্তি ছাড়াই মূল অবস্থায় পৌঁছে থাকে। ১৪০৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয (রহ.) খাস করে হাজীদের জন্য এবং সাধারণভাবে সর্বস্তরের ভিজিটরদের জন্য নতুন একটি পরিকল্পনা যুক্ত করেন। পবিত্র ভূমি যিয়ারতকারীদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সব ধরনের সহজলভ্যতার ক্রম ধারাবাহিকতায় এটি বিশেষ গুরুত্বেরই স্বাক্ষর বহন করে। তাহলো পানি ঠান্ডা করার কারখানা স্থাপন। এই কারখানা বাদশাহ্ ফাহাদের নিজস্ব খরচ থেকে তৈরী করা হয়েছে।

ফ্যাক্টরীতে ঠান্ডা করা পানিকে প্লাস্টিকের থলেতে করে প্যাকেট করে দেওয়া হয়। এতে এক লিটার পানি থাকে। পানির এই প্যাকেট হাজী সাহেবান এবং ভিজিটরদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এর চাহিদা বেড়ে যায় যার ফলে বাৎসরিক উৎপাদন ৫০,০০০,০০০ (পাঁচ কোটি) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ কারখানার দ্বারা রমজান মাসে এবং হজ্বের মওসূমে খিদমত আঞ্জাম দেয়া হয়। এটি এখন বেশ মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

পানি সরবরাহ্ বিভাগ পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত এই কারখানার সমস্ত কার্যক্রম, প্যাকেট বন্টন এবং পরিচ্ছন্নতার সাথে জীবানু মুক্তকরণসহ অন্যান্য কর্মকান্ডও পরিচালনা করে থাকে।

এই কারখানার পানি টানার জন্য চারটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পাম্প মেশিন রয়েছে যা জীবানু মুক্তকরণ সিস্টেমের ভেতর দিয়ে যায় এরপর তা ঠান্ডা করে প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে বন্টনের জন্য জমা করা হয়।

একথা উল্লেখ করা জরুরী যে, হাজী সাহেবানদের নিকট এই ঠান্ডা মিষ্টি পানির গ্রহণযোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে পানির সরবরাহ্ কার্যক্রম জিদ্দায়

www.pathagar.com

বাদশাহ্ আব্দুল আজীজ পোর্ট, মক্কা, মিনা, জিদ্দা বন্দর, মদীনা শরীফ এবং সমস্ত পবিত্র স্থানসমূহ এবং হাজী সাহেবানদের আগমন ও প্রস্থানের স্থানসমূহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়।

এই কারখানার সাথে দুশ' কোল্ডগাড়ী রয়েছে যা নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে হাজী সাহেবানরা একত্রিত হয়ে থাকেন সেখানে দাঁড় করানো থাকে এবং সেখান থেকে বিনামূল্যে পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

আরাফায় মসজিদে নামেরা

এই মসজিদটি হজ্বে ইমামতকারী আলেম-উলামাদের অবস্থানস্থল যা আরাফার মাঠে অবস্থিত। হজ্ব ও আওকাফ মন্ত্রণালয় এর সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার ভিত্তির পরিধি ১২৪,০০০ বর্গ মিটার। মসজিদের ভেতর একত্রে ৩০০,০০০ (তিন লক্ষ) মুসল্লী নামাজ পড়তে পারেন। এই মসজিদে এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই মসজিদ মেরামত এবং সম্প্রসারণে ৩৩৭,০০০ রিয়াল খরচ হয়েছে।

মিনায় মসজিদে খাইফ

এটি পবিত্র মাশায়ের এলাকায় এক গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ যার ভিত্তির পরিধি ২৫,০০০ বর্গ মিটার। এভাবেই বাদশাহ্ আবদুল আযীয (রহ.) এর খরচে মসজিদের সাথে সংযুক্ত একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয়, যেখান থেকে দরিদ্র হাজী সাহেবানদের বিনামূল্যে খাবার পরিবেশন করা হয়।

মুজদালিফায় মাশআরুল হারাম মসজিদ

মাশআরুল হারামের মসজিদটি খুবই সুন্দর করে তৈরী করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ-প্রস্ত ৫৪০০ বর্গ মিটার। হজ্ব মন্ত্রণালয়ের তত্তাবধানে এটি তৈরী করা হয়েছে।

মদিনা শরীফের নির্মাণ, উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য করণ

হাজী সাহেবান আপনারা মক্কা মুকাররমায় অসংখ্য বিল্ডিং, নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড দেখেছেন, সে ধরনেরই উন্নয়ন কর্মকান্ড আপনারা মদীনায়ও দেখতে পাবেন। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীযের (রহ.) সময়োচিত পদক্ষেপ ও সউদী জনগণের ইচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে পবিত্র মক্কা ও মদীনা শহর বিশ্বের এক সৌন্দর্য্যময় শহরে পরিণত হয়েছে। এতে উন্নয়ন ও স্থাপত্য শিল্পের এক

www.pathagar.com

নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে।

দুই শহরকে ভূ-উপগ্রহ থেকে গৃহীত ছবির সাথে সামাঞ্জস্য রেখে নকশা তৈরী করা হয়েছে। উপগ্রহের সাহায্যে ছবি গ্রহণ ও সমন্বয় সাধনে এক বিরাট অংকের টাকা খরচ হয়েছে। সঊদী আরবের এক পারদর্শী কোম্পানী এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। এসব উন্নয়ন মূলক কাজে খাদেমুল হারামাইন শারীফাইন বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীযের (রহ.) ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল প্রবল, এজন্য তিনি নিজেকে সভাপতি করে একটি মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেন এবং এর সহ-সভাপতি হিসেবে মদীনা শরীফের গভর্ণর আমীর আবদুল মজীদ বিন আবদুল আযীয আলে সঊদকে নিয়োগ দান করেন, যেন কাজে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় এবং এ কাজ যেন ত্বরিৎ গতিতে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরী তা হলো, সমস্ত কার্যক্রম যা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল তা একই সাথে খুবই সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়।

উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা উল্লেখ করার দাবী রাখে তা হলো, বাদশাহ ফাহাদের (রহ.) মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কাজ। এই কাজ আজ পর্যন্ত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সম্প্রসারণমূলক কাজ হিসেবে উল্লেখ পাওয়ার মর্যাদা রাখে।

মসজিদে নববী শরীফ

হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে এই মসজিদ হলো সেই তিন মসজিদের একটি যেদিকে সওয়াবের নিয়তে সফর করা জায়েয। অন্যান্য মসজিদগুলো হলোঃ মক্কা শরীফে মসজিদুল হারাম এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে মসজিদুল আকসা। মসজিদে নববী ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ। এই মসজিদ নির্মাণের কাজে স্বয়ং রাসূলে কারীম (সাঃ) অংশগ্রহণ করেন। ছোট ছোট ইট এবং পাথর বহন করে সাহাবাদের সাথে তিনি এ নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সময়ের সাথে সাথে এর সম্প্রসারণ হতে থাকে। এই মসজিদ মদীনা শহরের মধ্যখানে অবস্থিত ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষর রেখেছে। এই মসজিদে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের সাথে একত্রিত হতেন। ওহীর বিধান তাদের নিকট পৌঁছাতেন এবং ইসলামের মূলনীতি তাদেরকে বুঝিয়ে

www.pathagar.com

দিতেন। ইবাদত, মুয়ামালাত, বিবাদের ফয়সালা, প্রশ্নের জবাব এবং ইসলামী শরীয়তের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেখানেই বর্ণনা করে দিতেন। এটি খোলাফায়ে রাশেদীন বিশেষত হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর আমলে যখন ইসলাম উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল তখন রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এই মসজিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও পার্লামেন্টের ভূমিকা পালন করতো। এতে সব ধরনের কাজ ও বিষয় আঞ্জাম দেয়া হতো। পরে যখন ইসলামী খেলাফতের রাজধানী কুফা, দামেশক এবং অন্যান্য শহরে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, এই পবিত্র শহরের সেই মর্যাদা তখন আর থাকে না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং তিন খলীফার যুগে এটি মুসলমাদের খিলাফতের রাজধানী ছিল, তখন এর মর্যাদা ও সম্মান ঠিকই থাকে এবং এই শহর জ্ঞানের এক বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে এর মহব্বত ও সম্মান বজায় থাকে। কেননা, এতে মসজিদে নববী এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রওযা মুবারক অবস্থিত। হাদীস শরীফের ভাষ্য মোতাবেক মানুষজন নিয়ত করে এর যিয়ারতে এসে থাকে। তারা আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) রওযায় দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে। এই মসজিদে নামাজ আদায় করে এবং মদীনা শরীফের যিয়ারত করে ধন্য হয়। হজ্বে আগত সমস্ত হাজী সাহেবান হজ্বের পূর্বে অথবা পরে এই পবিত্র ঘরের যিয়ারতের জন্য অবশ্যই মদীনায় তশরীফ এনে থাকেন।

একটি বিশেষ দোয়া

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হযরত আনাস (রাঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে দেখা করলে সে তাঁকে (হযরত আনাসকে) তার আস্তাবল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে। পরিদর্শনে গিয়ে হযরত আনাস (রাঃ) ৪শ' মোটা তাজা ঘোড়া দেখতে পান। ফিরে আসার পর হাজ্জাজ বলল, কেমন লাগল আমার আস্তাবলের ঘোড়াগুলো? উত্তরে তিনি বললেন, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মানুষ তিন কারণে ঘোড়া প্রতিপালন করে থাকে- ১. জরুরতের কারণে, তা জায়েয। ২. জিহাদের উদ্দেশ্যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তা ফরয এবং ৩. লোক দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের জন্য, আর এটা জাহান্নামে প্রবেশের একটি কারণ। আমার ধারণা, আপনার এ ঘোড়া প্রতিপালনের

www.pathagar.com

কারণ তৃতীয়টি। এ কথা শুনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ক্রোধান্বিত হয়ে হযরত আনাস (রাঃ)-কে বলল, আপনি রাসূলের সাহাবী। তাছাড়া খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান আপনার প্রতি সম্মান করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তা নাহলে এ মুহূর্তে আমি আপনার শিরশ্ছেদ করতাম। এ কথা শুনে হযরত আনাস (রাঃ) ধমক দিয়ে বল্লেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন একটি দোয়া শিখে রেখেছি, যা আমাকে তোমার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। এ দোয়া পাঠ করলে তুমি আমার একটি পশমও হেলাতে পারবে না। এ ধমকে অত্যাচারী হাজ্জাজ বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সম্বিত ফিরার পর সে বিনয়ের সাথে বলল, এ দোয়াটি আমাকেও শিখিয়ে দিন। হযরত আনাস (রাঃ) বললেন, তোমার মত বে-আদবকে এমন মর্যাদাবান দোয়া শিখানো যাবে না।

হযরত আনাস (রাঃ) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তার খাস খাদেম হযরত আবান (রহঃ) সেখানে প্রবেশ করলেন। অতপর বললেন, হে আবূ হামযা! আপনার কাছে আমি কিছু চাই। তিনি বললেন, "বল যা চাও।" তখন তিনি বললেন, সেই বাক্যগুলো জানতে চাই যা আপনার নিকট হাজ্জাজ শিখতে চেয়েছিল। অতপর তিনি বললেন, "ঠিক আছে। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে এর উপযুক্ত মনে করছি। আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর দশ বছর খিদমত করেছি। তিনি যখন আমাকে ছেড়ে যান তখন তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। আর তুমি আমার দশ বছর খিদমত করেছ এবং আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি আর আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট। তুমি সকাল এবং সন্ধ্যায় এই বলে দোয়া করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ
بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ وَنَفْسِىْ ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى
اَهْلِىْ وَمَالِىْ ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ اَعْطَانِيْهِ رَبِّىْ،
بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الاَسْمَاءِ ، بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الاَرْضِ
وَالسَّمَاءِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ،
بِسْمِ اللّٰهِ اِفْتَتَحْتُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ ،لاَ قُوَّةَ اِلاَّ

www.pathagar.com

بِاللّٰهِ ، لَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ، لَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ،
اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، لَا
اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ، تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ
السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَرَبُّ الاَرَضِيْنَ ، وَمَا
بَيْنَهُمَا ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، عَزَّ جَارُكَ ، وَجَلَّ
ثَنَاؤُكَ ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ، اِجْعَلْنِىْ فِىْ جِوَارِكَ مِنْ شَرِّ
كُلِّ ذِىْ شَرٍّ ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، اِنَّ وَلِيِّىَ
اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ، فَاِنْ
تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .

উচ্চারণ ঃ "বিসমিল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহি বিসমিল্লাহি আলা-দ্বীনী ওয়ানাফসী, বিসমিল্লাহি আলা আহলি ওয়ামালি, বিসমিল্লাহি আলা কুল্লি শাইয়্যিন আতানিহী রাব্বী, বিসমিল্লাহি খাইরুল আসমায়ে, বিসমিল্লাহি রাব্বুল আরদ্বি অসসামায়ি, বিসমিল্লাহিল্লাযি লা ইয়াদুররু মা'আ ইসমিহী শাইউন, বিসমিল্লাহি ইফতাতাহ্তু ওয়াআলাল্লাহি তাওয়াক্কালতু লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবারু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমু আল কারিমু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল আলিয়্যুল আযীমু, তাবারাকাল্লাহু রাব্বুস্ সামাওয়াতিস্ সাব'ই ওয়ারাব্বুল আরশিল আযীমি ওয়ারাব্বুল আরাদ্বীনা ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আয্যা জারুকা ওয়াজাল্লা ছানায়ুকা ওয়া-লা-ইলাহা গাইরুকা, ইজআলনি ফী-জিওয়ারিকা মিনশাররি কুল্লি যী-শাররীন ওয়ামিন শাররিশ্ শায়তানির রাজীম, ইন্না ওয়ালিইয়্যাল্লাহুল্লাযি নায্যালাল কিতাবা ওয়াহুয়া ইয়াতাওয়াল্লাস্ সালেহীন, ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকুল হাসবিআল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া

www.pathagar.com

রাব্বুল আরশিল আযীম।

অর্থ ঃ "আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। কোন শক্তি নেই (কারো ভাল কাজ করার) আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি আমার দ্বীনের জন্য আমার জীবনের জন্য, আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি আমার পরিবারের জন্য, আমার সম্পদের জন্য। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি সেই সবের হেফাজতের জন্য যা আমার প্রভু আমাকে দান করেছেন। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি তাঁর উত্তম নামসমূহের সাথে যিনি আসমান ও যমীনের প্রভু। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যার নামে শুরু করলে কোন রোগ-ব্যাধি ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি এবং আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করছি। আল্লাহ্‌র সামর্থ্য ব্যতীত কারও কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি পরম সহিষ্ণু, দয়াবান। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই, তিনি সর্বোচ্চ সুমহান। বরকতময় আল্লাহ্ সাত আসমানের প্রভু, মহান আরশের মালিক, জমীন সমূহের প্রভু এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে তার প্রভু। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সারাজাহানের প্রতিপালক, আপনার প্রতিবেশী সম্মানিত হোক এবং আপনার প্রশংসা জাগরুক থাকুক, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আপনি আমাকে আপনার পার্শ্বে স্থান দিন, সব অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন এবং বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন আমার অভিভাবক, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি সৎলোকদেরকে সাহায্য করে থাকেন। "অতপর তারা যদি ফিরে যায় তাহলে বলুন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তাঁর উপরই ভরসা করি এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি।"

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين -

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যবহারিক আরবী শব্দমালা

(الكلمات العربية المستخدمة)

কথোপকথন/المكالمة

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ	السلام عليكم ورحمة الله আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ
আপনি কেমন আছেন ?	كَيْفَ حَالُكَ / كَيْفَ اَنْتَ ؟ কাইফা হালুকা/ কাইফা আন্‌তা ?
আমি আল্লাহর ফযলে ভাল আছি।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَنَا بِخَيْرٍ আলহামদু লিল্লাহ, আনা বেখায়ের
আপনার নাম কি ?	(لَوْ سَمَحْتَ) مَا اسْمُكَ ؟ (লাও সামাহ্‌তা) মাস্‌মুকা ?
আমার নাম আবদুল্লাহ ।	اِسْمِىْ عَبْدُ اللّٰه ইসমী আবদুল্লাহ
আপনার বাড়ী কোন্ দেশে ?	اَنْتَ مِنْ اَىِّ بَلَدٍ আনতা মিন আইয়ে বালাদ
আমি বাংলাদেশী	اَنَا مِنْ بَنْغَلَادِيْش আনা মিন বাংলাদেশ
আপনি কি চান ?	اِشْ تَبْغَى اَنْتَ ؟ ইশ তাবগা আনতা ?

www.pathagar.com

আমি হারাম শরীফে যেতে চাই	اَنَا اُرِيْدُ الذِّهَابَ اِلَى الْحَرَمِ আনা উরিদুযযিহাবা ইলাল হারাম
আপনি একটু সামনে/ডানে যান	اِذْهَبْ اِلَى الْقُدَّامِ/الْيَمِيْنِ قَلِيْلاً ইযহাব ইলাল কুদ্দাম/ইয়ামীন কালিলান
আমি বাংলাদেশ হজ্জ মিশন অফিসে যেতে চাই	اُرِيْدُ الذِّهَابَ اِلَى مَكْتَبِ بِعْثَةِ الْحَجِّ بَنْغَلاَدِيْش উরিদুযযিহাব ইলা মাকতাবে বে'ছাতিল হজ্জ বাংলাদেশ
মক্কা শরীফের বাস স্ট্যান্ড কোথায়?	اَيْنَ مَوْقِفُ السَّيَّارَةِ بِمَكَّةَ আইনা মাওকেফুস্ সাইয়্যারা বেমাক্কা
হে মজদুর ভাই, এ দিকে আস!	تَعَالْ يَا اَخِي الْحَمَّالُ তাআ'ল ইয়া আখি আল-হাম্মাল
এই জিনিসগুলো উঠাও	خُذْ هَذِهِ الاَمْتِعَةَ/اَلاَشْيَاءَ খুয হাযিহিল আমতিআ/আশইয়া
ড্রাইভার, তুমি কি মক্কা যাবে?	يَاسَائِقُ/سَوَّاقُ هَلْ تَرُوْحُ اِلَى مَكَّةَ ইয়া সায়েক/সাওয়াক হাল তারুহ ইলা মাক্কা?
ভাড়া কত/ কত রিয়াল?	كَمْ اَلاُجْرَةَ/ بِكَمْ رِيَال؟ কাম আল উজরাহ/বিকাম রিয়াল?
আমি কোথায় বসবো/আমার সিট কোনটি?	اَيْنَ اَجْلِسُ / اَيْنَ مَقْعَدِيْ ؟ আইনা আজলেসু/আইনা মাকআদি?

www.pathagar.com

খাদ্য ও পানীয়
(الأطعمة والمشروبات)

ভাত ও শবজি দাও

هَاتِ الرُّز وَ الْخُضْرَوَات

হাত রুয ওয়া খুযরাওয়াত

কি তরকারী আছে?

إشْ مِنَ الادَم

ইশ মিনাল ইদাম?

গরুর গোশ্‌ত, মাছ এবং পানি দাও

هَاتِ لَحَمْ بَقَر وَالسَّمَكَ وَالْمَاء

হাতে লাহাম বাকার ওয়াস্‌সামাক্‌ ওয়াল মা

দুধ কিংবা ঠান্ডা কি আছে?

حَلِيْب اَوْ اِشْ مِنَ الْبَارِدْ

হালিব আও ইশ মিনাল বারেদ

দুধ নাই, তবে কফি, পেপসি আছে

مَافِىْ حَلِيْب، فِى قهوه و بيبسى

মা ফি হালিব, ফি গাহওয়া, বেবসী

রুটি এবং ভুনা গোশত দাও

هَات خُبْز وَلَحَم مَشْوِىْ

হাতে খুবয ওয়া লাহাম মাশবি

দাম কত হয়েছে/মোট কত বিল হয়েছে

هَاتِ الْحِسَاب/كَمْ بِالْمَجْمُوْع

হাতে হিসাব/ কাম বিল মাজুম'

দশ রিয়াল মাত্র, হে আমার বন্ধু!

عَشَرَ رِيَالَ فَقَطْ يَا حَبِيْبِىْ

আশারা রিয়াল ফাকাত ইয়া হাবিবী

নাও, তোমাকে ধন্যবাদ

خُذْ ، شُكْرًا لَكَ

খুজ, শুকরান লাক

www.pathagar.com

পোলাও ভাত ও গোশত দাও	هَاتِ الرُّزْ الْبُخَارِىْ وَاللَّحَم হাতে রুয বুখারী ওয়াল লাহাম
গোশত নাই, মুরগী এবং মাছ আছে	لَحَمْ مَا فِىْ ، فِىْ دَجَاج وَسَمَك লাহাম মা ফি, ফি দাজাজ ওয়া সামাক
হে ভাই, ইলিশ মাছ আছে?	يَا اَخِىْ هَلْ هِلْشَا عِنْدَكُمْ ؟ ইয়া আখী, হাল হিলশা ইনদাকুম
না, ভুনা চিংড়ী আছে।	لاَ ، فِىْ رُبْيَان مَشْوِىْ عِنْدَنَا লা, ফি রুবিয়ান মাশবী ইনদানা
দুধ বা দধি এবং চিনি দাও।	هَات حَلِيْب اَوْ اَللَّبَن وَالسُّكَّر হাতে হালিব আও লাবান ওয়া সুক্কার
মিঠাই এবং পুদিনা দিয়ে চা দাও	هَات حَلْوَى وَشَاهِىْ مَعْ نَعْنَع হাতে হালওয়া ওয়া শাহী মা' না'না'
আপনাদের নিকট পান আছে কি?	هَلْ يُوْجَدْ عِنْدَكُمْ تَنْبُوْل হাল ইউজাদ ইনদাকুম তামবুল
না এটা নিষিদ্ধ, ঠান্ডা পানীয় আছে	لاَ هَذَا مَمْنُوْع . فِىْ بَارِد লা, হাজা মামনু ফি বারেদ
না, তা চাই না। আপনাকে ধন্যবাদ	لاَ مَا اَبْغَى ، شُكْرًا لَكَ লা, মা আবগা, শুকরান লাক
মাফ করবেন, ঠিক আছে	عَفْوًا ، طَيِّبْ আফওয়ান, তাইয়েব।

www.pathagar.com

ফল জাতীয়

(من الفواكه)

আমাকে কলা ও আঙ্গুর দাও	هَاتِ اَلْمَوْزَ وَالْعِنَبَ হাতে মাওয ওয়াল ইনাব
আমাকে খেজুর এবং বাদাম দাও	اَبْغَى التَّمُوْر وَاللَّوْز আবগা আত্ তামুর ওয়াল লাওয
আমাকে কমলালেবু ও আপেল দাও	هَاتِ بُرْتُقَال وَتُفَّاح হাতে বুরতুকাল ওয়া তুফ্‌ফাহ
কমলা নেই, বেদানা আছে	بُرْتُقَال مَا فِيْ ، فِيْ رُمَّان বুরতুকাল মা ফী, ফী রুম্মান
আমাকে একটি বড় তরমুজ দাও	هَاتْ لِيْ حَبْحَبْ كَبِيْر হাতে লি হাবহাব কাবীর
তোমার কাছে লেবু আছে?	هَلْ يُوْجَدْ لِيْمُوْن عِنْدَك হাল ইউজাদ লিমুন ইনদাক
না, আনারস আছে, দেবো কি?	لاَ ، يُوْجَد اَنَانَسْ هَلْ تَبْغَى লা, ইউজাদ আনানাস, হাল তাবগা?
আমাকে যয়তুন ফল দাও, ডুমুর দাও	هَاتْ لِيْ الزَّيْتُوْن وَالتِّيْن হাত লি যয়তুন ওয়া তীন
ও ভাই! আমাকে নারিকেল দাও।	يَا اَخِيْ هَاتْ لِيْ زَوْجُ الْهِنْدِيْ ইয়া আখী! হাত লি যওজুল হিন্দী

www.pathagar.com

সর্বনাম
(ضمائر)

আমি, আমরা/নিশ্চয় আমরা		أَنَا ، نَحْنُ / اِنَّا
	আনা, নাহনু / ইন্না	
তুমি, তোমরা দু'জন, তোমরা (পুরুষ)		أَنْتَ ، أَنْتُمَا ، أَنْتُمْ
	আনতা, আনতুমা, আনতুম	
তুমি, তোমরা দু'জন, তোমরা (স্ত্রী)		أَنْتِ ، أَنْتُمَا ، أَنْتُنَّ
	আনতে, আনতুমা, আনতুম	
সে, তারা দু'জন, তারা (পুরুষ)		هُوَ ، هُمَا ، هُمْ
	হুয়া, হুমা, হুম	
সে, তারা দু'জন, তারা (স্ত্রী)		هِيَ ، هُمَا ، هُنَّ
	হিয়া, হুমা, হুন্না	
আমার (জন্য), আমাদের (জন্য)		لِيْ ، لَنَا
	লী, লানা	
তোমার জন্য, তোমাদের জন্য (পুরুষ)		لَكَ ، لَكُمْ
	লাকা, লাকুম	
তোমার জন্য, তোমাদের জন্য (স্ত্রী)		لَكِ ، لَكُنَّ
	লাকে, লাকুন্না	
তার জন্য, তাদের জন্য (পুরুষ)		لَهُ ، لَهُمْ
	লাহু, লাহুম	
তার জন্য, তাদের জন্য (স্ত্রী)		لَهَا ، لَهُنَّ
	লাহা, লাহুন্না	

www.pathagar.com

চিকিৎসা সম্পর্কিত
(ما يتعلق بالعلاج)

হে ভাই আমি খুবই অসুস্থ,	يَا اَخِىْ اَنَا مَرِيْضٌ جِدًا ইয়া আখি! আনা মারিয জিদ্দান
আমি হাসপাতালে যাব, সেটি কোথায়?	اُرِيْدُ الْمُسْتَشْفَى ، اَيْنَ ذَاكَ؟ উরিদু মুসতাশফা, আইনা যাক
আমি ওষুধের দোকানে যাব, সেটি কোথায়?	اُرِيْدُ صَيْدَلِيَّة ، اَيْنَ هِىَ؟ উরিদু সাইদালিয়া, আইনা হিয়া?
তোমার কি হয়েছে/ ব্যাপার কি?	اِشْ بِكَ / مَاذَا حَدَثَ؟ ইশ বেকা/ মাযা হাদাছ
আমার দু'দিন থেকে জ্বর ও মাথা ব্যাথা	بِىْ حُمَّى مُنْذُ يَوْمَيْنِ وَصُدَاع বি হুম্মা মুনজু ইয়াওমাইনে ওয়া সুদা'
আমার বমি হয়েছে, পেট ব্যাথা করছে	بِىْ قَىٌّ وَفِىْ بَطْنِىْ اَلَم বি কাই ওয়া ফী বাতনি আলাম
আমার লুজমোশন, পেটে প্রচন্ড ব্যাথা	بِىْ اِسْهَال وَفِىْ بَطْنِىْ اَلَم شَدِيْدٌ বি এসহাল ওয়া ফী বাতনি আলাম শাদিদ
ডাক্তার কোথায়, নার্স কোথায় ?	اَيْنَ الطَّبِيْب ، اَيْنَ الْمُمَرِّضَة আইনা তাবিব, আইনা মুমাররিয়া?
ওষুধ কিভাবে ব্যবহার করব?	كَيْفَ اَسْتَعْمِلُ الدَّوَاء কাইফা আসতা'মেলুদ দাওয়া

www.pathagar.com

ব্যবহারিক দ্রব্যাদি

(الأشياء والأوانى المستعملة)

ভাই আমাকে একটি প্লেট ও গ্লাস দিন	يَا اَخِىْ هَاتِ صَحْنًا وَكُوْبًا	ইয়া আখি! হাতে সাহান ওয়া কুবান
আমি একটি বড় ব্যাগ/স্যুটকেস চাই	اَنَا اَبْغَى شَنْطَةً/حَقِيْبَةً كَبِيْرَةً	আনা আবগা শানতা/হাকিবা কাবিরা
আমি তালা এবং দড়ি চাই	اُرِيْدُ قُفْلاً وَ حَبْلاً	উরিদু কুফলান ওয়া হাবলান
আপানর নিকট টেপরেকর্ডার বা রেডিও আছে?	هَلْ عِنْدَكَ مُسَجِّلْ اَوْمِذْيَاء	হাল ইনদাকা মুসাজ্জাল আও মিজইয়া?
আমি একটি ছোট ছুরি/চাকু চাই	اَنَا اَبْغَى سِكِّيْنًا صَغِيْرًا	আনা আবগা সিক্কিনান ছাগিরান
ভাই, একটি কাপ ও চামচ দিন	يَا اَخِىْ هَاتِ فِنْجَانْ وَمِلْعَقَةٌ	ইয়া আখি! হাতে ফিনজান ওয়া মিলআকা
আমি একটি ফ্যান ও ফ্রিজ কিনবো	اَنَا اَشْتَرِىْ مِرْوَاحَةً وَثَلاَّجَةً	আনা আশতারি মেরওয়াহা ওয়া তাল্লাজা
ভাই অপনার নিকট আয়না আর চিরুনী আছে ?	يَا اَخِىْ هَلْ عِنْدَكَ مِرْءَةْ وَمُشْط	ইয়া আখি! হাল ইনদাকা মেরআ ওয়া মুশত
আপনার নিকট সুরমা ও সুরমাদানি আছে?	هَلْ عِنْدَكَ كُحْل وَمِكْحَلَة	হাল ইনদাকা কুহল ওয়া মিকহালা

www.pathagar.com

বিশ্বের প্রথম ইবাদতগাহ পবিত্র কা'বা শরীফ। দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান এ কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করে থাকেন। এটি আমাদের কিবলা। এটি পৃথিবীর মধ্যখানে অবস্থিত। এতে এক রাক্আত নামায আদায় করলে পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদ থেকে এক লক্ষ গুন বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

কাঠের ওপর নকশা করা প্রায় শত বছরের পুরোনো বায়তুল্লাহ শরীফের ছবি। এতে হারাম শরীফের প্রাঙ্গন ও কা'বা শরীফ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া মাকামে ইব্‌রাহীম, মিম্বর এবং যমযম কূয়াও দেখা যাচ্ছে। কা'বার পাশে এসব ইমারতের জন্য তওয়াফের জায়গা ছিল খুবই সংকুচিত এবং ছোট, যার ফলে তওয়াফকারীদের খুবই সমস্যা হতো। পরবর্তীতে মিম্বর ও যমযমের কূয়াকে পিছনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মাকামে ইব্‌রাহীমের ইমারত শেষ করে দিয়ে স্টিলের খুব সুন্দর ঢাকনা দিয়ে তাতে গ্লাস ফিট করে সেখানেই রেখে দেয়া হয়েছে। এর ফলে তওয়াফের জন্য অনেক খোলামেলা জায়গা হয়েছে এবং হাজী সাহেবানদের জন্য খুবই সহজ ও আরামদায়ক হয়েছে।

www.pathagar.com

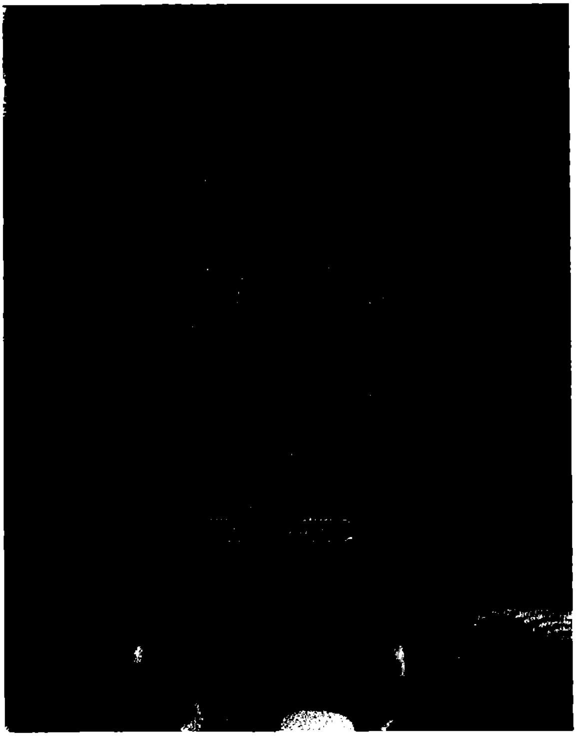

পবিত্র কা'বা শরীফের দরজা। বিশ্বের লক্ষ কোটি মুসলমান এ দরজা ধরে বিশ্বজাহানের মালিকের দরবারে নিজেদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, গুনাহ মাফি, জান্নাত লাভ ও ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির জন্য সর্বদা প্রার্থনারত থাকেন।

এই সেই পবিত্র গারে-হেরা বা হেরা গুহা। যেখানে রাসূলের (সাঃ) উপর প্রথম ওহী "ইক্বরা........." অবতীর্ণ হয়। রাসূল (সাঃ) এখানেই বসে নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।

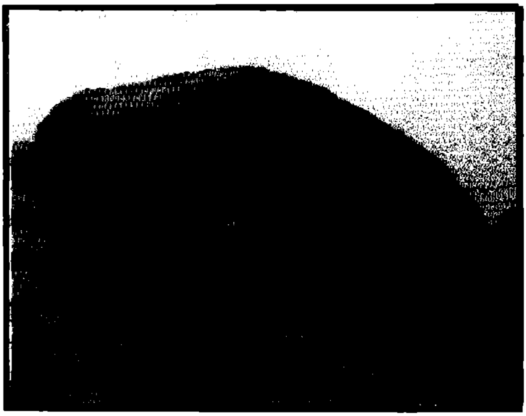

www.pathagar.com

পবিত্র কা'বা শরীফের গিলাফ। এতে কারুকার্যময় করে সোনালী অক্ষরে কোরআন মজীদের আয়াত উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

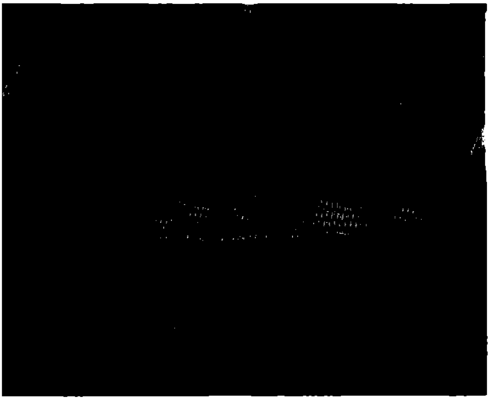

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এর পদচিহ্ন "মাকামে ইব্‌রাহীম"। কা'বাঘর তৈরীর সময় তাঁর যে পদচিহ্ন এ পাথরের গায়ে পড়েছিল কালের সাক্ষী হিসাবে তা' আজও বিদ্যমান।

www.pathagar.com

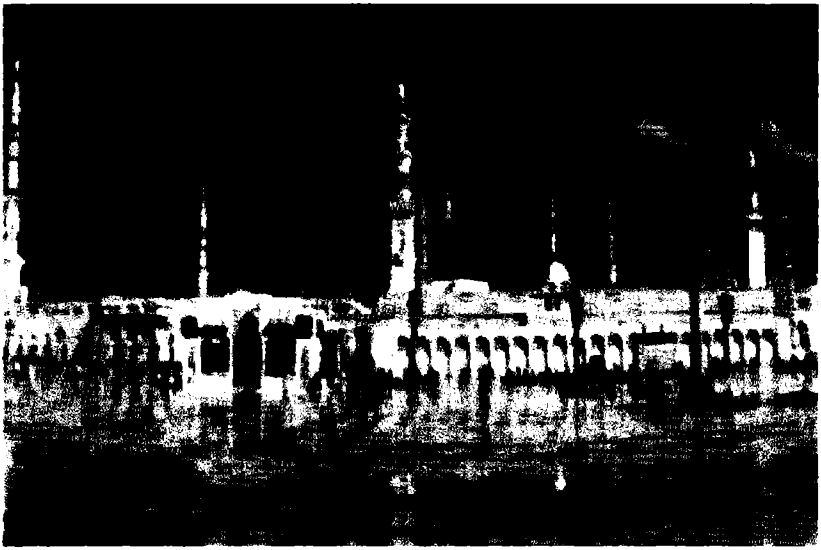

মদীনার পবিত্র মসজিদে নববী। যার প্রথম নির্মাণ কাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ মসজিদেই রয়েছে রওযাতুল জান্নাত বা জান্নাতের বাগিচা। দুনিয়ার বুকে কা'বার পরেই এটি সর্বোত্তম মসজিদ ও পবিত্রতম স্থান।

এই সেই মহিমান্বিত হাজারে আসওয়াদ। যাকে চুমু দেওয়ার জন্য বিশ্বের সর্বপ্রান্তের মুসলমানরা অধির আগ্রহ নিয়ে হজ্ব, উমরা, তওয়াফসহ বিভিন্ন আমলের সময় ভিড় করে থাকে। এ পাথরটি বেহেশতী পাথর। এর রং ছিল সাদা। মানুষের পাপমোচন ও সময়ের আবর্তনে এর বর্তমান রং কালো হয়ে গেছে। এজন্যই একে হাজারে আসওয়াদ বা কালো পাথর নামে অভিহিত করা হয়।

www.pathagar.com

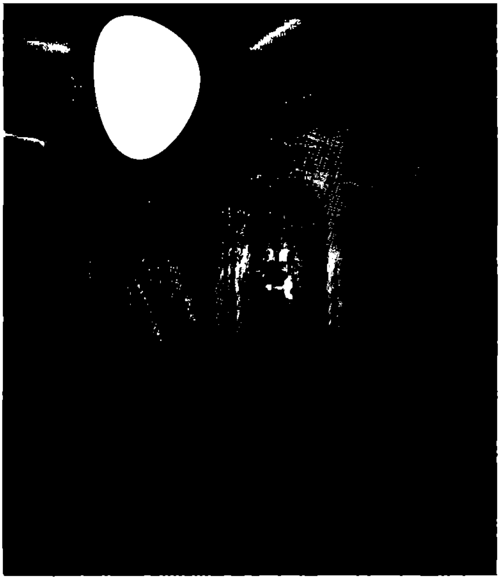

মসজিদে নববীর বরকতময় মিম্বর। এর উপরেই আরোহণ করে মসজিদে নববীর খতীব খোতবা প্রদান করে থাকেন।

মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারকের উপর অবস্থিত কুব্বাতুল খাযরা বা সবুজ গম্বুজ। বাইরে থেকে এর প্রতি দৃষ্টি দিলেও সওয়াব পাওয়া যায়। এটি ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের এক উজ্জ্বল নমুনা বহন করছে। দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমানকে যেন এ সবুজ গম্বুজ হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে

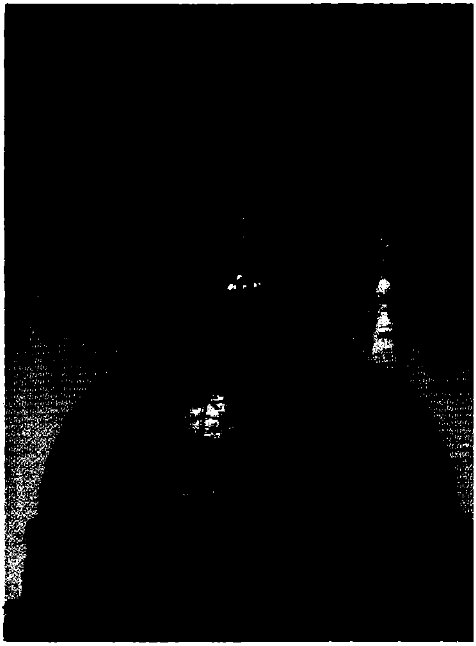

www.pathagar.com

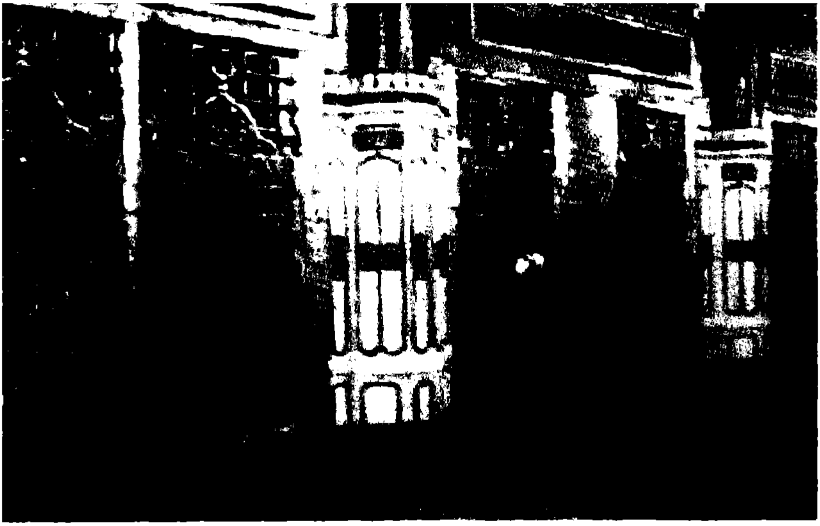

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফ
এখানেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) শায়িত আছেন।

আল্লাহর রাসূলের মসজিদ "মসজিদে নববী"র মেহরাব। এর কারু-কার্যতা সকলকে মুগ্ধ ও পুলকিত করে।

www.pathagar.com

মসজিদে কোবা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এসে সর্ব প্রথম এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি মদীনা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

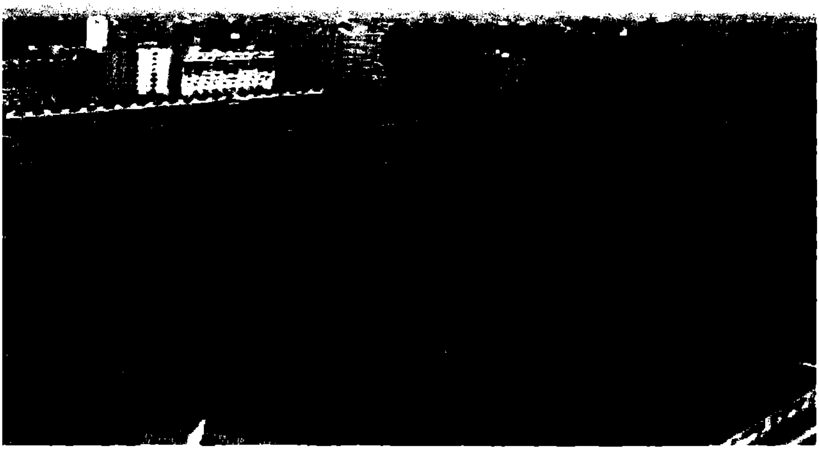

মদীনা শরীফের কবরস্থান জান্নাতুল বাকী'। এখানে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) সহ অনেক সাহাবী, তাবেয়ী, তাবেতাবেয়ীন এবং ওলী-আওলীয়া শায়িত আছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

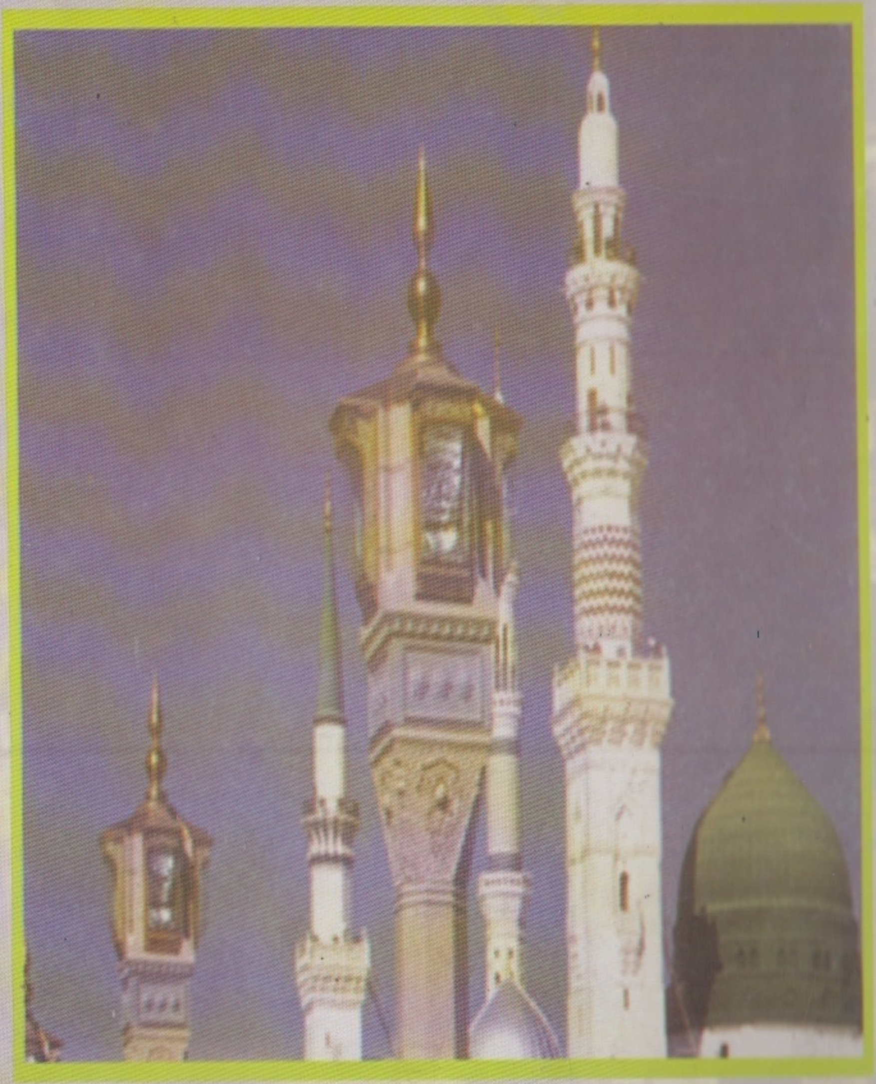

হারামাইন প্রকাশনী

মালিবাগ বাজার, ঢাকা।